দ্বীনী
প্রশ্নোত্তর ?

আব্দুল হামীদ ফাইযী

ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

দিবারাত্রি নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। সেই সকল প্রশ্নের উত্তর উদ্ধার করতে হয় বিভিন্ন মুফতীর কুরআন-হাদীস ভিত্তিক ফতোয়া গ্রন্থাবলী হতে। তারই কিছু সংকলিত হল এই পুস্তকে। আশা করি, মুসলিম জনসাধারণের কাজে লাগবে।

কোন কোন ফতোয়ার শেষে কোন কোন মুফতী সাহেবের নামের সংকেত ব্যবহার করা হয়েছে, তা নিম্নরূপ ঃ-

ইবা = ইবনে বায
ইজি = ইবনে জিবরীন
ইউ = ইবনে উষাইমীন
মুই = মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহীম
লাদা = লাজনাহ দায়েমাহ
মুনাজ্জিদ = মুহাম্মাদ স্বালেহ আল-মুনাজ্জিদ
বানী = আলবানী

মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন এ আমল কবুল ক'রে নেন। আমীন।

বিনীত---
আব্দুল হামীদ মাদানী
আল-মাজমাআহ, সঊদী আরব
১৫/২/২০১২

.

আক্বীদাহ ও তাওহীদ

প্রশ্ন ঃ মহান আল্লাহ কোথায় আছেন?

উত্তর ঃ মহান আল্লাহ আছেন সাত আসমানের ঊর্ধ্বে আরশের উপরে। তিনি বলেছেন,

{الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} (٥) سورة طه

অর্থাৎ, পরম দয়াময় আরশে সমাসীন। *(ত্বা-হা ঃ ৫)*

তিনি স্রষ্টা, সৃষ্টি থেকে ঊর্ধ্বে থাকেন। তবুও তিনি বান্দার নিকটবর্তী। তাঁর জ্ঞান ও দৃষ্টি সর্বত্র আছে। মু'মিনের হৃদয়ে তাঁর যিক্র বা স্মরণ থাকে।

প্রশ্ন ঃ মহান আল্লাহ কি নিরাকার, নাকি তাঁর আকার আছে?

উত্তর ঃ মহান আল্লাহর আকার আছে। তিনি নিরাকার নন। তবে সেই আকার কেমন, তা কেউ জানে না। তিনি বলেছেন,

{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} (١١) سورة الشورى

অর্থাৎ, কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (শূরা ঃ ১১)

তাঁকে বেহেশ্তে দেখা যাবে। তাঁর দীদারই হবে বেহেশ্তের সবচেয়ে বড় সুখ।

মহানবী ﷺ স্বপ্নে আল্লাহকে দেখেছেন। তিনি বলেছেন,

(رَأَيْتُ رَبِّيْ فِيْ أَحْسَنِ صُوْرَةٍ).

অর্থাৎ, আমি আমার প্রতিপালককে সবচেয়ে সুন্দর আকৃতিতে দর্শন করেছি। *(আহমাদ, তিরমিযী, সহীহুল জামে' ৫৯নং)*

আর যা দেখা যায়, তা নিরাকার নয়।

প্রশ্ন ঃ যে মসজিদে কবর আছে, সে মসজিদে নামায হয় না। মসজিদে কবর দেওয়া অথবা কবরের উপরে মসজিদ বানানো বৈধ নয় কেন? অথচ মহানবী ﷺ-এর কবর মসজিদে নববীর ভিতরে রয়েছে।

উত্তর ঃ বৈধ নয়, যেহেতু মহানবী ﷺ তা নিষেধ ক'রে গেছেন। আর তাঁর কবর মসজিদের ভিতরে মনে হলেও তাতে কিন্তু বৈধতার দলীল নেই। কারণ ঃ-

প্রথমতঃ মসজিদে নববী নবী ﷺ নিজে বানিয়েছেন। সুতরাং তাঁর কবরের উপরে মসজিদ হয়নি।

দ্বিতীয়তঃ তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর কবর মসজিদে হয়নি। বরং তাঁর কবর হয়েছিল মা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার ঘরের ভিতরে।

তৃতীয়তঃ মসজিদে নববী সম্প্রসারণের সময় মা আয়েশার ঘর যখন মসজিদের শামিলে আনা হয়, তখন তা সাহাবাগণের ঐক্যমতে ছিল না। বরং সেই সময় অধিকাংশ সাহাবা পরলোকগত। আর তা ছিল প্রায় ৯৪ হিজরীতে। যে সকল সাহাবা তখন বর্তমান ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই সে কাজের প্রতিবাদ করেছেন। তাবেঈনদের মধ্যে যাঁরা প্রতিবাদ করেছেন, তাঁদের মধ্যে সাঈদ বিন মুসাইয়িব অন্যতম।

চতুর্থতঃ মা আয়েশার হুজরা মসজিদে শামিল হওয়ার পরেও কবর মসজিদে নয়। বরং তা পৃথক কক্ষে সংরক্ষিত আছে। তিন-তিনটি দেওয়াল ও রেলিং দিয়ে তা পৃথক করা আছে। ভিতরের দেওয়াল দেওয়া আছে তিনকোণা আকারে, যাতে তার পশ্চাতে কেউ নামায পড়তে দাঁড়ালে সরাসরি কবর সামনে না পড়ে।

বলা বাহুল্য, মহানবী ﷺ-এর কবর দেখে মসজিদের ভিতর কবর দেওয়ার বৈধতার দলীল পেশ করা শুদ্ধ নয়। *(ইউ)*

প্রশ্ন ঃ আহলে কিতাব (ইয়াহুদী-খ্রিস্টান) কি কাফের?

উত্তর ঃ মহান আল্লাহই তাদেরকে মুশরিক ও কাফের গণ্য করেছেন। তিনি বলেছেন,

---- দ্বীনী প্রশ্নোত্তর ----

{وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّهِ وَقَالَتْ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِؤُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (٣٠) اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} (٣١) سورة التوبة

অর্থাৎ, আর ইয়াহুদীরা বলে, 'উযাইর আল্লাহর পুত্র' এবং খ্রিষ্টানরা বলে, 'মসীহ আল্লাহর পুত্র।' এটা তাদের মুখের কথা মাত্র (বাস্তবে তা কিছুই নয়)। তারা তো তাদের মতই কথা বলছে, যারা তাদের পূর্বে অবিশ্বাস করেছে। আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন, তারা উল্টা কোন্ দিকে যাচ্ছে! তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পন্ডিত-পুরোহিতদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে এবং মারয়্যামের পুত্র মসীহকেও। অথচ তাদেরকে শুধু এই আদেশ করা হয়েছিল যে, তারা শুধুমাত্র একক উপাস্যের উপাসনা করবে, যিনি ব্যতীত (সত্য) উপাস্য আর কেউই নেই, তিনি তাদের অংশী স্থির করা হতে পবিত্র। *(তাওবাহ ঃ ৩০-৩১)*

{لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَآلُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ} (١٧) سورة المائدة و ٧٢

অর্থাৎ, নিশ্চয় তারা অবিশ্বাসী (কাফের), যারা বলে, 'মারয়্যাম-তনয় মসীহই আল্লাহ।' *(মায়িদাহ ঃ ১৭, ৭২)*

আর মহানবী ﷺ বলেছেন,

(وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِى أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِىٌّ وَلاَ نَصْرَانِىٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِى أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ).

অর্থাৎ, সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! এই উম্মতের যে কেউ, ইয়াহুদী অথবা খ্রিস্টান আমার কথা শুনবে, অতঃপর সে আমি যা দিয়ে প্রেরিত হয়েছি, তার প্রতি ঈমান না এনে মারা যাবে, সে জাহান্নামবাসী হবে। *(মুসলিম)*

সুতরাং রাজনৈতিক তোষামদির কারণে কাফেরকে কাফের মনে না করা, কাফেরদের ভজনালয়কে আল্লাহর ঘর ধারণা করা কুফরী। *(ইউ)*

প্রশ্ন ঃ কবরপূজা কি ইসলামের শরীয়ত-সমর্থিত?

উত্তর ঃ না। কবরপূজা, আস্তানাপূজা ইত্যাদি ইসলামে কোন পূজা নেই। ইসলামে আছে ইবাদত। আর তা কেবলমাত্র মহান আল্লাহর জন্য। কবরপূজা মূর্তিপূজার শামিল। কবরকে কেন্দ্র ক'রে তাওয়াফ করা, নযর বা মানত মানা, কবরকে সিজদা করা, কবরবাসীর কাছে প্রার্থনা বা কামনা করা ইত্যাদি শির্কে আকবার। এমন কাজে মুসলিম ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়। কবরকে উঁচু করা, কবর বাঁধানো, রঙ করা, তার উপর চাদর চড়ানো, তার উপর ঘর বা গম্বুজ নির্মাণ করা, কবরের পাশে বাতি বা ধূপধুনো দেওয়া, উরস করা ইত্যাদিতেও ইসলামের অনুমোদন নেই। *(বিস্তারিত তাওহীদের পুস্তকাবলীতে দ্রষ্টব্য)*

প্রশ্ন ঃ আল্লাহর নবী ﷺ কি হাযির-নাযির?

উত্তর ঃ আল্লাহর নবী ﷺ-এর ইন্তিকালের পর তাঁর দেহ মা আয়েশার ঘরে সমাহিত আছে এবং তাঁর রূহ আছে জান্নাতে। সে এক ভিন্ন জগৎ। সে (মধ্য) জগৎ ও এ (পার্থিব) জগতের মাঝে আছে যবনিকা। সে জগৎ থেকে তিনি এ জগতের কোথাও হাযির (উপস্থিত) ও নাযির (পরিদর্শক) বা বিরাজমান হতে পারেন না। তিনি না বিদআতী মীলাদের সময়, আর না অন্য কোন শুভ সন্ধিক্ষণে এসে উপস্থিত হতে পারেন। সে জগৎ থেকে তিনি এ জগতের কোন খবরও জানতে পারেন না। ভক্তির আতিশয্যে শুধু বিশ্বাস করলেই হয় না, বাস্তবে তার দলীল-প্রমাণ থাকা আবশ্যক।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, মহান আল্লাহও সর্বত্র বিরাজমান নন। বরং তাঁর জ্ঞান, দৃষ্টি ও সাহায্য গগণে-ভুবনে সর্বত্র আছে। আর তিনি আছেন সকল সৃষ্টির উর্ধ্বে আরশের উপরে।

প্রশ্ন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ', 'ইয়া আলী', বা 'ইয়া জীলানী' বলা বৈধ কি?

উত্তর ঃ উদ্দেশ্য যদি আপদে-বিপদে আহবান বা সাহায্য প্রার্থনা করা হয়, তাহলে তা শির্কে আকবার। এমন শির্ক মুসলিমকে ইসলাম থেকে খারিজ ক'রে দেয়। মহান আল্লাহ বলেন,

{أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ} (٦٢) سورة النمل

অর্থাৎ, অথবা তিনি, যিনি আর্তের আহবানে সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীর প্রতিনিধি করেন। আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তোমরা অতি সামান্যই উপদেশ গ্রহণ ক'রে থাক। (নাম্‌ল ঃ ৬২)

{وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَومِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ} (٥) سورة الأحقاف

অর্থাৎ, সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত কে, যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে, যা কিয়ামত দিবস পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দেবে না? আর তারা তাদের ডাক সম্বন্ধে অবহিতও নয়। *(আহক্বাফ ঃ ৫)*

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, কোন সৃষ্টির কাছে সাহায্য প্রার্থনার আহবান তিন শর্তে বৈধ ঃ-

১। যার নিকট সাহায্য চাওয়া হবে, তাকে পার্থিব জীবনে জীবিত থাকতে হবে।

২। তাকে উপস্থিত বা আহবান শুনতে পাচ্ছে এমন অবস্থায় থাকতে হবে।

৩। যে সাহায্য চাওয়া হচ্ছে, সে সাহায্য করার মতো তার ক্ষমতা থাকতে হবে।
(দলীল 'তাওহীদ-কৌমুদী'তে দ্রঃ)

প্রশ্ন ঃ আল্লাহ ছাড়া কেউ কি 'বিপত্তারণ' বা 'গওস পাক' আছে?

উত্তর ঃ আল্লাহ ছাড়া কেউ 'বিপত্তারণ' বা 'গওস' নেই। সুতরাং বিপদে একমাত্র আল্লাহকেই ডাকতে হবে, একমাত্র তাঁরই কাছে সাহায্য চাইতে হবে। বিপদে 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইয়া আলী, ইয়া জীলানী' বলে সাহায্য চাওয়া শির্কে আকবার। মহান আল্লাহ বলেন,

{أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ} (٦٢) سورة النمل

অর্থাৎ, অথবা তিনি, যিনি আর্তের আহবানে সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীর প্রতিনিধি করেন। আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তোমরা অতি সামান্যই উপদেশ গ্রহণ ক'রে থাক। *(নাম্‌ল ঃ ৬২)*

মহানবী ﷺ বলেন, "যখন তুমি চাইবে, তখন আল্লাহর কাছেই চেয়ো। আর যখন তুমি প্রার্থনা করবে, তখন একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করো।" *(তিরমিযী)*

প্রশ্ন ঃ মহানবী ﷺ কি আমাদের মতো মানুষ ছিলেন?

উত্তর ঃ মহানবী ﷺ আমাদের মত রক্ত, মাংস ও অস্থির গড়া মানুষ ছিলেন। আমাদের মত পিতার ঔরসে ও মাতার গর্ভে তাঁর জন্ম হয়েছিল। আমাদের মত তিনি খেতেন, পান করতেন। সুস্থ-অসুস্থ থাকতেন। বিস্মৃত হতেন, স্মরণ করতেন। বিবাহ-শাদী করেছেন, তাঁর একাধিক স্ত্রী ছিল। তিনি সন্তানের জনক ছিলেন। ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। দুঃখ-শোক, ব্যথা ও যন্ত্রণা অনুভব করতেন। তাঁর প্রস্রাব-পায়খানা হত এবং তা অপবিত্র ছিল। তাঁর নাপাকীর উযূ-গোসলের প্রয়োজন হতো। *(তিরমিযী ২৪৯ নং)* জীবিত ছিলেন, ইন্তিকাল করেছেন। মানুষের সকল প্রকৃতি ও প্রয়োজন তাঁর মাঝে ছিল।

মহান আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ-কে বলেছেন,

{قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ} (١١٠) سورة الكهف

অর্থাৎ, তুমি বল, 'আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ; আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের উপাস্যই একমাত্র উপাস্য; সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকেও শরীক না করে।' *(কাহফ ঃ ১১০, হা-মীম সাজদাহ ঃ ৬)*

পক্ষান্তরে কোন মানুষই তাঁর মতো (সমান) নয়। আমরা তাঁর মতো মানুষ নই। অতিপ্রাকৃত বিষয়ে কেউই তাঁর মতো নয়। তিনি একটানা রোযা রাখতেন। সাহাবীগণ তাঁর মতো রাখতে চাইলেন। তিনি বললেন, 'এ বিষয়ে তোমরা আমার মতো নও। আমি তো রাত্রি অতিবাহিত করি, আর আমার প্রতিপালক আমাকে পানাহার করান।' *(মুসলিম ১১০৩, মিশকাত ১৯৮৬ নং)*

তাঁর দেহের ঘাম ছিল শ্রেষ্ঠ সুগন্ধি। একদা তিনি উম্মে সুলাইম (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র ঘরে এসে শুয়ে ঘুমিয়ে গেলেন। তিনি ঘর্মাক্ত হলে উম্মে সুলাইম সেই ঘাম জমা করতে লাগলেন। তিনি জেগে উঠে তা দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী ব্যাপার উম্মে সুলাইম?' বললেন, 'আপনার ঘাম। আমাদের সুগন্ধিতে মিশিয়ে দেব। আর তা হবে শ্রেষ্ঠ সুগন্ধি।' *(মুসলিম ৬২০১নং)*

তিনি বিশেষ ক'রে নামাযে সামনে যেমন দেখতেন, তেমনি পিছনেও দেখতেন। একদা এক নামাযের সালাম ফিরে তিনি বললেন, "তোমরা তোমাদের রুকূ ও সিজদাকে

পরিপূর্ণরূপে আদায় কর। সেই সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে, আমার নিকট তোমাদের রুকূ, সিজদাহ ও বিনয়-নম্রতা অস্পষ্ট নয়। আমি আমার পিঠের পিছন থেকে দেখতে পাই, যেমন সামনে দেখতে পাই। *(আহমাদ ৯৭৯৬, বুখারী ৪১৮, মুসলিম ৯৮৬, হাকেম ১/৩৬১, ইবনে খুযাইমা ৪৭৪, মিশকাত ৮৬৮নং)*

তাঁর চক্ষু নিদ্রাভিভূত হতো, কিন্তু হৃদয় নিদ্রাভিভূত হতো না। *(বুখারী ৮৫৯, ১১৪৭, মুসলিম ১৭৫৭, ১৮২৬, আবূ দাউদ ২০২, তিরমিযী ৪৩৯, নাসাঈ ১৬৯৭নং)*

তাঁর দেহ ও দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন চুল, থুথু, তাঁর ব্যবহৃত জিনিস ইত্যাদি বর্কতময় ছিল। *(বুখারী, মুসলিম ৩২ ১৩নং)*

প্রশ্ন ঃ মহানবী ﷺ কি মাটির তৈরি ছিলেন, নাকি নূরের তৈরি ছিলেন?

উত্তর ঃ নূরের তৈরি ফিরিশ্‌তামন্ডলী। মহানবী ﷺ আদমের অন্যতম সন্তান। সুতরাং তাঁরও আদিসৃষ্টি মাটি থেকেই।

তিনি আল্লাহর তরফ থেকে অন্ধকারে নিমজ্জিত পথভ্রষ্ট মানুষের জন্য প্রেরিত নূর (জ্যোতি বা আলো) ছিলেন। সেই নূর বা আলোতে জাহেলিয়াতের তমসাচ্ছন্ন যুগ ও সমাজ আলোকিত হল। অন্ধকারে দিশাহারা মানুষ সেই আলোকবর্তিকায় সরল পথের দিশা পেল। তাঁর দেহ নূরানী ছিল, কিন্তু তিনি নূর বা নূর থেকে সৃষ্টি ছিলেন না। মহান আল্লাহর সৃষ্টি বৃত্তান্তে একমাত্র ফিরিশ্তাই নূর থেকে সৃষ্টি। আর নবী মুস্তফা ﷺ ফিরিশ্তাও ছিলেন না। *(কুরআন ৬/৫০)* সর্বপ্রথম আল্লাহপাক আরশ ও কলম সৃষ্টি করেন। *(আহমাদ ৫/৩১৭)* নূরে মুহাম্মাদী আল্লাহর প্রথম সৃষ্টি নয়। পক্ষান্তরে যে হাদীসে নূরে মুহাম্মাদীর কথা বলা হয়েছে, তা জাল বা বাতিল হাদীস।

প্রশ্ন ঃ যারা 'নবী'কে খোদ 'খোদা' বলে বিশ্বাস রাখে, তাদের বিধান কী?

উত্তর ঃ তারা খ্রিস্টানদের মতো কাফের। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ}

অর্থাৎ, তারা নিঃসন্দেহে কাফের, যারা বলে, 'আল্লাহই মারয়্যাম-তনয় মসীহ।' অথচ মসীহ বলেছিল, 'হে বনী ইস্রাঈল! তোমরা আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর উপাসনা কর। অবশ্যই যে কেউ আল্লাহর অংশী করবে, নিশ্চয় আল্লাহ তার জন্য বেহেশ্ত নিষিদ্ধ করবেন ও দোযখ তার বাসস্থান হবে এবং অত্যাচারীদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।' *(মায়িদাহ ঃ ৭২)*

প্রশ্ন ঃ নবীর জন্য সারা বিশ্বজগৎ সৃষ্টি হয়েছে।---এ ধারণা কি সঠিক।

উত্তর ঃ মোটেই না। 'লাওলাক'-এর হাদীস মনগড়া। ভক্তির আতিশয্যে মানুষ এমন অত্যুক্তি রচনা ক'রে প্রচার করেছে। মহান আল্লাহ এ বিশ্ব রচনা করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য। তিনি বলেছেন,

{وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} (٥٦) سورة الذاريات

অর্থাৎ, আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন ও মানুষকে কেবল এ জন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে। *(যারিয়াত ঃ ৫৬)*□

আর নবী পাঠিয়েছেন সেই ইবাদতের পদ্ধতি বাতলে দেওয়ার জন্য।

প্রশ্ন ঃ নবী-অলীর অসীলায় দুআ করা যায় কি?

উত্তর ঃ না। নবী-অলীর অসীলায় দুআ করা যায় না। মহান আল্লাহ আমাদেরকে সরাসরি দুআ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

{وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ} (١٨٦) سورة البقرة

অর্থাৎ, আর আমার দাসগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন তুমি বল, আমি তো কাছেই আছি। যখন কোন প্রার্থনাকারী আমাকে ডাকে, তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিই। অতএব তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমাতে বিশ্বাস স্থাপন করুক, যাতে তারা ঠিক পথে চলতে পারে। *(বাক্বারাহ ঃ ১৮৬)*□

আর মুহাম্মাদ ﷺ-এর অসীলায় আদম عليه السلام-এর দুআ করার কথা প্রমাণিত নয়।

পরন্তু প্রমাণের ভিত্তিতে তিন প্রকার অসীলায় দুআ করা যায় ঃ-

১। মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর অসীলায় দুআ।

২। স্বকৃত নেক আমলের অসীলায় দুআ।

৩। জীবিত ও উপস্থিত ব্যক্তির দুআর অসীলায় দুআ।

এ সবের দলীল রয়েছে আক্বীদার বইগুলিতে। পক্ষান্তরে শেষ নবী ﷺ-এর অসীলায় আদম عليه السلام-এর দুআর হাদীস সহীহ নয়। দলীল-সহ সবিস্তার দ্রষ্টব্য 'তাওহীদ-কৌমুদী'।

প্রশ্ন ঃ হেতুর উপর ভরসা করলে শির্ক কখন হয়?

উত্তর ঃ হেতুর উপর ভরসা তিন প্রকার হতে পারে ঃ-

১। মানুষ এমন হেতুর উপর পরিপূর্ণ ভরসা করে, যা আসলেই কোন হেতু নয়। যেমন সন্তান লাভের হেতু স্বরূপ কুমীর-পীরের উপর ভরসা রাখে। এমন ভরসা শির্কে আকবার, যা করলে মানুষ ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়।

২। এমন হেতুর উপর ভরসা করে, যা আসলেই শরয়ী ও শুদ্ধ হেতু। কিন্তু হেতুর সংঘটক ও সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে ভুলে বসে। এ কাজও এক প্রকার শির্ক, তবে তাতে মানুষ দ্বীন থেকে খারিজ হয়ে যায় না। যেমন নিজ রুযী-রুটির ব্যাপারে চাকরি বা ব্যাবসার উপর ভরসা রাখে, আরোগ্যের ব্যাপারে ওষুধের উপর ভরসা রাখে আর রুযীদাতা ও আরোগ্যদাতা যে একমাত্র আল্লাহ এবং চাকরি ও ওষুধ শুধু হেতুমাত্র---তা ভুলে বসে। এটি শির্কে আসগার।

৩। এমন হেতুর উপর ভরসা করে, যা আসলেই শরয়ী ও শুদ্ধ হেতু। কিন্তু হেতুর সংঘটক ও সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর উপরেই পরিপূর্ণ ভরসা রাখে। সে জানে, আল্লাহর ইচ্ছা হলে চাকরি বা ব্যবসার মাধ্যমে রুযী দেবেন, নচেৎ দেবেন না, ওষুধ খেলে আল্লাহর ইচ্ছায় আরোগ্য হবে, নচেৎ হবে না। এমন কাজ তাওহীদ ও তাওয়াক্কুল-বিরোধী নয়। বরং

এমন কাজ তাওহীদবাদী মুসলিমের। পূর্ণ ভরসা রাখতে হবে আল্লাহর উপর, কিন্তু সেই সাথে শরয়ী ও শুদ্ধ হেতু বা অসীলাও ব্যবহার করতে হবে। মহানবী ﷺ মহান আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ ভরসা রাখতেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি আঘাত থেকে বাঁচার জন্য শিরস্ত্রাণ ও লৌহবর্ম ব্যবহার করতেন। *(ইউ)*

প্রশ্ন ঃ কোন মাযারের জন্য হাঁস-মুরগী বা ফল-ফসল মানত করা বৈধ কি?

উত্তর ঃ কোন মাযার বা পীরের জন্য হাঁস-মুরগী মানত করা, সেখানে তা পেশ করা অথবা যবেহ করা শির্কে আকবার। কারণ নযর ও যবেহ এক প্রকার ইবাদত। আর সে ইবাদত আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য নিবেদন করা হারাম ও শির্ক।

প্রশ্ন ঃ মুসলিম হওয়ার জন্য কেবল কালেমা পড়াই কি যথেষ্ট?

উত্তর ঃ অবশ্যই নয়। কালেমা হল ইসলাম-গৃহে প্রবেশ করার চাবি। প্রবেশ করার পরেও এমন কাজ আছে, যা না করলে সে মুসলিম থাকতে পারে না। ঈমানের ছয় রুক্ন ছাড়া আরো অনেক কিছুর প্রতি ঈমান জরুরী। প্রকৃত মুসলিম হতে অনেক কিছু করার আছে।

মহানবী ﷺ মুআয ﷺ-কে ইয়ামান পাঠাবার সময়ে (তাঁর উদ্দেশ্যে) বললেন, "তাদের (ইয়ামানবাসীদেরকে সর্বপ্রথম) এই সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আহবান জানাবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, আর আমি আল্লাহর রসূল। যদি তারা এ কথা মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তাদের উপর দিবারাত্রে পাঁচ অক্তের নামায ফরয করেছেন। অতঃপর যদি তারা এ কথা মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন; যা তাদের মধ্যে যারা (নিসাব পরিমাণ) মালের অধিকারী তাদের নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের দরিদ্র ও অভাবী মানুষদের মাঝে তা বন্টন ক'রে দেওয়া হবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

প্রশ্ন ঃ 'জন্মে-জন্মে' বা 'জন্মে-জন্মান্তরে তোমাকে ভালবাসব'---এ বিশ্বাস কি সঠিক?

উত্তর ঃ যে জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস রাখে, সে মুসলিম থাকতে পারে না। এ জন্মের পর কেবল একটাই জীবন আছে। আর তা হল হিসাব-নিকাশের জন্য পরকালের পুনরুত্থান। অতঃপর জান্নাত নতুবা জাহান্নাম।

মানুষ মারা গেলে পুনরায় মানুষ হয়ে অথবা নিজ কর্ম অনুযায়ী অন্য কোন জীব-জন্তু হয়ে জন্ম গ্রহণ করে, এমন আক্বীদা কুফরী।

প্রশ্ন ঃ জাতীয় পতাকার তা'যীমে তাকে 'সেলুট' করা এবং তার সামনে একাগ্রচিত্তে দন্ডায়মান হওয়া কি মুসলিমের জন্য বৈধ?

উত্তর ঃ মুসলিমের জন্য এ কাজ বৈধ নয়। এ কাজ আসলে অমুসলিমদের। মুসলিম মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর তা'যীম উদ্দেশ্যে একাগ্রচিত্তে দন্ডায়মান হয় না। সুতরাং উক্ত কাজ একটি জঘন্য বিদআত এবং পরিপূর্ণ তাওহীদের পরিপন্থী। *(লাদা)*

প্রশ্ন ঃ মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর প্রতি ঈমানের সাথে তাগূতের প্রতি কুফরী (অর্থাৎ, তাগূতকে অস্বীকার) করতে বলেছেন। কিন্তু 'তাগূত' কাকে বলে?

উত্তর ঃ প্রত্যেক সেই পূজ্যমান উপাস্য যে আল্লাহর পরিবর্তে পূজিত হয় এবং সে তার

এই পূজায় সম্মত থাকে অথবা আল্লাহ ও তদীয় রসূলের অবাধ্যতায় প্রত্যেক অনুসৃত বা মানিত ব্যক্তিকেই তাগূত বলা হয়।

এ দুনিয়ায় তাগূত বহু আছে। অবশ্য তাদের প্রধান হল পাঁচটি ঃ-

(১) শয়তান। (২) আল্লাহর বিধান বিকৃতকারী অত্যাচারী শাসক। (৩) আল্লাহর অবতীর্ণকৃত বিধান ছেড়ে অন্য বিধানানুসারে বিচারকর্তা শাসক। (৪) আল্লাহ ব্যতীত ইলমে গায়েব (গায়েবী বা অদৃশ্য খবর জানার) দাবীদার। (৫) আল্লাহর পরিবর্তে (নযর-নিয়ায, মানত, সিজদা প্রভৃতি দ্বারা) যার পূজা করা ও যাকে (বিপদে) আহবান করা হয় এবং সে এতে সম্মত থাকে।

প্রশ্ন ঃ তকদীর যদি সত্য হয়, তাহলে কি আমল বৃথা নয়?

উত্তর ঃ না। তকদীর সত্য এবং তদবীরও সঠিক। বান্দা নিজ এখতিয়ারে ভাল-মন্দ কর্ম করে। আর মহান আল্লাহ সেই বান্দা ও তার কর্মের সৃষ্টিকর্তা। বান্দার ভাগ্যে যা লেখা থাকে, তা তার জন্য সহজ হয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

[إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى (٤) فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (٥) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (٦) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (٧)
وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (٨) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (٩) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى] (١٠) سورة الليل

অর্থাৎ, অবশ্যই তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা বিভিন্নমুখী। সুতরাং যে দান করে ও আল্লাহকে ভয় করে এবং সৎ বিষয়কে সত্যজ্ঞান করে। অচিরেই আমি তার জন্য সুগম ক'রে দেব (জান্নাতের) সহজ পথ। পক্ষান্তরে যে কার্পণ্য করে ও নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে। আর সৎ বিষয়কে মিথ্যাজ্ঞান করে, অচিরেই তার জন্য আমি সুগম ক'রে দেব (জাহান্নামের) কঠোর পরিণামের পথ। *(লাইল ঃ ৪-১০)*

আর মহানবী ﷺ বলেছেন,

(اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ).

অর্থাৎ, তোমরা কাজ ক'রে যাও। যেহেতু যাকে যে জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য তা সহজ ক'রে দেওয়া হবে। *(বুখারী ৪৯৪৯, মুসলিম ৬৯০৩নং)*

প্রশ্ন ঃ এ কথা কি ঠিক যে, যার নাম 'মুহাম্মাদ' হবে সে জান্নাতী হবে এবং তাকে গালি দেওয়া ও প্রহার করা যাবে না?

উত্তর ঃ এ কথা আদৌ সঠিক নয়। কারো নাম বা বংশ তাকে সম্মান ও মুক্তি দিতে পারে না। আসলে উক্ত কথা নবী ﷺ-এর নাম নিয়ে অতিরঞ্জন ও মনগড়া অত্যুক্তি ছাড়া কিছু নয়। (ইবা)

অনুরূপ এ কথাও মনগড়া যে, যে মেয়ের নাম 'মারয়্যাম', 'মারিয়াম' বা 'মরিয়ম' হবে সে জাহান্নামে যাবে না। কারণ তা এক নবীর মায়ের নাম।

প্রশ্ন ঃ মানুষের মতো জ্বিনদেরও জান্নাত-জাহান্নাম আছে। কিন্তু আগুনের তৈরি জ্বিন আগুনে শাস্তি পাবে কীভাবে?

উত্তর ঃ মানুষের মতো জ্বিনেরাও জাহান্নামে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا (١٤) وَأَمَّا

الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا} (١٥) سورة الجن

অর্থাৎ, আমাদের কতক আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) এবং কতক সীমালংঘনকারী; সুতরাং যারা আত্মসমর্পণ করে (মুসলমান হয়), তারা নিঃসন্দেহে সত্য পথ বেছে নেয়। অপরপক্ষে সীমালংঘনকারীরা তো জাহান্নামেরই ইন্ধন।' *(জ্বিনঃ ১৪-১৫)*

তারা আগুন থেকে সৃষ্টি হলেও পরকালে আগুন দ্বারা শাস্তি ও কষ্ট পাবে। কারণ জাহান্নামের আগুন দুনিয়ার আগুন অপেক্ষা সত্তর গুণ তেজবিশিষ্ট। অথবা তাদের জন্য থাকবে পৃথক আগুনের ব্যবস্থা। *(ইজি)*

মানুষ মাটির তৈরি হয়েও যেমন মাটির আঘাতে কষ্ট পায়, তেমনি জ্বিনও আগুনের তৈরি হয়ে আগুনের দহনে কষ্ট পাবে।

প্রশ্ন ঃ জ্বিন কি মানবদেহে প্রবেশ করতে পারে?

উত্তর ঃ জ্বিন মানবদেহে প্রবেশ করতে পারে। তার প্রমাণ স্বরূপ উলামাগণ বিভিন্ন দলীল উল্লেখ করেন। মহান আল্লাহ বলেন,

{الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} (٢٧٥)

অর্থাৎ, যারা সূদ খায় তারা (কিয়ামতে) সেই ব্যক্তির মত দন্ডায়মান হবে, যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল ক'রে দিয়েছে। *(বাক্বারাহঃ ২৭৫)*

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ).

অর্থাৎ, শয়তান মানুষের রক্ত-শিরায় প্রবাহিত হয়। *(বুখারী ২০৩৮, মুসলিম ৫৮০৭নং)*

এ ছাড়া মহানবী ﷺ 'উখরুজ আদুওয়াল্লাহ' বলে মুখে থুথু দিয়ে জ্বিন বিতাড়িত করেছেন। *(আহমাদ, ইবনে মাজাহ ৩৫৪৮নং)*

প্রশ্ন ঃ স্বামী বা ডাক্তার কি ইচ্ছামতো পুত্র বা কন্যা-সন্তান জন্মাতে পারে?

উত্তর ঃ বিশেষ পদ্ধতিতে চেষ্টা করতে পারে মাত্র। বাকী সব কিছু আল্লাহর হাতে। তিনিই নিজ ইচ্ছামতো পুত্র-কন্যা, সুঠামাঙ্গ-বিকলাঙ্গ, সুন্দর-অসুন্দর সৃষ্টি করেন। তিনি বলেন,

{هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاء لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} (٦) آل عمران

অর্থাৎ, তিনিই মাতৃগর্ভে যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি গঠন করেন। তিনি ব্যতীত অন্য কোন (সত্যিকার) উপাস্য নেই। তিনি প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। *(আলে ইমরান ঃ ৬)*

{لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاء يَهَبُ لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاء الذُّكُورَ (٤٩) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاء عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ

قَدِيرٌ} (٥٠) سورة الشورى

অর্থাৎ, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন; তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। অথবা দান করেন পুত্র-কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা তাকে বন্ধ্যা ক'রে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান। *(শূরাঃ ৪৯-৫০)*

প্রশ্ন ঃ মায়ের পেটে কোন্ সন্তান আছে, তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। কিন্তু বর্তমানে তো যন্ত্র দ্বারা বলা সম্ভব হয়েছে। তাহলে কি কুরআনের ব্যাখ্যা ভুল করা হয়েছে?

উত্তর ঃ না, কুরআনের বক্তব্য ও ব্যাখ্যা ঠিকই আছে, আল্লাহ ছাড়া কেউ অদৃশ্যের খবর জানে না। কোন যন্ত্রের দ্বারা অদৃশ্যের বস্তুকে দৃশ্য ক'রে দেখার নাম অদৃশ্যের খবর জানা নয়, বরং বিনা কোন মাধ্যম বা অসীলায় কোন অদৃশ্যের খবর বলে দেওয়াকে 'গায়ব জানা' বলা হয়। আপনার পেটের উপরে জামা-গেঞ্জির ভিতরে কী বাঁধা আছে আমি জানি না, বিনা অসীলায় তা বলে দিতে পারলে আমি গায়েব-জান্তা। কিন্তু কোন যন্ত্র লাগিয়ে বলে দিলে আমি গায়েব-জান্তা নই।

এইভাবেই মহানবী ﷺ গায়েব জানতেন না। কিন্তু তিনি অনেক গায়েবের খবর বলেছেন। যেহেতু তিনি অহীর মাধ্যমে বলেছেন, তাই গায়বী খবর বলা সত্ত্বেও তিনি 'গায়েব-জান্তা' ছিলেন না। 'গায়েব-জান্তা' কেবল মহান আল্লাহ। তিনি বলেছেন,

{قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ} (٦٥)

অর্থাৎ, বল, 'আল্লাহ ব্যতীত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না এবং ওরা কখন পুনরুত্থিত হবে (তাও) ওরা জানে না।' *(নামলঃ ৬৫)*

প্রশ্ন ঃ আল্লাহ বা তাঁর রসূল ﷺ-কে গালি দিলে কেউ মুসলিম থাকবে কি?

উত্তর ঃ আল্লাহ বা তাঁর রসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধে কোন কুমন্তব্য করা, গালি প্রয়োগ করা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বা কটাক্ষ করা বড় কুফরী। মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا} (٥٧)

অর্থাৎ, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তো তাদেরকে ইহলোকে ও পরলোকে অভিশপ্ত করেন এবং তিনি তাদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। *(আহযাবঃ ৫৭)*

তিনি আরো বলেন,

{وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيِقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (٦١) سورة التوبة

অর্থাৎ, তাদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক আছে, যারা নবীকে কষ্ট দেয় এবং বলে, 'সে প্রত্যেক কথায় কর্ণপাত ক'রে থাকে।' তুমি বলে দাও, 'সে কর্ণপাত তো তোমাদের জন্য কল্যাণকর। সে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করে এবং মু'মিনদের (কথাকে) বিশ্বাস করে। আর সে তোমাদের মধ্যে বিশ্বাসী লোকদের জন্য করুণাস্বরূপ। যারা আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেয়, তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।' *(তাওবাহ ঃ ৬১)*

প্রশ্ন ঃ অনেক সময় নবী ﷺ-এর হুজরার আশেপাশে চিরকুট পড়ে থাকতে দেখা যায়, তাতে থাকে নানা আবেদন। সে আবেদন করা হয় নবী ﷺ-এর কাছে। কেউ লেখে, চাকরি চাই, কেউ লেখে, সুখ-সমৃদ্ধি চাই, কেউ লেখে, কিয়ামতে সুপারিশ চাই, কেউ লেখে, ভাল স্বামী চাই ইত্যাদি। নবী ﷺ-এর দরবারে এমন দরখাস্ত পেশ করার শরয়ী বিধান কী?

উত্তর ঃ নবী ﷺ-এর দরবারে এমন দরখাস্ত পেশ করা শির্কে আকবার। যেহেতু তিনি এ দরখাস্ত সম্বন্ধে জানতে পারেন না, এ দরখাস্ত মঞ্জুর করার মতো ক্ষমতাও তাঁর নেই। এ ক্ষমতা কেবল মহান আল্লাহর হাতে। তিনি তাঁকে বলেছেন,

{قُل لاَّ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلاَ تَتَفَكَّرُونَ} (٥٠) سورة الأنعام

অর্থাৎ, বল, 'আমি তোমাদেরকে এ বলি না যে, আমার নিকট আল্লাহর ধনভান্ডার আছে, অদৃশ্য সম্বন্ধেও আমি অবগত নই এবং তোমাদেরকে এ কথাও বলি না যে, আমি ফিরিশ্তা। আমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ হয় আমি শুধু তারই অনুসরণ করি!' বল, 'অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান? তোমরা কি অনুধাবন কর না?' *(আনআম ঃ ৫০)*

{قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا} (٢١) سورة الجن

অর্থাৎ, বল, 'আমি তোমাদের অপকার অথবা উপকার কিছুরই মালিক নই।' *(জ্বিন ঃ ২১)*

মহানবী ﷺ তাঁর আত্মীয় ও বংশকে সম্বোধন ক'রে বলে গেছেন, "হে কুরাইশদল! তোমরা আল্লাহর নিকট নিজেদেরকে বাঁচিয়ে নাও, আমি তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহর নিকট কোন উপকার করতে পারব না। হে বানী আব্দুল মুত্তালিব! আমি আল্লাহর দরবারে তোমাদের কোন উপকার করতে পারব না। হে (চাচা) আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব! আমি আল্লাহর দরবারে আপনার কোন কাজে আসব না। হে আল্লাহর রসূলের ফুফু সাফিয়্যাহ! আমি আপনার জন্য আল্লাহর দরবারে কোন উপকারে আসব না। হে আল্লাহর রসূলের বেটী ফাতেমা! আমার কাছে যে ধন-সম্পদ চাইবে চেয়ে নাও, আমি আল্লাহর কাছে তোমার কোন উপকার করতে পারব না।" *(বুখারী-মুসলিম)*

মনের আকুল আবেদন শ্রবণ করেন একমাত্র মহান আল্লাহ। তিনি বলেছেন,

{أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ} (٦٢) سورة النمل

অর্থাৎ, অথবা তিনি, যিনি আর্তের আহবানে সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীর প্রতিনিধি করেন। আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তোমরা অতি সামান্যই উপদেশ গ্রহণ ক'রে থাক। *(নামল ঃ ৬২)*

প্রশ্ন ঃ এক পীর সাহেব আছেন, যিনি তাঁর মুরীদদেরকে অসিয়তে বলেন, 'পাপের সম্মুখীন হলে আমাকে স্মরণ করো, তাহলে পাপ থেকে বেঁচে যাবে।' এই শ্রেণীর স্মরণ কি শির্ক নয়?

উত্তর ঃ এটি একটি বড় আপত্তিকর ও বড় শির্কের কাজ। পাপ সামনে এলে পীরকে কেন স্মরণ করতে হবে? স্মরণ করতে হবে মহান আল্লাহকে। *(ইবা)*

পাপ কাজের সম্মুখীন হলে আল্লাহকে স্মরণ ক'রে কেবল তাঁরই ভয়ে পাপ বর্জন করতে হবে। পাপ ঘটে গেলে তাঁকেই স্মরণ ক'রে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} (١٣٥) سورة آل عمران

অর্থাৎ, যারা কোন অশ্লীল কাজ ক'রে ফেললে অথবা নিজেদের প্রতি যুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কে পাপ ক্ষমা করতে পারে? এবং তারা যা (অপরাধ) ক'রে ফেলে, তাতে জেনে-শুনে অটল থাকে না। *(আলে ইমরান ঃ ১৩৫)*

প্রশ্ন ঃ শোনা যায়, আল্লাহর চোখ আছে। এ কথা কি ঠিক?

উত্তর ঃ মহান আল্লাহর চোখ আছে। যেহেতু তিনি নূহ ﷺ-কে বলেছিলেন,

{وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ} (٣٧) هود

অর্থাৎ, আর তুমি আমার চোখের সামনে ও আমার অহী (প্রত্যাদেশ) অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ কর, আর যালেমদের ব্যাপারে আমাকে কিছু বলো না। নিশ্চয়ই তাদেরকে ডুবানো হবে। *(হূদ ঃ ৩৭)*

আর মহানবী ﷺ-কে বলেছিলেন,

{وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ} (٤٨) سورة الطور

অর্থাৎ, তুমি ধৈর্যধারণ কর তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায়; তুমি আমার চোখের সামনেই রয়েছ। আর তুমি তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর যখন তুমি শয্যা ত্যাগ কর। *(তূর ঃ ৪৮)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ কানা দাজ্জালের কথা আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, "আল্লাহ যে নবীই পাঠিয়েছেন, তিনি নিজ জাতিকে তার ব্যাপারে ভয় দেখিয়েছেন। নূহ ও তাঁর পরে আগমনকারী নবীগণ তার ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করেছেন। যদি সে তোমাদের মধ্যে বের হয়, তবে তার অবস্থা তোমাদের কাছে গোপন থাকবে না। তোমাদের কাছে এ কথা গোপন নয় যে, তোমাদের প্রভু কানা নয়, আর দাজ্জাল কানা হবে। তার ডান চোখ কানা হবে, তার চোখটি যেন (গুচ্ছ থেকে) ভেসে ওঠা আঙ্গুর।" *(বুখারী, মুসলিম ৪৪৪নং)*

হাদীসে 'তোমাদের প্রভু কানা নন' মানেই তাঁর চোখ আছে। অবশ্য তা কেমন তা কেউ বলতে পারে না। *(বানী)*

প্রশ্ন ঃ 'মালাকুল মাওত' ফিরিশ্তার নাম কি 'আজরাঈল'?

উত্তর ঃ এ নাম কুরআন ও সহীহ সুন্নাহতে উল্লেখ হয়নি। এ নামটি ইস্রাঈলী বর্ণনা-উদ্ভূত। *(বানী)*

প্রশ্ন ঃ কুফ্র ও শির্ক না করেও মানুষ কখন কাফের হয়?

উত্তর ঃ যখন মুসলিম কোন কাবীরা গোনাহর 'হারাম' কাজকে অন্তরে 'হালাল' বিশ্বাস রেখে করে, তখন সে কাফের হয়ে যায়। *(বানী)*

প্রশ্ন ঃ নবী ﷺ-এর নবুঅত-প্রাপ্তির আগে যারা মুশরিক অবস্থায় মারা গেছে, তারা জাহান্নামে যাবে কেন? অথচ মহান আল্লাহ বলেছেন, "আমি রসূল না পাঠানো পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দিই না। (বানী ইস্রাঈল ঃ ১৫)

উত্তর ঃ তারা তাদের শির্ক ও কুফরীর কারণে জাহান্নামে যাবে। তাদের কাছে পূর্বে রসূল এসেছিলেন ইব্রাহীম ﷺ ও তাঁর পরবর্তীতে আরো নবী তাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। কিন্তু তারা পৌত্তলিকতা অবলম্বন করে। আর তার ফলে তাদের শাস্তি হবে। *(বানী)*

প্রশ্ন ঃ কোন কাফের 'মুসলিম' হলে কুফরী অবস্থায় কৃত আমলের সওয়াব সে পাবে কি?

উত্তর ঃ কাফের কোন নেক কাজের সওয়াবই আখেরাতে পাবে না। যেহেতু সে সওয়াব সে দুনিয়াতেই ভোগ ক'রে নেয়। পক্ষান্তরে সে ইসলাম গ্রহণ করলে কুফরী অবস্থায় কৃত নেক আমলের সওয়াবের আখেরাতে পাবে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ كُلَّ حَسَنَةٍ كَانَ أَزْلَفَهَا).

অর্থাৎ, বান্দা যখন ইসলাম গ্রহণ করে এবং তার ইসলাম সুন্দর হয়, তখন আল্লাহ তার পূর্বকৃত পুণ্যগুলিকেও লিপিবদ্ধ করেন। *(নাসাঈ ৪৯৯৮-নং, বানী)*

প্রশ্ন ঃ ভাল নিয়তে কোন খারাপ কাজ করলে কি তার সওয়াব পাওয়া যায়?

উত্তর ঃ খারাপ কাজ ভাল নিয়তে করলে তা ভাল হয়ে যায় না, তথা তার সওয়াব পাওয়া যায় না। কবরকে সামনে ক'রে ভাল নিয়তে আল্লাহর উদ্দেশ্যে নামায পড়লে কি সেটা ভাল কাজ মনে করা যাবে? অবশ্যই না। *(বানী)* বরং ভাল কাজ ভাল নিয়তে করলেও অনেক সময় তা ভাল কাজ হয় না। যখন তা তরীকায়ে মুহাম্মাদী অনুযায়ী না ক'রে নিজের অথবা অন্য কারো তরীকা অনুযায়ী করা হয়।

প্রশ্ন ঃ আল্লাহর রসূল ﷺ-কে 'হাবীবুল্লাহ' বলা উচিত, নাকি 'খালীলুল্লাহ'?

উত্তর ঃ আল্লাহর রসূল ﷺ-কে 'খালীলুল্লাহ' বলা উচিত। যেহেতু 'হাবীবুল্লাহ' থেকে 'খালীলুল্লাহ'র মর্যাদা উচ্চতর। আর তিনি বলেছেন,

« لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ خَلِيلاً لاَتَّخَذْتُ ابْنَ أَبِى قُحَافَةَ خَلِيلاً وَلَكِنْ صَاحِبُكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ ».

অর্থাৎ, আমি পৃথিবীর কাউকে 'খালীল'রূপে গ্রহণ করলে ইবনে আবী ক্বুহাফাহ (আবূ বাক্র)কে 'খালীল'রূপে গ্রহণ করতাম। কিন্তু তোমাদের সাথী 'খালীলুল্লাহ'। *(মুসলিম ৬৩২৬নং)*

পক্ষান্তরে তাঁর 'হাবীবুল্লাহ' হওয়ার কথা কোন সহীহ হাদীসে আসেনি। *(বানী)*

প্রশ্ন ঃ মহান আল্লাহর সর্বপ্রথম সৃষ্টি কী?

উত্তর ঃ মহান আল্লাহর প্রথম সৃষ্টি কলম। মহানবী ﷺ বলেছেন,

«إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ اكْتُبْ قَالَ رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ قَالَ اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَىْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ».

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ প্রথম যে জিনিস সৃষ্টি করেন, তা হল কলম। তিনি তাকে বললেন, 'লিখো।' সে বলল, 'প্রভু! কী লিখব?' তিনি বললেন, 'কিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক জিনিসের ভাগ্য লিখো।' *(আবূ দাউদ ৪৭০২, তিরমিযী ২১৫৫নং)*

প্রশ্ন ঃ আল্লাহর রসূল ﷺ কি কিছু ভুলতেন? যা ভুলে যেতেন, তা কি আল্লাহর পক্ষ থেকে বিধান জারি করার জন্য নয়?

উত্তর ঃ আল্লাহর রসূল ﷺ ভুলতেন, তাঁর নামায ভুল হতো, কুরআন পড়তে গিয়ে আয়াত ছুটে যেতো। আর এটা বিধান জারি করার জন্য নয়। বরং মানব-মনের সাধারণ প্রকৃতির কারণেই তিনি ভুলতেন। তিনি বলেছেন,

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي...

"আমি তোমাদেরই মত একজন মানুষ। আমিও ভুলে যাই, যেমন তোমরা ভুলে যাও। সুতরাং আমি ভুলে গেলে তোমরা আমাকে মনে পড়িয়ে দিও।" *(বুখারী ৪০১, মুসলিম ৫৭২নং)*

অবশ্য সে ভুলের কারণেও বিধান জারি হতো এবং উম্মতের শিক্ষা হতো। *(বানী)*

প্রশ্ন ঃ মহান আল্লাহ তো সবই জানেন, তাহলে কিরামান-কাতেবীন দ্বারা লেখানোর যুক্তি কি?

উত্তর ঃ মহান আল্লাহ বান্দার সকল আমল লিখে রাখছেন, কিয়ামতে তা বান্দার সামনে পেশ করবেন, তার বিরুদ্ধে সাক্ষী মানা হবে, তার আমল ওজন করা হবে, তাকে প্রশ্ন করা হবে ইত্যাদি, অথচ তিনি সব জানেন। যেহেতু বান্দাকে তিনি বুঝাতে চান যে, তিনি তার প্রতি কোন অন্যায় করছেন না। বান্দা মিথ্যা বলে পার পেতে চাইলেও যাতে লেখা ও সাক্ষ্য অনুযায়ী সে বুঝতে পারে যে, তার প্রতি অবিচার করা হচ্ছে না।

প্রশ্ন ঃ যারা কাবীরা গোনাহ করে, অর্থাৎ ব্যভিচার করে, খুন করে, মদ্যপান করে, মিথ্যা কথা বলে ইত্যাদি, তারা কি কাফের? তারা কি চিরকাল দোযখে বাস করবে?

উত্তর ঃ কাবীরা গোনাহর গোনাহগার যদি সেই গোনাহর কাজকে হালাল মনে না করে, তাহলে কাফের নয়। গোনাহর ফলে অবশ্যই ঈমানে দুর্বলতা আসবে। তাওহীদ থাকলে ও নিয়মিত নামায পড়লে এবং গোনাহ থেকে তওবা না ক'রে মারা গেলে কিয়ামতে সে মহান আল্লাহর ইচ্ছাধীন থাকবে। তিনি ইচ্ছা করলে তাওহীদের গুণে তাকে ক্ষমা ক'রে বেহেশ্তে দেবেন। নচেৎ গোনাহ অনুযায়ী জাহান্নামে শাস্তি ভুগিয়ে একদিন না একদিন বেহেশ্তে দেবেন।

মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا } (١١٦) سورة النساء

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে অংশী (শির্ক) করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যার জন্য ইচ্ছা ক্ষমা ক'রে দেন। আর যে কেউ আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন (শির্ক) করে, সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়। *(নিসা ঃ ১১৬)*

লক্ষণীয় যে, অবিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তি ১০০ বেত্রাঘাত ও কারাদন্ড, মদ্যপায়ীর শাস্তি বেত্রাঘাত, চোরের শাস্তি হাত কাটা ইত্যাদি। তারা কাফের হয়ে গেলে তাদেরকে হত্যা করা হতো। যেহেতু মুসলিম কাফের হয়ে গেলে তার শাস্তি হল হত্যা। *(বুখারী ৩০১৭নং)*

প্রশ্ন ঃ 'আল্লাহ আকাশ-পৃথিবীর জ্যোতি' কথার অর্থ কী?

উত্তর ঃ 'আল্লাহ আকাশ-পৃথিবীর জ্যোতি।' *(নূর ঃ ৩৫)* এর অর্থ হল, মহান আল্লাহ আকাশ-পৃথিবীকে জ্যোতির্ময় ও আলোকিত করেন। সুতরাং আকাশে যত আলো আছে, পৃথিবীতে যত রকমের আলো আছে এবং কিয়ামতে যে আলো হবে, সব কিছুই তাঁরই আলো, তাঁরই জ্যোতি।

অবশ্য তাঁর জ্যোতি দুই প্রকার ঃ সৃষ্ট জ্যোতি। আর তা হল আকাশ-পৃথিবীর যে আলো আমরা দেখতে পাচ্ছি, যা সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহ-নক্ষত্রের মাধ্যমে লাভ ক'রে থাকি এবং যা বিদ্যুৎ ও অগ্নির মাধ্যমে দেখতে পাই, সবই তাঁর সৃষ্ট আলো।

আর দ্বিতীয় প্রকার জ্যোতি হল তাঁর গুণ। সে জ্যোতি সৃষ্ট নয়। তা তাঁর সাত্তিক গুণ। একদা নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'আপনি কি আপনার প্রতিপালককে দেখেছেন?' উত্তরে তিনি বললেন, "তাঁকে কিরূপে দেখা সম্ভব? যাঁর পর্দা (অন্তরাল) হল নূর (জ্যোতি)। যে পর্দা উন্মোচিত হলে তাঁর আনন-দীপ্তি সমগ্র সৃষ্টিকুলকে দগ্ধীভূত ক'রে ফেলবে।" *(মুসলিম ৪৬৩নং)* অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেন, "আমি নূর দেখেছি।"

প্রশ্ন ঃ সৃষ্টিতত্ত্বের কোন সংবাদ প্রচারে কেউ কেউ বলে থাকেন, 'এত কোটি বছরে এই হয়েছিল। এত কোটি বছর আগে ঐ হয়েছিল। এত কোটি বছর পূর্বে পৃথিবীতে মানুষের বসবাস শুরু হয়।' ইত্যাদি। এ সবে বিশ্বাস করা কি বৈধ?

উত্তর ঃ কোন তত্ত্ববিদ বা বিজ্ঞানী যখন অনুরূপ তথ্য পরিবেশন করেন, তখন কিছুর উপর ভিত্তি ক'রে অনুমানপ্রসূত কথা বলেন। তাতে বিশ্বাস-অবিশ্বাস কিছুই করা জরুরী নয়। মানুষের ইতিহাস যে কত বছরের, তাও কেউ বলতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لاَ يَعْلَمُهُمْ إِلاَّ اللّهُ} (٩) سورة إبراهيم

অর্থাৎ, তোমাদের কাছে কি সংবাদ আসেনি তোমাদের পূর্ববর্তীদের; নূহের সম্প্রদায়ের, আ'দের ও সামূদের এবং তাদের পরবর্তীদের? তাদের বিষয় আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানে না। *(ইব্রাহীম ঃ ৯)*

প্রশ্ন ঃ আল্লাহর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ, আল্লাহর কাজের সমালোচনা অথবা আল্লার কাজে দোষ বের করা বৈধ কি?

উত্তর ঃ আল্লাহর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ, আল্লাহর কাজের সমালোচনা অথবা আল্লার কাজে দোষ বের করার অধিকার কোন বান্দার নেই। যেহেতু সকল বিধানে তিনি নিখুঁত বিধায়ক। 'কেন' বলে অভিযোগ বা আপত্তি করার অবকাশ ও অধিকার নেই কারো। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَاللّهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ} (٤١) سورة الرعد

অর্থাৎ, আল্লাহ আদেশ করেন। তাঁর আদেশের সমালোচনা (পুনর্বিবেচনা) করার কেউ নেই এবং তিনি হিসাব গ্রহণে তৎপর। *(রা'দ ঃ ৪১)*

{لاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ} (٢٣) سورة الأنبياء

অর্থাৎ, তিনি যা করেন, সে বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হবে না; বরং ওদেরকেই প্রশ্ন করা হবে। *(আম্বিয়া ঃ ২৩)*

প্রশ্ন ঃ বদ-নজর থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে গাড়ির সামনে ছেঁড়া জুতো ঝুলিয়ে দেওয়া, ফলদার গাছে ভাঙ্গা হাঁড়ি টেঙ্গে দেওয়া, গরু বা ঘোড়ার গলায় কিছু বেঁধে দেওয়া বৈধ কি?

উত্তর ঃ বদ-নজর থেকে বাঁচার জন্য এ সব ব্যবহার করা বৈধ নয়। (বানী) যেহেতু এতে শির্কও হতে পারে।

প্রশ্ন ঃ যদি কেউ ইমাম মাহদীর আগমন ও ঈসা ﷺ-এর অবতরণকে অস্বীকার করে, তাহলে তার বিধান কী?

উত্তর ঃ যদি কেউ ইমাম মাহদীর আগমন ও ঈসা ﷺ-এর অবতরণকে অস্বীকার করে, তাহলে সে ভ্রষ্ট। (বানী)

প্রশ্ন ঃ কিয়ামতে মানুষকে তার মায়ের নাম ধরে ডাকা হবে, নাকি বাপের নাম ধরে?

উত্তর ঃ কিয়ামতে মানুষকে তার বাপের নাম ধরে ডাকা হবে। যেমন হাদীসে এ কথা স্পষ্টভাবে এসেছে। *(আবূ দাউদ)* তাছাড়া নবী ﷺ বলেন, "আল্লাহ যখন পূর্বেকার ও পরেকার সকল মানুষকে কিয়ামতের দিন সমবেত করবেন, তখন প্রত্যেক (প্রতিশ্রুতি

ভঙ্গকারী) প্রতারকের জন্য একটি ক'রে পতাকা উড্ডয়ন করা হবে, আর বলা হবে, 'এ হল অমুক (লোকের) পুত্র অমুক (লোকের) প্রতারণা।" *(মুসলিম ১৭৩৫নং, ইবনে হিব্বান, বাইহাকী)* পক্ষান্তরে মায়ের নাম ধরে ডাকার হাদীস সহীহ নয়। *(বানী, সিঃ যয়ীফাহ ৪৩৩নং)*

প্রশ্ন ঃ আল্লাহর রসূল ﷺ-এর পিতামাতা কি মুশরিক অবস্থায় মারা গেছেন?

উত্তর ঃ তাঁরা উভয়েই মুশরিক অবস্থায় মারা গেছেন। আল্লাহর রসূল ﷺ একবার মায়ের কবর যিয়ারতে গেলেন। সঙ্গে কিছু সাহাবাও ছিলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি কেঁদে উঠলেন। সাহাবাগণ কাঁদার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, আমি আল্লাহর নিকট আম্মার (আব্বার) কবর যিয়ারতের এবং ইস্তিগফারের (ক্ষমা প্রার্থনা করার) অনুমতি চাইলাম, কিন্তু আল্লাহ আযযা অজাল্ল্ তাঁদের জন্য ইস্তিগফারের অনুমতি দিলেন না। আল্লাহর রসূল ﷺ এর মনে প্রশ্ন জাগল যে, হযরত ইব্রাহীম ﵇ তো তাঁর পিতার জন্য (মুশরিক হওয়া সত্ত্বেও) ইস্তিগফার করেছিলেন। আল্লাহর তরফ থেকে উত্তর এল,

{وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلاَّ عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأَوَّاهٌ حَلِيمٌ } (١١٤) سورة التوبة

"ইব্রাহীম তাঁর পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল এবং তা (ইস্তিগফার) তাকে দেওয়া আল্লাহর একটি প্রতিশ্রুতির জন্য সম্ভব হয়েছিল। অতঃপর যখন এ তার নিকট সুস্পষ্ট হল যে, সে আল্লাহর শত্রু, তখন ইব্রাহীম তার সম্পর্কে নির্লিপ্ত হয়ে গেল। নিশ্চয় ইব্রাহীম ছিল কোমল হৃদয় ও সহনশীল।" *(তাওবাহ ঃ ১১৪, তফসীর ইবনে কাষীর ২/৩৯৩)*

একদা এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার (মৃত) পিতা কোথায় (জান্নাতে না জাহান্নামে)?' তিনি বললেন, "জাহান্নামে।" অতঃপর সে যখন (মন খারাপ ক'রে) ফিরে যেতে লাগল, তখন তিনি তাকে ডেকে বললেন, "আমার পিতা এবং তোমার পিতা জাহান্নামে।" (মুসলিম ৫২১নং, দ্রঃ সিঃ সহীহাহ ২৫৯২নং)

প্রশ্ন ঃ আদম ﵇ যখন তওবা করেছিলেন, তখন তিনি মুহাম্মাদের অসীলায় ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন।---এ কথা সঠিক কি?

উত্তর ঃ এ ব্যাপারে একটি হাদীস বর্ণনা করা হয়, যাতে বলা হয়েছে, আদম যখন পাপ করেন, তখন তিনি বললেন, 'হে আমার প্রতিপালক! মুহাম্মাদের অসীলায় আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি, তুমি আমাকে ক্ষমা ক'রে দাও।' আল্লাহ বললেন, 'হে আদম! তুমি মুহাম্মাদকে চিনলে কীভাবে, অথচ আমি এখনো তাকে সৃষ্টিই করিনি? আদম বললেন, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি যখন আমাকে তোমার হাত দিয়ে সৃষ্টি কর এবং আমার মাঝে তোমার রূহ ফুঁকো, তখন আমি মাথা তুলে দেখি, আরশের পায়ায় লেখা আছে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"। তখন আমি জানি যে, তুমি তোমার নামের পাশে সেই ব্যক্তির নামই যোগ করেছ, যে তোমার সবচেয়ে প্রিয়তম সৃষ্টি।' আল্লাহ বললেন, 'আমি তোমাকে ক্ষমা ক'রে দিলাম। আর মুহাম্মাদ না হলে আমি তোমাকে সৃষ্টিই করতাম না।' *(হাকেম প্রমুখ, সিঃ যয়ীফাহ ২৫নং)*

উক্ত হাদীসটি জাল ও গড়া হাদীস। অন্য একটি যয়ীফ হাদীস উক্ত হাদীসের জাল হওয়ার কথা সাক্ষ্য দেয়। আর সেটা এই যে, "আদমকে ভারতে অবতারণ করা হয়। তিনি সেখানে আতঙ্কিত হন। সুতরাং জিবরীল অবতরণ করেন এবং আযান দিতে শুরু করেন, 'আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ২বার এবং 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ ২বার। আদম বললেন, 'মুহাম্মাদ কে?' তিনি বললেন, 'তোমার সন্তানদের মধ্যে শেষ নবী।'

পূর্বের হাদীস সত্য হলে আদম ﵇ মুহাম্মাদ ﷺ সম্বন্ধে প্রশ্ন করতেন না। (বানী) পক্ষান্তরে আদম-হাওয়ার পাপ থেকে ক্ষমা প্রার্থনার দুআ আমরা কুরআন থেকে জানতে পারি, তাঁরা বলেছিলেন,

{رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (٢٣) الأعراف

অর্থাৎ, তারা বলল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি। যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না কর, তাহলে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।' *(আ'রাফ ঃ ২৩)*

প্রশ্ন ঃ কিয়ামতে প্রত্যেক সন্তানকে কি তার মায়ের নাম জুড়ে ডাকা হবে?

উত্তর ঃ এ ব্যাপারে যে হাদীস বর্ণিত আছে, তা সহীহ নয়। (সিযঃ ৪৩৩) সুতরাং সঠিক হল এই যে, প্রত্যেক সন্তানকে তার বাপের নাম জুড়েই ডাকা হবে। মহানবী ﷺ বলেছেন, "কিয়ামতে তোমাদেরকে তোমাদের ও তোমাদের বাপের নাম ধরে ডাকা হবে।" (আবূ দাঊদ) নবী ﷺ আরো বলেছেন, "কিয়ামতে প্রত্যেক (প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী) প্রতারকের জন্য একটি ক'রে পতাকা উড্ডয়ন করা হবে, আর বলা হবে, 'এ হল অমুকের পুত্র অমুকের প্রতারণা।" (বুখারী ৬১৭৭, মুসলিম ৪৬২৯নং) লক্ষণীয় যে, হাদীসে 'ফুলান' (পুং-বাচক) বলা হয়েছে, 'ফুলানাহ' (স্ত্রী-বাচক) বলা হয়নি।

প্রশ্ন ঃ দাঊদ ﵇-এর সৈনিক আওরিয়ার স্ত্রীর প্রেমে পড়া এবং কৌশলে তাকে হত্যা করিয়ে ঐ মহিলাকে বিয়ে করার কাহিনী কি ঠিক?

উত্তর ঃ কক্ষনো ঠিক নয়। এটি একটি ইসরাঈলী রূপকথা। *(দ্রঃ সিঃ যয়ীফাহ ৩১৩-৩১৪)*

প্রশ্ন ঃ উল্কা বা তারা ছুটার সাথে দুনিয়ার কোন ঘটনাঘটনের সম্পর্ক আছে কি?

উত্তর ঃ উল্কা বা তারা ছুটার সাথে দুনিয়ার কোন ঘটনাঘটনের সম্পর্ক নেই। শয়তানকে তারা ছুঁড়ে মারা হয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ (٦) وَحِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ (٧) لَايَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلإِ الأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ (٨) دُحُوراً وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ (٩) إِلاَّ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ (١٠)

অর্থাৎ, আমি তোমাদের নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্ররাজি দ্বারা সুশোভিত করেছি এবং একে প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান হতে রক্ষা করেছি। ফলে, শয়তানরা ঊর্ধ্ব জগতের কিছু

শ্রবণ করতে পারে না। ওদের ওপর সকল দিক হতে (উল্কা) নিক্ষিপ্ত হয়; ওদেরকে বিতাড়নের জন্য। আর ওদের জন্য আছে অবিরাম শাস্তি। তবে কেউ গোপনে হঠাৎ কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উল্কাপিন্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে। *(স্বাফ্‌ফাত ঃ ৬-১০)*

প্রশ্ন ঃ চন্দ্র বা সূর্য গ্রহণের সাথে দুনিয়ার কোন ঘটনাঘটনের সম্পর্ক আছে কি?

উত্তর ঃ চন্দ্র বা সূর্য গ্রহণের সাথে দুনিয়ার কোন ঘটনাঘটনের সম্পর্ক নেই। মহানবী ﷺ বলেন, "সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। কারো জন্ম বা মৃত্যুর কারণে তাতে গ্রহণ লাগে না। সুতরাং গ্রহণ লাগা দেখলে তোমরা আল্লাহর নিকট দুআ কর, তকবীর পড়, নামায পড় এবং সদকাহ কর।" *(বুঃ, মুঃ, মিশকাত ১৪৮৩ নং)*

প্রশ্ন ঃ মাটিতে দাগ টেনে হাত চালিয়ে অদৃশ্যের কিছু বলা সম্ভব কি? হাত চালিয়ে ঘরের মধ্যে সাপ কোথায় আছে, সাপে কামড়ালে বিষ হয়েছে কি না, চুরি হওয়া জিনিস কোথায় আছে বা কে নিয়েছে---এ সব বলা কি বৈধ?

উত্তর ঃ এ সব অদৃশ্যের খবর এবং ইলমে গায়বের দাবি। অনুমান অনেক সময় কাজে লাগলেও এমন দাবি বড় গোনাহর কাজ। মুআবিয়াহ ইবনে হাকাম রাঃ বলেন, একদা আমি নিবেদন করলাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি জাহেলী যুগের অত্যন্ত নিকটবর্তী (অর্থাৎ আমি অল্পদিন হল অন্ধযুগ থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছি) এবং বর্তমানে আল্লাহ আমাকে ইসলামে দীক্ষিত করেছেন। আমাদের কিছু লোক গণকদের নিকট (ভাগ্য-ভবিষ্যৎ জানতে) যায়।' তিনি বললেন, "তুমি তাদের কাছে যেয়ো না।" আমি বললাম, 'আমাদের কিছু লোক অশুভ লক্ষণ মেনে চলে।' তিনি বললেন, "এ এমন জিনিস, যা তারা নিজেদের অন্তরে অনুভব করে। সুতরাং এ (সব ধারণা) যেন তাদেরকে (বাঞ্ছিত কর্মে) বাধা না দেয়।" আমি নিবেদন করলাম, 'আমাদের মধ্যে কিছু লোক দাগ টেনে শুভাশুভ নিরূপণ করে।' তিনি বললেন, "(প্রাচীন যুগে) এক পয়গম্বর দাগ টানতেন। সুতরাং যার দাগ টানার পদ্ধতি উক্ত পয়গম্বরের পদ্ধতি অনুসারে হবে, তা সঠিক বলে বিবেচিত হবে (নচেৎ না)।" *(মুসলিম)*

আর বিদিত যে, কোন নবীর মতো কারোর খবর হতে পারে না। কারণ তাঁর নিকট অহী আসে, কোন সাধারণ মানুষের কাছে নয়। অতএব হাত চালানো এবং হাত চালিয়ে বলা খবরে বিশ্বাস করা বৈধ নয়।

সাহাবা

প্রশ্ন ঃ সাহাবাগণের পরবর্তী যুগে কি কোনও মুসলিমের জন্য সাহাবার মর্তবা ও মর্যাদায় পৌঁছনো সম্ভব?

উত্তর ঃ সাহাবগণের মর্তবা ও মর্যাদায় পৌঁছনো কোনক্রমেই সম্ভব নয়। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেছেন,

((خَيْرُكُمْ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ)). متفقٌ عَلَيْهِ

অর্থাৎ, "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম যুগ হল আমার (সাহাবীদের) যুগ। অতঃপর

তৎপরবর্তী (তাবেয়ীদের) যুগ। অতঃপর তৎপরবর্তী (তাবে-তাবেয়ীনদের) যুগ।" (বুখারী-মুসলিম)

তবে কোন কোন ক্ষেত্রে সাহাবাগণের চাইতে বেশি সওয়াবের অধিকারী হওয়া যায়। যেহেতু নবী ﷺ বলেছেন,

فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ ، الصَّابِرُ فِيهِ مِثْلُ الْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ ، لِلْعَامِلِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ أَجْرُ خَمْسِينَ رَجُلا ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَجْرُ خَمْسِينَ رَجُلا مِنَّا أَوْ مِنْهُمْ، قَالَ:لا بَلْ أَجْرُ خَمْسِينَ رَجُلا مِنْكُمْ.

অর্থাৎ, "তোমাদের পরবর্তীতে আছে ধৈর্যের যুগ। সে (যুগে) ধৈর্যশীল হবে মুষ্টিতে অঙ্গার ধারণকারীর মতো। সে যুগের আমলকারীর হবে পঞ্চাশ জন পুরুষের সমান সওয়াব।" জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! পঞ্চাশ জন পুরুষ আমাদের মধ্য হতে, নাকি তাদের মধ্য হতে?' তিনি বললেন, "না, বরং তোমাদের মধ্য হতে!" অন্য বর্ণনায় আছে, "তোমাদের পঞ্চাশজন শহীদের সমান সওয়াব!" (আবূ দাঊদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ত্বাবারানী, সঃ জামে' ২২৩৪নং)

সাহাবাগণ ইসলামের প্রারম্ভিককালে কত কষ্ট বরণ করেছেন, কাফেরদের অত্যাচারে কত ধৈর্য ধারণ করেছেন, কত শত বাধা-বিপত্তি উল্লংঘন ক'রে ঈমান ও ইসলামকে যথার্থরূপে পালন ক'রে গেছেন। আর পরবর্তী যুগের ধৈর্যশীল লোকেরাও নানা ফিতনার মাঝে, নানা ভ্রষ্টকারী দল ও মতের মাঝে, সর্বগ্রাসী ও সর্বনাশী ঈমান ও চরিত্র-বিধ্বংসী প্রচারমাধ্যমের মাঝে, অশ্লীলতা ও নোংরামির মাঝে ঈমান টিকিয়ে রাখে। যে সকল ফিতনা ও প্রচারমাধ্যম সাহাবাগণের যুগে ছিল না। তাই তো তাদের পঞ্চাশ গুণ সওয়াব বেশি!

জ্বিন ও শয়তান

প্রশ্ন ঃ মনের ভিতরে আল্লাহ ও গায়বী বিষয়সমূহে নানা সন্দেহের সৃষ্টি হলে কী করা উচিত?

উত্তর ঃ (ক) আল্লাহর কাছে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত। (খ) সেই কুমন্ত্রণাকে মন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা অব্যাহত রাখা উচিত এবং (গ) 'আমানতু বিল্লাহ' অথবা 'আমানতু বিল্লাহি অরুসুলিহ' বলা উচিত। (ইজি)

প্রশ্ন ঃ জ্বিন যাতে কাছে বা বাড়িতে না আসে, সে উদ্দেশ্যে বাঘের ছাল বা মাথা ঘরে রাখা বৈধ কি?

উত্তর ঃ না। এ উদ্দেশ্যে বাঘের ছাল বা মাথা (লোহা বা তামার কোন জিনিস, মাদুলি বা অন্য কিছু) ব্যবহার করা বৈধ নয়। (ইজি) বরং শরয়ী দুআ ও যিক্‌র পড়া উচিত। শিশুকে দুআ-তাবীয নয়, বরং নির্দিষ্ট দুআ পড়ে দুআর তাবীয দেওয়া উচিত। আর তা হল এই,

أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَامَّةٍ ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ.

উচ্চারণ ঃ উঈযুকুমা বিকালিমা-তিল্লা-হিত তা-ম্মাহ, মিন কুল্লি শায়ত্বা-নিউ অহা-ম্মাহ, অমিন কুল্লি আইনিল লা-ম্মাহ।

অর্থ ঃ আমি তোমাদেরকে আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীসমূহের অসীলায় প্রত্যেক শয়তান ও কষ্টদায়ক জন্তু হতে এবং প্রত্যেক ক্ষতিকারক (বদ) নজর হতে আল্লাহর পানাহ দিচ্ছি। (বুখারী)

প্রশ্ন ঃ জ্বিন কি বশ করা যায়?

উত্তর ঃ শয়তান প্রকৃতির জ্বিনকে তুষ্ট ক'রে বশ করা যায়। (ইজি)

প্রশ্ন ঃ জ্বিন কি কোন মানুষের সাথে যৌন-মিলনে লিপ্ত হতে পারে?

উত্তর ঃ জ্বিন-ইনসানের মিলন অসম্ভব নয়। (ইজি)

প্রশ্ন ঃ কোন মৃতের 'রূহ' কি হাযির করা যায়?

উত্তর ঃ না। কোন মৃতের 'রূহ' হাযির করা যায় না। তবে তুষ্ট ক'রে শয়তান জ্বিন হাযির করা যায়। (ইজি)

প্রশ্ন ঃ জ্বিন কি মানুষকে অপহরণ ও হত্যা করতে পারে?

উত্তর ঃ হাদীসে বর্ণিত আছে, খাযরাজের সর্দার সা'দ বিন উবাদাহ ﵁ জ্বিন কর্তৃক খুন হয়েছিলেন। (ত্বাবাক্বাতে ইবনে সা'দ ৩/৬১৭, মুস্তাদরাক ৩/২৮৩, মুস্বান্নাফ আঃ রাযযাক্ব ১১/৪৩৪) মদীনায় এক সাহাবীকে এক জ্বিন সাপের আকৃতি নিয়ে হত্যা করেছিল। (মুসলিম, মিশকাত ৪১১৮নং) অনুরূপ উমার ﵁-এর খেলাফতকালে একজন মুসলিম মুশরিক জ্বিন কর্তৃক অপহৃত হয়। পরিশেষে মুসলিম জ্বিনরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে তাকে মুক্ত ক'রে আনে। (ইজি)

প্রশ্ন ঃ জ্বিন কর্তৃক খুন-হত্যা, অপহরণ ইত্যাদি সত্য হলে, যাদের জ্বিন বশ আছে, তারা তার দ্বারা বড় বড় অপরাধীদেরকে ধ্বংস করায় না কেন?

উত্তর ঃ তা করাতে গেলে হয়তো বিরোধী জ্বিন তাকে বাধা দেবে। মানুষের যেমন বন্ধু ও শত্রু আছে, তেমনি তাদেরও আছে। আর মানুষের উপকার করতে গিয়ে জ্বিনদের আপোসের গৃহযুদ্ধ বাধবে, যেমন উমার ﵁-এর খেলাফতকালে ঘটেছিল।

প্রশ্ন ঃ অনেক সময় রোগী বড় ওঝার কাছে ভাল হয় না। জ্বিন পাওয়ার প্রায় সমস্ত আলামত থাকতেও পরিশেষে ডাক্তারের কাছে ভাল হয়। তাহলে জ্বিন পাওয়ার ব্যাপারটা কি মানসিক রোগ নয়?

উত্তর ঃ হতে পারে। তবে এই শ্রেণীর মানসিক অনেক রোগ কোন ডাক্তারের কাছেও ভাল হয় না। বলা বাহুল্য এই শ্রেণীর রোগ হিস্টিরিয়া হতে পারে, জাদু-ঘটিত হতে পারে, জ্বিন পাওয়া হতে পারে, পরিকল্পিত অভিনয়ও হতে পারে। যার যেমন রোগ, তার তেমন ওষুধ না পড়লে সারবে কেন?

প্রশ্ন ঃ যে ব্যক্তি জ্বিন অস্বীকার করে, ইসলামে তার বিধান কী?

উত্তর ঃ যে ব্যক্তি জ্বিনের অস্তিত্বই অস্বীকার করে, সে ব্যক্তি কাফের। কারণ কিতাব ও সুন্নাহতে তাদের অস্তিত্ব ও জীবনের কথা আলোচিত হয়েছে। অদৃশ্য জগৎ ফিরিশ্তার প্রতি ঈমান যেমন জরুরী, তেমনি জ্বিন জাতির অস্তিত্বের বিশ্বাসও জরুরী।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ} (٢٧) سورة الأعراف

অর্থাৎ, নিশ্চয় সে নিজে এবং তার দলবল তোমাদেরকে এমন স্থান হতে দেখে থাকে যে, তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না। (আ'রাফ ঃ ২৭)

প্রশ্ন ঃ জ্বিন জাতি আগুন থেকে সৃষ্ট। তাদের জান্নাত-জাহান্নাম হলে জাহান্নামের আগুনে আগুন পুড়বে বা শাস্তি পাবে কীভাবে?

উত্তর ঃ আল্লাহর দেওয়া শাস্তিতে অসম্ভব কিছু নেই। মহান আল্লাহ জ্বিনদের কথা উদ্ধৃত ক'রে বলেছেন,

{وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا} (١٥) سورة الجن

অর্থাৎ, অপরপক্ষে সীমালংঘনকারীরা তো জাহান্নামেরই ইন্ধন।'(জ্বিন ঃ ১৫)

আর বিদিত যে, দুনিয়ার আগুনের চাইতে জাহান্নামের আগুনের তেজ সত্তর গুণ বেশি। অবশ্য এমনও হতে পারে যে, তাদেরকে আযাব দেওয়ার জন্য পৃথক আগুন প্রস্তুত আছে। যেহেতু পরকালের বিষয়াবলী ইহকালের বিষয়াবলী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। (ইজি) মানুষ মাটি থেকে তৈরি হওয়া সত্ত্বেও যদি মাটির (ঢেলা ইত্যাদির) আঘাতে কষ্ট পায়, তাহলে জ্বিন আগুন থেকে তৈরি হওয়া সত্ত্বেও তাদের আগুন দ্বারা কষ্ট পাওয়া কোন বিচিত্র কথা নয়।

কিতাব ও সুন্নাহ

প্রশ্ন ঃ রেডিও বা টিভিতে কুরআন শুনতে শুনতে খবরের সময় হলে তা শোনা বাদ দিয়ে খবর শোনা হয়। এ কাজ কি কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার পর্যায়ে পড়ে?

উত্তর ঃ কুরআন যে কোন সময়ে শোনা যায় এবং কোন ব্যক্তি যদি যথাসময়ে কুরআন শোনে অতঃপর খবরের সময় কুরআনের সেন্টার বা চ্যানেল বন্ধ ক'রে খবর শোনে--- যেহেতু খবর নির্দিষ্ট সময়েই হয়, তাহলে তা কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার পর্যায়ে পড়বে না। (লাদা)

প্রশ্ন ঃ অনেকের রেডিও, টিভি, টেপ বা মোবাইলে কুরআন তিলাঅত চলতে থাকে এবং তারা আপোসে গল্পতে মগ্ন থাকে। এ আচরণ কি ঠিক?

উত্তর ঃ মোটেই ঠিক নয়। কুরআন তিলাঅত হলে নিশ্চুপ শুনতে হবে। গল্প করলে কুরআন তিলাঅত বন্ধ ক'রে দিতে হবে। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন,

{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (٢٠٤) سورة الأعراف

অর্থাৎ, যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ কর এবং নিশ্চুপ হয়ে থাক; যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়। (আ'রাফ ঃ ২০৪)

প্রশ্ন ঃ বিতর্কিত সমস্যায় কার সমাধান গ্রহণ করব?

উত্তর ঃ কোন বিষয়ে মতভেদ থাকলে অথবা একই সময়ে দুই আলেমের ভিন্নমুখী ফতোয়া হলে তাঁর ফতোয়া গ্রহণ করতে হবে, যাঁর ফতোয়া কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর বেশি নিকটবর্তী মনে করেন। যাঁকে ইল্‌ম ও তাক্বওয়ায় বেশি বড় মনে হয়। যেমন একই রোগের দুই ডাক্তারের দুই রকম চিকিৎসা-পদ্ধতি ও রায় শোনেন, তাহলে যাঁকে আপনি বড় ও অভিজ্ঞ ডাক্তার মনে করেন, তাঁর চিকিৎসা ও পথ্য গ্রহণ করবেন।

যদি তুলনা করার উপায় না থাকে, তাহলে যাঁর ফতোয়াটা মানার দিক থেকে সহজ, তাঁর ফতোয়া অনুযায়ী আমল করবেন। যেহেতু দ্বীন সহজ। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (١٨٥) سورة البقرة

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদের (জন্য যা) সহজ (তা) করতে চান, তিনি তোমাদের কষ্ট চান না। (বাক্বারাহ ঃ ১৮৫)

{مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ} (٦) سورة المائدة

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদেরকে কোন প্রকার কষ্ট দিতে চান না। (মায়িদাহ ঃ ৬)

{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (٧٨) سورة الحج

অর্থাৎ, তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠিনতা আরোপ করেননি। (হাজ্জ ঃ ৭৮)

আর মহানবী ﷺ বলেছেন,

يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا...

অর্থাৎ, সহজ কর, কঠিন করো না।

আবারও বলি যে, এ হল সাধারণ মানুষের জন্য, যারা নিজে দলীল যাচাই-বাছাই করতে পারে না এবং দুই আলেমের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে না। পক্ষান্তরে যাদের সে ক্ষমতা আছে, তাদের জন্য অনুসন্ধান চালিয়ে সঠিক সমাধান জেনে নেওয়া জরুরী। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ অনেক শিক্ষিত মুসলিম পরিবার আছে, যারা কুরআন শেখে না, শিখে থাকলেও নিয়মিত তিলাঅত করে না, তিলাঅত করলেও মানে বুঝে (পড়ে) না, বুঝলেও যথাযথভাবে আমল করে না। এদের আলমারী অথবা দেওয়ালের তাকে বড় যত্নের সাথে কুরআন রাখা থাকে। এদের ব্যাপারে উপদেশ কী?

উত্তর ঃ এই শ্রেণীর মুসলিমরা সেই লোকেদের মতো, যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ কুরআন বর্জন করার অভিযোগ রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا} (٣٠) سورة الفرقان

অর্থাৎ, রসূল বলে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো এ কুরআনকে পরিত্যাজ্য মনে করেছে।' (ফুরক্বান ঃ ৩০)

তাদের মধ্যে এমন লোকও থাকতে পারে, যাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى} (١٢٤) طه

অর্থাৎ, যে আমার স্মরণ থেকে বিমুখ হবে, অবশ্যই তার হবে সংকীর্ণতাময় জীবন এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব।' (ত্বা-হা ঃ ১২৪)

{وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا (١٠٠) الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاء عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لاَ يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا} (١٠١) سورة الكهف

অর্থাৎ, সেদিন আমি জাহান্নামকে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করব সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের নিকট। যাদের চক্ষু ছিল আমার স্মরণ (কুরআন)এর ব্যাপারে অন্ধ এবং যারা শুনতেও ছিল অপারগ। (কাহফ ঃ ১০০-১০১)

এদের মধ্যে অনেকে দুনিয়াদার, এরা পত্র-পত্রিকা পড়ে, গল্প-উপন্যাস পড়ে, কিন্তু কুরআন পড়ার সময় পায় না। এই শ্রেণীর লোকদের থেকে বিমুখ হতে নির্দেশ রয়েছে,

{فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (٢٩) ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَى} (٣٠) سورة النجم

অর্থাৎ, অতএব তাকে উপেক্ষা ক'রে চল, যে আমার স্মরণে বিমুখ এবং যে শুধু পার্থিব জীবনই কামনা করে। তাদের জ্ঞানের দৌড় এই পর্যন্ত। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকই ভাল জানেন, কে তাঁর পথ হতে বিচ্যুত এবং তিনিই ভাল জানেন, কে সৎপথপ্রাপ্ত। (নাজ্‌ম ঃ ২৯-৩০)

অনেকে কুরআনকে কেবল তাবীয ও মৃতের আত্মার কল্যাণে ব্যবহার করে। অথচ কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে জীবিত মানুষের আমলের জন্য। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ} (٢٩) سورة ص

অর্থাৎ, আমি এ কল্যাণময় গ্রন্থ তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ গ্রহণ করে উপদেশ। (স্বাদ ঃ ২৯)

{إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ (٢٩) لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ} (٣٠) سورة فاطر

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা আল্লাহর গ্রন্থ পাঠ করে, যথাযথভাবে নামায পড়ে, আমি তাদেরকে যে রুযী দিয়েছি, তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে; তারাই আশা করতে পারে এমন ব্যবসার যাতে কখনোই নোকসান হবে না। এ জন্য যে, আল্লাহ তাদেরকে (তাদের কর্মের)

পূর্ণ প্রতিদান দেবেন এবং তিনি নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আরও বেশী দেবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী। (ফাত্বির ঃ ২৯-৩০)

আর মহানবী ﷺ বলেছেন, "তোমরা কুরআন পাঠ কর। কেননা, তা কিয়ামতের দিন তার পাঠকারীদের জন্য সুপারিশকারীরূপে উপস্থিত হবে।" (মুসলিম ৮০৪ নং)

"যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব (কুরআন মাজীদ)এর একটি বর্ণ পাঠ করবে, তার একটি নেকী হবে। আর একটি নেকী, দশটি নেকীর সমান হয়। আমি বলছি না যে, 'আলিফ-লাম-মীম' একটি বর্ণ; বরং আলিফ একটি বর্ণ, লাম একটি বর্ণ এবং মীম একটি বর্ণ।" (অর্থাৎ, তিনটি বর্ণ দ্বারা গঠিত 'আলিফ-লাম-মীম, যার নেকীর সংখ্যা হবে ত্রিশ।) *(তিরমিযী)*

প্রশ্ন ঃ উম্মতের ইখতিলাফ কি রহমত?

উত্তর ঃ উম্মতের ইখতিলাফ রহমত নয়। বরং ইবনে মাসউদ ؓ বলেছেন, 'ইখতিলাফ খারাপ জিনিস।' (আবূ দাউদ ১৯৬০নং) ইখতিলাফ হলে কিতাব ও সুন্নাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা ওয়াজেব। আর সাহাবাদের ইখতিলাফ ইজতিহাদী। আর ইজতিহাদে ভুল করলেও একটি সওয়াব। কিন্তু ভুল তো ভুলই। সঠিকতা জানার পর আর ইজতিহাদী ভুল বা ইখতিলাফে পড়ে থাকা বৈধ নয়? পরন্তু 'ইখতিলাফু উম্মাতী রাহমাহ' হাদীস সহীহ নয়। (বানী)

দ্বীন ও ইসলাম

প্রশ্ন ঃ দ্বীনে মধ্যমপন্থা কী?

উত্তর ঃ দ্বীন মানতে কিছু লোক চরমপন্থী আছে, কিছু আছে নরম ও ঢিলেপন্থী এবং কিছু আছে মধ্যমপন্থী। কেউ দ্বীন ও ইবাদতের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন করে, সহজটাকে কঠিন করে এবং কেউ একেবারে ঢিলেমি করে, অবজ্ঞা ও অবহেলা করে এবং কঠিনটাকে সহজ মনে করে। অথচ প্রত্যেক জিনিসের মাঝামাঝিটাই ঠিক।

আমাদের দ্বীনই হল মধ্যমপন্থী। তাতে অতিরঞ্জন নেই। মহানবী ﷺ ও তাঁর সাহাবাবর্গের পথই হল মধ্যমপন্থা। মহানবী ﷺ-এর তরীকাই হল মাঝামাঝি আচরণ।

আনাস ؓ বলেন যে, তিন ব্যক্তি নবী ﷺ-এর স্ত্রীদের বাসায় এলেন। তাঁরা নবী ﷺ-এর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। অতঃপর যখন তাঁদেরকে এর সংবাদ দেওয়া হল তখন তাঁরা যেন তা অল্প মনে করলেন এবং বললেন, 'আমাদের সঙ্গে নবী ﷺ-এর তুলনা কোথায়? তাঁর তো আগের ও পরের সমস্ত গোনাহ মোচন ক'রে দেওয়া হয়েছে। (সেহেতু আমাদের তাঁর চেয়ে বেশী ইবাদত করা প্রয়োজন)।' সুতরাং তাঁদের মধ্যে একজন বললেন, 'আমি সারা জীবন রাতভর নামায পড়ব।' দ্বিতীয়জন বললেন, 'আমি সারা জীবন রোযা রাখব, কখনো রোযা ছাড়ব না।' তৃতীয়জন বললেন, 'আমি নারী থেকে দূরে থাকব, জীবনভর বিয়েই করব না।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের নিকট এলেন এবং বললেন, "তোমরা এই এই কথা বলেছ? শোনো! আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের

চেয়ে বেশী আল্লাহকে ভয় করি, তার ভয় অন্তরে তোমাদের চেয়ে বেশী রাখি। কিন্তু আমি (নফল) রোযা রাখি এবং রোযা ছেড়েও দিই, নামায পড়ি এবং নিদ্রাও যাই। আর নারীদের বিয়েও করি। সুতরাং যে আমার সুন্নত হতে মুখ ফিরিয়ে নিবে, সে আমার দলভুক্ত নয়।" *(বুখারী-মুসলিম)*

সুতরাং তাঁর তরীকাতেই রয়েছে মধ্যমপন্থী আচরণ। তিনি বলেছেন, "নিশ্চয় দ্বীন সহজ। যে ব্যক্তি অহেতুক দ্বীনকে কঠিন বানাবে, তার উপর দ্বীন জয়ী হয়ে যাবে। (অর্থাৎ মানুষ পরাজিত হয়ে আমল ছেড়ে দেবে।) সুতরাং তোমরা সোজা পথে থাক এবং (ইবাদতে) মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর। তোমরা সুসংবাদ নাও। আর সকাল-সন্ধ্যা ও রাতের কিছু অংশে ইবাদত করার মাধ্যমে সাহায্য নাও।" *(বুখারী)*

বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় আছে, "তোমরা সরল পথে থাকো, মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর, সকাল-সন্ধ্যায় চল (ইবাদত কর) এবং রাতের কিছু অংশে। আর তোমরা মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর, মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর, তাহলেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাবে।"

যারা ঢিলেপন্থী, তারা সুন্নতের উপর আমল করে না, নফল আদায় করতে সচেষ্ট হয় না, বরং অনেক সময় ফরয আদায়েও শৈথিল্য করে।

উদাহরণ স্বরূপ ঃ-

(ক) একটি লোক ফাসেক (পাপাচার), সে কাবীরা গোনাহ করে, কিন্তু নামায পড়ে এবং শির্ক করে না। চরমপন্থী বলে, 'আমি তাকে সালাম করব না, তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব, তার সাথে কথা বলব না।'

নরমপন্থী বলে, 'পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নয়। আমি তাকে সালাম করব, তার সাথে সুসম্পর্ক রাখব, তার সাথে হেসে-খেলে উঠাবসা করব।'

আর মধ্যমপন্থী বলে, 'আমি তার পাপের জন্য তাকে ঘৃণা করব এবং ঈমানের জন্য ভালোবাসব। তাকে বর্জন করায় যদি কোন উপকার থাকে, তাহলে তাকে বর্জন করব।'

(খ) চরমপন্থী লোক স্ত্রীকে চরণের দাসী মনে করে। নরমপন্থী তাকে নিজের প্রভু মনে করে, বানরের মতো তার কথায় ওঠ-বস করে। আর মধ্যমপন্থী তাকে বন্ধু মনে করে। সে জানে,

{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ} (٢٢٨)

অর্থাৎ, নারীদের তেমনি ন্যায়-সঙ্গত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের। কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের কিছুটা মর্যাদা আছে। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (বাক্বারাহ ঃ ২২৮)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কোন ঈমানদার পুরুষ যেন কোন ঈমানদার নারী (স্ত্রীকে) ঘৃণা না করে। যদি সে তার একটি আচরণে অসন্তুষ্ট হয়, তবে অন্য আচরণে সন্তুষ্ট হবে।" *(মুসলিম)*

প্রশ্ন ঃ মহান আল্লাহ যে জিনিসকে হালাল করেছেন, তা হারাম এবং যে জিনিসকে হারাম করেছেন, তা হালাল করার ব্যাপারে কোন ইমাম, আলেম বা সরকারের আনুগত্য

করা কী?

উত্তর ঃ এই শ্রেণীর আনুগত্য তিনভাবে হতে পারে ঃ-

(ক) আল্লাহর বিধানে অসন্তোষ প্রকার ক'রে অথবা তা অপছন্দ ক'রে গায়রুল্লাহর বিধানকে পছন্দ ক'রে তার আনুগত্য করা। এর ফলে মুসলিম 'কাফের' হয়ে যায়। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ} (٩) سورة محمد

অর্থাৎ, এটা এ জন্যে যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তারা তা অপছন্দ করে। সুতরাং আল্লাহ তাদের কর্মসমূহ নিষ্ফল ক'রে দেবেন। (মুহাম্মাদ ঃ ৯)

আর এ কথা বিদিত যে, একমাত্র কাফেরদেরই যাবতীয় আমল নিষ্ফল করা হয়।

(খ) গায়রুল্লাহর বিধানের আনুগত্য করে। তবে এ কথা মনে-প্রাণে বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহর বিধানই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং মানুষের জন্য অধিক কল্যাণকর। কিন্তু কোন কুপ্রবৃত্তিবশে, কোন লোভ বা লাভের খাতিরে গায়রুল্লাহর বিধানের আনুগত্য করে। এ আনুগত্যে মুসলিম 'কাফের' হবে না। যেহেতু সে আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করে না। বরং স্বার্থবশে তা পালন করে না। সুতরাং তাকে ফাসেক বলা যাবে।

(গ) না জেনে গায়রুল্লাহর বিধানের আনুগত্য করে। অথবা সে মনে করে যে, সেটাই আল্লাহর বিধান। এ ক্ষেত্রে দুই অবস্থা হতে পারে ঃ-

এক ঃ তার পক্ষে আল্লাহর বিধান জানা সম্ভব। কিন্তু সে জানার চেষ্টা করে না। অথচ মহান আল্লাহ অজানা বিধান উলামার নিকট জিজ্ঞাসা ক'রে জেনে নিতে আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

{فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} (٤٣) سورة النحل، الأنبياء ٧

অর্থাৎ, তোমরা যদি না জান, তাহলে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা কর; (নাহ্‌ল ঃ ৪৩, আম্বিয়া ঃ ৭)

এ অবস্থায় সে গোনাহগার হবে।

দুই ঃ তার পক্ষে আল্লাহর বিধান জানা সম্ভব নয়। সুতরাং সে কোন আলেম, নেতা বা সরকারের অন্ধানুকরণ করে। এমতাবস্থায় তার কোন অপরাধ হবে না। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেছেন,

« مَنْ أُفْتِىَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ ».

অর্থাৎ, যে ব্যক্তিকে বিনা ইল্‌মে (ভুল) ফতোয়া দেওয়া হয়, তার পাপ বর্তে মুফতীর উপর। (আবূ দাঊদ ৩৬৫৭, ইবনে মাজাহ ৫৭, দারেমী ১৫৯নং)

এ অবস্থায় যদি অন্ধানুকরণকারীর অপরাধ গণ্য করা হয়, তাহলে তাতে বড় সমস্যা দেখা দেবে এবং ভুলের আশঙ্কায় কেউ কোন আলেমের কথায় ভরসাই রাখবে না। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ যে ব্যক্তি শরীয়তের কোন বিধানকে 'অচল' বা 'বস্তাপচা' মনে করে, সে ব্যক্তির বিধান কী?

উত্তর ঃ সে ব্যক্তি কাফের। যেহেতু শরীয়তের কোন বিধান অচল ও বস্তাপচা নয়।

শরীয়তের বিধান বুঝার জন্য অথবা তা বহাল করার জন্য মানুষের বিবেক-বুদ্ধি অচল হতে পারে। কিন্তু সে বিধান শাশ্বত, চিরন্তন ও কালজয়ী। (ইবা)

প্রশ্ন ঃ যে ব্যক্তি মনে করে, নারী-পুরুষের সমান অধিকার না দিয়ে ইসলাম নারীর প্রতি যুলুম করেছে, সে ব্যক্তির বিধান কী?

উত্তর ঃ ইসলাম নারীকে পুরুষের সমান অধিকার না দিলেও, তাকে তার যথাযথ অধিকার দান করেছে। ইসলাম তার প্রতি কোন অন্যায় করেনি। ইসলামের এ অধিকার বন্টনকে যদি কেউ অস্বীকার করে এবং অন্যায় ও অবিচার মনে করে, তাহলে সে কাফের। (ইবা)

বিদআত

প্রশ্ন ঃ 'বিদআত' কাকে বলে? কখন কোন্ কাজকে 'বিদআত' বলে আখ্যায়ন করা হবে?

উত্তর ঃ বিদআত বলা হয় দ্বীন ও ইবাদতে নব আবিষ্কৃত কাজকে। অর্থাৎ, দ্বীন বা ইবাদত মনে ক'রে করা এমন কাজকে বিদআত বলা হবে, যে কাজের কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর কোন দলীল নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

((وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ ؛ فإنَّ كلَّ بِدعَةٍ ضَلاَلَةَ)). رواه أَبُو داود والترمذي

অর্থাৎ, তোমরা (দ্বীনে) নব উদ্ভাবিত কর্মসমূহ (বিদআত) থেকে বেঁচে থাকবে। কারণ, প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা।" (আবূ দাউদ, তিরমিযী)

((مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ ، وفي رواية لمسلم : ((مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيهِ أمرُنا فَهُوَ رَدٌّ)).

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি আমার এই দ্বীনে (নিজের পক্ষ থেকে) কোন নতুন কিছু উদ্ভাবন করল---যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য।" (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, "যে ব্যক্তি এমন কাজ করল, যে ব্যাপারে আমাদের নির্দেশ নেই, তা বর্জনীয়।"

বলা বাহুল্য, নব আবিষ্কৃত পার্থিব কোন বিষয়কে বিদআত বলা যাবে না। যেমন শরীয়তে নিষিদ্ধ কোন কাজকে বিদআত বলা হয় না। বরং তাকে অবৈধ, হারাম বা মকরূহ বলা হয়।

প্রশ্ন ঃ বিদআত কাকে বলে? 'বিদআতে হাসানাহ' বলে কি কোন বিদআত আছে?

উত্তর ঃ বিদআত বলা হয় দ্বীন বিষয়ক কোন নতুন কর্মকে, যার কোন দলীল শরীয়তে নেই। মহানবী ﷺ বলেছেন, "অবশ্যই তোমাদের মধ্যে যারা আমার বিদায়ের পর জীবিত থাকবে তারা অনেক রকমের মতভেদ দেখতে পাবে। অতএব তোমরা আমার এবং আমার সুপথপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ অবলম্বন করো, তা দাঁত দ্বারা দৃঢ়তার সাথে ধারণ করো। (তাতে যা পাও মান্য কর এবং অন্য কোনও মতের দিকে আকৃষ্ট হয়ো

না।) আর (দ্বীনে) নবরচিত কর্মসমূহ হতে সাবধান! কারণ, নিশ্চয়ই প্রত্যেক বিদআত (নতুন আমল) হল ভ্রষ্টতা।" *(আবু দাউদ ৪৪৪৩, তিরমিযী ২৮১৫, ইবনে মাজাহ ৪২ নং)*

আর নাসাঈর এক বর্ণনায় আছে, "আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতা জাহান্নামে (নিয়ে যায়)।"

উক্ত হাদীস থেকে এ কথাও প্রমাণ হয় যে, বিদআতে হাসানাহ (ভাল বিদআত) বলে কোন বিদআত নেই। কারণ মহানবী ﷺ বলেছেন, "প্রত্যেক বিদআত হল ভ্রষ্টতা।"

প্রশ্ন ঃ 'বিদআতে হাসানাহ' নামক কোন বিদআত আছে কি, যা করলে সওয়াব হয়। যেহেতু হাদীসে আছে, "যে ব্যক্তি ইসলামে ভাল রীতি চালু করবে, সে তার নিজের এবং ঐ সমস্ত লোকের সওয়াব পাবে, যারা তার (মৃত্যুর) পর তার উপর আমল করবে। তাদের সওয়াবের কিছু পরিমাণও কম করা হবে না।" (মুসলিম)

উত্তর ঃ 'বিদআতে হাসানাহ' (ভাল বিদআত) বলে কোন বিদআত নেই। বরং প্রত্যেক বিদআতই 'সাইয়িআহ' (মন্দ)। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((فإنَّ كلَّ بدعةٍ ضَلاَلَة)). رواه أبُو داود والترمذي

অর্থাৎ, প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা।" (আবূ দাউদ, তিরমিযী)

আর হাদীসে যে ভাল রীতি চালু করার কথা বলা হয়েছে, তা নতুন কোন রীতি নয়। বরং যে রীতি শরীয়ত সম্মত কিন্তু কোন জায়গায় তা চালু ছিল না। কোন ব্যক্তি তা চালু করলে তার ঐ সওয়াব হয়। পূর্ণ হাদীসটি পড়লে আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন, কোন্ শ্রেণীর রীতির কথা বলা হয়েছে।

জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, একদা আমরা দিনের প্রথম ভাগে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ছিলাম। অতঃপর তাঁর নিকট কিছু লোক এল, যাদের দেহ বিবস্ত্র ছিল, পশমের ডোরা কাটা চাদর (মাথা প্রবেশের মত জায়গা মাঝে কেটে) পরে ছিল অথবা 'আবা' (আংরাখা) পরে ছিল, তরবারি তারা নিজেদের গর্দানে ঝুলিয়ে রেখেছিল। তাদের অধিকাংশ মুযার গোত্রের (লোক) ছিল; বরং তারা সকলেই মুযার গোত্রের ছিল। তাদের দরিদ্রতা দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল। সুতরাং তিনি (বাড়ির ভিতর) প্রবেশ করলেন এবং পুনরায় বের হলেন। তারপর তিনি বেলালকে (আযান দেওয়ার) আদেশ করলেন। ফলে তিনি আযান দিলেন এবং ইকামত দিলেন। অতঃপর তিনি নামায পড়ে লোকদেরকে (সম্বোধন ক'রে) ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, "হে মানব সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন ও তা হতে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাদের দু'জন থেকে বহু নরনারী (পৃথিবীতে) বিস্তার করেছেন। সেই আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাঞ্চা কর এবং জ্ঞাতি-বন্ধন ছিন্ন করাকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।" (সূরা নিসা ১ আয়াত) অতঃপর দ্বিতীয় আয়াত যেটি সূরা হাশরের শেষে আছে সেটি পাঠ করলেন, "হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আর প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক যে, আগামীকালের (কিয়ামতের) জন্য সে অগ্রিম কী পাঠিয়েছে। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে

অবহিত।" (সূরা হাশর ১৮ আয়াত) "সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তি যেন নিজ দীনার (স্বর্ণমুদ্রা), দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা), কাপড়, এক সা' গম ও এক সা' খেজুর থেকে সাদকাহ করে।" এমনকি তিনি বললেন, "খেজুরের আধা টুকরা হলেও (তা যেন দান করে)।" সুতরাং আনসারদের একটি লোক (চাঁদির) একটি থলে নিয়ে এল, লোকটির করতল যেন তা ধারণ করতে পারছিল না; বরং তা ধারণ করতে অক্ষমই ছিল। অতঃপর (তা দেখে) লোকেরা পরস্পর দান আনতে আরম্ভ করল। এমনকি খাদ্য সামগ্রী ও কাপড়ের দু'টি স্তূপ দেখলাম। পরিশেষে আমি দেখলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারা যেন সোনার মত ঝলমল করছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "যে ব্যক্তি ইসলামে ভাল রীতি চালু করবে, সে তার নিজের এবং ঐ সমস্ত লোকের সওয়াব পাবে, যারা তার (মৃত্যুর) পর তার উপর আমল করবে। তাদের সওয়াবের কিছু পরিমাণও কম করা হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ রীতির প্রচলন করবে, তার উপর তার নিজের এবং ঐ লোকদের গোনাহ বর্তাবে, যারা তার (মৃত্যুর) পর তার উপর আমল করবে। তাদের গোনাহর কিছু পরিমাণও কম করা হবে না।" (মুসলিম)

লক্ষণীয় যে, দান করা একটি ভাল রীতি। কিন্তু অনেকের মধ্যে যে প্রথম শুরু করবে, তার হবে উক্ত সওয়াব। কোন নতুন রীতি আবিষ্কার করা উদ্দেশ্য নয়। হাদীসের শব্দে ঐ রীতিকে 'সুন্নাহ' বলা হয়েছে, যা বিদআতের বিপরীত। সুতরাং 'বিদআতে হাসানা'র দলীল তাতে নেই।

বলা বাহুল্য, উক্ত হাদীসে নতুন রীতি চালু করার পর্যায়ভুক্ত তিন প্রকার কাজ ঃ-

(ক) শরীয়তসম্মত ভাল কাজ। কিন্তু অনেকের মধ্যে সর্বপ্রথম করা।

(খ) কোন সুন্নত কাজ, যা উঠে গিয়েছিল বা লোকমাঝে প্রচলিত ছিল না অথবা অজানা ছিল, তা নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা করা, লোকমাঝে প্রচলিত করা অথবা জানিয়ে তার প্রচলন করা।

(গ) কোন এমন কাজ করা, যা কোন শরীয়তসম্মত ভাল কাজের মাধ্যম। যেমন দ্বীনী মাদ্রাসা নির্মাণ করা, দ্বীনী বই-পত্র ছাপা ইত্যাদি। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ ঈদে মীলাদুন নাবী বিদআত কেন?

উত্তর ঃ যেহেতু শরীয়তে তার কোন দলীল নেই। খোদ নবী ﷺ বা তাঁর কোন সাহাবী, কোন তাবেঈ বা ইমাম তা পালন করে যাননি, করার নির্দেশও দেননি।

সর্বপ্রথম ঈদে মীলাদ (নবীদিবস) আবিষ্কার করেন ইরাকের ইরবিল শহরের আমীর (গভর্নর) মুযাফ্ফারুদ্দীন কূকুবুরী ঠিক হিজরী সপ্তম শতাব্দীর গোড়ার দিকে ৬০৪ (মতান্তরে ৬২৫) হিজরীতে। মিসরে সর্বপ্রথম চালু করে ফাতেমীরা; যাদের প্রসঙ্গে ইবনে কাসীর বলেন, "(ফাতেমী শাসকগোষ্ঠী) কাফের, ফাসেক, পাপাচার, ধর্মধ্বজী, ধর্মদ্রোহী, আল্লাহর সিফাত (গুণাবলী) অস্বীকারকারী ও ইসলাম অস্বীকারকারী মাজূসী ধর্ম-বিশ্বাসী ছিল।" *(আল-বিদায়াহ অন-নিহায়াহ' ১১/৩৪৬)*

অনেকে বলেছেন, মীলাদে মোস্তফা একটি নব্য আবিষ্কার; যা আজ থেকে প্রায় বার শত বছর পূর্বে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে শায়খ উমার বিন মুহাম্মাদ সর্বপ্রথম প্রবর্তন

করেন। মাওসেলের অধিবাসী উক্ত উমার বিন মুহাম্মাদ নাকি খুবই আশেকে রসূল ও আল্লাহর অলী ছিলেন। তিনি রসূল ﷺ-এর ভালবাসায় একান্ত অনুরাগের বশে এ মীলাদ তথা রসূল ﷺ-এর জন্ম-বৃত্তান্ত আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনায় ব্রতী হন। বিখ্যাত সীরাতে শামী গ্রন্থে এ কথা স্বীকার করা হয়েছে। *(দেখুনঃ ছহীহ মাকছুদে মু'মেনীন ৩৬৯পৃঃ)*

তাছাড়া এতে রয়েছে বিজাতির অনুকরণ এবং শরীয়ত-বিরোধী বহু কর্মকান্ড। ('বারো মাসে তেরো পরব' দ্রঃ)

প্রশ্নঃ 'ঈদে মীলাদুন নাবী' (নবী-দিবস) পালন করা বৈধ নয় কেন?

উত্তর ঃ মহান আল্লাহ আমাদের দ্বীন ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ করে দিয়েছেন তাঁর নবীর জীবদ্দশাতেই। মহান আল্লাহ বলেন,

{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا} (٣) المائدة

অর্থাৎ, আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ (নেয়ামত) সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের ধর্মরূপে মনোনীত করলাম। *(সূরা মায়েদাহ ৩ আয়াত)*

আর মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আমাদের এ (দ্বীন) ব্যাপারে নতুন কিছু আবিষ্কার করে, সে ব্যক্তির সে কাজ প্রত্যাখ্যাত।" *(বুখারী ও মুসলিম)* "যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করে, যার উপর আমাদের কোন নির্দেশ নেই, সে ব্যক্তির সে কাজ প্রত্যাখ্যাত।" *(মুসলিম)*

ইসলামে পালনীয় ঈদ হল মাত্র দুটি; ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আযহা। তৃতীয় কোন ঈদ ইসলামে নেই। মহানবী ﷺ নবুয়তের ২৩ বছর কাল নিজের জীবনে কোন বছর নিজের জন্মদিন পালন করে যাননি। কোন সাহাবীকে তা পালন করার নির্দেশও দেননি। তাঁর পূর্ববর্তী নবীদের জন্ম-মৃত্যু উপলক্ষ্যে কোন আনন্দ অথবা শোকপালন করে যাননি।

তাঁর পরবর্তীকালে তাঁর চারজন খলীফা তাঁদের খেলাফতকালে রাষ্ট্রীয়ভাবে অথবা এককভাবে নবীদিবস পালন করে যাননি। অন্য কোন সাহাবী বা আত্মীয়ও তাঁর প্রতি এত ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও তাঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে আনন্দ অথবা মৃত্যুদিন উপলক্ষ্যে শোক পালন করেননি। তাঁদের পরেও কোন তাবেঈ অথবা তাঁদের কোন একনিষ্ঠ অনুসারী অথবা কোন ইমাম তাঁর জন্ম কিংবা মৃত্যুদিন পালন করার ইঙ্গিত দিয়ে যাননি। সুতরাং তা যে নব আবিষ্কৃত বিদআত, তা বলাই বাহুল্য।

খ্রিষ্টানরা আন্দাজে ২৫শে ডিসেম্বর যীসু খ্রিস্টের জন্মোৎসব (মীলাদ, বড়দিন বা ক্রিস্টমাস ডে) এবং তাদের পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির জন্মদিন (বার্থডে') বড় আনন্দের সাথে পালন করে থাকে। মুসলিমরা তাদের মত আনন্দে মাতোয়ারা হওয়ার উদ্দেশ্যে এই বিদআত ওদের নিকট হতেই গ্রহণ করে নিয়েছে। তাই এরাও ওদের মত নবীদিবস (ঈদে-মীলাদুন-নবী) এবং পরিবারের সভ্যদের (বিশেষ করে শিশুদের) 'হ্যাপি বার্থ ডে'র অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করে থাকে। অথচ তাদের রসূল ﷺ তাদেরকে সাবধান করে

বলেন, "যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করে সে তাদেরই একজন।" *(আবুদাঊদ)*

প্রশ্নঃ কেক কেটে, মোমবাতি নিভিয়ে বার্থ-ডে বা জন্মদিন পালন করা কি?

উত্তর ঃ বার্থ-ডে বা জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী পালন করা সুন্নত। তবে সেই সুন্নত, যার জন্য মহানবী ﷺ বলেছেন, "অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির সুন্নত (তরীকা) অনুসরণ করবে বিঘত বিঘত এবং হাত হাত পরিমাণ (সম্পূর্ণরূপে)। এমনকি তারা যদি সান্ডার (গোসাপ জাতীয় এক প্রকার হালাল জন্তুর) গর্তে প্রবেশ করে, তবে তোমরাও তাদের অনুসরণ করবে (এবং তাদের কেউ যদি রাস্তার উপর প্রকাশ্যে স্ত্রী-সংগম করে তবে তোমরাও তা করবে)!" সাহাবাগণ বললেন, 'আল্লাহর রসূল ইয়াহুদ ও খ্রিস্টানরা?' তিনি বললেন "তবে আবার কারা?" (বুখারী, মুসলিম ও হাকেম)

বলা বাহুল্য, বিজাতীর অনুকরণে এমন উৎসব বা অনুষ্ঠান পালন করা বৈধ নয়। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের আনুরূপ্য অবলম্বন করে, সে তাদেরই দলভুক্ত।" (আবূ দাউদ, ইবা)

একই পর্যায়ে পড়েঃ ভালবাসা-দিবস, মাতৃ-দিবস ইত্যাদি।

প্রশ্নঃ তসবীহ গুনতে তসবীহ-মালা ব্যবহার করা কি বিদআত?

উত্তর ঃ অনেকে বিদআত বলেছেন। তা না হলেও তা ব্যবহার না করাই উত্তম। কারণঃ-

১। মহানবী ﷺ আঙ্গুল দ্বারা তসবীহ করেছেন এবং বলেছেন,

(إِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ).

অর্থাৎ, আঙ্গুলগুলোকে (তার দ্বারা কৃত কর্মের ব্যাপারে) জিজ্ঞাসা করা হবে, কথা বলানো হবে। (আহমাদ ৬/৩৭১, আবূ দাউদ ১৫০১, তিরমিযী ৩৫৮৩নং)

সুতরাং কিয়ামতে আঙ্গুলগুলো তসবীহ পড়ার সাক্ষ্য দেবে, মালা সাক্ষ্য দেবে না।

২। মালা ব্যবহার ক'রে তসবীহ পড়লে সাধারণতঃ মনোযোগ ও একাগ্রতা বিচ্ছিন্ন হতে পারে। আঙ্গুল গুনলে তা হয় না।

৩। তসবীহ-মালা ব্যবহারে লোক-দেখানি বা 'রিয়া' হওয়ার আশঙ্কা থাকে। রঙ-বেরঙের মালা ও তার খট্‌খট্ শব্দ মানুষের দৃষ্টি ও মন আকর্ষণ করে। আর আমলে 'রিয়া' ঢুকলে সওয়াবের জায়গায় শির্ক ঘটে বসবে।

বলা বাহুল্য, তসবীহ-দানার চাইতে আঙ্গুল গোনাই শরীয়তসম্মত। (ইউ)

প্রশ্নঃ মুর্দার নামে কুরআনখানি, ফাতেহাখানি, কুলখানি শরীয়তসম্মত কি?

উত্তর ঃ না। বরং তা বিদআত। এ কাজ মহানবী ﷺ এবং তাঁর পরে তাঁর সাহাবাগণ, তাবেঈন ও সলফগণ ক'রে যাননি। আর আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আমাদের এ দ্বীন বিষয়ে অভিনব কিছু রচনা করবে, যা এর অন্তর্ভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত।" *(বুখারী ২৬৯৭, মুসলিম ১৭১৮নং)*

মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি এমন কোন কর্ম করে, যাতে আমাদের কোন নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত।" *(মুসলিম ১৭১৮-নং)*

প্রশ্ন ঃ ক্বারীদের কুরআন তিলাঅতের শেষে 'স্বাদাক্বাল্লাহুল আযীম' পড়া কি শরীয়তসম্মত?

উত্তর ঃ না। উপর্যুক্ত কারণে তা বিদআত। (লাদা) শরীয়তে এ কাজের কোন ভিত্তি নেই। একদা মহানবী ﷺ ইবনে মাসউদ -এর নিকট ক্বিরাআত শুনলেন। পরিশেষে তিনি তাঁকে 'হাসবুক' বলে থামতে বললেন। (বুখারী ৫০৫০নং) তখন তিনিও 'স্বাদাক্বাল্লাহুল আযীম' বলেননি এবং ইবনে মাসউদও বলেননি। (ইবা)

প্রশ্ন ঃ তিলাঅত শেষে কুরআন চুম্বন দেওয়া কি শরীয়তসম্মত?

উত্তর ঃ একই কারণে এ কাজও বিদআত। (লাদা)

প্রশ্ন ঃ 'মাতৃ-দিবস' পালন করা কি বৈধ?

উত্তর ঃ এটি আসলে অমুসলিমদের আবিষ্কৃত একটি ঈদ। সুতরাং মুসলিমদের তা পালন করা বিদআত এবং সেই সাথে কাফেরদের সাদৃশ্য অবলম্বন ও অন্ধ অনুকরণও। মুসলিমদের বাৎসরিক ঈদ দু'টি এবং সাপ্তাহিক ঈদ একটি। এ ছাড়া আর কোন ঈদ বা পালনীয় 'দিবস' নেই। বলা বাহুল্য কাফেরদের অনুকরণে অনুরূপ সকল ঈদ বর্জনীয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আমার এই দ্বীনে (নিজের পক্ষ থেকে) কোন নতুন কথা উদ্ভাবন করল---যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

মায়ের যে হক আছে, তা বৎসরের একটি দিবসকে তার নামে পালন ক'রে, দু'-চারটি উপহার-উপঢৌকন পেশ ক'রে, পান-ভোজনের অনুষ্ঠান ক'রে আদায় হয়ে যায় না। মায়ের প্রতি কর্তব্য আছে প্রাত্যহিক। মায়ের পদতলে আছে ছেলের বেহেশ্ত। মায়ের কথার অবাধ্য হয়ে 'মাতৃ-দিবস' পালন ক'রে পার্থিব আনুষ্ঠানিক আনন্দোপভোগ ছাড়া আর কী হতে পারে? (ইউ)

প্রশ্ন ঃ হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সোমবার দিনে রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, "ওটি এমন একটি দিন, যেদিন আমার জন্ম হয়েছে।" (মুসলিম) এ হাদীস থেকে কি প্রমাণ হয় না যে, মহানবী ﷺ নিজের জন্মদিন পালন করতেন?

উত্তর ঃ এ হাদীস থেকে জন্মদিন পালন করার কথা প্রমাণিত হয় না। যদি হয়েও থাকে, তাহলে প্রত্যেক সোমবারকে তাঁর জন্মদিন হিসাবে পালন করতে হবে এবং কেবল রোযা রাখার মাধ্যমে। নচেৎ তা কামার-পুকুরের দলীল দেখিয়ে কুমোর-পুকুর দখল করার মতো ব্যাপার হবে।

প্রশ্ন ঃ তসবীহ গুনতে 'তসবীহ-দানা' বা 'তসবীহ-মালা' ব্যবহার করা কি বিদআত?

উত্তর ঃ 'তসবীহ-দানা' ব্যবহারকে বিদআত বলা হয় না। যেহেতু তা ইবাদতের একটি অসীলা। আর ইবাদতের অসীলাকে বিদআত বলা হয় না। তবে তা সুন্নাহর পরিপন্থী। যেহেতু মহানবী ﷺ ডান হাতের আঙ্গুল দ্বারা তসবীহ গুনেছেন। সুতরাং 'তসবীহ-মালা' ব্যবহার না করাই উত্তম। এর আরও দু'টি কারণ আছে। এক ঃ এতে

তসবীহকারী উদাস হয়ে থাকে। যেহেতু গোনা মালা তো গাঁথাই আছে। তাই খেয়াল থাকে না গণনায় এবং খেয়াল থাকে না তসবীহতে। দুই ঃ এতে 'রিয়া' বা লোকপ্রদর্শনের সম্ভাবনা আছে অনেক। যেহেতু 'তসবীহ-মালা' দেখে লোকে তার প্রশংসাই করবে। (ইবা, ইউ)

অনেকে বলবেন, 'আঙ্গুল দ্বারা গণনায় সংখ্যায় ভুল হতে পারে। মালা দ্বারা নির্ভুল গণনা সম্ভব।' আমরা বলি, 'গণনায় ভুল হলে সমস্যা কি? নিয়ত যখন ঠিক থাকে, তখন সওয়াব তো কমে যাবে না। বিশেষ ক'রে আঙ্গুল যখন কিয়ামতে কথা বলে তসবীহকারীর জন্য সাক্ষ্য দেবে, (আহমাদ ৬/৩৭১, আবূ দাউদ ১৫০১, তিরমিযী ৩৫৮৩নং) তখন তাতেই ফযীলত বেশী নয় কি?'

প্রশ্ন ঃ কুরআন তিলাঅত শেষে 'স্বাদাক্বাল্লাহুল আযীম' বলা কি বিধেয়?

উত্তর ঃ কুরআন তিলাঅত শেষে 'স্বাদাক্বাল্লাহুল আযীম' বলা বিধেয় নয়, বরং বিদআত। যেহেতু এ কাজ মহানবী ﷺ, তাঁর কোন সাহাবী অথবা তাঁদের পরবর্তী কোন ইমাম ক'রে যাননি। অথচ তাঁরা ছিলেন অধিক অধিক কুরআন তিলাঅতকারী। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, "(হে ইবনে মাসউদ!) আমাকে কুরআন পড়ে শুনাও।" আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনাকে পড়ে শোনাব, অথচ আপনার উপরেই তা অবতীর্ণ করা হয়েছে?' তিনি বললেন, "অপরের মুখ থেকে (কুরআন পড়া) শুনতে আমি ভালবাসি।" সুতরাং তাঁর সামনে আমি সূরা নিসা পড়তে লাগলাম, পড়তে পড়তে যখন এই (৪১নং) আয়াতে পৌঁছলাম---যার অর্থ, "তখন তাদের কী অবস্থা হবে, যখন প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং তোমাকেও তাদের সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব?" তখন তিনি বললেন, "যথেষ্ট, এখন থাম।" অতঃপর আমি তাঁর দিকে ফিরে দেখি, তাঁর নয়ন যুগল অশ্রু ঝরাচ্ছে। (বুখারী, মুসলিম) কই? এখানে তিনি 'স্বাদাক্বাল্লাহুল আযীম' বলেননি।

মহান আল্লাহ বলেছেন, বল, 'স্বাদাক্বাল্লাহ'। (আলে ইমরান ঃ ৯৫) কিন্তু তিনি বলেননি যে, কুরআন পড়া শেষ হলে 'স্বাদাক্বাল্লাহ' বল। বলা বাহুল্য, কোন আম নির্দেশকে বিশেষ কাজের জন্য খাস করা শরয়ী নীতি নয়। (ইবা, লাদা)

প্রশ্ন ঃ কলোম্বোর এক মসজিদের ডান দিকে নবী ﷺ-এর কবরের ছবি টাঙ্গানো আছে। তার সামনে মুসল্লীরা দাঁড়িয়ে নবী ﷺ-এর উপর দরূদ পাঠ করে। এ কাজ কি শরীয়তসম্মত?

উত্তর ঃ মসজিদের ভিতরে নবী ﷺ-এর কবরের (বা সবুজ গম্বুজের) ছবি রাখা একটি আপত্তিকর বিদআত। পরন্তু তার সামনে দাঁড়িয়ে দরূদ পাঠ করা অন্য একটি আপত্তিকর বিদআত। এটি অতিরঞ্জনবশতঃ কৃত আচরণ। আর নবী ﷺ বলেছেন, "তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে অতিরঞ্জন করা থেকে দূরে থেকো। কেননা অতিরঞ্জনই পূর্ববর্তী বহু উম্মতকে ধ্বংস করেছে।" *(আহমাদ ১/২১৫, ৩৪৭, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ৩০২৯নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

((لاَ تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ)).

অর্থাৎ, তোমরা আমাকে নিয়ে (আমার তা'যীমে) বাড়াবাড়ি করো না, যেমন খ্রিস্টানরা (ঈসা) ইবনে মারয়্যামকে নিয়ে করেছে। আমি তো আল্লার দাস মাত্র। অতএব তোমরা আমাকে আল্লাহর দাস ও তাঁর রসূলই বলো।" *(বুখারী ৩৪৪৫, মুসলিম, মিশকাত ৪৮৯৭নং)*

দরূদ যে কোন (পবিত্র) জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে-বসে পড়া যায়। মহানবী ﷺ-এর কবরের ছবি সামনে রেখে দাঁড়িয়ে দরূদ পড়া বিদআত। তাঁর তা'যীমের উদ্দেশ্যে বসা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে দরূদ পড়া বিদআত। এক সাথে জামাআতী দরূদ পড়া বিদআত।

তাছাড়া মসজিদের দেওয়ালে নবী-অলীর কবরের ছবি অঙ্কন করা অথবা টাঙ্গানো মসজিদে তাঁদেরকে দাফন করার বিধানের অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু তা মানুষকে শির্কের দিকে টেনে নিয়ে যায়। ঐ ছবির সামনে দরূদ পড়তে পড়তে নবী ﷺ-এর কাছে প্রার্থনাও শুরু হয়ে যায়। সুতরাং এমন কাজ তওবার সাথে বর্জনীয়। (লাদা)

পবিত্রতা

প্রশ্ন ঃ উযূতে তরতীব ওয়াজেব কি?

উত্তর ঃ অনেকের মতে উযূতে তরতীব ওয়াজেব। যেহেতু মহান আল্লাহ উযূর আয়াতে তরতীব বজায় রেখে মাথা মাসাহর পরে পা ধোয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। অথচ ধোয়ার কথা মাসাহর পূর্বে আছে এবং তারই ই'রাবে 'আরজুলাকুম'-এ জবর হয়েছে। কিন্তু হাদীসে এসেছে,

(أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا) ، رواه أحمد ، وعنه أبوداود

অর্থাৎ, আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে উযূর পানি আনা হল। তিনি উযূ করতে নিজের হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধুলেন। অতঃপর নিজ মুখ তিনবার ধুলেন। অতঃপর নিজ হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধুলেন। অতঃপর কুল্লি করলেন ও নাকে পানি নিলেন তিনবার এবং মাথা মাসাহ করলেন। দুই কানের উপর ও ভিতরের অংশ মাসাহ করলেন। আর পা দুটিকে তিনবার ক'রে ধুলেন। (আহমাদ, আবূ দাঊদ)

বোঝা গেল, নবী ﷺ কখনো কখনো কুল্লি করা ও নাকে পানি দেওয়ার আগে মুখ-হাত ধুয়েছেন। ওয়াজেব হলে তা করতেন না। তবে অধিকাংশ বর্ণনায় যে তরতীব এসেছে, তার ভিত্তিতে তা সুন্নত বলা যায়। (বানী)

প্রশ্ন ঃ অপবিত্র অবস্থায় কি কুরআন পড়া জায়েয?

উত্তর ঃ অপবিত্রতা দুই শ্রেণীর ঃ ছোট অপবিত্রতা, যাতে উযূ জরুরী হয় এবং বড় অপবিত্রতা, যাতে গোসল জরুরী হয়। ছোট অপবিত্র অবস্থায় থাকলে কুরআন স্পর্শ না

ক'রে মুখস্থ পড়া জায়েয। আর বড় অপবিত্র অবস্থায় কুরআন পড়া জায়েয নয়। অবশ্য এ অবস্থায় কুরআনী আয়াতের যিক্র যেমন, 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, ইন্না লিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রাজিঊন ইত্যাদি পড়া যায়। (ইউ)

আলী ﷺ বলেন, 'বড় নাপাকীর অবস্থা ছাড়া অন্যান্য অবস্থায় আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে কুরআন পড়াতেন।' *(আহমাদ ৬২৭, তিরমিযী ১৩১নং, আলবানীর নিকট হাদীসটি যয়ীফ)*

প্রশ্ন ঃ অপবিত্র অবস্থায় জুযদানে রাখা কুরআন স্পর্শ করা কি বৈধ?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, কুরআন জুযদান, বাক্স, ব্যাগ বা অন্য কোন মোড়কের ভিতরে থাকলে অপবিত্র অবস্থায় তা স্পর্শ করা বৈধ। (সাফা)

প্রশ্ন ঃ অপবিত্র বা মাসিক অবস্থায় কুরআনের ক্যাসেট স্পর্শ করা কি বৈধ?

উত্তর ঃ অপবিত্র বা মাসিক অবস্থায় কুরআনের ক্যাসেট স্পর্শ করা, টেপে লাগানো ইত্যাদি বৈধ। যেহেতু তা মুসহাফ নয়। (লাদা)

প্রশ্ন ঃ উযূ করার পর স্বামীর চুম্বনের ফলে কি কারো উযূ ভেঙ্গে যায়?

উত্তর ঃ না, কেবল স্ত্রীকে চুম্বন ও স্পর্শ করার ফলে স্বামীর উযূ ভাঙ্গে না, স্ত্রীরও না। মহানবী ﷺ স্ত্রী চুম্বন ক'রে নামায পড়তেন এবং (তার আগে) উযূ করতেন না। (আহমাদ, আবূ দাঊদ, নাসাঈ, সঃ জামে' ৪৯৯৭নং)

অবশ্য সেই চুম্বন বা স্পর্শের ফলে প্রস্রাব-দ্বার হতে 'মযী' (পাতলা আঠালো পদার্থ) বের হলে উযূ ভেঙ্গে যাবে।

প্রশ্ন ঃ ঋতুরোধক ওষুধ ব্যবহার ক'রে মাসিক ঋতু বন্ধ রেখে যথাসময়ে রোযা বা হজ্জ করা কি মহিলাদের জন্য বৈধ?

উত্তর ঃ বৈধ, যদি তাতে কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বা স্বাস্থ্যগত ক্ষতি না থাকে তবে। এ ব্যাপারে বিশিষ্ট চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। (লাদা)

প্রশ্ন ঃ যে সেন্টে স্পিরিট আছে, তা ব্যবহার করা বৈধ কি?

উত্তর ঃ যে সেন্টে স্পিরিট বা এ্যালকুহল আছে, তা ব্যবহার করার ব্যাপারে উলামাগণের মতভেদ আছে। পূর্বসতর্কতামূলকভাবে তা ব্যবহার না করাই উত্তম, বিশেষ ক'রে নামাযের আগে। (ইবা)

প্রশ্ন ঃ পানি ছাড়া অন্য কোন তরল পদার্থ দ্বারা অপবিত্র জিনিসকে পবিত্র করা যায় কি?

উত্তর ঃ কোন অপবিত্র জিনিসকে পবিত্র করতে হলে পবিত্র পানি জরুরী। অন্য কোন তরল পদার্থ দ্বারা পবিত্রতা লাভ হয় না (বানী)

প্রশ্ন ঃ অপবিত্রতা এক দিরহাম পরিমাণ হলে তা মার্জনীয়। এ কথা ঠিক কি?

উত্তর ঃ এ কথা ঠিক নয়। এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসটি জাল। সুতরাং অপবিত্রতা এক দিরহাম থেকে কম হলেও তা দূর করতে হবে। নচেৎ তাতে নামায শুদ্ধ হবে না। (বানী)

প্রশ্ন ঃ মানুষের বমি কি অপবিত্র?

উত্তর ঃ এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। তবে সঠিক মতে তা অপবিত্র নয়। (বানী)

প্রশ্ন ঃ অমুসলিমরা এমন অনেক খাদ্য ভক্ষণ করে, যা ইসলামে হারাম। সুতরাং তাদের

পাত্র ব্যবহার করা বৈধ কি?

উত্তর ঃ অমুসলিমদের পাত্রে (তাদের দোকান ও হোটেলে) খাওয়া বৈধ নয়। তবে তাদের পাত্র (দোকান বা হোটেল) ছাড়া যদি মুসলিমদের কোন পাত্র (দোকান বা হোটেল) না পাওয়া যায়, তাহলে নিরুপায় অবস্থায় তাদের সেই পাত্র (ধোয়ার পর তাদের দোকান বা হোটেলে) খাওয়ার অনুমতি আছে। *(বুখারী, মুসলিম ১৯৩০নং প্রমুখ)*

একদা এক সাহাবী মহানবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমরা আহলে কিতাবদের পাশাপাশি বাস করি। আর তারা তাদের পাত্রে শূকর রান্না করে এবং মদ পান করে। (এখন আমরা কি তাদের পাত্রে পানাহার করতে পারি?) উত্তরে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "যদি তোমরা তা ছাড়া অন্য পাত্র পাও, তাহলে তাতেই পানাহার কর। আর যদি তা ছাড়া অন্য পাত্র না পাও, তাহলে তা ধুয়ে নাও এবং তাতে পানাহার কর।" *(আবূ দাঊদ ৩৮৩৯নং)*

প্রশ্ন ঃ বাথরুম প্রবেশ করার পূর্বে 'বিসমিল্লাহ' কি সশব্দে পড়তে হবে?

উত্তর ঃ হাদীসে এসেছে, প্রস্রাবাগার বা পায়খানা ঘরে বা স্থানে প্রবেশ হওয়ার পূর্বে 'বিসমিল্লাহ' পড়লে আল্লাহর হুকুমে জ্বিনদের চোখে পর্দা পড়ে যায়। *(তিরমিযী ৬০৬, ইবনে মাজাহ ২৯৭নং)* কিন্তু সশব্দে বলার নির্দেশ নেই। সুতরাং নিঃশব্দেই বলা বিধেয়। (বানী)

প্রশ্ন ঃ বাথরুমের ভিতরে কি ক্বিবলামুখী হয়ে প্রস্রাব-পায়খানা করা বৈধ?

উত্তর ঃ সঠিক মতে বৈধ নয়। রুমের ভিতরে যদি ক্বিবলার দিকে থুথু ফেলা নিষিদ্ধ হয়, তাহলে ক্বিবলার দিকে মুখ বা পিঠ ক'রে বসে প্রস্রাব-পায়খানা অধিকরূপে নিষিদ্ধ হওয়ার কথা। (বানী)

প্রশ্ন ঃ শৌচকর্মের সময় ঢিল ও পানি উভয়ই ব্যবহার করা বিধেয়?

উত্তর ঃ এ ব্যাপারে কোন সহীহ দলীল নেই। সুতরাং পানির পূর্বে ঢিল ব্যবহার করাটা অতিরঞ্জনের পর্যায়ভুক্ত। যেহেতু মহানবী ﷺ-এর কর্ম হল, দু'টির মধ্যে একটি ব্যবহার করা। আর তাঁর আদর্শই হল, সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। (বানী)

প্রশ্ন ঃ দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা কি বৈধ?

উত্তর ঃ প্রস্রাবের ছিটা লাগার ভয় না থাকলে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা বৈধ। এর বৈধতা ও অবৈধতার বিষয়ে উভয় প্রকার দলীল রয়েছে। (বানী)

প্রশ্ন ঃ আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "নিশ্চয় আমার উম্মতকে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় ডাকা হবে, যে সময় তাদের উযূর অঙ্গগুলো চমকাতে থাকবে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে তার চমক বাড়াতে চায়, সে যেন তা করে।" (অর্থাৎ সে যেন তার উযূর সীমার অতিরিক্ত অংশও ধুয়ে ফেলে।) (বুখারী, মুসলিম) উলামাগণ বলেছেন, "সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে তার চমক বাড়াতে চায়, সে যেন তা করে"---এই বাক্যটি নবী ﷺ-এর নয়, বরং তা আবূ হুরাইরার। আর আবূ হুরাইরা নিজেও উযূতে হাত ধোয়ার সময় বগল পর্যন্ত ধুতেন। অতএব আমাদের কি তা করা বৈধ?

উত্তর ঃ অনেকের মতে তা বৈধ। যেহেতু হাদীসের বক্তব্য থেকে আবূ হুরাইরা তাই বুঝেছিলেন এবং সাহাবাদের বুঝে আমাদের হাদীস বুঝা দরকার। কিন্তু সঠিক এই যে, তা কেবল আবূ হুরাইরার বুঝ। যেহেতু 'গুর্রাহ' বলে চেহারার ঔজ্জ্বল্যকে। আর তা বৃদ্ধি করার উপায় নেই। সুতরাং কুরআনে নির্ধারিত সীমা পর্যন্ত (অর্থাৎ, কনুই ও গাঁট) পর্যন্ত ধোয়াই বিধেয়। (বানী)

প্রশ্ন ঃ যৌন উত্তেজনার সময় পানির মতো আঠালো যে তরল পদার্থ বের হয়, তা কি নাপাক?

উত্তর ঃ একে 'মযী' বলে। আর তা নাপাক। তা বের হলে উযূ নষ্ট হয়ে যায়। শরমগাহ ধুতে হয় এবং কাপড়ে লাগলে পরিষ্কার করতে হয়। অবশ্য খুলে না ধুলেও চলে। কেবল এক লোট পানি নিয়ে তার উপর ছিটিয়ে দিলেই হয়। (আবূ দাঊদ ২১০, তিরমিযী ১১৫, ইবনে মাজাহ ৫০৬নং) যেহেতু তা এমন এক অপবিত্র পদার্থ, যা থেকে বাঁচা অনেক দুষ্কর। তাই তার ব্যাপারে পবিত্রতার এই হাল্কা বিধান।

প্রশ্ন ঃ গর্ভাবস্থায় নিয়মিত খুন দেখা গেলে, তা হায়েয, নাকি ইস্তিহাযা?

উত্তর ঃ সঠিক মতে তা হায়েয বা মাসিকের খুন। যদি মহিলার পূর্বেকার অভ্যাস অনুযায়ী তা এসে থাকে। যেহেতু কিতাব ও সুন্নাহতে এমন দলীল নেই, যাতে বুঝা যায় যে, গর্ভকালের খুন মাসিক নয়। (ইউ)□

ইখলাস ও নিয়ত

প্রশ্ন ঃ মুখে নিয়ত পড়া কি শরীয়তসম্মত?

উত্তর ঃ মোটেই না। মুখে নিয়ত পড়া বিদআত। নিয়ত করা জরুরী, কিন্তু পড়া বিদআত। কত শত ইবাদতের মধ্যে আর কয়টা নিয়তই বা আরবীতে মুখস্থ করবেন? মনের সংকল্পই হল নিয়ত।

প্রশ্ন ঃ অনেক সময় ভাল কাজ করি। অতঃপর মনের ভিতরে প্রশংসার লোভ হয়। তাতে কি তা বাতিল হয়ে যাবে?

উত্তর ঃ এ হল শয়তানী অসঅসা (কুমন্ত্রণা)। এর প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা উচিত নয়। তবে অসঅসার সাথে সাথে শয়তান থেকে পানাহ চেয়ে নেওয়া উচিত। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ অনেক সময় ভাল কাজ করি। অতঃপর তার ফলে লোকমাঝে তার চর্চা হয়, আমার সুনাম ও সুখ্যাতি হয়। অথচ আমি মনে মনে তা চাইনি। তাতে কি তা বাতিল হয়ে যাবে?

উত্তর ঃ মনে সুনামের কামনা না থাকা সত্ত্বেও যদি মানুষের মাঝে কারো সুনাম হয়, তাহলে জানতে হবে এটা তার সত্বর সওয়াব। তবে তাতে তার পরকালের সওয়াব বরবাদ হয়ে যাবে না। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল; বলুন, 'যে মানুষ সৎকাজ করে, আর লোকে তার প্রশংসা ক'রে থাকে, (তাহলে এরূপ কাজ কি রিয়া বলে গণ্য হবে?)' তিনি বললেন, "এটা মু'মিনের সত্বর সুসংবাদ।" (মুসলিম)

প্রশ্ন ঃ এক কর্মচারী বেনামাযী ছিল। মালিক বলল, 'তুমি নামায পড়লে তোমার বেতন

১০০ টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হবে। তখন থেকে সে নামায পড়া শুরু করল। প্রশ্ন হল, তার নামায কি আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য?

উত্তর ঃ আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে, অর্থ, গদি, সুনাম, সুবিধা ইত্যাদি উপার্জনের উদ্দেশ্যে কোন ইবাদত করলে তা মহান আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

রসূল ﷺ বলেছেন, "যাবতীয় কার্য নিয়ত বা সংকল্পের উপর নির্ভরশীল। আর মানুষের জন্য তাই প্রাপ্য হবে, যার সে নিয়ত করবে। অতএব যে ব্যক্তির হিজরত (স্বদেশত্যাগ) আল্লাহর (সন্তোষ লাভের) উদ্দেশ্যে ও তাঁর রসূলের জন্য হবে; তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্যই হবে। আর যে ব্যক্তির হিজরত পার্থিব সম্পদ অর্জন কিংবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যেই হবে, তার হিজরত যে সংকল্প নিয়ে করবে তারই জন্য হবে।" *(বুখারী-মুসলিম)*

আবূ মূসা আব্দুল্লাহ ইবনে কায়স আশআরী ؓ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ-কে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, যে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য যুদ্ধ করে, অন্ধ পক্ষপাতিত্বের জন্য যুদ্ধ করে এবং লোক প্রদর্শনের জন্য (সুনাম নেওয়ার উদ্দেশ্যে) যুদ্ধ করে, এর কোন্ যুদ্ধটি আল্লাহর পথে হবে? আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর কালেমাকে উঁচু করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে, একমাত্র তারই যুদ্ধ আল্লাহর পথে হয়।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মহান আল্লাহ বলেছেন, "আমি সমস্ত অংশীদারদের চাইতে অংশীদারি (শির্ক) থেকে অধিক অমুখাপেক্ষী। কেউ যদি এমন কাজ করে, যাতে সে আমার সঙ্গে অন্য কাউকে অংশীদার স্থাপন করে, তাহলে আমি তাকে তার অংশীদারি (শির্ক) সহ বর্জন করি।" (অর্থাৎ তার আমলই নষ্ট ক'রে দিই।) *(মুসলিম)*

সুতরাং সেই কর্মচারীর উচিত, নিয়ত পাল্টে নিয়ে কেবল আল্লাহর উদ্দেশ্যে নামায পড়া। বেতন সে গ্রহণ করুক, কিন্তু নামায পড়ুক আল্লাহর ভয়ে।

উল্লেখ্য যে, অভিভাবকের ভয়ে নামায পড়া, সমাজে দুর্নামের ভয়ে রোযা রাখা, অর্থ লোভে বদল হজ্জ করা, চাকরির আশায় দ্বীনী ইল্‌ম অর্জন করা, বেতনের লোভে ইমামতি করা, খ্যাতির লোভে দান করা, নাম ও অর্থের লোভে দ্বীনী দাওয়াতের কাজ করা ইত্যাদি 'রিয়া'র বিধান একই।

প্রশ্ন ঃ কোন কোন ভাল আমলের প্রশংসা শোনা গেলে তার ফলে কি ঐ আমল বাতিল গণ্য হয়?

উত্তর ঃ আমলকারীর নিয়তে প্রশংসা নেওয়ার নিয়ত না থাকলে প্রশংসনীয় আমল বাতিল হয় না। যেহেতু

عَنْ أَبي ذرٍ ؓ قَالَ : قِيلَ لِرَسُول اللّهِ ﷺ : أرَأَيْتَ الرَّجُلَ الَّذِي يَعْمَلُ العَمَلَ مِنَ الخَيْرِ ، وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : ((تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى المُؤْمِنِ)). رواه مسلم

আবূ যার্র ؓ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল; বলুন, 'যে মানুষ সৎকাজ করে, আর লোকে তার প্রশংসা ক'রে থাকে (তাহলে এরূপ

কাজ কি রিয়া বলে গণ্য হবে?)' তিনি বললেন, "এটা মু'মিনের সত্বর সুসংবাদ।" *(মুসলিম)*

প্রশ্ন ঃ ওযূ, নামায ইত্যাদির নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা কি বিধেয়?

উত্তর ঃ ইবাদতের নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা বিদআত। যেহেতু তা মহানবী ﷺ অথবা তাঁর কোন সাহাবী কর্তৃক প্রমাণিত নয়। সুতরাং তা বর্জন করা ওয়াজেব। নিয়ত মানে সংকল্প। আর তার স্থান হল মনে। অতএব তা মুখে উচ্চারণ করার কোনই প্রয়োজন নেই। (ইবা, ইউ)

নামায

প্রশ্ন ঃ কাজের চাপে সময় পার ক'রে নামায পিছিয়ে দেওয়া কি বৈধ?

উত্তর ঃ নিজের কাজ বা সৃষ্টির কাজ আগে করা এবং স্রষ্টার কাজ পিছিয়ে দেওয়া বৈধ হতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا} (١٠٣) سورة النساء

অর্থাৎ, নিশ্চয় নামাযকে বিশ্বাসীদের জন্য নির্ধারিত সময়ে অবশ্য কর্তব্য করা হয়েছে। (নিসা ঃ ১০৩)

যুদ্ধ চলাকালেও নামায পিছিয়ে না দিয়ে 'সালাতুল খাওফ' পড়ার নির্দেশ আছে। সুতরাং কাজের ফাঁকেই নামায আদায় ক'রে নেওয়ার চেষ্টা রাখা জরুরী। কাজের কাপড় নোংরা হলে পৃথক কাপড় রেখে নামায পড়তে হবে। মাঠে-ময়দানে ভিজে জায়গায় দাঁড়িয়েও নামায পড়ে নিতে হবে। একান্ত কেউ নিরুপায় হলে সে কথা ভিন্ন। যেমন রোগী ও মুসাফির জমা তাকদীম বা তা'খীর করতে পারে। বৃষ্টির জন্যও জমা তাকদীম হতে পারে।

প্রশ্ন ঃ আমার রাত্রে শুতে দেরী হয়। ডিউটি শুরু হয় সকাল সাতটা থেকে। ফজর হয় চারটায়। ফজরের সময় উঠে জামাআতে নামায পড়লে এবং তারপর শুলে আর ঘুম হয় না। সুতরাং আমি যদি ডিউটি শুরুর এক ঘন্টা আগে এলার্ম লাগিয়ে শুই এবং ডিউটিতে যাওয়ার আগে ফজরের নামাযটা পড়ে নিই, তাহলে কি যথেষ্ট হবে না?

উত্তর ঃ না, সময় পার ক'রে নামায পড়া যথেষ্ট নয়। ইচ্ছাকৃত সময় পার ক'রে নামায পড়লে তা নষ্ট করারই শামিল। বহু উলামার মতে এমন ব্যক্তি 'কাফের' হয়ে যাবে। (ইবা)

যে নামাযীরা সময় পার ক'রে নামায পড়ে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের 'গাই' উপত্যকা। মহান আল্লাহ বলেন,

{فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا }

(৫৯)

অর্থাৎ, তাদের পর এল অপদার্থ পরবর্তিগণ, তারা নামায নষ্ট করল ও প্রবৃত্তিপরায়ণ

হল; সুতরাং তারা অচিরেই 'গাই' প্রত্যক্ষ করবে। (মারয়্যাম ঃ ৫৯)

নামায বিনষ্ট করার অর্থ ঃ একেবারে নামায না পড়া; যা মূলতঃ কুফরী, অথবা নামাযের সময় বিনষ্ট করা; যার অর্থ সঠিক সময়ে নামায আদায় না করা, যখন ইচ্ছা পড়া বা বিনা ওযরে দুই বা ততোধিক নামাযকে একত্রে পড়া, অথবা কখনো দুই, কখনো চার, কখনো এক, কখনো পাঁচ অক্তের নামায পড়া। এ সমস্ত নামায বিনষ্ট করার অর্থে শামিল।

প্রশ্ন ঃ নামাযে শৈথিল্য বা ঢিলেমি করা অথবা নামাযকে ভারী মনে করা কাদের কাজ?

উত্তর ঃ নামাযে শৈথিল্য বা ঢিলেমি করা অথবা নামাযকে ভারী মনে করা মুনাফিকদের কাজ। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللّهَ إِلاَّ قَلِيلاً} (١٤٢) سورة النساء

অর্থাৎ, নিশ্চয় মুনাফিক (কপট) ব্যক্তিরা আল্লাহকে প্রতারিত করতে চায়। বস্তুতঃ তিনিও তাদেরকে প্রতারিত করে থাকেন এবং যখন তারা নামাযে দাঁড়ায় তখন শৈথিল্যের সাথে নিছক লোক-দেখানোর জন্য দাঁড়ায় এবং আল্লাহকে তারা অল্পই স্মরণ করে থাকে। (নিসা ঃ ১৪২)

{وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلاَ يَأْتُونَ الصَّلاَةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلاَ يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ} (٥٤) سورة التوبة

অর্থাৎ, আর তাদের দান-খয়রাত গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কারণ এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে কুফরী করেছে, আর তারা নামাযে শৈথিল্যের সাথেই উপস্থিত হয় এবং তারা অনিচ্ছাকৃতভাবেই দান ক'রে থাকে। (তাওবাহ ঃ ৫৪)

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "মুনাফিকদের পক্ষে সবচেয়ে ভারী নামায হল এশা ও ফজরের নামায। ঐ দুই নামাযের কি মাহাত্ম্য আছে, তা যদি তারা জানত, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও অবশ্যই তাতে উপস্থিত হত। আমার ইচ্ছা ছিল যে, কাউকে নামাযের ইকামত দিতে আদেশ দিই, অতঃপর একজনকে নামায পড়তেও হুকুম করি, অতঃপর এমন একদল লোক সঙ্গে করে নিই; যাদের সাথে থাকবে কাঠের বোঝা। তাদের নিয়ে এমন সম্প্রদায়ের নিকট যাই, যারা নামাযে হাজির হয় না। অতঃপর তাদেরকে ঘরে রেখেই তাদের ঘরবাড়িকে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিই।" *(বুখারী ৬৫৭, মুসলিম ৬৫১নং)*

প্রশ্ন ঃ দেখেছি, অনেক লোক নামাযের সালাম ফিরার পর তাদের ডানে-বামের লোকেদের সাথে মুসাফাহাহ করে। এটা কি সুন্নত?

উত্তর ঃ না, বরং এ কাজ বিদআত। তবে যদি সে মুসাফাহাহ প্রথম সাক্ষাতের জন্য সালাম-সহ হয়, তাহলে তা সুন্নত। অর্থাৎ, নামায শুরু হওয়ার পর পাশে দাঁড়ানোর সময় সালাম-মুসাফাহাহর সুযোগ না হওয়ার ফলে নামায শেষ হওয়ার পরে তা করলে দূষণীয় নয়। (ইবা)

প্রশ্ন ঃ জামাআত শেষে অনেক সময় মসজিদে সুন্নত পড়ি। এমন সময় কোন লোক আমার পাশে দাঁড়িয়ে আমার ইক্তিদা করতে থাকে। এটা কি বৈধ? বৈধ হলে আমার কী করা উচিত?

উত্তর ঃ জামাআতের সওয়াব নেওয়ার উদ্দেশ্যে তা বৈধ। তখন আপনার উচিত ইমামতির নিয়ত ক'রে তকবীরাদি সশব্দে পড়া। আপনি সুন্নত পড়ছেন এবং সে নিশ্চয় ফরয পড়ছে। আপনাদের নিয়তের এই ভিন্নতা নামাযের কোন ক্ষতি করবে না। সাহাবী মুআয বিন জাবাল ؓ আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাথে নামায পড়তেন, তারপর নিজের গোত্রে ফিরে গিয়ে তাদের ইমামতি ক'রে ঐ নামাযই পড়তেন। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১১৫০নং) তাঁর প্রথম নামায ফরয হতো এবং শেষেরটা নফল।

একদা তিনি সালাম ফিরে দেখলেন, মসজিদের এক প্রান্তে দুই ব্যক্তি জামাআতে নামায পড়েনি। কারণ জিজ্ঞাসা করলে তারা কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'আমরা আমাদের বাসায় নামায পড়ে নিয়েছি।' তিনি বললেন, "এমনটি আর করো না। বরং যখন তোমাদের কেউ নিজ বাসায় নামায পড়ে নেয়, অতঃপর (মসজিদে এসে) দেখে যে, ইমাম নামায পড়েনি, তখন সে যেন (দ্বিতীয়বার) তাঁর সাথে নামায পড়ে। আর এ নামায তার জন্য নফল হবে।" *(আবূ দাউদ ৫৭৫, তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত ১১৫২নং)*

মহানবী ﷺ একদা এক ব্যক্তিকে একাকী নামায পড়তে দেখলে তিনি অন্যান্য সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বললেন, "এমন কেউ কি নেই, যে এর সাথে নামায পড়ে একে (জামাআতের সওয়াব) দান করবে?" এ কথা শুনে এক ব্যক্তি উঠে তার সাথে নামায পড়ল। *(আবূ দাউদ ৫৭৪, তিরমিযী, মিশকাত ১১৪৬নং)* অথচ সে মহানবী ﷺ এর সাথে ঐ নামায পূর্বে পড়েছিল। সুতরাং ইমামের ছিল ফরয এবং মুক্তাদীর নফল।

এ থেকে আরো বুঝা যায় যে, জামাআত শেষ হওয়ার পর দ্বিতীয় জামাআত কায়েম করা দোষাবহ নয়।

প্রশ্ন ঃ কোন ব্যক্তি মসজিদে এসে যদি দেখে যে, ইমাম শেষ তাশাহহুদে আছেন, তাহলে সে কি জামাআতে শামিল হবে, নাকি শামিল না হয়ে পরবর্তী জামাআতের অপেক্ষা করবে?

উত্তর ঃ যদি সে নিশ্চিতভাবে জানে যে, পরবর্তী জামাআতের জন্য লোক আছে, তাহলে সে শেষ বৈঠকে শামিল না হয়ে অপেক্ষা করবে এবং জামাআতের সাথে নামায পড়বে। যেহেতু সঠিক মতে পূর্ণ এক রাকআত না পেলে জামাআত পাওয়া যায় না। কিন্তু যদি কোন লোক আসার আশা না থাকে, তাহলে উত্তম জামাআতে শামিল হয়ে নামায আদায় করা; যদিও তা শেষ বৈঠক। কারণ জামাআত সহকারে নামাযের কিছু অংশ পাওয়া, মোটেই কিছু না পাওয়া থেকে উত্তম। অতঃপর সে যদি জামাআতের শেষ বৈঠকে শামিল হওয়ার পর শুনতে পায় যে, দ্বিতীয় জামাআত খাড়া হয়েছে, তাহলে সে ঐ নামায (সালাম না ফিরে) বাতিল ক'রে তাদের সাথে জামাআত সহকারে নামায আদায় করতে পারে। অথবা দু' রাকআত হয়ে থাকলে তা নফলের নিয়ত ক'রে সালাম ফিরে নামায শেষ ক'রে ঐ জামাআতে শামিল হতে পারে। পরন্তু সে একাকী নামায শেষ করলেও তাতে কোন দোষ নেই। সে এই তিনটির মধ্যে একটিকে এখতিয়ার করতে পারে। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ প্লেনে কীভাবে নামায পড়া যাবে?

উত্তর ঃ যেভাবে সম্ভব, সেভাবেই পড়ে নিতে হবে। ক্বিবলা মুখে দাঁড়িয়ে, রুকূ-সিজদা যথা নিয়মে করা সম্ভব হলে, তা করতে হবে। নচেৎ বসে ইশারায় রুকূ-সিজদা ক'রে নামায আদায় করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (١٦) سورة التغابن

অর্থাৎ, আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় ক'রে চল। *(তাগাবুন ঃ ১৬)*

তিনি ইমরান বিন হুসাইন ﷺ-কে বলেছিলেন, "তুমি দাঁড়িয়ে নামায পড়। না পারলে বসে পড়। তাও না পারলে পার্শ্বদেশে শুয়ে পড়।" *(বুখারী, আবূ দাউদ, আহমাদ, মিশকাত ১২৪৮ নং)*

উত্তম হল প্রথম অক্তে নামায পড়ে নেওয়া। অবশ্য গন্তব্যস্থলে মাটিতে নেমে শেষ অক্তে নামায আদায় করার আশা থাকলে তাও করতে পারে। অনুরূপ মোটরগাড়ি, ট্রেন ও পানিজাহাজে নামাযের সময় হলে একই নিয়ম। (ইবা)

প্রশ্ন ঃ যে মসজিদে কবর আছে, সে মসজিদে নামায শুদ্ধ কি?

উত্তর ঃ যে মসজিদে কবর আছে, সে মসজিদে নামায শুদ্ধ নয়, চাহে সে কবর নামাযীদের পিছনে বা সামনে, ডানে বা বামে হোক। যেহেতু নবী ﷺ বলেছেন, "ইয়াহুদী খ্রিস্টানদের উপর আল্লাহর অভিশাপ, কারণ তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে।" (বুখারী ১৩৩০, মুসলিম ৫২৯নং)

তিনি আরো বলেছেন, "সাবধান! তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের নবী ও নেক লোকেদের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিত। সাবধান! তোমরা কবরগুলোকে মসজিদ বানিয়ে নিয়ো না। এরূপ করতে আমি তোমাদেরকে নিষেধ করছি।" (মুসলিম ৫৩২নং)

আর যেহেতু কবরের ধারে-পাশে নামায পড়া শির্কের অন্যতম অসীলা এবং তাতে থাকে কবরস্থ ব্যক্তিকে নিয়ে অতিরঞ্জন, সেহেতু উক্ত হাদীসদ্বয় এবং অনুরূপ আরো অন্যান্য হাদীসের উপর আমল ক'রে শির্কের ছিদ্রপথ বন্ধ করার লক্ষ্যে কবরযুক্ত মসজিদে নামায নিষিদ্ধ হওয়া আবশ্যক। (ইবা)

প্রশ্ন ঃ অনেক নামাযী ঘরে নামায পড়ে, মসজিদে আসে না। তাদের ব্যাপারে বিধান কী?

উত্তর ঃ তাদের জন্য বৈধ নয় ঘরে নামায পড়া। বরং তাদের জন্য ওয়াজেব হল, মসজিদে উপস্থিত হয়ে জামাআত সহকারে নামায আদায় করা। যেহেতু

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আযান শোনা সত্ত্বেও মসজিদে জামাআতে এসে নামায আদায় করে না, কোন ওজর না থাকলে সে ব্যক্তির নামায কবুল হয় না।" *(আবূ দাউদ ৫৫১, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সঃ জামে' ৬৩০০ নং)*

একটি অন্ধ লোক নবী ﷺ-এর নিকট এসে নিবেদন করল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার কোন পরিচালক নেই, যে আমাকে মসজিদ পর্যন্ত নিয়ে যাবে।' সুতরাং সে নিজ বাড়িতে নামায পড়ার জন্য আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট অনুমতি চাইল। তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। কিন্তু যখন সে পিঠ ঘুরিয়ে রওনা দিল, তখন তিনি তাকে ডেকে বললেন, "তুমি

কি আহবান (আযান) শুনতে পাও?" সে বলল, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "তাহলে তুমি সাড়া দাও।" (অর্থাৎ মসজিদেই এসে নামায পড়।) *(মুসলিম)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সেই মহান সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার জীবন আছে। আমার ইচ্ছা হচ্ছে যে, জ্বালানী কাঠ জমা করার আদেশ দিই। তারপর নামাযের জন্য আযান দেওয়ার আদেশ দিই। তারপর কোন লোককে লোকেদের ইমামতি করতে আদেশ দিই। তারপর আমি স্বয়ং সেই সব (পুরুষ) লোকদের কাছে যাই (যারা মসজিদে নামায পড়তে আসেনি) এবং তাদেরকেসহ তাদের ঘর-বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিই।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ﷺ বলেন, "যাকে এ কথা আনন্দ দেয় যে, সে কাল কিয়ামতের দিন আল্লাহর সঙ্গে মুসলিম হয়ে সাক্ষাৎ করবে, তার উচিত, সে যেন এই নামাযসমূহ আদায়ের প্রতি যত্ন রাখে, যেখানে তার জন্য আযান দেওয়া হয় (অর্থাৎ, মসজিদে)। কেননা, মহান আল্লাহ তোমাদের নবী ﷺ-এর নিমিত্তে হিদায়াতের পন্থা নির্ধারণ করেছেন। আর নিশ্চয় এই নামাযসমূহ হিদায়েতের অন্যতম পন্থা ও উপায়। যদি তোমরা (ফরয) নামায নিজেদের ঘরেই পড়, যেমন এই পিছিয়ে থাকা লোক নিজ ঘরে নামায পড়ে, তাহলে তোমরা তোমাদের নবীর তরীকা পরিহার করবে। আর (মনে রেখো,) যদি তোমরা তোমাদের নবীর তরীকা পরিহার কর, তাহলে নিঃসন্দেহে তোমরা পথহারা হয়ে যাবে। আমি আমাদের লোকেদের এই পরিস্থিতি দেখেছি যে, নামায (জামাতসহ পড়া) থেকে কেবল সেই মুনাফিক (কপট মুসলিম) পিছিয়ে থাকে, যে প্রকাশ্য মুনাফিক। আর (দেখেছি যে, পীড়িত) ব্যক্তিকে দু'জনের (কাঁধের) উপর ভর দিয়ে নিয়ে এসে (নামাযের) সারিতে দাঁড় করানো হতো।' *(মুসলিম)*

প্রশ্ন ঃ পাতলা কাপড়ে নামায পড়লে নামায শুদ্ধ কি?

উত্তর ঃ যে কাপড় পরা সত্ত্বেও পুরুষদের নাভির নিচে থেকে হাঁটু পর্যন্ত কোন অংশ খোলা থাকে অথবা আবছা দেখা যায়, সে কাপড়ে নামায শুদ্ধ হয় না। অনুরূপ যে শাড়ি বা ওড়নায় মহিলার মাথার চুল, ঘাড়, হাতের রলা, পেট বা পিঠের অংশ খোলা থাকে অথবা আবছা দেখা যায়, তাতে নামায হয় না। নামাযে সতর ঢাকা জরুরী। তা খোলা গেলে নামায ঘোলা হয়ে যায়।

প্রশ্ন ঃ পাতলা শাড়ি বা ওড়না পরে মেয়েদের নামায শুদ্ধ কি?

উত্তর ঃ যে লেবাস পরার পরেও ভিতরের চামড়া বা চুল নজরে আসে, সে লেবাস পরে নামায শুদ্ধ নয়। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ কাঁচা পিঁয়াজ-রসুন খেয়ে নামায কি শুদ্ধ নয়?

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি (কাঁচা) রসূন অথবা পিঁয়াজ খায়, সে যেন আমাদের নিকট হতে দূরে অবস্থান করে অথবা আমাদের মসজিদ থেকে দূরে থাকে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে যে, "যে ব্যক্তি (কাঁচা) পিঁয়াজ, রসূন এবং লীক পাতা খায়, সে যেন অবশ্যই আমাদের মসজিদের নিকটবর্তী না হয়। কেননা, ফিরিশ্তাগণ সেই

জিনিসে কষ্ট পান, যাতে আদম-সন্তান কষ্ট পায়।”

কাঁচা পিঁয়াজ-রসুন, লীক পাতা নামাযের আগে খাওয়া উচিত নয়। খেতে বাধ্য হলে এবং মুখের দুর্গন্ধ দূরীভূত না করতে পারলে জামাআতে শামিল হওয়া বৈধ নয়। তবে একাকী অথবা জামাআতে নামায পড়লে নামায শুদ্ধ হয়ে যায়। অনুরূপ বিড়ি-সিগারেট খাওয়ার ফলে মুখে বা লেবাসে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়। তা খাওয়া হারাম এবং তার দুর্গন্ধ নিয়ে মসজিদে বা জামাআতে আসাও অবৈধ। একইভাবে যাদের গায়ে কোন প্রকারের দুর্গন্ধ আছে, তাদের জন্য জামাআতে উপস্থিত হওয়া মাকরূহ। সকলের জন্য জরুরী, সকল প্রকার দুর্গন্ধমুক্ত হয়ে জামাআতে উপস্থিত হওয়া। (ইবা)

প্রশ্ন ঃ মহল্লার বা গ্রামের মসজিদ ছেড়ে অন্য মহল্লা বা গ্রামের মসজিদে জুমআহ বা তারাবীহ ইত্যাদির নামায পড়তে যাওয়া বৈধ কি? তাতে উদ্দেশ্য থাকে ভাল খতীবের ভাল বক্তব্য শোনা এবং সুমধুর কণ্ঠবিশিষ্ট ক্বারী ইমামের কুরআন শুনে উপকৃত হওয়া। সাইকেল বা গাড়িযোগে গেলে কি তা হাদীসে বর্ণিত নিষেধের আওতায় পড়ে, যাতে বলা হয়েছে, “তিন মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও সফর করা যাবে না; মদীনা শরীফের মসজিদে নববী, মাসজিদুল হারাম (কা’বা শরীফ) ও মসজিদে আকসা (প্যালেষ্টাইনের জেরুজালেমের মসজিদ)।” (বুখারী ১১৯৫, মুসলিম ১৩৯৭ নং)

উত্তর ঃ না। উক্ত সফর নিষিদ্ধ সফরের পর্যায়ভুক্ত নয়। কারণ মসজিদের বর্কতলাভের উদ্দেশ্যে সে সফর করা হয় না। বরং উক্ত সফর ইল্‌ম তলবের সফর হিসাবে পরিগণিত। আর ইল্‌ম তলবের জন্য সফর নিষিদ্ধ নয়। সলফে সালেহীন ইল্‌ম তলবের জন্য দূর-দূরান্তের পথ সফর করেছেন। আর মহানবী ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি এমন পথ অবলম্বন ক’রে চলে, যাতে সে ইল্‌ম (শরয়ী জ্ঞান) অন্বেষণ করে, আল্লাহ তার বিনিময়ে তার জন্য জান্নাতে যাওয়ার পথ সহজ ক’রে দেন।” (মুসলিম ২৬৯৯নং, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম)

প্রশ্ন ঃ তারাবীহর নামাযের মাঝে-মধ্যে পঠনীয় কোন নির্দিষ্ট দুআ বা দরূদ আছে কি?

উত্তর ঃ তারাবীহর নামাযের দুই বা চার রাকআত পড়ে অথবা সবশেষে পঠনীয় নির্দিষ্ট কোন দুআ-দরূদ নেই। এ স্থলে নির্দিষ্ট কোন দুআ বা দরূদ সশব্দে বা নিঃশব্দে, একাকী বা সমবেত সুরে পড়লে বিদআত বলে পরিগণিত হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি আমার এই দ্বীনে (নিজের পক্ষ থেকে) কোন নতুন কথা উদ্ভাবন করল---যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য।” *(বুখারী ও মুসলিম)*

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, “যে ব্যক্তি এমন কাজ করল, যে ব্যাপারে আমাদের নির্দেশ নেই তা বর্জনীয়।”

প্রশ্ন ঃ ফজরের আযানের পূর্বে মাইকে কুরআন, দুআ (বা গজল) পড়া, অনুরূপ জুমআর খুতবার পূর্বে ক্বারীর কুরআন পড়া (বা কারো বক্তৃতা করা) কি শরীয়তসম্মত?

উত্তর ঃ না। এমন কাজ শরীতসম্মত নয়। কুরআন পড়া ভাল কাজ হলেও উক্ত সময়ে পড়া বিদআত হবে। কারণ, তার কোন দলীল নেই। কাজ ভাল বলেই তো শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত সময়, পরিমাণ বা পদ্ধতির বাইরে তা করলে বিদআত হয়। পক্ষান্তরে কাজ

খারাপ হলে তো তাকে ‘হারাম’ বলা হয়। পরন্তু বিদআতের ‘ভাল-মন্দ’ (হাসানাহ-সাইয়িআহ) বলে কোন প্রকার নেই। যেহেতু ‘কুল্লু বিদআতিন য্বালালাহ’। অর্থাৎ, প্রত্যেকটি বিদআতই ভ্রষ্টতা। (লাদা)

প্রশ্ন ঃ জামাআত চলাকালে ইমাম রুকূ অবস্থায় থাকলে অনেক নামাযী বিভিন্ন আচরণের মাধ্যমে রুকূতে দেরী করতে বলে। যাতে সে রুকূ বা রাকআত পেয়ে যায়। কেউ দৌড়ে আসে, কেউ সজোরে পদক্ষেপ করে, কেউ গলা-সাড়া দেয়, কেউ ‘ইন্নাল্লাহা মাআস্‌ স্বাবেরীন’ বলে। শরীয়তের দৃষ্টিতে এমন কাজ বৈধ কি?

উত্তর ঃ তাদের এমন কাজ বৈধ নয়। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন, “নামাযের ইকামত হয়ে গেলে তোমরা দৌড়ে এসো না। বরং তোমরা স্বাভাবিকভাবে চলে এসো। আর তোমাদের মাঝে যেন স্থিরতা থাকে। অতঃপর যেটুকু নামায পাও, তা পড়ে নাও এবং যা ছুটে যায়, তা পুরা করে নাও।” *(বুখারী ৬৩৫, মুসলিম ৬০২নং)*

আভাষে-ইঙ্গিতে ইমামকে অপেক্ষা করতে বলায় রয়েছে বেআদবি। তাতে সকল নামাযীর ডিস্টার্ব হয় এবং তাদের মনোযোগ ও বিনয় বিনষ্ট হয়ে যায়। (ইজি)

প্রশ্ন ঃ রুকূ অবস্থায় কারো আসা বুঝতে পারলে ইমামের জন্য রুকূ লম্বা করা কি বিধেয়?

উত্তর ঃ এতটুকু সময় অপেক্ষা করা বৈধ, যাতে নামাযরত নামাযীদের মনে বিরক্তি না আসে। কারণ বাইরে থেকে আগন্তুক ব্যক্তি অপেক্ষা তাদের অবস্থার খেয়াল রাখা অধিক জরুরী। বিশেষ ক’রে শেষ রাকআতে রুকূ পাইয়ে দেওয়ায় লাভ এই হয় যে, তার নামায ও জামাআত পাওয়া হয়ে যায়। নবী ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি নামাযের এক রাকআত পেল, সে নামায পেয়ে গেল।” (বুখারী ৫৮০, মুসলিম ৬০৭নং)

অনুরূপ শেষ তাশাহহুদ পাইয়ে দেওয়ার জন্য কিঞ্চিৎ দেরি করায় দোষ নেই। (ইবা)

প্রশ্ন ঃ সূরা ফাতিহা না পড়লে যদি নামায না হয়, তাহলে রুকূ পেলে রাকআত গণ্য হয় কীভাবে?

উত্তর ঃ প্রত্যেক বিষয়ের ব্যতিক্রম অবস্থা থাকে। রুকূ পেলে রাকআত গণ্য হওয়ার ব্যাপারটাও সেই রকম। কিয়াম নামাযের রুক্ন। কিন্তু অসুবিধার ক্ষেত্রে কিয়াম ছাড়া নামায হয়ে যায়। আবূ বাকরাহ ؓ একদা মসজিদ প্রবেশ করতেই দেখলেন, নবী ﷺ রুকূতে চলে গেছেন। তিনি তাড়াহুড়ো ক’রে কাতারে শামিল হওয়ার আগেই রুকূ করলেন। অতঃপর রুকূর অবস্থায় চলতে চলতে কাতারে গিয়ে শামিল হলেন। এ কথা নবী ﷺ-কে বলা হলে তিনি তাঁর উদ্দেশ্যে বললেন, “আল্লাহ তোমার আগ্রহ আরো বৃদ্ধি করুন। আর তুমি দ্বিতীয় বার এমনটি করো না। (অথবা আর তুমি ছুটে এসো না। অথবা তুমি নামায ফিরিয়ে পড়ো না।)” *(বুখারী, আবূ দাউদ, মিশকাত ১১১০নং)*

প্রশ্ন ঃ নামায ছুটে গেলে কাযা পড়ব কখন? আগামী ওয়াক্ত অথবা আগামী দিনের ঐ নামাযের সময় পর্যন্ত কি পিছিয়ে দেওয়া চলে?

উত্তর ঃ আগামীতে যখনই সময় পাওয়া যাবে, তখনই তা পড়ে নিতে হবে। নিষিদ্ধ সময়েও তা পড়া যাবে। আগামী ওয়াক্ত পর্যন্ত বিলম্ব করা যাবে না। মহানবী ﷺ বলেন,

"নিদ্রা অবস্থায় কোন শৈথিল্য নেই। শৈথিল্য তো জাগ্রত অবস্থায় হয়। সুতরাং যখন তোমাদের মধ্যে কেউ কোন নামায পড়তে ভুলে যায় অথবা ঘুমিয়ে পড়ে, তখন তার উচিত, স্মরণ হওয়া মাত্র তা পড়ে নেওয়া। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেন, "আর আমাকে স্মরণ করার উদ্দেশ্যে তুমি নামায কায়েম কর।" *(ত্বাহা ঃ ১৪, মুসলিম, মিশকাত ৬০৪নং)*

প্রশ্ন ঃ নামায কাযা রেখে মারা গেলে অনেকে হিসাব ক'রে ছেড়ে দেওয়া নামাযের 'কাফ্ফারা' আদায় করে, তা কি বিধেয়?

উত্তর ঃ রোগী ব্যক্তির জন্য নামায মাফ নয়। যতক্ষণ জ্ঞান থাকে, ততক্ষণ তাকে নামায পড়তে হবে। ছুটে গেলে কাযা পড়ে নিতে হবে। এটাই তার কাফ্ফারা। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(مَن نَسِيَ صَلاَةً أَو نَامَ عَنهَا فَكَفَّارَتُهُ أَن يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا).

وفي رواية : (لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إلاَّ ذَلِك).

"যখন কেউ কোন নামায পড়তে ভুলে যায় অথবা ঘুমিয়ে পড়ে, তখন তার কাফ্ফারা হল স্মরণ হওয়া মাত্র তা পড়ে নেওয়া।" অন্য এক বর্ণনায় আছে, "(এই কাযা আদায় করা ছাড়া) এর জন্য আর অন্য কোন কাফ্ফারা নেই।" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৬০৩নং)*

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত নামায ছেড়ে মারা গেছে, তার তরফ থেকে চাল বা টাকার কাফ্ফারা আদায় করলেও কোন কাজের নয়। কাজের নয় তার নামে দান-খয়রাত বা অন্য কোন ঈসালে সওয়াব করা।

প্রশ্ন ঃ কোন ব্যক্তি নামায রেখে মারা গেলে তার তরফ থেকে তা আদায় ক'রে দেওয়া যায় কি না?

উত্তর ঃ না। কারণ নামাযে নায়েবি চলে না। কেউ আদায় ক'রে দিলেও তা উপকারী হবে না। (লাদা) আর সে ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃত নামায ত্যাগ না ক'রে থাকে, তাহলে কোন ক্ষতি হবে না।

প্রশ্ন ঃ সামনে আগুন অথবা জ্বলন্ত বাতি বা ধূপ থাকলে নামায পড়া বৈধ কি?

উত্তর ঃ সামনে আগুন রেখে নামায পড়তে উলামাগণ নিষেধ করেন। কারণ তাতে অগ্নিপূজকদের সাদৃশ্য সাধন হয়। পক্ষান্তরে জ্বলন্ত কেরোসিন বা মোমবাতি, ইলেক্ট্রিক বাল্ব্ বা হিটার অথবা ধূপ ইত্যাদি সামনে থাকলে নামায পড়া অবৈধ নয়। কারণ অগ্নিপূজকরা এইভাবে অগ্নিপূজা করে না এবং সে সব জ্বলন্ত জিনিস তা'যীমের জন্যও সামনে রাখা হয় না। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ যে ইমাম ঠিকভাবে কুরআন পড়তে জানে না, তার পিছনে নামায শুদ্ধ কি?

উত্তর ঃ যে ইমাম শুদ্ধভাবে কুরআন পড়তে পারে না এবং এমনভাবে কুরআন পড়ে, যাতে তার মানেই বদলে যায়, সে ইমামের পিছনে নামায শুদ্ধ নয়। বিশেষ ক'রে সেই জামাআতে যদি শুদ্ধ ক'রে কুরআন পড়ার মতো কোন লোক থাকে। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ ইমামের সালাম ফিরার পর তিনি কি মসবূকের সুতরাহ থাকেন?

উত্তর ঃ না। সুতরাং তার সামনে দিয়ে পার হওয়া বৈধ নয় এবং কেউ পার হতে চাইলে তার বাধা দেওয়া জরুরী। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ যে নামাযী দাড়ি চাঁছে অথবা গাঁটের নিচে কাপড় ঝোলায়, তার পিছনে নামায পড়া শুদ্ধ কি?

উত্তর ঃ এ ব্যাপারে একটি সাধারণ নীতি হল ঃ যার নিজের নামায শুদ্ধ, তার পিছনে নামায শুদ্ধ। কাফের বা মুশরিকের নামায শুদ্ধ নয়, তার পিছনে নামায শুদ্ধ নয়। ফাসেকের নামায শুদ্ধ, তার পিছনে নামায শুদ্ধ। তবে তাকে ইমাম বানানো উচিত নয়। (ইউ) সুতরাং যে ইমাম দাড়ি চাঁছে বা ছোট ক'রে ছাঁটে, গাঁটের নিচে কাপড় ঝোলায়, বিড়ি-সিগারেট খায়, ব্যাংকের সূদ খায়, বউ-বেটিকে শরয়ী পর্দা করে না, কোন অবৈধ মেয়ের সাথে ফষ্টিনষ্টি করে, মিথ্যা বলে, গীবত করে, অথবা আরো কোন কাবীরা গোনাহর কাজ করে, তার পিছনে নামায হয়ে যাবে। তবে এমন লোককে ইমাম বানানো উচিত নয় জামাআতের। কিন্তু জামাআতের মধ্যে সেই যদি সবার চাইতে ভাল লোক হয়, তাহলে 'যেমন হাঁড়ি তেমনি শরা, যেমন নদী তেমনি চরা।'

প্রশ্ন ঃ নামায পড়তে দাঁড়ানোর পর যদি বাসার কলিং-বেল বারবার বেজে ওঠে এবং বাসায় এ নামাযী ছাড়া অন্য কেউ না থাকে, তাহলে সে কী করতে পারে?

উত্তর ঃ নফল নামায হলে তো সহজ। কিন্তু ফরয নামায হলে পুরুষ 'সুবহানাল্লাহ' বলে এবং মহিলা হাতের চেটো দ্বারা শব্দ ক'রে জানিয়ে দেবে যে, সে নামায পড়ছে। তাতেও যদি বেল বেজেই যায় এবং বুঝতে পারে আগন্তুক বা ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ, তাহলে নামায ছেড়ে দিয়ে দরজা খুলে এসে পুনরায় নামায শুরু করবে। (ইবা)

প্রশ্ন ঃ যোহরের নামায পড়ার কিছু পরে আমার স্মরণ হল, আমি তিন রাকআত নামায পড়েছি। এখন আমি কী করব? আরও এক রাকআত পড়ে নিয়ে নিয়মিত সহু সিজদা করব, নাকি পুনরায় নতুন ক'রে চার রাকআত পড়ব?

উত্তর ঃ অল্প সময় (যেমন পাঁচ মিনিটের) ভিতরে মনে পড়লে এবং তখনও মসজিদে অথবা নিজ মুসাল্লায় থাকলে আরও এক রাকআত পড়ে নিয়মিত সহু সিজদা ক'রে নেবেন। পক্ষান্তরে সময় লম্বা হয়ে গেলে এবং মসজিদ অথবা মুসাল্লা ছেড়ে চলে গেলে পুনরায় নতুন ক'রে চার রাকআত পড়বেন। যেহেতু তখন রাকআতগুলির ধারাবাহিকতা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। (ইজি)

প্রশ্ন ঃ ছবিযুক্ত পোশাক পরে নামায বৈধ কি?

উত্তর ঃ প্রাণী, মূর্তি, ত্রিশূল, ক্রুশ ইত্যাদির ছবিযুক্ত অথবা বিভিন্ন লেখাযুক্ত পোশাক পরে নামায বৈধ নয়। এমন ছবিযুক্ত পোশাক পরে নামায বৈধ নয়, যাতে নিজের অথবা অপরের দৃষ্টি ও মন আকৃষ্ট হয়। (ইজি)

প্রশ্ন ঃ কারণবশতঃ একা নামায পড়তে হলে ইক্বামত দেওয়ার মান কী?

উত্তর ঃ একা নামাযীর জন্য ইক্বামত দেওয়া জরুরী নয়। যেমন জেহরী নামাযে সশব্দে ক্বিরাআত পড়াও জরুরী নয়। এ শুধু জামাআতের নামাযের ক্ষেত্রে জরুরী। (ইজি)

প্রশ্ন ঃ অনেক সময় একা দাঁড়িয়ে নামায পড়ি, তখন কেউ এসে আমার ডান পাশে

দাঁড়িয়ে গেলে আমার কী করা উচিত?

উত্তর ঃ ইমামতির নিয়ত ক'রে সশব্দে তকবীর বলা এবং জেহরী নামায হলে সশব্দে ক্বিরাআত করা উচিত। কেউ বাম দিকে দাঁড়িয়ে গেলে তাকে টেনে ডান দিকে ক'রে নেওয়া উচিত। এমনটি করেছিলেন রসূল ﷺ ইবনে আব্বাসের সাথে। (বুখারী ১১৭, মুসলিম ৭৬৩নং)

এ ক্ষেত্রে আপনি সুন্নত আর সে ফরয পড়লে অথবা এর বিপরীত হলেও কোন ক্ষতি হবে না। মুআয বিন জাবাল ؓ মহানবী ﷺ-এর সাথে তাঁর মসজিদে (নববীতে) নামায পড়তেন। অতঃপর নিজ গোত্রে ফিরে এসে ঐ নামাযেরই ইমামতি করতেন। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১১৫০ নং) পরবর্তী ইমামতির নামাযটি তাঁর নফল হতো। অনুরূপ পূর্বে নামায পড়ে পুনরায় মসজিদে এলে এবং সেখানে জামাআত চলতে থাকলে সে নামাযও নফল স্বরূপ পড়তে বলা হয়েছে। (আবূ দাউদ ৫৭৫, তিরমিযী ২১৯, নাসাঈ, মিশকাত ১১৫২, সঃ জামে' ৬৬৭নং)

মহানবী ﷺ একদা এক ব্যক্তিকে একাকী নামায পড়তে দেখলে তিনি অন্যান্য সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বললেন, "এমন কেউ কি নেই, যে এর সাথে নামায পড়ে একে (জামাআতের সওয়াব) দান করে?" এ কথা শুনে এক ব্যক্তি উঠে তার সাথে নামায পড়ল। *(আবূ দাউদ ৫৭৪, তিরমিযী, মিশকাত ১১৪৬ নং)* অথচ সে মহানবী ﷺ-এর সাথে ঐ নামায পূর্বে পড়েছিল।

প্রশ্ন ঃ সঊদী আরবের অধিকাংশ লোকেরা নামাযে 'জালসায়ে ইস্তিরাহাহ' করে না কেন?

উত্তর ঃ সেখানার অধিকাংশ উলামা মনে করেন, তা সুন্নত নয়। কারণ নবী ﷺ-এর নামায-পদ্ধতির অধিকাংশ হাদীসে তা বর্ণিত হয়নি। কেবল মালেক বিন হুয়াইরিসের একটিমাত্র হাদীসে তা বর্ণিত হয়েছে। (বুখারী ৮১৮নং) আর তাঁরা মনে করেন, নবী ﷺ বার্ধক্য অথবা অন্য কারণে উক্ত (দ্বিতীয় বা চতুর্থ রাকআতে ওঠার পূর্বে) বৈঠকে বসেছেন। তবে সঠিক এই যে উক্ত 'জালসাহ' সর্বদা মুস্তাহাব। আর অন্য বর্ণনায় উল্লেখ না হওয়া এ কথার দলীল নয় যে, তা সুন্নত বা মুস্তাহাব নয়। যেহেতু নবী ﷺ যে কাজ করেন, সাধারণতঃ তা অনুসরণীয় তরীকা হিসাবেই করেন। তাছাড়া আবূ হুমাইদ সায়েদীর হাদীসেও উক্ত জালসার কথা উল্লেখ হয়েছে। তিনি দশজন সাহাবীর সামনে ঐ জালসাহ ক'রে নবী ﷺ-এর নামাযের পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন এবং সকলেই তা সমর্থন করেছেন। (আহমাদ ৫/৪২৪, আবূ দাউদ ৭৩০নং) (লাদা)

প্রশ্ন ঃ অধিকাংশ বাঙ্গালী মহিলারা শাড়ি পরে নামায পড়ে। তাতে অনেক সময় তার হাতের বাজু বের হয়ে যায়। সুতরাং তার নামায কি শুদ্ধ হবে?

উত্তর ঃ সামনে কোন বেগানা পুরুষ না থাকলে মহিলা তার নামাযে কেবল চেহারা ও কব্জি পর্যন্ত দুই হাত বের ক'রে রাখবে। এ ছাড়া অন্য কোন অঙ্গ বের হয়ে গেলে তার নামায বাতিল হয়ে যাবে। তা ফিরিয়ে পড়তে হবে। এমনকি পায়ের পাতাও বের হয়ে গেলে নামায শুদ্ধ নয়। (ইবাঃ)

প্রশ্ন ঃ যোহরের পূর্বে ৪ রাকআত সুন্নত এক সালামে পড়া চলে কি?

উত্তর ঃ যোহরের পূর্বে ও পরে এবং আসরের পূর্বে ৪ রাকআত সুন্নত ২ রাকআত ক'রে পড়ে সালাম ফিরা উত্তম। কারণ, মহানবী ﷺ বলেন, "রাত ও দিনের নামায ২ রাকআত ক'রে।" *(আবূ দাউদ)* তবে একটানা ৪ রাকআত এক সালামেও পড়া বৈধ। মহানবী ﷺ বলেন, "যোহরের পূর্বে ৪ রাকআত; (যার মাঝে কোন সালাম নেই,) তার জন্য আসমানের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করা হয়।" *(আবূ দাউদ ১২৭০, ইবনে মাজাহ ১১৫৭, ইবনে খুযাইমা ১২১৪, সহীহুল জামে' ৮৮৫নং)*

আল্লামা আলবানীর শেষ তাহক্বীকে বন্ধনীর মাঝের শব্দগুলি সহীহ নয়। কিন্তু অন্য বর্ণনা দ্বারা ৪ রাকআত এক সালামে পড়ার সমর্থন মেলে। আবূ আইয়ুব আনসারী ؓ বলেন, নবী ﷺ সূর্য ঢলার সময় ৪ রাকআত নামায প্রত্যহ পড়তেন। একদা আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি সূর্য ঢলার সময় এই ৪ রাকআত প্রত্যহ পড়ছেন?' তিনি বললেন, "সূর্য ঢলার সময় আসমানের দরজাসমূহ খোলা হয় এবং যোহরের নামায না পড়া পর্যন্ত বন্ধ করা হয় না। অতএব আমি পছন্দ করি যে, এই সময় আমার নেক আমল (আকাশে আল্লাহর নিকট) উঠানো হোক।" আমি বললাম, 'তার প্রত্যেক রাকআতেই কি ক্বিরাআত আছে?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ।" আমি বললাম, 'তার মাঝে কি পৃথককারী সালাম আছে?' তিনি বললেন, "না।" *(মুখতাসারুশ শামাইলিল মুহাম্মাদিয়্যাহ, আলবানী ২৪৯নং)*

আলী ؓ বলেন, 'নবী ﷺ আসরের পূর্বে ৪ রাকআত নামায পড়তেন এবং প্রত্যেক দুই রাকআতে আল্লাহর নিকটবর্তী ফিরিশ্তা, আম্বিয়া ও তাঁদের অনুসারী মুমিন-মুসলিমদের প্রতি সালাম (তাশাহহুদ) দিয়ে তা পৃথক করতেন। আর সর্বশেষে সালাম ফিরতেন।' *(আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, সিঃ সহীহাহ ২৩৭নং)*

প্রশ্ন ঃ কোন কোন মহিলা ঋতু বন্ধের পরেও গোসল করতে দেরি করে। অতঃপর যখন গোসল করে, তারপর থেকে নামায পড়তে শুরু করে। তাদের এমন কাজ কি বৈধ? যেমন এক মহিলার আসরের সময় খুন বন্ধ হল। অতঃপর নিশ্চিত হওয়ার অপেক্ষায় থেকে রাত্রে আর গোসল করল না। পরদিন দুপুরে গোসল ক'রে যোহরের নামায পড়ল। গোসল করার পূর্বে যে নামাযগুলি ছেড়ে দিল, সেগুলি কি মাফ?

উত্তর ঃ অবশ্যই মাফ নয়। তার উচিত, যথাসময়ে গোসল ক'রে নামায শুরু করা। কোন বৈধ কারণে যদি গোসল করতে দেরিও হয়, তাহলে খুন বন্ধ হওয়ার পর থেকে যে নামায ছুটে গেছে, সেগুলি কাযা পড়তে হবে। নামায নিজের ইচ্ছামতো পড়ার জিনিস নয়। মিথ্যা ওজর দিয়ে এড়িয়ে গিয়ে সম্মান বাঁচানোর জিনিস নয়। মহান আল্লাহর কাছে হিসাব লাগবে। মানুষকে ঠকানো গেলেও, তাঁকে ঠকানো যাবে না। তিনি বলেছেন,

{فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا } (৫৯)

অর্থাৎ, তাদের পর এল অপদার্থ পরবর্তিগণ, তারা নামায নষ্ট করল ও প্রবৃত্তিপরায়ণ

হল; সুতরাং তারা অচিরেই অমঙ্গল প্রত্যক্ষ করবে।(মারয়্যাম ঃ৫৯)

{فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (٥) الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ} (٦) الماعون

অর্থাৎ, সুতরাং পরিতাপ সেই নামায আদায়কারীদের জন্য; যারা তাদের নামাযে অমনোযোগী। যারা লোক প্রদর্শন (ক'রে তা আদায়) করে। (মাউন ঃ ৪-৬)

প্রশ্ন ঃ কিছু নামাযী জামাআত শুরু হওয়ার পর আসে। কিন্তু তারা রাকআত বা রুকূ পাওয়ার জন্য দৌড়ে আসে। ফলে তাদের পায়ের শব্দে অন্য নামাযীদের বড় ডিস্টার্ব হয়। এ কাজ কি তাদের জন্য বৈধ?

উত্তর ঃ জামাআতে শামিল হওয়ার জন্য দৌড়ে আসা বৈধ নয়। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন, "নামাযের ইকামত হয়ে গেলে তোমরা দৌড়ে এস না। বরং তোমরা স্বাভাবিকভাবে চলে এস। আর তোমাদের মাঝে যেন স্থিরতা থাকে। অতঃপর যেটুকু নামায পাও তা পড়ে নাও এবং যা ছুটে যায় তা পুরা করে নাও।" *(বুখারী ৬৩৬, মুসলিম ৬০২নং)*

প্রশ্ন ঃ মসবূক নামাযীর ইক্তিদা ক'রে জামাআত করা বৈধ কি?

উত্তর ঃ যদি কোন নামাযী মসজিদে এসে দেখে যে, জামআত শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু কিছু মসবূক (যাদের কিছু নামায ছুটে গেছে তারা) উঠে একাকী নামায পূর্ণ করছে, তাহলে জামাআতের সওয়াব লাভের আশায় ঐ নামাযীর কোন এক মসবূকের ডাইনে দাঁড়িয়ে তার ইক্তিদা ক'রে নামায পড়া বৈধ। (ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ১/২৬৬) কিন্তু যেহেতু সঠিক প্রমাণ নেই এবং অনেকে এরূপ শুদ্ধ নয় বলেছেন, সেহেতু তা না করাই উত্তম। আর মহানবী ﷺ বলেন, "যে বিষয়ে সন্দেহ আছে সে বিষয় বর্জন করে তাই কর যাতে সন্দেহ নেই।" (তিরমিযী ২৫১৮, সহীহ জামে' ৩৩৭৮নং) "সুতরাং যে সন্দিহান বিষয়াবলী থেকে দূরে থাকবে, সে তার দ্বীন ও ইজ্জতকে বাঁচিয়ে নেবে।" (বুখারী ৫২, মুসলিম ১৫৯৯নং)

বলা বাহুল্য, অনেকে তা জায়েয বললেও না করাটাই উত্তম। *(ফাতাওয়া উষাইমীন ১/৩৭১)*

প্রশ্ন ঃ অনেক সময় একাকী নামায পড়তে হলে ইকামত দেওয়া এবং রাতের নামায সশব্দে পড়া জরুরী কি?

উত্তর ঃ একাকী নামাযীর জন্য ইকামত দেওয়া এবং রাতের নামায সশব্দে পড়া জরুরী নয়। এ কেবল জামাআতের জন্য জরুরী। (ইজি)

প্রশ্ন ঃ কাতারে জায়গা না পেলে একা দাঁড়িয়ে নামায হবে কি?

উত্তর ঃ কাতারে জায়গা না পাওয়ার কথা যদি বাস্তব হয় এবং সঙ্গে দাঁড়াবার মতো কাউকে না পাওয়া যায়, তাহলে একা দাঁড়িয়েই নামায হয়ে যাবে। কাতারের পিছনে একা দাঁড়িয়ে নামায হবে না তখন, যখন সামনের কাতারে জায়গা খালি থাকবে। সুতরাং এটি হবে ব্যতিক্রমধর্মী ব্যাপার। যেহেতু কাতার থেকে কাউকে টেনে নেওয়ার হাদীস সহীহ নয়। আর সে টানাতে অনেক নামাযীর নামাযের একাগ্রতায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। (ইউ) নাক থেকে রক্ত পড়তে শুরু করলে অথবা উযূ নষ্ট হয়ে গেলে তো বাধ্য হয়ে যেতেই হয়।

আর তার ফলে সৃষ্ট ব্যাঘাত সামনে থেকে কাউকে টেনে নেওয়ার মতো নয়। যেহেতু একটা ব্যাপার বাদলীল এবং অপরটি বেদলীল।

প্রশ্ন ঃ কাতারের পিছে একা নামাযীর নামায হয় না। কিন্তু আগের কাতারে জায়গা না পেলে কী করবে? সামনে থেকে কি কাউকে টেনে নেবে?

উত্তর ঃ যদি কোন ব্যক্তি জামাআতে এসে দেখে যে, কাতার পরিপূর্ণ, তাহলে সে কাতারে কোথাও ফাঁক থাকলে সেখানে প্রবেশ করবে। নচেৎ সামান্যক্ষণ কারো অপেক্ষা করে কেউ এলে তার সঙ্গে কাতার বাঁধা উচিত। সে আশা না থাকলে বা জামাআত ছুটার ভয় থাকলে (মিহরাব ছাড়া বাইরে নামায পড়ার সময়) যদি ইমামের পাশে জায়গা থাকে এবং সেখানে যাওয়া সম্ভব হয়, তাহলে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াবে এবং এ সব উপায় থাকতে পিছনে একা দাঁড়াবে না।

পরন্তু কাতার বাঁধার জন্য সামনের কাতার থেকে কাউকে টেনে নেওয়া ঠিক নয়। এ ব্যাপারে যে হাদীস এসেছে তা সহীহ ও শুদ্ধ নয়। *(যয়ীফুল জামে' ২২৬১নং)* তাছাড়া এ কাজে একাধিক ক্ষতিও রয়েছে। যেমন; যে মুসল্লীকে টানা হবে তার নামাযের একাগ্রতা নষ্ট হবে, প্রথম কাতারের ফযীলত থেকে বঞ্চিত হবে, কাতারের মাঝে ফাঁক হয়ে যাবে, সেই ফাঁক বন্ধ করার জন্য পাশের মুসল্লী সরে আসতে বাধ্য হবে, ফলে তার জায়গা ফাঁক হবে এবং শেষ পর্যন্ত প্রথম বা সামনের কাতারের ডান অথবা বাম দিককার সকল মুসল্লীকে নড়তে-সরতে হবে। আর এতে তাদের সকলের একাগ্রতা নষ্ট হবে। অবশ্য হাদীস সহীহ হলে এত ক্ষতি স্বীকার করতে বাধা ছিল না। যেমন নাক থেকে রক্ত পড়তে শুরু হলে কিংবা ওযূ ভেঙ্গে গেলে কাতার ছেড়ে আসতে বাধা নেই। যেহেতু নবী ﷺ বলেন, "যখন তোমাদের কেউ নামাযে বেওযূ হয়ে যায়, তখন সে যেন নাক ধরে নামায ত্যাগ ক'রে বেরিয়ে আসে।" *(আবূ দাউদ ১১১৪নং)*

তদনুরূপ ইমামের পাশে যেতেও যদি অনুরূপ ক্ষতির শিকার হতে হয়, তাহলে তাও করা যাবে না।

ঠিক তদ্রূপই জায়গা না থাকলেও কাতারের মুসল্লীদেরকে এক এক করে ঠেলে অথবা সরে যেতে ইঙ্গিত করে জায়গা ক'রে নেওয়াতেও ঐ মুসল্লীদের নামাযের একাগ্রতায় বড় ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। সুতরাং এ কাজও বৈধ নয়।

বলা বাহুল্য, এ ব্যাপারে সঠিক ফায়সালা এই যে, সামনে কাতারে জায়গা না পেলে পিছনে একা দাঁড়িয়েই নামায হয়ে যাবে। কারণ, সে নিরুপায়। আর মহান আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের বাইরে ভার দেন না। *(লিক্বাউ বাবিল মাফতূহ ২২৭পৃঃ)*

প্রকাশ থাকে যে, মহিলা জামাআতের মহিলা কাতারে জায়গা থাকতে যে মহিলা পিছনে একা দাঁড়িয়ে নামায পড়বে তারও নামায পুরুষের মতই হবে না। *(মুমতে' ৪/৩৮৭)* পক্ষান্তরে পুরুষদের পিছনে একা দাঁড়িয়ে মহিলার নামায হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ঃ মুশরিক ও বিদআতী ইমামের পিছনে নামায শুদ্ধ কি?

যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোন ইবাদতে অন্য কোন সৃষ্টিকে শরীক করে, যেমন মাযার পূজা করে, মাযারে গিয়ে সিজদা, নযর-নিয়ায, মানত, কুরবানী, তওয়াফ প্রভৃতি নিবেদন

করে, সেখানে সুখ-সমৃদ্ধি বা সন্তান চায়, সাহায্য প্রার্থনা করে, যে ব্যক্তি গায়বী (অদৃশ্যের খবর জানার) দাবী করে ও লোকের হাত বা ভাগ্য-ভবিষ্যত বলে দেয়, যে (কোন পশু বা পাখীর চামড়া, হাড়, লোম বা পালক দিয়ে, কোন গাছপালার শিকড় বা ফুল-পাতা দিয়ে, কারো কাপড়ের কোন অংশ দিয়ে, ফিরিশ্তা, জিন, নবী, সাহাবী, ওলী বা শয়তানের নাম লিখে অথবা বিভিন্ন সংখ্যার নকশা বানিয়ে, অথবা তেলেস্মাতি বিভিন্ন কারসাজি করে, নোংরা ও নাপাক কোন জিনিস দিয়ে) শির্কী তাবীয লিখে, যে ব্যক্তি দুই জনের মাঝে (বিশেষ করে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে) প্রেম বা বিদ্বেষ সৃষ্টি করার জন্য তাবীয করে, যোগ বা যাদু করে, এ শ্রেণীর ইমামের নামায শুদ্ধ নয়, ইমামতি শুদ্ধ নয় এবং তার পশ্চাতে নামাযও শুদ্ধ নয়। *(মাজাল্লাতুল বুহূষ ১৯/১৫৯, ২২/৮২, ২৪/৭৮, ৮৯, ২৬/৯৭, ২৮/৫৫)*

তদনুরূপ বিদআতী যদি বিদআতে মুকাফ্ফিরাহ বা এমন বিদআত করে যাতে মানুষ কাফের হয়ে যায়, তাহলে সে বিদআতীর পিছনে নামায শুদ্ধ নয়।

প্রশ্ন ঃ ফাসেক ইমামের পিছনে নামায শুদ্ধ কি?

উত্তর ঃ ফাসেক হল সেই ব্যক্তি, যে অবৈধ, হারাম বা নিষিদ্ধ কাজ করে এবং ফরয বা ওয়াজেব কাজ ত্যাগ করে; অর্থাৎ কাবীরা গোনাহ করে। যেমন, ধূমপান করে, বিড়ি-সিগারেট, জর্দা-তামাক প্রভৃতি মাদকদ্রব্য ব্যবহার করে, গাঁটের নিচে ঝুলিয়ে কাপড় পরে, অথবা সূদ বা ঘুস খায়, অথবা মিথ্যা বলে, অথবা (অবৈধ প্রেম) ব্যভিচার করে, অথবা দাড়ি চাঁছে বা (এক মুঠির কম) ছেঁটে ফেলে, অথবা মুশরিকদের যবেহ (হালাল মনে না করে) খায়, (হালাল মনে করে খেলে তার পিছনে নামায হবে না।) অথবা স্ত্রী-কন্যাকে বেপর্দা রেখে তাদের ব্যাপারে ঈর্ষাহীন হয়, অথবা মা-বাপকে দেখে না বা তাদেরকে ভাত দেয় না ইত্যাদি।

উক্ত সকল ব্যক্তি এবং তাদের অনুরূপ অন্যান্য ব্যক্তির পিছনে নামায মকরূহ (অপছন্দনীয়)। বিধায় তাকে ইমামরূপে নির্বাচন ও নিয়োগ করা বৈধ ও উচিত নয়।

কিন্তু যদি কোন কারণে বা চাপে পড়ে বাধ্য হয়েই তার পিছনে নামায পড়তেই হয়, তাহলে নামায হয়ে যাবে। *(মাজাল্লাতুল বুহূষিল ইসলামিয়্যাহ ৫/২৯০, ৩০০, ৬/২৫১, ১৫/৮০, ১৮/৯০, ১১১, ১৯/১৫২, ২২/৭৫, ৭৭, ৯২, ২৪/৭৮)*

সাহাবাগণের যামানায় সাহাবাগণ ফাসেকের পিছনে নামায পড়েছেন। আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ হাজ্জাজের পিছনে নামায পড়েছেন। *(বুখারী)* আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ মারওয়ানের পিছনে নামায পড়েছেন। *(মুসলিম, আবূ দাঊদ, তিরমিযী)*

দ্বিতীয় খলীফা উষমান ﷺ ফিতনার সময় যখন স্বগৃহে অবরুদ্ধ ছিলেন, তখন উবাইদুল্লাহ বিন আদী বিন খিয়ার তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, 'আপনি জনসাধারণের ইমাম। আর আপনার উপর যে বিপদ এসেছে, তা তো দেখতেই পাচ্ছেন। ফিতনার ইমাম আমাদের নামাযের ইমামতি করছে; অথচ তার পশ্চাতে নামায পড়তে আমরা দ্বিধাবোধ করি।' তিনি বললেন, 'নামায হল মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ আমল। সুতরাং লোকে ভালো ব্যবহার করলে তাদের সাথেও ভালো ব্যবহার কর। আর মন্দ ব্যবহার করলে তাদের সাথে মন্দ ব্যবহার করা থেকে দূরে থাক।' *(বুখারী ৬৯৫, মিশকাত ৬২৩নং)*

প্রশ্ন ঃ আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব ফজরের আযানের পূর্বে মাইকে কুরআন পাঠ করেন, কিছু দুআ-দরূদ পড়েন, তারপর আযান দেন। এটা কি শরীয়তসম্মত?

উত্তর ঃ ফজরের আযানের পূর্বে মাইকে কুরআন পাঠ করা, কিছু দুআ-দরূদ পড়া, তারপর আযান দেওয়া শরীয়তসম্মত নয়, বরং তা বিদআত। (লাদা)

প্রশ্ন ঃ জুমআর দিন মিম্বরে চড়ে খতীবের খুতবা দেওয়ার পূর্বে একজন ক্বারী ক্বুরআন তিলাঅত ক'রে (অথবা বক্তৃতা ক'রে) শোনায়। এটা কি শরীয়তসম্মত?

উত্তর ঃ এ কাজের কোন দলীল আমাদের জানা নেই। আর মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আমাদের এ (দ্বীন) ব্যাপারে নতুন কিছু আবিষ্কার করে, সে ব্যক্তির সে কাজ প্রত্যাখ্যাত।" *(বুখারী ও মুসলিম)* "যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করে, যার উপর আমাদের কোন নির্দেশ নেই, সে ব্যক্তির সে কাজ প্রত্যাখ্যাত।" *(মুসলিম, লাদা)*

আমাদের আদর্শ নবী মুহাম্মাদ ﷺ। তিনি মিম্বরে খুতবা দেওয়ার আগে নিচে দাঁড়িয়ে খুতবা দেননি। তিনি উম্মতকে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, "যে ব্যক্তি জুমআর দিন নাপাকির গোসলের ন্যায় গোসল করল এবং (সূর্য ঢলার সঙ্গে সঙ্গে) প্রথম অক্তে মসজিদে এল, সে যেন একটি উট দান করল। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় সময়ে এল, সে যেন একটি গাভী দান করল। যে ব্যক্তি তৃতীয় সময়ে এল, সে যেন একটি শিংবিশিষ্ট দুম্বা দান করল। যে ব্যক্তি চতুর্থ সময়ে এল, সে যেন একটি মুরগী দান করল। আর যে ব্যক্তি পঞ্চম সময়ে এল, সে যেন একটি ডিম দান করল। তারপর ইমাম যখন খুত্বাহ প্রদানের জন্য বের হন, তখন (লেখক) ফিরিশ্তাগণ যিক্র শোনার জন্য হাজির হয়ে যান।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

তিনি আরো বলেছেন, "যে কোন ব্যক্তি জুমআর দিন গোসল ও সাধ্যমত পবিত্রতা অর্জন করে, নিজস্ব তেল গায়ে লাগায় অথবা নিজ ঘরের সুগন্ধি (আতর) ব্যবহার করে, অতঃপর (মসজিদে) গিয়ে দু'জনের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি না করেই (যেখানে স্থান পায়, বসে যায়) এবং তার ভাগ্যে যত রাকআত নামায জোটে, আদায় করে। তারপর ইমাম খুতবা আরম্ভ করলে নীরব থাকে, সে ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট জুমআহ থেকে পরবর্তী জুমআহ পর্যন্ত কৃত সমুদয় (সাগীরা) গুনাহরাশিকে মাফ ক'রে দেওয়া হয়।" *(বুখারী)*

সুতরাং মসজিদে গিয়ে নামায পড়া কর্তব্য মুসল্লীদের। অতঃপর ইমাম খুতবা দিলে নীরব হয়ে বসে খুতবা শুনবে। সুতরাং তার আগে আবার খুতবা শোনার অবসর কোথায়? মিম্বরে খুতবা শুরু হওয়ার আগে কেউ না কেউ আসতেই থাকবে। সুতরাং তাদেরকে নামায পড়তে না দিয়ে লেকচার শুনিয়ে ডিস্টার্ব করা কীভাবে বৈধ হতে পারে?

অথচ রসূল ﷺ সাহাবাগণকে সশব্দে কুরআন পড়তে নিষেধ ক'রে বলেন, "তোমরা একে অপরকে কষ্ট দিয়ো না এবং একে অপরের উপর ক্বিরাআতে শব্দ উঁচু করো না।" *(আহমাদ ৩/৯৪, আবূ দাঊদ ১২৩২নং, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ প্রমুখ)*

পরন্তু তিনি জুমআর দিন নামাযের পূর্বে দর্সের জন্য হালকা বাঁধতে নিষেধও করেছেন। (আবূ দাঊদ ৯৯১, নাসাঈ ৭১৪, ইবনে মাজাহ ১১৩৩নং)

তাহলে জুমআর খুতবার পূর্বে নামাযের সময় অতিরিক্ত লেকচার কীভাবে বৈধ হতে পারে?

আসলে স্থানীয় ভাষায় খুতবা 'হারাম' ক'রে উক্ত 'লেকচারের বিদআত' আবিষ্কৃত হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ জুমআর সময় একজন খুতবা দিলে এবং অন্যজন নামায পড়লে ক্ষতি আছে কি?

উত্তর ঃ একজন খুতবা দিলে এবং অপরজন ইমামতি করলে কোন দোষের নয়। যেহেতু যিনি খতীব, তিনিই ইমাম হবেন---এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। অবশ্য উত্তম হল, যিনি খুতবা দেবেন, তিনিই নামায পড়াবেন। যেহেতু এটাই নবী ﷺ-এর আমল। (ইবা) আর কোন অসুবিধার কারণে হলে তো কোন প্রশ্নই নেই। যেমন খতীব খুতবায় ভাল, কিন্তু ইমাম ইমামতির বেশি হকদার হলে---সে ক্ষেত্রেও তাঁকে ইমামতির জন্য বাড়িয়ে দিলে সুন্নাহর উপরই আমল হয়।□

প্রশ্ন ঃ অনেক নামাযী নামাযরত অবস্থায় নাক, দাড়ি বা কাপড় ইত্যাদি নিয়ে খেলা করে। এদের ব্যাপারে কিছু বলার আছে কি?

উত্তর ঃ নামাযরত অবস্থায় নাক, দাড়ি ইত্যাদি নিয়ে উদাস হওয়া উচিত নয়। যেহেতু তা নামাযের একাগ্রতার পরিপন্থী। আর মহান আল্লাহ বলেছেন,

{قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} (٢) سورة المؤمنون

অর্থাৎ, অবশ্যই বিশ্বাসিগণ সফলকাম হয়েছে। যারা নিজেদের নামাযে বিনয়-নম্র। (মু'মিনূন ঃ ১-২)

প্রশ্ন ঃ নামাযের শেষ তাশাহহুদে কি নিজের ভাষায় দুআ করা যায়?

উত্তর ঃ অনেক উলামার মতে বৈধ নয়। যেহেতু নামায আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ভাষায়, সুতরাং সেই ভাষাতেই দুআ হওয়া উচিত। যে সব কুরআনী ও হাদীসী দুআ জানা আছে, তাই পড়া উচিত। যা জানা নেই, তা নামাযের বাইরে অন্য সময় নিজের ভাষায় করা উচিত। অনেকে 'ইচ্ছামতো দুআ' বলতে 'ইচ্ছামতো ভাষা'য় দুআ বলেছেন। সুতরাং নিজের ভাষায় দুআ করা যাবে। আমরা বলি, না করাই উচিত। যেহেতু ইবাদত প্রমাণসাপেক্ষ। আর নবী ﷺ-এর বাণী, "যখন তোমাদের মধ্যে কেউ (শেষ) তাশাহহুদ সম্পন্ন করবে, তখন সে যেন আল্লাহর নিকট চারটি জিনিস থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। এরপর সে ইচ্ছামতো দুআ করবে।" এ ব্যাপারে ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'বর্ণিত ও বিদিত দুআ করবে।' যেহেতু নিজের ভাষায় দুআ হল সাধারণ মানুষের কথা। আর তা নামাযে বলা বৈধ নয়। (আল-মুগনী ১/৬২০)

প্রশ্ন ঃ সিজদায় কি কুরআনী দুআ করা যায়?

উত্তর ঃ সিজদায় কুরআনের আয়াত পড়া নিষেধ। কিন্তু মুনাজাতের দুআ হিসাবে তা পড়লে দোষ নেই। (ইউ) 'আমাকে সিজদায় কুরআন পড়তে নিষেধ করা হয়েছে' যেমনি আম, তেমনি 'তোমরা সিজদায় বেশি বেশি দুআ কর' নির্দেশও আম। তাতে কুরআনী ও হাদীসী সব রকম দুআই করা যাবে। যারকাশী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

مَحَل الْكَرَاهَةِ مَا إِذَا قَصَدَ بِهَا الْقِرَاءَةَ ، فَإِنْ قَصَدَ بِهَا الدُّعَاءَ وَالثَّنَاءَ فَيَنْبَغِي

أَنْ يَكُونَ كَمَا لَوْ قَنَتَ بِآيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ.

অর্থাৎ, সিজদায় কুরআন পড়া মকরূহ তখন, যখন ক্বিরাআতের উদ্দেশ্যে তা পড়া হবে। পক্ষান্তরে তা যদি দুআ অথবা (আল্লাহর) প্রশংসা হিসাবে পড়া হয়, তাহলে তা কুরআনী আয়াত দিয়ে কুনূত পড়ার মতো হওয়া উচিত। (হাশিয়াতু ইবনিল আবেদীন ১/৪৪০, হাশিয়াতুদ দুসূক্বী আলাশ শারহিল কাবীর ১/২৫৩, মাজমূ ৩/৪১৪)

প্রশ্ন ঃ কর্মক্ষেত্রে পানি নেই। বাসায় পানি আছে। নামাযের ওয়াক্ত যাওয়ার আগে বাসায় পৌঁছে যাব। নামাযের সময় হলে তায়াম্মুম ক'রে আওয়াল ওয়াক্তে নামায পড়ে নেব, নাকি বাসায় ফিরে শেষ ওয়াক্তে উযূ ক'রে নামায পড়ব?

উত্তর ঃ সময় পার হওয়ার আশঙ্কা থাকলে এবং তার আগে পানি না পাওয়ার কথা নিশ্চিত হলে তায়াম্মুম ক'রে আওয়াল অক্তেই নামায পড়ে নেবেন। পক্ষান্তরে বাসায় ফিরে ওয়াক্ত বাকী থাকার কথা নিশ্চিত হলে বাসায় ফিরে উযূ করেই নামায পড়বেন।

প্রশ্ন ঃ কাঁচা পিঁয়াজ-রসুন খেলে মুখের গন্ধের ফলে মসজিদে বা জামাআতে আসা নিষেধ। কিন্তু যাদের মুখে প্রকৃতিগতভাবে দুর্গন্ধ থাকে, তাদের জন্যও কি নিষেধ?

উত্তর ঃ যাদের মুখে প্রকৃতিগতভাবে দুর্গন্ধ থাকে, তাদের জন্যও মসজিদ বা জামাআতে আসা নিষেধ বলা যায় না। যেহেতু এটা তার এখতিয়ারভুক্ত নয়। (বানী)

যাকাত

প্রশ্ন ঃ দাওয়াতের কাজের জন্য, ইসলামী বই-পুস্তক ছেপে বা ক্যাসেট-সিডি তৈরি ক'রে বিতরণের জন্য কি যাকাতের অর্থ ব্যবহার করা যায়?

উত্তর ঃ ইসলামী দাওয়াতের কাজে যাকাতের অর্থ ব্যবহার করা যায়। যেহেতু তা আমভাবে যাকাতের একটি খাত 'ফী সাবীলিল্লাহ'র অন্তর্ভূত। (ইজি)

প্রশ্ন ঃ পেশাদার ভিক্ষুকদেরকে কি যাকাতের মাল দেওয়া যাবে?

উত্তর ঃ যদি জানা যায় যে, যাঞ্চাকারী একটি পেশাদার ভিক্ষুক, সে যাকাতের হকদার নয় এবং ভিক্ষা করা তার জন্য বৈধও নয়, তাহলে তাকে ভিক্ষাও দেবেন না। (ইজি)

বিদায়ী হজ্জের সময়ে আল্লাহর রসূল ﷺ সাদকাহ বিতরণ করছিলেন। এমন সময় দুটি লোক এসে তাঁর কাছে যাঞ্চা করল। তিনি লোক দুটির দিকে নজর তুলে পুনরায় নামিয়ে নিলেন। দেখলেন, তারা উভয়ে কর্মক্ষম লোক। অতঃপর তিনি বললেন, "তোমরা যদি চাও, তাহলে আমি দিতে পারি। কিন্তু এ মালে কোন ধনী ও উপার্জনশীল কর্মঠ লোকের কোন অংশ নেই।" *(আবূ দাউদ ১৬৩৩নং)*□

প্রশ্ন ঃ একজন লোককে গরীব ভেবে যাকাতের অর্থ দিলাম। সেও হয়তো হাদিয়া ভেবে হাত পেতে নিয়ে নিল। কিন্তু পরবর্তীতে জানতে পারলাম, সে ধনী ব্যক্তি। এখন আমার যাকাত কি কবুল হবে?

উত্তর ঃ কোন ব্যক্তিকে যাকাতের হকদার ভেবে যাকাত দেওয়ার পর যদি মনে হয় যে, সে আসলে যাকাতের হকদার নয়, তাহলে অজানার কারণে তা কবুল হয়ে যাবে। একদা

(বনী ইসরাঈলের) এক ব্যক্তি এক রাতে অজান্তে এক চোরকে সাদকাহ করল। সকালে সে জানতে পারল যে সে চোর ছিল। কিন্তু তাতে সে আল্লাহর প্রশংসা করল। তারপরের রাতে আবার অজান্তে এক বেশ্যাকে সাদকাহ করল। সকাল বেলায় তা জানতে পেরে তার জন্যও আল-হামদু লিল্লাহ পড়ল। তৃতীয় রাতেও অজান্তে এক ধনীর হাতে সাদকাহ দিল। সকালে তা জানতে পেরে আল্লাহর প্রশংসা করল। অতঃপর (নবী অথবা স্বপ্নযোগে) তাকে বলা হল যে, তোমার সাদকাহ কবুল হয়ে গেছে। আর সম্ভবতঃ তোমার ঐ দান নিয়ে চোর চুরি করা হতে বিরত হবে, বেশ্যা বেশ্যাবৃত্তি হতে তাওবাহ করবে এবং ধনী উপদেশ গ্রহণ করে দান করতে শিখবে। *(বুখারী, মুসলিম ১০২২নং)*

প্রশ্ন ঃ কাউকে যাকাত দেওয়ার সময় সে যাকাতের হকদার কি না, তা জিজ্ঞাসা করা জরুরী কি?

উত্তর ঃ দেওয়ার সময় সে যাকাতের হকদার কিনা তা জিজ্ঞাসা করা জরুরী নয়? তাতে মুসলিমের বেইজ্জতি হয়। যদি আপনি আপনার প্রবল ধারণায় মনে করেন যে, অমুক যাকাতের হকদার, তাহলে তাকে দিয়ে ফেলুন। হাত-পাতা ফকীর না হলেও সে মিসকীন হতে পারে। অতএব আপনার সাদকাহ আদায় ও কবুল হয়ে যাবে---ইন শাআল্লাহ।

প্রশ্ন ঃ কাউকে যাকাত দেওয়ার সময় তাকে জানিয়ে দেওয়া জরুরী কি?

উত্তর ঃ যাকে যাকাতের মাল দিয়ে সাহায্য করা হবে, তাকে এ কথা জানানো জরুরী নয় যে, তা যাকাতের মাল। আপনি তাকে হকদার বুঝলে, তাকে দিন। সে যা মনে ক'রে গ্রহণ করবে, করুক।

প্রশ্ন ঃ কোন্ শ্রেণীর ঋণগ্রস্তকে যাকাতের মাল দিয়ে সাহায্য করতে পারা যায়?

উত্তর ঃ যে ব্যক্তি কোন বিধেয় বা বৈধ কাজ করতে গিয়ে ঋণগ্রস্ত হয়, তাকেই যাকাত থেকে সাহায্য করা যাবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অবৈধ কাজ করতে গিয়ে; যেমন মদ খেতে অভ্যাসী হয়ে, বেশ্যাগমনে অথবা জুয়া খেলায় সর্বস্ব হারিয়ে ঋণগ্রস্ত হয়, তাকে যাকাত দিয়ে সাহায্য করা যাবে না। *(ফিক্বহুয যাকাত ২/৬২৫)*

প্রশ্ন ঃ কাউকে ঋণ দেওয়ার পর সে যাকাতের হকদার হলে, যাকাতের নিয়তে ঋণ মওকুব ক'রে দেওয়া বৈধ কি?

উত্তর ঃ কাউকে ঋণ দেওয়ার পর সে যাকাতের হকদার হলে, যাকাতের নিয়তে ঋণ মওকুব ক'রে দেওয়া বৈধ কি না---এ বিষয়ে উলামাদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। অনেকে বলেছেন, নিজের টাকা বাঁচানোর উদ্দেশ্যে এমন করা বৈধ নয়। কিন্তু অন্যান্য অনেকে বলেছেন যে, যদি সত্যই সে যাকাতের হকদার হয়, তাহলে তার ঋণ মকুব করে, যাকাত থেকে শোধ করা হল, তাকে এ কথা জানিয়ে দিলে এমন কাজ বৈধ। আর আল্লাহই অধিক জানেন। *(ফিক্বহুয যাকাত ২/৮৪৯)*

প্রশ্ন ঃ আমি একজন প্রবাসী। আমার যাকাত কি আমার স্বদেশের মানুষদেরকে দিতে পারব?

উত্তর ঃ যাকাত স্থানীয় হকদারকে দেওয়াই উত্তম। তবে সেখানে যদি হকদার না থাকে অথবা অন্য জায়গার হকদার বেশি হকদার হয়, তাহলে সেখানে দেওয়া যায়। তাতে

কোন বাধা নেই। (ইউ, ইজি)

প্রশ্ন ঃ আমার মা পৃথক থাকে। আমি কি আমার মা-কে যাকাত দিতে পারি?

উত্তর ঃ মা-কে যাকাত দেওয়া বৈধ নয়। মায়ের ভরণপোষণ করা তো ছেলের জন্য ওয়াজেব। আর তা হবে তার পকেট থেকে। অনুরূপ বাপ, স্ত্রী ও ছেলেকে যাকাত দেওয়া যাবে না। (ইবা)

প্রশ্ন ঃ আমার স্বামী বিদেশে পড়াশোনা করে। কিন্তু তার অর্থের বড় অভাব। আমি কি আমার মালের যাকাত তাকে দিতে পারি?

উত্তর ঃ স্ত্রী তার স্বামীকে প্রয়োজনে যাকাত দিতে পারে। যেহেতু স্বামীর ভরণপোষণ করা স্ত্রীর উপর ওয়াজেব নয়।

প্রশ্ন ঃ বেনামাযীকে যাকাত দেওয়া বৈধ কি?

উত্তর ঃ বেনামাযীকে যাকাত দেওয়া বৈধ নয়। তবে তাকে নামাযের দিকে আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে যাকাত দেওয়া যায়।

প্রশ্ন ঃ কোন মিসকীন আমার নিকট চাকরি করলে আমি তাকে আমার যাকাত দিতে পারি কি না?

উত্তর ঃ তার অভাব বলে তাকে দেওয়া যাবে। তবে সেই দেওয়াতে আপনার উদ্দেশ্য যেন তাকে আপনার কাজে উদ্বুদ্ধ করা না হয়, কাজে তার আন্তরিকতা পাওয়া না হয়, তার কাজের বোনাস স্বরূপ না হয়, তা তার প্রাপ্য হক থেকে কেটে না নেওয়া হয়। (ইজি)

প্রশ্ন ঃ ঋণে দেওয়া টাকা বা অন্য কাজে পড়ে থাকা টাকার যাকাত দিতে হবে কি?

উত্তর ঃ নিসাব পরিমাণ টাকা কাউকে ঋণ দেওয়া থাকলে, কিছুর ভাড়া আদায় বাকী থাকলে, মালের মূল্য বকেয়া থাকলে, দেনমোহর বাকী থাকলে আদায় হওয়া মাত্র সেই বছরের যাকাত আদায় দিতে হবে। এর পূর্বের বছরগুলোর যাকাত লাগবে না। বলা বাহুল্য, যদি কোন এমন ব্যক্তি বা সংস্থাকে ঋণ দেওয়া থাকে, যার নিকট চাওয়া মাত্র পরিশোধ পাওয়া যাবে না, তাহলে এমন ঋণে দেওয়া টাকার যাকাত আদায় করা ফরয নয়। অবশ্য পরিশোধ পেলেই সেই বছরের যাকাত (বছর পূর্ণ না হলেও) আদায় করতে হবে।

তদনুরূপ হারিয়ে যাওয়া অথবা চুরি হয়ে যাওয়া মাল ফিরে পেলে ঐভাবেই যাকাত আদায় করতে হবে।

যেমন পেনশনের টাকা এক সাথে নিসাব পরিমাণ পেলে তার (১ বছরের) যাকাত সাথে সাথে আদায় করতে হবে। *(মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে উষাইমীন ১৮/১৭৫)*

প্রশ্ন ঃ ঋণে নেওয়া টাকার যাকাত আদায় করতে হবে কি?

উত্তর ঃ ঋণে নেওয়া টাকা যদি যাকাতের নিসাব পরিমাণ হয় অথবা তা মিলিয়ে নিসাব পূর্ণ হয় এবং তা ব্যবসা ইত্যাদিতে থেকে বছর পূর্ণ হয়, তাহলে ঋণগ্রহীতাকে তার যাকাত আদায় করতে হবে।

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির যদি যাকাতের নিসাব পরিমাণ অর্থ থাকে এবং ঋণ পরিশোধ করার পরও নিসাব বহাল থাকে, তাহলে তাকে যাকাত অবশ্যই আদায় করতে হবে। অন্যথা ঋণ পরিশোধ করার পর যদি নিসাব বহাল না থাকে, তাহলে তার উপর যাকাত ফরয নয়।

ঋণ পরিশোধ না করে যাকাত ফরয নয় মনে করা ঠিক নয়। সুতরাং ঋণ থাকলে আগে ঋণ পরিশোধ করে ফেলুন। তারপর যদি নিসাব পরিমাণ মাল থাকে তাহলে যাকাত দিন, নচেৎ না। আর ঋণ পরিশোধ না করলে এবং নিসাব পরিমাণ মাল সারা বছর জমা থাকলে আপনাকে যাকাত দিতে হবে।

জ্ঞাতব্য যে, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জমির ওশর অথবা পশুর যাকাত ফরয হলেও অনুরূপ তার উচিত আগে ঋণ পরিশোধ করা। অতঃপর নিসাব পরিমাণ থাকলে তার ওশর বা যাকাত আদায় করা।

প্রশ্ন ঃ ব্যাংকে ডিপোজিট ও জমা রাখা টাকার যাকাত দিতে হবে কি?

উত্তর ঃ ব্যাংকে জমা রাখা টাকা আমানত; তা যে কোন সময় তোলা যায়। অতএব তা নিসাব পরিমাণ হলে এবং বছর ঘুরলে ঋণদাতাকে সে টাকার বাৎসরিক যাকাত আদায় করতে হবে। তদনুরূপ কোন ব্যক্তি বিশেষের কাছে রাখা আমানতের টাকা; যা চাইবা মাত্র পাওয়া যাবে তারও যাকাত বাৎসরিক আদায় করা ফরয।

প্রকাশ থাকে যে, ব্যাংকের সূদ হারাম। অতএব সে সূদে যাকাতও নেই।

প্রশ্ন ঃ শিশু, এতীম ও পাগলের মালেও যাকাত ফরয কি?

উত্তর ঃ যাকাত ফরয হয় মালে। তাই তা ফরয হওয়ার জন্য মালিকের জ্ঞানসম্পন্ন ও সাবালক হওয়া শর্ত নয়। বলা বাহুল্য শিশু, এতীম ও পাগলের মালেও যাকাত ফরয। তাদের তরফ থেকে তাদের অভিভাবক (অলী বা অসী) হিসাব করে আদায় করবে। এতে বাহ্য দৃষ্টিতে মাল কমতে থাকলেও বাস্তবে তাদের মালে বর্কত বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া অভিভাবকের উচিত, তাদের মাল ব্যবসায় বিনিয়োগ করা। *(আল-মুমতে ৬/২৬-২৭)*

প্রশ্ন ঃ খয়রাতি ফান্ডের টাকার যাকাত আছে কি?

উত্তর ঃ সাদকাহ, যাকাত, দান বা ওয়াক্ফ প্রভৃতি খয়রাতি ফান্ডের (মসজিদ বা মাদ্রাসার) মাল (বা শস্য) নিসাব পরিমাণ হলেও তাতে যাকাত নেই। কারণ সে মাল আল্লাহর। আর তা আল্লাহর পথেই ব্যয় হবে। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ৮/১৫০, ১৬১, ২৫/৪৪, ৩০/১১৯)*

প্রশ্ন ঃ কারখানা ও প্রেসের মালিক কিসের যাকাত দেবে?

উত্তর ঃ কারখানা ও প্রেসের যন্ত্রপাতির কোন যাকাত নেই। যাকাত আছে নিসাব পরিমাণ টাকা-পয়সা ও বিক্রেয় পণ্য-সামগ্রীর। (লাদা)

প্রশ্ন ঃ এক ব্যক্তি বহু কষ্ট ক'রে ২/৩ বছর থেকে টাকা জমিয়েছে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে। সে টাকারও কি যাকাত আছে?

উত্তর ঃ নিসাব পরিমাণ হলে সে টাকারও প্রত্যেক বছর যাকাত আদায় করতে হবে। (ইবা)

প্রশ্ন ঃ ভাড়ায় দেওয়ার জন্য একাধিক গাড়ি আছে। তাতে কি যাকাত আছে?

উত্তর ঃ তাতে যাকাত নেই। ভাড়ার টাকা-সহ অন্য টাকা নিসাব পরিমাণ পৌঁছলে ফি-বছর তাতে যাকাত আছে। (লাদা)

প্রশ্ন ঃ শো-রুমে একাধিক গাড়ি রাখা আছে বিক্রির জন্য, তাতে কি যাকাত আছে?

---- দ্বীনী প্রশ্নোত্তর ----

উত্তর ঃ যে জিনিস ব্যবসার জন্য রাখা আছে, সে জিনিসের মূল্য নিসাব পরিমাণ হলে ফি-বছর তাতে যাকাত আছে। পণ্যদ্রব্য, গাড়ি, বাড়ি, জমি ইত্যাদি ব্যবসার জন্য হলে তাতে যাকাত আছে। (ইবা, ইজি)

প্রশ্ন ঃ ব্যাংক বা কোম্পানির শেয়ারে কি যাকাত আছে?

উত্তর ঃ পণ্যদ্রব্যের মতোই ফি-বছর তার যাকাত আছে। (লাদা)

প্রশ্ন ঃ হিরের যাকাত আছে কি?

উত্তর ঃ হিরের যাকাত নেই। তবে পণ্যদ্রব্য হলে তাতে নিয়মিত যাকাত আছে। (ইবা)

প্রশ্ন ঃ ফিতরার যাকাত কি মালের যাকাতের মতোই আট শ্রেণীর হকদারের মাঝে বিতরণ করা যাবে?

উত্তর ঃ ফিতরার যাকাত আম নয়, বরং তা কেবল মিসকীনদের জন্য খাস। (বানী, তামামুল মিন্নাহ)

প্রশ্ন ঃ যাকাতের মাল কি কোন মিসকীনকে হজ্জ করার জন্য দেওয়া যায়?

উত্তর ঃ যাকাতের মাল কোন মিসকীনকে হজ্জ করার জন্য দেওয়া যায়। যেহেতু হজ্জ 'সাবীলিল্লাহ'র পর্যাভুক্ত। (বানী)

প্রশ্ন ঃ আমার বেতন মাসিক ত্রিশ হাজার টাকা। আমার নিসাব পরিমাণ টাকা ব্যাংকে আছে। আমি কি প্রত্যেক মাসের বেতনের টাকার যাকাত প্রত্যেক মাসেই বের করব?

উত্তর ঃ যে নিসাব পরিমাণ টাকা যে মাসে হাতে এসেছে, সেই টাকা বছর ঘুরলে সেই মাসেই যাকাত দিতে হবে। অবশ্য তার হিসাব রাখা বড় কঠিন। এই জন্য যদি কিছু মাসের যাকাত আগাম দেওয়া হয়, তাহলে তা উত্তম। সুতরাং সারা বছরের মধ্যে যদি বর্কতময় রমযান মাসকে যাকাত আদায়ের জন্য নির্ধারিত করা হয় এবং শাবান মাসের বেতনের যাকাতও সব টাকার সাথে মিলিয়ে আদায় ক'রে দেওয়া হয়, তাহলে সমস্যা এড়ানো যাবে। আল্লাহর পথে দু'টাকা বেশি যাক, তা ভাল। কিন্তু যেন কম না যায়।

প্রশ্ন ঃ অলঙ্কারের যাকাত দেওয়ার সময় কি মা-মেয়ের অলঙ্কার একত্রিত ক'রে যাকাত দিতে হবে?

উত্তর ঃ না। প্রত্যেক মহিলার অলঙ্কার নিসাব পরিমাণ (৮৫ গ্রাম) হলে তবেই যাকাত লাগবে। মায়ের সাথে মেয়ের অলঙ্কার একত্রিত ক'রে নিসাব দেখা জরুরী নয়।

প্রশ্ন ঃ আমি কীভাবে স্বর্ণের যাকাত আদায় করব?

উত্তর ঃ আপনার কাছে যে মানের স্বর্ণ আছে, সেই মানের স্বর্ণের বাজার-দর জেনে নেবেন। তার সঠিক ওজন জেনে নেবেন। অতঃপর তার মূল্য নির্ধারণ ক'রে প্রত্যেক একশ টাকায় আড়াই টাকা, প্রত্যেক হাজারে ২৫০ এবং প্রত্যেক লাখে ২৫০০ টাকা যাকাত আদায় করবেন।

প্রশ্ন ঃ অতিরিক্ত বাড়ি ও গাড়ির যাকাত কীভাবে আদায় করব?

উত্তর ঃ বাড়ি বা গাড়ির যাকাত নেই। তবে যদি তা ব্যবসার সামগ্রী হয়, তাহলে তার মূল্যে যাকাত আছে। আর ভাড়ার জন্য হলে ভাড়ার টাকা নিসাব পরিমাণ হলে তাতে যাকাত আছে।

প্রশ্ন ঃ জামাআতের লোকেরা নিজ নিজ যাকাত ইমাম সাহেবের নিকট জমা করে। যাতে তিনি সঠিক জায়গায় ব্যয় করতে পারেন। তিনি অভাবী হলে জামাআতকে না জানিয়ে সেই যাকাতের কিছু অংশ নিজে ব্যবহার করতে পারেন কি না?

উত্তর ঃ না। কারণ তিনি জামাআতের আমানতদার। অভাবী হলেও তিনি তাদেরকে না জানিয়ে তা নিতে পারেন না। (ইজি)□

সিয়াম ও রোযা

প্রশ্ন ঃ মেঘ বা অন্য কোন কারণে চাঁদ যথাসময়ে না দেখা গেলে করণীয় কী?

উত্তর ঃ মেঘ বা অন্য কোন কারণে চাঁদ যথাসময়ে না দেখা গেলে মাসের তারীখ ৩০ পূর্ণ করে নিতে হবে। অবশ্য ঈদের চাঁদ প্রমাণ করার জন্য ২ জন মুসলিমের সাক্ষ্য প্রয়োজন। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ, চাঁদ দেখে রোযা ছাড়। যদি চাঁদ না দেখা যায়, তাহলে মাস ৩০ পূর্ণ করে নাও। কিন্তু যদি দুই জন মুসলিম সাক্ষ্য দেয়, তাহলে তোমরা রোযা রাখ ও রোযা ছাড়।" *(আহমাদ ৪/৩২১, নাসাঈ, দারাকুত্বনী, ইগঃ ৯০৯নং)*

পক্ষান্তরে রোযার মাসের শুরু হওয়ার কথা প্রমাণ করার জন্য এ কথা প্রমাণিত যে, আল্লাহর রসূল ﷺ একজন লোকের সাক্ষি নিয়ে রোযা রেখেছেন। *(আবূ দাউদ ২৩৪২, দারেমী, দারাকুত্বনী, বাইহাক্বী ৪/২১২, ইরওয়াউল গালীল ৯০৮-নং)*

প্রশ্ন ঃ ঈদের চাঁদ কেউ একা দেখলে সে কি একা একা ঈদ করতে পারে?

উত্তর ঃ ঈদের চাঁদ কেউ একা দেখলে সে কিন্তু একা একা ঈদ করতে পারে না। বরং চাঁদ দেখা সত্ত্বেও তার জন্য রোযা রাখা ওয়াজেব। কেননা, শওয়ালের চাঁদ দুই জন মুসলিম দেখার সাক্ষ্য না দেওয়া পর্যন্ত শরীয়তের দৃষ্টিতে প্রমাণ হয় না। তা ছাড়া মহানবী ﷺ বলেন, "ঈদ সেদিন, যেদিন লোকেরা ঈদ করে। কুরবানী সেদিন, যেদিন লোকেরা কুরবানী করে।" *(সহীহ তিরমিযী ৬৪৩, ইরওয়াউল গালীল ৯০৫নং)* যেহেতু শরীয়তে জামাআতের বড় মর্যাদা আছে।

মতান্তরে যে ব্যক্তি একা চাঁদ দেখবে সে পরের দিন রোযা রাখবে না। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ, চাঁদ দেখে রোযা ছাড়।" তবে প্রকাশ্যে নয়, বরং গোপনে ইফতার করবে সে। যাতে সে জামাআত-বিরোধী না হয়ে যায়। অথবা তাকে কেউ অসঙ্গত অপবাদ না দিয়ে বসে। আর আল্লাহই অধিক জানেন। *(মুমতে' ৬/৩২৯)*

প্রশ্ন ঃ ২৮ দিন রোযা রাখার পর শওয়ালের চাঁদ শরয়ী সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হলে করণীয় কী?

উত্তর ঃ ২৮ দিন রোযা রাখার পর শওয়ালের চাঁদ শরয়ী সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হলে জানতে হবে যে, রমযান মাসের প্রথম দিন অবশ্যই ছুটে গেছে। সুতরাং সে ক্ষেত্রে ঐ দিন ঈদের পরে কাযা করতে হবে। কারণ, চান্দ্র মাস ২৮ দিনের হতেই পারে না। হয় ৩০ দিনে মাস হবে, নচেৎ ২৯ দিনে। *(ফাতাওয়াস সিয়াম, মুসনিদ ১৫পৃঃ)*

প্রশ্ন ঃ যে দেশের রোযা ২/১ দিন পিছনে, শেষ রমযানে সে দেশে সফর করলে অথবা সে দেশ থেকে ফিরে এলে করণীয় কী?

পূর্ব দিককার (প্রাচ্যের) দেশগুলিতে চাঁদ ১ অথবা ২ দিন পরে দেখা দেয়। এখন ২৯শে রমযান চাঁদ দেখার পর অথবা ৩০শে রমযান ঐ দিককার কোন দেশে সফর করলে সেখানে গিয়ে দেখবে তার পরের দিনও রোযা। সে ক্ষেত্রে তাকে ঐ দেশের মুসলিমদের সাথে রোযা রাখতে হবে। অতঃপর তারা ঈদ করলে তাদের সাথে সেও ঈদ করবে; যদিও তার রোযা ৩১টি হয়ে যায়। কারণ, মহান আল্লাহ বলেন,

(فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)

অর্থাৎ, অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে সে যেন এ মাসে রোযা রাখে। *(কুঃ ২/১৮৫)*

আর মহানবী ﷺ বলেন, "রোযা সেদিন, যেদিন লোকেরা রোযা রাখে। ঈদ সেদিন, যেদিন লোকেরা ঈদ করে।" *(তিরমিযী, ইরওয়াউল গালীল ৯০৫, সিঃ সহীহাহ ২২৪নং)*

কিন্তু যদি কেউ পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে ২৮শে রমযান সফর করে, অতঃপর তার পর দিনই সেখানে ঈদ হয়, তাহলে সেও রোযা ভেঙ্গে লোকদের সাথে ঈদ করবে। অবশ্য তার পরে সে একটি রোযা কাযা রাখবে। কারণ, মাস ২৯ দিনের কম হয় না। পক্ষান্তরে যদি ২৯শে রমযান সফর করে তার পরের দিন ঈদ হয়, তাহলে তাদের সাথে ঈদ করার পর তাকে আর কোন রোযা কাযা করতে হবে না। কারণ, তার ২৯টি রোযা হয়ে গেছে এবং মাস ২৯ দিনেও হয়। *(ইবা, ফাতাওয়াস সিয়াম, মুসনিদ ১৬পৃঃ)*

অনুরূপ ৩০শের সকালে রোযা অবস্থায় সফর ক'রে নিজ দেশে ফিরে ঈদ দেখলে, তাদের সাথে ঈদ করবে। *(লাদা)*

পরন্তু যদি কেউ ঈদের দিনে ঈদ করে প্রাচ্যের দেশে সফর করে এবং সেখানে গিয়ে দেখে সেখানকার লোকেদের রোযা চলছে, তাহলে সে ক্ষেত্রে তাকে পানাহার বন্ধ করতে হবে না এবং রোযা কাযা করতেও হবে না। কেননা, সে শরয়ী নিয়ম মতে রোযা ভেঙ্গেছে। অতএব এ দিন তার জন্য পানাহার বৈধ হওয়ার দিন। *(আসইলাহ অআজবিবাহ ফী স্বালাতিল ঈদাইন ২৮-পৃঃ)*

প্রশ্ন ঃ এক দেশে চাঁদ দেখা গেলে কি পৃথিবীর সকল দেশে রোযা বা ঈদ করা জরুরী নয়?

উত্তর ঃ মহান আল্লাহ বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাসে উপনীত হবে, সে যেন রোযা রাখে।' (বাক্বারাহ ঃ ১৮৫) আর মহানবী ﷺ বলেছেন, 'তোমরা চাঁদ দেখলে রোযা রাখো......।' (বুখারী ১৯০০, মুসলিম ১০৮০নং)

এই নির্দেশ থেকে অনেকে বুঝেছেন যে, সারা বিশ্বের ২/১ জন মুসলিম চাঁদ দেখলেই সকল মুসলিমদের জন্য রোযা বা ঈদ করা জরুরী।

কিন্তু সাহাবাগণ এরূপ বুঝেননি। তাঁরা উদয়স্থলের পার্থক্য মেনে নিয়ে শাম দেশের চাঁদের খবর নিয়ে মদীনায় ঈদ করেননি।

কুরাইব বলেন, একদা উম্মুল ফায্ল বিন্তুল হারেষ আমাকে শাম দেশে মুআবিয়ার নিকট পাঠালেন। আমি শাম (সিরিয়া) পৌঁছে তাঁর প্রয়োজন পূর্ণ করলাম। অতঃপর

আমার শামে থাকা কালেই রমযান শুরু হল। (বৃহস্পতিবার দিবাগত) জুমআর রাত্রে চাঁদ দেখলাম। অতঃপর মাসের শেষ দিকে মদীনায় এলাম। আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﵄ আমাকে চাঁদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কবে চাঁদ দেখেছ?' আমি বললাম, 'আমরা জুমআর রাত্রে দেখেছি।' তিনি বললেন, 'তুমি নিজে দেখেছ?' আমি বললাম, 'জী হ্যাঁ। আর লোকেরাও দেখে রোযা রেখেছে এবং মুআবিয়াও রোযা রেখেছেন।' ইবনে আব্বাস ﵄ বললেন, 'কিন্তু আমরা তো (শুক্রবার দিবাগত) শনিবার রাত্রে চাঁদ দেখেছি। অতএব আমরা ৩০ পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অথবা নতুন চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রোযা রাখতে থাকব।' আমি বললাম, 'মুআবিয়ার দর্শন ও তাঁর রোযার খবর কি আপনার জন্য যথেষ্ট নয়?' তিনি বললেন, 'না। আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে এ রকমই আদেশ দিয়েছেন।' *(মুসলিম ১০৮৮ নং)*

আমরা মনে করি, আমরা সালাফী। অতএব সালাফদের বুঝ নিয়েই আমাদের উচিত কুরআন-হাদীস বুঝা এবং উদয়স্থলের ভিন্নতা গণ্য ক'রে নেওয়া।

তাছাড়া আমভাবে শরীয়তের সকল নির্দেশ একই সময়ে মান্য করা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। যেমন ঃ-

মহান আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা পানাহার কর; যতক্ষণ কালো সুতা (রাতের কালো রেখা) হতে ঊষার সাদা সুতা (সাদা রেখা) স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়। অতঃপর রাত্রি পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর।' (বাক্বারাহ ঃ ১৮৭)

মহানবী ﷺ বলেন, "রাত যখন এদিক (পূর্ব গগন) থেকে আগত হবে, দিন যখন এদিক (পশ্চিম গগন) থেকে বিদায় নেবে এবং সূর্য যখন অস্ত যাবে, তখন রোযাদার ইফতার করবে।" *(বুখারী ১৯৪১, ১৯৫৪, মুসলিম ১১০০, ১১০১, আবূ দাউদ ২৩৫১, ২৩৫২, তিরমিযী)*

উক্ত নির্দেশ দু'টি সারা বিশ্বের সকল মুসলিমদের জন্য একই সাথে মান্য করা সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে কেউ বলেন না যে, নির্দেশ ব্যাপক। অতএব সারা বিশ্বের ২/ ১ জন মুসলিম ফজর উদয় দেখলেই সকল মুসলিমদের জন্য পানাহার বন্ধ করা জরুরী। অথবা সারা বিশ্বের ২/ ১ জন মুসলিম সূর্যাস্ত দেখলেই সকল মুসলিমদের জন্য ইফতারী করা জরুরী। বরং বিশ্বের প্রতীচ্যের লোক যখন ইফতারী করে, প্রাচ্যের লোক ইফতারী করে তাদের থেকে প্রায় ১২-১৫ ঘন্টা পরে।

সুতরাং ঈদ সারা বিশ্বে একদিনে একই সময়ে হওয়াও সম্ভব নয়। আর নাই-বা হল একই দিনে ঈদ। কী এমন ঐক্য আছে এতে? কত শত বিষয়ে মতভেদ ও মতানৈক্য। হৃদয়ে-হৃদয়ে, বিশ্বাসে ও আচরণে কত ভিন্নতা। কেবল ঈদের দিনের অভিন্নতা নিয়ে কোন্ ফল ফলবে? তবুও বলব, এ বিষয়ে উলামাদের 'ইজমা' হলে দোষ নেই।

প্রকাশ থাকে যে, যাঁরা উক্ত হাদীসের উপর আমল করতে গিয়ে সউদী আরবের সাথে রোযা-ঈদ ক'রে থাকেন, তাঁরাও কিন্তু অনেক সময় ভুল করেন। কারণ সউদী আরব অন্য দেশের চাঁদ দেখে ঈদ করে না। তার পশ্চিমে আফ্রিকার কোন দেশের চাঁদ দেখে সউদীরা রোযা-ঈদ করেন না। তাহলে উপমহাদেশ থেকে চোখ বুজে সউদিয়ার অনুকরণ

করলে উক্ত হাদীসের উপর তাঁদের আমল হয় না, যে হাদীস পেশ ক'রে তাঁরা মনে করেন যে, সারা বিশ্বের মুসলিমগণকে একই সাথে রোযা-ঈদ করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ রমযান মাসে আগামী কাল সকালে সফরের নিয়ত থাকলেও কি ফজরের পূর্বে রোযার নিয়ত করতে হবে?

উত্তর ঃ অবশ্যই। রোযার নিয়তে রোযা রেখে গ্রাম বা শহর ছেড়ে বের হয়ে গিয়ে তারপর রোযা ভাঙ্গা চলবে। দুপুরে সফর করবে বলে সকাল থেকে বাড়িতে বসে রোযা বন্ধ করা বৈধ নয়।

প্রশ্ন ঃ এগারো মাস নামায পড়ে না। রমযান এলে রোযা রাখে ও নামায পড়ে। এমন লোকের রোযা কবুল হবে কি? রোযার উপর নামাযের প্রভাব আছে কি? তারা রোযা রেখে (জান্নাতের) 'রাইয়ান' গেটে প্রবেশকারীদের সঙ্গে প্রবেশ করবে না কি? 'এক রমযান থেকে অপর রমযান মধ্যবর্তী সকল গোনাহকে মোচন করে দেয়।'---এ কথা ঠিক নয় কি?

উত্তর ঃ বেনামাযীর রোযা কবুল হবে না। যেহেতু নামায ইসলামের খুঁটি, যা ব্যতিরেকে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। পরন্তু বেনামাযী কাফের ও ইসলামের মিল্লত থেকে বহির্ভূত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মানুষ ও কুফরীর মধ্যে (পর্দা) হল, নামায ত্যাগ করা।" *(মুসলিম)*

তিনি আরো বলেছেন, "যে চুক্তি আমাদের ও তাদের (কাফেরদের) মধ্যে বিদ্যমান, তা হচ্ছে নামায (পড়া)। অতএব যে নামায ত্যাগ করবে, সে নিশ্চয় কাফের হয়ে যাবে।" *(তিরমিযী)*

শাক্বীক ইবনে আব্দুল্লাহ তাবেঈ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'মুহাম্মাদ ﷺ-এর সহচরবৃন্দ নামায ছাড়া অন্য কোন আমল ত্যাগ করাকে কুফরীমূলক কাজ বলে মনে করতেন না।' *(তিরমিযী) (ফাতাওয়া ইবনে উষাইমীন ২/৬৮৭)*

আর কাফেরের নিকট থেকে আল্লাহ রোযা, সাদকা, হজ্জ এবং অন্যান্য কোনও নেক আমল কবুল করেন না। যেহেতু আল্লাহ পাক বলেন,□

[وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهِ وَلاَ يَأْتُوْنَ الصَّلاَةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالى وَلاَ يُنْفِقُوْنَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُوْنَ]

অর্থাৎ, ওদের অর্থ-সাহায্য গৃহীত হতে কোন বাধা ছিল না। তবে বাধা এই ছিল যে, ওরা আল্লাহ ও তদীয় রসূলকে অস্বীকার (কুফরী) করে এবং নামাযে আলস্যের সঙ্গে উপস্থিত হয়। আর অনিচ্ছাকৃতভাবে অর্থদান করে। *(সূরা তাওবা ৫৪ আয়াত)*

সুতরাং যদি কেউ রোযা রাখে এবং নামায না পড়ে, তাহলে তার রোযা বাতিল ও অশুদ্ধ। আল্লাহর নিকট তা কোন উপকারে আসবে না এবং তা তাকে আল্লাহর সান্নিধ্য দান করতেও পারবে না।

আর তার অমূলক ধারণা যে, 'এক রমযান থেকে অপর রমযান মধ্যবর্তী সকল গোনাহকে মোচন ক'রে দেয়'- তো এর জওয়াবে বলি যে, সে এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীসটাই

জানতে (বা বুঝতে) পারেনি। রসূল ﷺ বলেন, “পাঁচ ওয়াক্ত নামায, জুমআহ থেকে জুমআহ এবং রমযান থেকে রমযান; এর মধ্যবর্তী সকল গোনাহকে মোচন ক’রে দেয়---যতক্ষণ পর্যন্ত কাবীরা গোনাহসমূহ থেকে দূরে থাকা হয়।” *(মুসলিম, মিশকাত ৫৬৪নং)* সুতরাং রমযান থেকে রমযানের মধ্যবর্তী পাপসমূহ মোচন হওয়ার জন্য মহানবী ﷺ শর্তারোপ করেছেন যে, কাবীরা গোনাহসমূহ থেকে দূরে থাকতে হবে। কিন্তু সে তো নামাযই পড়ে না, আর রোযা রাখে। যাতে সে কাবীরা গোনাহ থেকে দূরে থাকতে পারে না। যেহেতু নামায ত্যাগ করার চেয়ে অধিক বড় কাবীরা গোনাহর কাজ আর কী আছে? বরং নামায ত্যাগ করা তো কুফরী। তাহলে কী ক’রে সম্ভব যে, রোযা তার পাপ মোচন করবে?

সুতরাং নিজ প্রভুর কাছে তার জন্য তওবা (অনুশোচনার সাথে প্রত্যাবর্তন) করা ওয়াজেব। আল্লাহ যে তার উপর নামায ফরয করেছেন, তা পালন ক’রে তারপর রোযা রাখা উচিত। যেহেতু নবী ﷺ মুআয ﷺ-কে ইয়ামান প্রেরণকালে বলেছিলেন, “ওদেরকে তোমার প্রথম দাওয়াত যেন ‘আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর রসূল’- এই সাক্ষ্যদানের প্রতি হয়। যদি ওরা তা তোমার নিকট থেকে গ্রহণ করে, তবে তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ ওদের উপর প্রত্যেক দিবা-রাত্রে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন।

অতএব দুই সাক্ষ্যদানের পর নামায, অতঃপর যাকাত দিয়ে (দাওয়াত) শুরু করেছেন। (ইউ)

নিকৃষ্ট মানুষ সে, যে নিজ প্রভুকে কেবল রমযানে চেনে ও স্মরণ করে, বাকী এগারো মাস ভুলে থাকে! অথচ সে এক মাসের চেনা তাদের কোন কাজে লাগবে না। (লাদা)

প্রশ্ন ঃ রোযাদারের জন্য এমন দেশে সফর ক’রে রোযা রাখা বৈধ কি, যেখানের দিন ঠান্ডা ও ছোট?

রোযাদারের জন্য এমন দেশে সফর করে রোযা রাখা বৈধ, যেখানের দিন ঠান্ডা ও ছোট। *(ইবনে উষাইমীন, মাজমূউ ফাতাওয়া ১/৫০৬)*

প্রশ্ন ঃ আমার কিড্নীর সমস্যা আছে। রোযা রাখলেই সমস্যা বাড়ে। ডাক্তার রোযা রাখতে নিষেধও করেছে। আমার এখন কী করা উচিত?

উত্তর ঃ এ সমস্যা যদি চির-সমস্যা হয়, অর্থাৎ, পরে কাযা করতেও না পারা যায়, তাহলে প্রত্যেক রোযার বিনিময়ে একটি ক’রে মিসকীন খাওয়াতে হবে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (١٨٤) سورة البقرة

অর্থাৎ, (রোযা) নির্দিষ্ট কয়েক দিনের জন্য। তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে বা সফর অবস্থায় থাকলে অন্য দিনে এ সংখ্যা পূরণ করে নেবে। আর যারা রোযা রাখার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও রোযা রাখতে চায় না (যারা রোযা রাখতে অক্ষম), তারা এর পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করবে। (বাক্বারাহ ঃ ১৮৪)

প্রশ্ন ঃ শোনা যায়, ফিতরা না দিলে রোযা কবুল হয় না।---এ কথা কি ঠিক?

উত্তর ঃ এ মর্মে একটি হাদীস বর্ণিত আছে, যা সহীহ নয়। (সিঃ যয়ীফাহ ৪৩নং)

প্রশ্ন ঃ পরিজনের সাথে এক সঙ্গে রোযা রাখার উদ্দেশ্যে মহিলারা ট্যাবলেট খেয়ে মাসিক বন্ধ রাখতে পারে কি?

উত্তর ঃ মহান আল্লাহর দেওয়া এ প্রকৃতিকে রোধ করলে তার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। মাসিক-নিবারক ট্যাবলেট ব্যবহারে মহিলার গর্ভাশয়েরও নানান ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে; যেমন সে কথা ডাক্তারগণ উল্লেখ ক’রে থাকেন। সুতরাং ওষুধ ব্যবহার না ক’রে কাযা করাই উত্তম। কিন্তু যদি মহিলা ঐভাবে মাসিক বন্ধ রেখে এবং পবিত্রা থেকে রোযা রাখে, তাহলে সে রোযা শুদ্ধ ও যথেষ্ট হয়ে যাবে। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ রমযানের একাধিক রোযা কাযা করতে হলে কি একটানা করা জরুরী?

উত্তর ঃ একটানা হওয়া জরুরী নয়। কেটে কেটেও রাখা যায়। তবে উত্তম হল একটানা রাখা। (ইজি)

প্রশ্ন ঃ কেউ রোযা রেখে মারা গেলে তার তরফ থেকে মিসকীন খাওয়াতে হবে, নাকি ওয়ারেসকে রোযা রেখে দিতে হবে?

উত্তর ঃ রমযানের রোযা কাযা রেখে মারা গেলে তার তরফ থেকে মিসকীন খাওয়াতে হবে। আর নযরের রোযা না রেখে মারা গেলে তার তরফ থেকে ওয়ারেসকে রোযাই রাখতে হবে।

আমরাহর মা রমযানের রোযা বাকী রেখে ইন্তিকাল করলে তিনি মা আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আমি আমার মায়ের তরফ থেকে কাযা ক’রে দেব কি?’ আয়েশা (রাঃ) বললেন, ‘না। বরং তার তরফ থেকে প্রত্যেক দিনের পরিবর্তে এক একটি মিসকীনকে অর্ধ সা’ (প্রায় ১ কিলো ২৫০ গ্রাম খাদ্য) সদকাহ ক’রে দাও।’ *(ত্বাহাবী ৩/১৪২, মুহাল্লা ৭/৪, আহকামুল জানাইয, টীকা ১৭০পৃঃ)*

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, ‘কোন ব্যক্তি রমযান মাসে অসুস্থ হয়ে পড়লে এবং তারপর রোযা না রাখা অবস্থায় মারা গেলে তার তরফ থেকে মিসকীন খাওয়াতে হবে; তার কাযা নেই। পক্ষান্তরে নযরের রোযা বাকী রেখে গেলে তার তরফ থেকে তার অভিভাবক (বা ওয়ারেস) রোযা রাখবে।’ *(আবূ দাউদ ২৪০১নং প্রমুখ)*

প্রশ্ন ঃ রোযা না রাখার নিয়ত করলে এবং তার নিয়ত বাতিল ক’রে দিলে রোযা বাতিল হয়ে যাবে কি?

উত্তর ঃ নিয়ত প্রত্যেক ইবাদত তথা রোযার অন্যতম রুক্ন। আর সারা দিন সে নিয়ত নিরবচ্ছিন্নভাবে মনে জাগ্রত রাখতে হবে; যাতে রোযাদার রোযা না রাখার বা রোযা বাতিল করার কোন প্রকার দৃঢ় সংকল্প না করে বসে। বলা বাহুল্য, রোযা না রাখার নিয়ত করলে এবং তার নিয়ত বাতিল করে দিলে সারাদিন পানাহার আদি না করে উপবাস করলেও রোযা বাতিল গণ্য হবে। *(দ্রঃ ফিক্হুস সুন্নাহ ১/৪১২, মুমতে’ ৬/৩৭৬)*

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কিছু খাওয়া অথবা পান করার প্রাথমিক ইচ্ছা পোষণ করার পর ধৈর্য ধরে পানাহার করার ঐ ইচ্ছা বাতিল করে পানাহার করে না, সে ব্যক্তির কেবল রোযা

ভাঙ্গার ইচ্ছা পোষণ করার ফলে রোযা নষ্ট হবে না; যতক্ষণ না সে সত্যসত্যই পানাহার করে নেবে। আর এর উদাহরণ সেই ব্যক্তির মত, যে নামাযে কথা বলার ইচ্ছা পোষণ করার পর কথা না বলে অথবা নামায পড়তে পড়তে হাওয়া ছাড়ার ইচ্ছা করার পর তা সামলে নিতে পারে। এমন ব্যক্তির যেমন নামায ও ওযূ বাতিল নয়, ঠিক তেমনি ঐ রোযাদারের রোযা। *(ইবনে উষাইমীন, ক্যাসেট, আহকামুন মিনাস সিয়াম)*

প্রশ্ন ঃ ফজরের আযান হলেই কি পানাহার বন্ধ করা জরুরী?

উত্তর ঃ আযান দেখার বিষয় নয়। দেখার বিষয় হল ফজর উদয়ের সময়। যেমন সময়ের ঘড়িও মজবুত হওয়া প্রয়োজন। নচেৎ মুআয্যিন আগে আযান দিলে অথবা ঘড়ি ফার্স্ট থাকলে যেমন খাওয়া বন্ধ করা বিধেয় নয়, তেমনি মুআয্যিন দেরি ক'রে আযান দিলে অথবা ঘড়ি স্লো থাকলে খেয়ে যেতেই থাকা বৈধ নয়। বলা বাহুল্য, এ বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য। (ইবাঃ)

প্রশ্ন ঃ এক ব্যক্তি ঘুম থেকে উঠে সেহরী খেল। অতঃপর জানতে পারল যে, তার খাওয়াটা ফজরের আযানের পর হয়েছে। সুতরাং তার রোযা কি শুদ্ধ হবে?

উত্তর ঃ আযান সঠিক সময়ে হয়ে থাকলে এবং সে আযান হয়ে গেছে---এ কথা না জানলে তার রোযা শুদ্ধ। কারণ অজান্তে বা ভুলে অনিচ্ছাকৃতভাবে পানাহার ক'রে ফেললে রোযার কোন ক্ষতি হয় না।

মহানবী ﷺ বলেন, "যে রোযাদার ভুলে গিয়ে পানাহার করে ফেলে, সে যেন তার রোযা পূর্ণ করে নেয়। এ পানাহার তাকে আল্লাহই করিয়েছেন।" *(বুখারী ১৯৩৩, মুসলিম ১১৫৫, আবূ দাউদ ২৩৯৮, তিরমিযী, দারেমী, ইবনে মাজাহ ১৬৭৩, দারাকুত্বনী, বাইহাক্বী ৪/২২৯, আহমাদ ২/৩৯৫, ৪২৫, ৪৯১, ৫১৩)*

আসমা বিন্তে আবী বাক্‌র (রাঃ) বলেন, 'নবী ﷺ-এর যুগে একদা আমরা মেঘলা দিনে ইফতার করলাম। তারপর সূর্য দেখা গেল।' *(বুখারী ১৯৫৯, আবূ দাউদ ২৩৫৯, ইবনে মাজাহ ১৬৭৪নং)*

এই অবস্থায় রোযা কাযা করার নির্দেশ দেওয়া হয়নি। তার মানে রোযা শুদ্ধ।

প্রশ্ন ঃ চোখে বা কানে ওষুধ দিলে কি রোযা ভেঙ্গে যায়?

উত্তর ঃ চোখে বা কানে ওষুধ দিলে রোযা ভাঙ্গে না। কারণ চোখ ও কান খাদ্যনালী নয় এবং সে ওষুধও কোন খাবারের কাজ করে না। তবে সন্দেহ হলে তা রাতে ব্যবহার করাই পূর্বসতর্কতামূলক কর্ম। (লাদা)

প্রশ্ন ঃ বমি করলে কি রোযা ভেঙ্গে যায়?

উত্তর ঃ ইচ্ছাকৃত বমি করলে রোযা নষ্ট হয়ে যায়। মহানবী ﷺ বলেন, "রোযা অবস্থায় যে ব্যক্তি বমনকে দমন করতে সক্ষম হয় না, তার জন্য কাযা নেই। পক্ষান্তরে যে ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করে, সে যেন ঐ রোযা কাযা করে।" *(আহমাদ ২/৪৯৮, আবূ দাউদ ২৩৮০, তিরমিযী ৭১৬, ইবনে মাজাহ ১৬৭৬, সঃ জামে' ৬২৪৩নং)*

প্রশ্ন ঃ রোযাদার কি দাঁতন করতে পারে? তার ফলে আল্লাহর নিকট কস্তুরি অপেক্ষা বেশি সুগন্ধময় গন্ধ কি দূর হয়ে যায় না?

উত্তর ঃ রোযাদার দিনের প্রথম ও শেষভাগে যে কোন সময় দাঁতন করতে পারে।

রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে প্রিয় বলে তা ইচ্ছাকৃত ছেড়ে রাখা বিধেয় নয়। তাছাড়া দাঁতন করলে মুখের গন্ধ যায় না। কারণ তা আসে পেট খাদ্যশূন্য হওয়ার কারণে। (ইজি)

প্রশ্ন ঃ রোযার দিনে দাঁতের মাজন (টুথ-পেস্ট্ বা পাওডার) ব্যবহার করলে রোযা শুদ্ধ হবে কি?

উত্তর ঃ রোযার দিনে দাঁতের মাজন (টুথ পেস্ট্ বা পাওডার) ব্যবহার না করাই উত্তম। বরং তা রাত্রে এবং ফজরের আগে ব্যবহার করাই উচিত। কারণ, মাজনের এমন প্রতিক্রিয়া ও সঞ্চার ক্ষমতা আছে, যার ফলে তা গলা ও পাকস্থলীতে নেমে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। অনুরূপ আশঙ্কার ফলেই মহানবী ﷺ লাকীত্ব বিন সাবরাহকে বলেছিলেন, "(ওযূ করার সময়) তুমি নাকে খুব অতিরঞ্জিতভাবে পানি টেনে নিয়ো। কিন্তু তোমার রোযা থাকলে নয়।" *(আহমাদ ৪/৩৩, আবূ দাউদ ১৪২, তিরমিযী, নাসাঈ, সঃ ইবনে মাজাহ ৩২৮নং)*

পক্ষান্তরে নেশাদার ও দেহে অবসন্ন আনয়নকারী মাজন; যেমন, গুল-গুড়াকু প্রভৃতি; যা ব্যবহারের ফলে মাথা ঘোরে অথবা ব্যবহারকারী জ্ঞানশূন্য হয়ে যায়, তা ব্যবহার করা বৈধ নয়; না রোযা অবস্থায় এবং না অন্য সময়। কারণ, তা মহানবী ﷺ-এর এই বাণীর আওতাভুক্ত হতে পারে, যাতে তিনি বলেন, "প্রত্যেক মাদকতা আনয়নকারী দ্রব্য হারাম।" *(বুখারী, মুসলিম, সুনানে আরবাআহ, সঃ জামে' ৪৫৫০নং)*

প্রশ্ন ঃ রোযা অবস্থায় তরকারির লবণ বা চায়ের মিষ্টি চেক করা বৈধ কি?

উত্তর ঃ রান্না করতে করতে প্রয়োজনে খাবারের লবণ বা মিষ্টি সঠিক হয়েছে কি না, তা চেখে দেখা রোযাদারের জন্য বৈধ। তদনুরূপ কোন কিছু কেনার সময় চেখে পরীক্ষা করার দরকার হলে তা করতে পারে। ইবনে আব্বাস ؓ বলেন, 'কোন খাদ্য, সির্কা এবং কোন কিছু কিনতে হলে তা চেখে দেখাতে কোন দোষ নেই।' *(দ্রঃ বুখারী ৩৮০পৃঃ, ইবনে আবী শাইবাহ ২/৩০৫, বাইহাক্বী ৪/২৬১, ইরওয়াউল গালীল ৯৩৭নং)*

অনুরূপভাবে অতি প্রয়োজনে মা তার শিশুর জন্য কোন শক্ত খাবার চিবিয়ে নরম করে দিতে পারে, ধান শুকিয়েছে কি না এবং মুড়ির চাল হয়েছে কি না তা চিবিয়ে দেখতে পারে। অবশ্য এ সকল ক্ষেত্রে শর্ত হল, যেন চর্বিত কোন অংশ রোযাদারের পেটে না চলে যায়। বরং অতি সাবধানতার সাথে কেবল দাঁতে চিবিয়ে এবং জিভে তার স্বাদ চেখে সঙ্গে সঙ্গে বাইরে ফেলা জরুরী। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/১২৮)*

প্রশ্ন ঃ রোযাদার ব্যক্তি কি দীর্ঘক্ষণ সাঁতার কাটতে পারে?

উত্তর ঃ রোযাদারের জন্য সাঁতার কাটতে কোন বাধা নেই। তবে সতর্ক থাকতে হবে, যাতে পানি পেটে চলে না যায়। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ দেহ থেকে রক্ত পড়লে কি রোযার কোন ক্ষতি হয়?

উত্তর ঃ কেটে-ফেটে গিয়ে অথবা ঘা টিপতে গিয়ে অথবা দাঁত তুলতে গিয়ে অথবা দাঁতন করতে গিয়ে রক্ত পড়লে অথবা রক্ত পরীক্ষার জন্য দিলে রোযার কোন ক্ষতি হয় না। মুখের রক্ত গেলা যাবে না। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ থুথু বা গয়ের গিললে কি রোযার ক্ষতি হয়?

উত্তর ঃ থুথু ও গয়ের থেকে বাঁচা দুঃসাধ্য। কারণ, তা মুখে বা গলার গোড়ায় জমা হয়ে নিচে এমনিতেই চলে যায়। অতএব এতে রোযা নষ্ট হবে না এবং বারবার থুথু ফেলারও দরকার হবে না।

অবশ্য যে কফ, গয়ের, খাঁকার বা শ্লেষ্মা বেশী মোটা এবং যা কখনো মানুষের বুক (শ্বাসযন্ত্র) থেকে, আবার কখনো মাথা (Sinuses) থেকে বের হয়ে আসে, তা গলা ঝেড়ে বের করে বাইরে ফেলা ওয়াজেব এবং তা গিলে ফেলা বৈধ নয়। যেহেতু তা ঘৃণিত; সম্ভবতঃ তাতে শরীর থেকে বেরিয়ে আসা কোন রোগজীবাণুও থাকতে পারে। সুতরাং তা গিলে ফেলাতে স্বাস্থ্যের ক্ষতিও হতে পারে। তবে যদি কেউ ফেলতে না পেরে গিলেই ফেলে, তাহলে তাতে রোযা নষ্ট হবে না।

পক্ষান্তরে মুখের ভিতরকার স্বাভাবিক লালা গিলাতে কোন ক্ষতি নেই। রোযাতেও কোন প্রভাব পড়ে না। *(মুমতে' ৬/৪২৮-৪২৯, ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/১২৫, ফাতাওয়াস সিয়াম ৩৮পৃঃ)*

প্রশ্ন ঃ রাস্তার ধুলো বা আটার গুঁড়ো নাকের ভিতরে গেলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে কি?

উত্তর ঃ রাস্তার ধূলা রোযাদারের নিঃশ্বাসের সাথে পেটে গেলে রোযার কোন ক্ষতি হয় না। তদনুরূপ যে ব্যক্তি আটাচাকিতে কাজ করে অথবা তার কাছে যায় সে ব্যক্তির পেটে আটার গুঁড়ো গেলেও রোযার কোন ক্ষতি হবে না। *(ইজি)* কারণ, এ সব থেকে বাঁচার উপায় নেই। অবশ্য মুখে মুখোশ ব্যবহার করে বা কাপড় বেঁধে কাজ করাই উত্তম।

প্রশ্ন ঃ রোযা অবস্থায় সুরমা লাগানো এবং চোখে ও কানে ওষুধ ব্যবহার করা বৈধ কি?

উত্তর ঃ রোযা অবস্থায় সুরমা লাগানো এবং চোখে ও কানে ওষুধ ব্যবহার বৈধ। কিন্তু ব্যবহার করার পর যদি গলায় সুরমা বা ওষুধের স্বাদ অনুভূত হয়, তাহলে (কিছু উলামার নিকট রোযা ভেঙ্গে যাবে এবং সে রোযা) কাযা রেখে নেওয়াই হল পূর্বসতর্কতামূলক কর্ম। *(ইবা)* কারণ, চোখ ও কান খাদ্য ও পানীয় পেটে যাওয়ার পথ নয় এবং সুরমা বা ওষুধ লাগানোকে খাওয়া বা পান করাও বলা যায় না; না সাধারণ প্রচলিত কথায় এবং না-ই শরয়ী পরিভাষায়। অবশ্য রোযাদার যদি চোখে বা কানে ওষুধ দিনে ব্যবহার না করে রাতে করে, তাহলে সেটাই হবে পূর্বসাবধানতামূলক কর্ম। *(মুমতে' ৬/৩৮২, লাদা, ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/১২৯)*

হযরত আনাস ﷺ রোযা থাকা অবস্থায় সুরমা ব্যবহার করতেন। *(সহীহ আবূ দাউদ ২০৮২নং)*

পক্ষান্তরে রোযা থাকা অবস্থায় নাকে ওষুধ ব্যবহার বৈধ নয়। কারণ, নাকের মাধ্যমে পানাহার পেটে পৌঁছে থাকে। আর এ জন্যই মহানবী ﷺ বলেছেন, "(ওযূ করার সময়) তুমি নাকে খুব অতিরঞ্জিতভাবে পানি টেনে নিও। কিন্তু তোমার রোযা থাকলে নয়।" *(আহমাদ ৪/৩৩, আবূ দাউদ ১৪২, তিরমিযী, নাসাঈ, সহীহ ইবনে মাজাহ ৩২৮নং)*

বলা বাহুল্য, উক্ত হাদীস এবং অনুরূপ অর্থের অন্যান্য হাদীসের ভিত্তিতেই নাকে ওষুধ ব্যবহার করার পর যদি গলাতে তার স্বাদ অনুভূত হয়, তাহলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে এবং

সে রোযা কাযা করতে হবে। *(ইবা, ফাতাওয়া মুহিম্মাহ, তাতাআল্লাকু বিস্‌সিয়াম ২৮পৃঃ)*

প্রশ্ন ঃ রোযা অবস্থায় পায়খানা-দ্বারে ওষুধ ব্যবহার করা যায় কি?

উত্তর ঃ রোযাদারের জ্বর হলে তার জন্য পায়খানা-দ্বারে ওষুধ (সাপোজিটরি) রাখা যায়। তদনুরূপ জ্বর মাপা বা অন্য কোন পরীক্ষার জন্য মল-দ্বারে কোন যন্ত্র ব্যবহার করা দোষাবহ বা রোযার পক্ষে ক্ষতিকর নয়। কারণ, এ কাজকে খাওয়া বা পান করা কিছুই বলা হয় না। (এবং পায়খানা-দ্বার পানাহারের পথও নয়।) *(মুমতে' ৬/৩৮১)*

রোযা অবস্থায় পেটে (এন্ডোসকপি মেশিন) নল সঞ্চালন করলে রোযার ক্ষতি হয় কি?

উত্তর ঃ পেটের ভিতর কোন পরীক্ষার জন্য (এন্ডোসকপি মেশিন) নল বা স্টমাক টিউব সঞ্চালন করার ফলে রোযার কোন ক্ষতি হয় না। তবে হ্যাঁ, যদি পাইপের সাথে কোন (তৈলাক্ত) পদার্থ থাকে এবং তা তার সাথে পেটে গিয়ে পৌঁছে, তাহলে তাতে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। অতএব একান্ত প্রয়োজন ছাড়া এ কাজ ফরয বা ওয়াজেব রোযায় করা বৈধ নয়। *(মুমতে' ৬/৩৮৩-৩৮৪)*

প্রশ্ন ঃ রোযা অবস্থায় বাহ্যিক শরীরে তেল, মলম, পাওডার বা ক্রিম ব্যবহার করা বৈধ কি?

উত্তর ঃ বাহ্যিক শরীরের চামড়ায় পাওডার বা মলম ব্যবহার করা রোযাদারের জন্য বৈধ। কারণ, তা পেটে পৌঁছে না।

তদনুরূপ প্রয়োজনে ত্বককে নরম রাখার জন্য কোন তেল, ভ্যাসলিন বা ক্রিম ব্যবহার করাও রোযা অবস্থায় অবৈধ নয়। কারণ, এ সব কিছু কেবল চামড়ার বাহিরের অংশ নরম করে থাকে এবং শরীরের ভিতরে প্রবেশ করে না। পরন্তু যদিও লোমকূপে তা প্রবেশ হওয়ার কথা ধরেই নেওয়া যায়, তবুও তাতে রোযা নষ্ট হবে না। *(ইজি, ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/১২৭)*

তদনুরূপ রোযা অবস্থায় মহিলাদের জন্য হাতে মেহেন্দী, পায়ে আলতা অথবা চুলে (কালো ছাড়া অন্য রঙের) কলফ ব্যবহার বৈধ। এ সবে রোযা বা রোযাদারের উপর কোন (মন্দ) প্রভাব ফেলে না। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/১২৭)*

প্রশ্ন ঃ স্বামী-স্ত্রীর আপোষের চুম্বন ও প্রেমকেলিতে রোযার ক্ষতি হয় কি না?

উত্তর ঃ যে রোযাদার স্বামী-স্ত্রী মিলনে ধৈর্য রাখতে পারে; অর্থাৎ সঙ্গম বা বীর্যপাত ঘটে যাওয়ার আশঙ্কা না করে, তাদের জন্য আপোসে চুম্বন ও প্রেমকেলি বা কোলাকুলি করা বৈধ এবং তা তাদের জন্য মকরূহ নয়। কারণ, মহানবী ﷺ রোযা রাখা অবস্থায় স্ত্রী-চুম্বন করতেন এবং রোযা অবস্থায় প্রেমকেলিও করতেন। আর তিনি ছিলেন যৌন ব্যাপারে বড় সংযমী। *(বুখারী ১৯২৭, মুসলিম ১১০৬, আবূ দাউদ ২৩৮২, তিরমিযী ৭২৯, ইবনে আবী শাইবাহ ৯৩৯২নং)* অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, আল্লাহর রসূল ﷺ স্ত্রী-চুম্বন করতেন রমযানে রোযা রাখা অবস্থায়; *(মুসলিম ১১০৬নং)* রোযার মাসে। *(আবূ দাউদ ২৩৮৩, ইবনে আবী শাইবাহ ৯৩৯০নং)*

আর এক বর্ণনায় আছে, মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ আমাকে চুম্বন দিতেন। আর সে সময় আমরা উভয়ে রোযা অবস্থায় থাকতাম।' *(আবূ দাউদ ২৩৮৪, ইবনে আবী শাইবাহ ৯৩৯৭নং)*

উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, তিনি তাঁর সাথেও অনুরূপ করতেন। *(মুসলিম ১১০৮নং)* আর তদ্রূপ বলেন হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)ও। *(ঐ ১১০৭নং)*

উমার ﷺ বলেন, একদা স্ত্রীকে খুশী করতে গিয়ে রোযা অবস্থায় আমি তাকে চুম্বন দিয়ে ফেললাম। অতঃপর নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, 'আজ আমি একটি বিরাট ভুল করে ফেলেছি; রোযা অবস্থায় স্ত্রী-চুম্বন করে ফেলেছি।' আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "যদি রোযা রেখে পানি দ্বারা কুল্লি করতে, তাহলে তাতে তোমার অভিমত কী?" আমি বললাম, 'তাতে কোন ক্ষতি নেই।' মহানবী ﷺ বললেন, "তাহলে ভুল কিসের?" *(আহমাদ ১/২১, ৫২, সহীহ আবূ দাউদ ২০৮৯, দারেমী ১৬৭৫, ইবনে আবী শাইবাহ ৯৪০৬নং)*

পক্ষান্তরে রোযাদার যদি আশঙ্কা করে যে, প্রেমকেলি বা চুম্বনের ফলে তার বীর্যপাত ঘটে যেতে পারে অথবা (স্বামী-স্ত্রী) উভয়ের উত্তেজনার ফলে সহসায় মিলন ঘটে যেতে পারে, কারণ সে সময় সে হয়তো তাদের উদগ্র কাম-লালসাকে সংযত করতে পারবে না, তাহলে সে কাজ তাদের জন্য হারাম। আর তা হারাম এই জন্য যে, যাতে পাপের ছিদ্রপথ বন্ধ থাকে এবং তাদের রোযা নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা পায়।

প্রশ্ন ঃ স্ত্রী-চুম্বনের ক্ষেত্রে বৃদ্ধ ও যুবকের মাঝে কোন পার্থক্য আছে কি?

উত্তর ঃ এ ক্ষেত্রে বৃদ্ধ ও যুবকের মাঝে কোন পার্থক্য নেই; যদি উভয়ের কামশক্তি এক পর্যায়ের হয়। সুতরাং দেখার বিষয় হল, কাম উত্তেজনা সৃষ্টি এবং বীর্যস্খলনের আশঙ্কা। অতএব সে কাজ যদি যুবক বা কামশক্তিসম্পন্ন বৃদ্ধের উত্তেজনা সৃষ্টি করে, তাহলে তা উভয়ের জন্য মকরূহ। আর যদি তা না করে তাহলে তা বৃদ্ধ, যৌন-দুর্বল এবং সংযমী যুবকের জন্য মকরূহ নয়। পক্ষান্তরে উভয়ের মাঝে পার্থক্য করার ব্যাপারে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে *(সআদাঃ ২০৯০নং)* তা আসলে কামশক্তি বেশী থাকা ও না থাকার কারণে। যেহেতু সাধারণতঃ বৃদ্ধ যৌন ব্যাপারে শান্ত হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে যুবক তার বিপরীত।

ফলকথা, সকল শ্রেণীর দম্পতির জন্য উত্তম হল রোযা রেখে প্রেমকেলি, কোলাকুলি ও চুম্বন বিনিময় প্রভৃতি যৌনাচারের ভূমিকা পরিহার করা। কারণ, যে গরু সবুজ ফসল-জমির আশেপাশে চরে, আশঙ্কা থাকে যে, সে কিছু পরে ফসল খেতে শুরু করে দেবে। সুতরাং স্বামী যদি ইফতার করা অবধি ধৈর্য ধারণ করে, তাহলে সেটাই হল সর্বোত্তম। আর রাত্রি তো অতি নিকটে এবং তাতো যথেষ্ট লম্বা। অল্-হামদু লিল্লাহ। মহান আল্লাহ বলেন, "রোযার রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রী-সম্ভোগ হালাল করা হয়েছে।" *(বাক্বারাহ ঃ ১৮৭)*

প্রশ্ন ঃ চুম্বন ছাড়া অন্য শৃঙ্গারাচারের ব্যাপারে বিধান কী? এ সময় মযী বের হয়ে গেলে রোযার ক্ষতি হবে কি?

উত্তর ঃ চুম্বনের ক্ষেত্রে চুম্বন গালে হোক অথবা ঠোঁটে উভয় অবস্থাই সমান। তদনুরূপ সঙ্গমের সকল প্রকার ভূমিকা ও শৃঙ্গারাচার; সকাম স্পর্শ, ঘর্ষণ, দংশন, মর্দন, প্রচাপন, আলিঙ্গন প্রভৃতির মানও চুম্বনের মতই। এ সবের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। আর এ সব করতে গিয়ে যদি কারো মযী (বা উত্তেজনার সময় আঠালো তরল পানি) নিঃসৃত হয়,

তাহলে তাতে রোযার কোন ক্ষতি হয় না। *(মুমতে' ৬/৩৯০, ৪৩২-৪৩৩)*

প্রশ্ন ঃ স্ত্রীর জিভ চোষণের ফলে রোযার কোন ক্ষতি হবে কি?

উত্তর ঃ জিভ চোষার ফলে একে অন্যের জিহ্বারস গিলে ফেললে রোযা ভেঙ্গে যাবে। যেমন স্তনবৃন্ত চোষণের ফলে মুখে দুগ্ধ এসে গলায় নেমে গেলেও রোযা ভেঙ্গে যাবে।

প্রশ্ন ঃ স্ত্রীর দেহাঙ্গের যে কোন অংশ দেখা রোযাদার স্বামীর জন্য বৈধ কি?

উত্তর ঃ স্ত্রীর দেহাঙ্গের যে কোন অংশ দেখা রোযাদার স্বামীর জন্যও বৈধ। অবশ্য একবার দেখার ফলেই চরম উত্তেজিত হয়ে কারো মযী বা বীর্যপাত ঘটলে কোন ক্ষতি হবে না। *(বুখারী ১৯২৭নং দ্রঃ)* কারণ, অবৈধ নজরবাজীর ব্যাপারে মহানবী ﷺ বলেন, "প্রথম দৃষ্টি তোমার জন্য বৈধ। কিন্তু দ্বিতীয় দৃষ্টি বৈধ নয়।" *(আবূ দাউদ ২১৪৯, তিরমিযী ২৭৭৮, সহীহ আবূ দাউদ ১৮৮১নং)* তাছাড়া দ্রুতপতনগ্রস্ত এমন দুর্বল স্বামীর এমন ওযর গ্রহণযোগ্য।

পক্ষান্তরে কেউ বারবার দেখার ফলে মযী নির্গত করলে রোযার কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু বারবার দেখার ফলে বীর্যপাত করে ফেললে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ঃ স্ত্রীর দেহাঙ্গ নিয়ে কল্পনাবিহারে বীর্যপাত ঘটলে রোযা নষ্ট হবে কি?

উত্তর ঃ স্ত্রী-দেহ নিয়ে কল্পনা করার ফলে কারো মযী বা বীর্যপাত হলে রোযা নষ্ট হয় না। যেহেতু মহানবী ﷺ-এর ব্যাপক নির্দেশ এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করে। তিনি বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ আমার উম্মতের মনের কল্পনা উপেক্ষা করেন, যতক্ষণ কেউ তা কাজে পরিণত অথবা কথায় প্রকাশ না করে।" *(বুখারী ২৫২৮, মুসলিম ১২৭, দ্রঃ মুমতে' ৬/৩৯০-৩৯১)*

প্রশ্ন ঃ রোযা অবস্থায় দাঁত তোলা বৈধ কি?

উত্তর ঃ রোযাদারের জন্য দাঁত (স্টোন ইত্যাদি থেকে) পরিষ্কার করা, ডাক্তারী ভরণ (ইনলেই) ব্যবহার করা এবং যন্ত্রণায় দাঁত তুলে ফেলা বৈধ। তবে এ সব ক্ষেত্রে তাকে একান্ত সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত, যাতে কোন প্রকার ওষুধ বা রক্ত গিলা না যায়। *(ইবা, ফাতাওয়া মুহিম্মাহ, তাতাআল্লাকু বিসসিয়াম ২৯পৃঃ)*

প্রশ্ন ঃ রোযা অবস্থায় দেহের রক্তশোধন বৈধ কি?

উত্তর ঃ রোযাদারের কিডনী অচল হলে রোযা অবস্থায় প্রয়োজনে দেহের রক্ত পরিষ্কার ও শোধন (Dialysis) করা বৈধ। পরিশুদ্ধ করার পর পুনরায় দেহে ফিরিয়ে দিতে যদিও রক্ত দেহ থেকে বের হয়, তবুও তাতে রোযার কোন ক্ষতি হবে না। *(ইউ)*

প্রশ্ন ঃ রোযা অবস্থায় ইঞ্জেকশন নেওয়া বৈধ কি?

উত্তর ঃ রোযাদারের জন্য চিকিৎসার ক্ষেত্রে সেই ইঞ্জেকশন ব্যবহার করা বৈধ, যা পানাহারের কাজ করে না। যেমন, পেনিসিলিন বা ইনসুলিন ইঞ্জেকশন অথবা অ্যান্টিবায়োটিক বা টনিক কিংবা ভিটামিন ইঞ্জেকশন অথবা ভ্যাক্সিন ইঞ্জেকশন প্রভৃতি হাতে, কোমরে বা অন্য জায়গায়, দেহের পেশী অথবা শিরায় ব্যবহার করলে রোযার ক্ষতি হয় না। তবুও নিতান্ত জরুরী না হলে তা দিনে ব্যবহার না করে রাত্রে ব্যবহার করাই উত্তম ও পূর্বসাবধানতামূলক কর্ম। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন, "যে বিষয়ে সন্দেহ আছে,

সে বিষয় বর্জন করে তাই কর, যাতে সন্দেহ নেই।" *(আহমাদ, তিরমিযী ২৫১৮, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, ত্বাবারানী প্রমুখ, সহীহুল জামে' ৩৩৭৭, ৩৩৭৮নং)* "সুতরাং যে সন্দিহান বিষয়াবলী থেকে দূরে থাকবে, সে তার দ্বীন ও ইজ্জতকে বাঁচিয়ে নেবে।" *(আহমাদ ৪/২৬৯, ২৭০, বুখারী ৫২, মুসলিম ১৫৯৯নং, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, দারেমী)*

প্রশ্ন ঃ রোযা অবস্থায় ক্ষতস্থানে ওষুধ ব্যবহার করা বৈধ কি?

উত্তর ঃ রোযাদারের জন্য নিজ দেহের ক্ষতস্থানে ওষুধ দিয়ে ব্যান্ডেজ ইত্যাদি করা দূষণীয় নয়। তাতে সে ক্ষত গভীর হোক অথবা অগভীর। কারণ, এ কাজকে না কিছু খাওয়া বলা যাবে, আর না পান করা। তা ছাড়া ক্ষতস্থান স্বাভাবিক পানাহারের পথ নয়। (আহকামুস সাওমি অল-ই'তিকাফ ১৪০পৃঃ)

প্রশ্ন ঃ রোযা অবস্থায় মাথার চুল বা নাভির নিচের লোম চাঁছা বৈধ কি?

উত্তর ঃ রোযাদারের জন্য নিজ মাথার চুল বা নাভির নিচের লোম ইত্যাদি চাঁছা বৈধ। তাতে যদি কোন স্থান কেটে রক্ত পড়লেও রোযার কোন ক্ষতি হয় না। পক্ষান্তরে দাড়ি চাঁছা সব সময়কার জন্য হারাম; রোযা অবস্থায় অথবা অন্য কোন অবস্থায়। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ১৯/১৬৫)*

প্রশ্ন ঃ রোযা অবস্থায় সুগন্ধির সুঘ্রাণ নেওয়া বৈধ কি?

উত্তর ঃ রোযা রাখা অবস্থায় আতর বা অন্য প্রকার সুগন্ধি ব্যবহার করা এবং সর্বপ্রকার সুঘ্রাণ নাকে নেওয়া রোযাদারের জন্য বৈধ। তবে ধুঁয়া জাতীয় সুগন্ধি (যেমন আগরবাতি, চন্দন-ধুঁয়া প্রভৃতি) ইচ্ছাকৃত নাকে নেওয়া বৈধ নয়। কারণ, এই শ্রেণীর সুগন্ধির ঘনত্ব আছে; যা পাকস্থলিতে গিয়ে পৌঁছে। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/১২৮)*

বলা বাহুল্য, রান্নাশালের যে ধুঁয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও নাকে এসে প্রবেশ করে, তাতে রোযার কোন ক্ষতি হবে না। কারণ, তা থেকে বাঁচার উপায় নেই। (ইউ, মাজমূ' ফাতাওয়া ১/৫০৮)

প্রকাশ থাকে যে নস্যি ব্যবহার করলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ, তারও ঘনত্ব আছে এবং তার গুঁড়া পেটের ভিতরে পৌঁছে থাকে। তা ছাড়া তা মাদকদ্রব্যের শ্রেণীভুক্ত হলে ব্যবহার করা যে কোন সময়ে এমনিতেই হারাম।

প্রশ্ন ঃ রোযা অবস্থায় নাকে বা মুখে স্প্রে ব্যবহার বৈধ কি?

উত্তর ঃ স্প্রে দুই প্রকার; প্রথম প্রকার হল ক্যাপসুল স্প্রে পাওডার জাতীয়। যা পিস্তলের মত কোন পাত্রে রেখে পুশ করে স্প্রে করা হয় এবং ধূলোর মত উড়ে গিয়ে গলায় পৌঁছলে রোগী তা গিলতে থাকে। এই প্রকার স্প্রেতে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। রোযাদারকে যদি এমন স্প্রে বছরের সব মাসে এবং দিনেও ব্যবহার করতেই হয়, তাহলে তাকে এমন রোগী গণ্য করা হবে, যার রোগ সারার কোন আশা নেই। সুতরাং সে রোযা না রেখে প্রত্যেক দিনের বিনিময়ে একটি করে মিসকীন খাইয়ে দেবে।

দ্বিতীয় প্রকার স্প্রে হল বাষ্প জাতীয়। এই প্রকার স্প্রেতে রোযা ভাঙ্গবে না। কেননা, তা পাকস্থলীতে পৌঁছে না। *(ইবনে উষাইমীন, ক্যাসেটঃ আহকামুন মিনাস সিয়াম)* কারণ, তা

হল এক প্রকার কমপ্রেস্ড্ গ্যাস; যার ডিব্বায় প্রেসার পড়লে উড়ে গিয়ে (নিঃশ্বাসের বাতাসের সাথে) ফুসফুসে পৌঁছে এবং শ্বাসকষ্ট দূর করে। এমন গ্যাস কোন প্রকার খাদ্য নয়। আর রমযান অরমযান এবং দিনে রাতে সব সময়ে (বিশেষ করে শ্বাসরোধ বা শ্বাসকষ্ট জাতীয় যেমন হাঁফানির রোগী) এর মুখাপেক্ষী থাকে। (ইবা, *ফাতাওয়া মুহিম্মাহ, তাতাআল্লাকু বিস্‌সিয়াম* ৩৬পৃঃ)

অনুরূপভাবে মুখের দুর্গন্ধ দূরীকরণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার্য স্প্রে রোযাদারের জন্য ব্যবহার করা দোষাবহ নয়। তবে শর্ত হল, সে স্প্রে পবিত্র ও হালাল হতে হবে। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ৩০/১১২)*

প্রশ্ন ঃ সেহরীর শেষ সময় পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী-সহবাস করা রোযাদারের জন্য বৈধ কি?

উত্তর ঃ সেহরীর শেষ সময় পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী-সহবাস করা রোযাদারের জন্য বৈধ। কিন্তু ফজর উদয় (সময় বা আযান) হওয়ার সাথে সাথে মুখের খাবার উগলে ফেলা ওয়াজেব। (এ ব্যাপারে মতভেদ পূর্বে আলোচিত হয়েছে।) অনুরূপ সহবাস করতে থাকলে সঙ্গে সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী পৃথক হয়ে যাওয়া জরুরী। এরূপ করলে রোযা শুদ্ধ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে সেহরীর সময় শেষ হয়ে গেছে বা ফজরের আযান শুরু হয়ে গেছে জেনে বা শুনেও যদি কেউ পানাহার বা স্ত্রী-সঙ্গমে মত্ত থাকে, তাহলে তার রোযা হবে না। মহানবী ﷺ বলেন, "বিলাল রাতে আযান দেয়। সুতরাং তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত পানাহার করতে থাক, যতক্ষণ পর্যন্ত না ইবনে উম্মে মাকতূম আযান দেয়।" *(বুখারী ৬১৭নং, মুসলিম)*

প্রশ্ন ঃ ফজর উদয় হওয়ার পরেও নাপাক থাকা রোযাদারের জন্য বৈধ কি?

স্ত্রী-সঙ্গম অথবা স্বপ্নদোষ হওয়ার পরেও সময় অভাবে গোসল না করে নাপাক অবস্থাতেই রোযাদার রোযার নিয়ত করতে এবং সেহরী খেতে পারে। এমন কি সেহরীর সময় শেষ হয়ে গেলেও আযানের পর গোসল করতে পারে। এ ক্ষেত্রে রোযার শুরুর কিছু অংশ নাপাকে অতিবাহিত হলেও রোযার কোন ক্ষতি হবে না। অবশ্য নামাযের জন্য গোসল জরুরী।

মা আয়েশা ও উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ-এর (কখনো কখনো) স্ত্রী-মিলন করে অপবিত্র অবস্থায় ফজর হয়ে যেত। তারপর তিনি গোসল করতেন এবং রোযা রাখতেন।' *(বুখারী ১৯২৫, মুসলিম ১১০৯নং)*

তাছাড়া মহান আল্লাহ ফজর উদয় হওয়ার সময় পর্যন্ত স্ত্রী-মিলনের অনুমতি দিয়েছেন এবং তার পর থেকে রোযা রাখার আদেশ দিয়েছেন। আর তার মানেই হল যে, রোযাদারের জন্য (ফজর উদয়ের পূর্বে) মিলনের পর (ফজর উদয়ের পরে) নাপাকীর গোসল করা বৈধ। *(দ্রঃ মুহাল্লা ৬/২২০)*

তদনুরূপ নিফাস ও ঋতুমতী মহিলার রাত্রে খুন বন্ধ হলে (রোযার নিয়ত করে এবং সেহরী খেয়ে) ফজরের পর রোযায় থেকে পরে গোসল করে নামায পড়তে পারে। উপর্যুক্ত নাপাক পুরুষ ও মহিলার জন্য নাপাকীর গোসলকে সকাল বা দুপুরের সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করা বৈধ নয়। বরং সূর্য উদয়ের পূর্বেই গোসল করে যথাসময়ে নামায আদায় করা তাদের জন্য ওয়াজেব। যেমন পুরুষের জন্য ওয়াজেব এমন সময়ের ভিতরে সত্বর

গোসল করা, যাতে ফজরের নামায জামাআত সহকারে মসজিদে আদায় করতে সক্ষম হয়। *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৪১১, ইবা, ফাতাওয়াস সিয়াম ৫১পৃঃ)*

জ্ঞাতব্য যে, রমযানের দিনের বেলায় রোযাদারের স্বপ্নদোষ হয়ে গেলে তার রোযা বাতিল নয়। কেননা, তা তার এখতিয়ারকৃত নয়। অতএব তার জন্য জরুরী হল, নাপাকীর গোসল করা। অবশ্য ফজরের নামায পড়ার পর ঘুমাতে গিয়ে স্বপ্নদোষ হলে, সঙ্গে সঙ্গে গোসল না করে যদি যোহরের আগে পর্যন্ত বিলম্ব করে গোসল করে, তাহলে তাতে দোষ হবে না। *(ইবা, ফাতাওয়াস সিয়াম ৫১ পৃঃ)* অবশ্য উত্তম হল, নাপাকে না থেকে সম্ভব হলে সঙ্গে সঙ্গে গোসল করে বিভিন্নভাবে আল্লাহর যিক্র করা।

প্রশ্ন ঃ রোযার দিনে ঘুমিয়ে থাকা বৈধ কি?

উত্তর ঃ রোযাদারের জন্য দিনে ঘুমানো বৈধ। কিন্তু সকল নামায তার যথাসময়ে জামাআত সহকারে আদায় করতে অবহেলা প্রদর্শন করা বৈধ নয়। যেমন, বিভিন্ন ইবাদতের কল্যাণ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। বরং উচিত হল, ঘুমিয়ে সময় নষ্ট না করে রমযানের সেই মাহাত্ম্যপূর্ণ সময়কে নফল নামায, যিক্র-আযকার ও কুরআন কারীম তেলাঅত দ্বারা আবাদ করা। যাতে তার রোযার ভিতরে নানা প্রকার ইবাদতের সমাবেশ ঘটে। *(ইবনে উষাইমীন, ফাতাওয়াস সিয়াম ৩১-৩২পৃঃ)*

প্রশ্ন ঃ সেহরীর সময় আমি মাসিক থেকে পবিত্রতা লক্ষ্য করলাম। সুতরাং সেহরী খেয়ে রোযার নিয়ত করলাম। সূর্য ওঠার আগেও দেখলাম, অপবিত্রতার কোন চিহ্ন ফিরে আসেনি। অতএব গোসল ক'রে ফজরের নামায পড়লাম। আমার এ দিনের রোযা কি শুদ্ধ হবে?

উত্তর ঃ খুন বন্ধ হওয়ার পর গোসল না ক'রে সেহরী খেয়ে এবং ফজরের সময় হওয়ার পর সূর্য ওঠার আগে গোসল ক'রে ফজরের নামায পড়লে রোযা হয়ে যাবে। (ইজি)

প্রশ্ন ঃ সেহরীর সময় উঠে দেখি, তখনও অপবিত্রতার চিহ্ন রয়ে গেছে। সুতরাং রোযা রাখলাম না। কিন্তু সকালে উঠে দেখি, আমি পবিত্র হয়ে গেছি। তখন আমার করণীয় কী?

উত্তর ঃ আপনি সারা দিন কিছু পানাহার করবেন না। গোসল ক'রে যোহরের নামায পড়বেন। তবে ঐ দিনকার রোযা আপনার হবে না, কাযা করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ সারাদিন রোযা থাকার পর ইফতারের পাঁচ মিনিট আগে মাসিক দেখা দিলে, সেদিনকার রোযাটা বরবাদ যাবে কি?

উত্তর ঃ ফজর উদয়ের পর থেকে নিয়ে সূর্য ডোবার আগে পর্যন্ত সময়ে মাসিক শুরু হলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ঃ ঋতুবতী মহিলা কি রোযার দিনে পানাহার করতে পারে না?

উত্তর ঃ ঋতু থাকা অবস্থায় পারে। সেহরী খেয়ে সকালে খুন দেখলে সারাদিন সে পানাহার করতে পারে। কিন্তু ঋতু বন্ধ হয়ে গেলে আর পানাহার করতে পারে না। যেমন সেহরীর সময় খুন দেখে সকালে পবিত্রতা লক্ষ্য করলে সারাদিন পানাহার করতে পারে না।

প্রশ্ন ঃ রমযানের দিনের বেলায় যদি কোন রোযাদার প্রথমে কিছু খেয়ে রোযা নষ্ট করার পর স্ত্রী-সহবাস করে, তাহলে কি তাকে কাফ্ফারা লাগবে না?

উত্তর ঃ যদি সে মুসাফির হয়, তাহলে তার জন্য বৈধ। তাকে কাফ্ফারা লাগবে না। কিন্তু বাড়িতে থাকা অবস্থায় এমন ছল-বাহানা ক'রে স্ত্রী-সহবাস করলে কাফ্ফারা থেকে রেহাই পাবে না। বরং এমন মানুষের গোনাহ বেশি।

প্রশ্ন ঃ রমযানের কাযা রোযা রেখে সহবাস করলেও কি অনুরূপ কাফ্ফারা আদায় করতে হবে?

উত্তর ঃ রমযানের কাযা রোযা, কোন সুন্নত বা নফল রোযা, নযর বা কসমের কাফ্ফারার রোযা রাখা অবস্থায় সহবাস হয়ে গেলে কোন কাফ্ফারা আদায় করতে হয় না।□

প্রশ্ন ঃ স্বামী-স্ত্রী সফরে ছিল। সেহরী খেয়ে রমযানের রোযাও রেখেছিল। কিন্তু দুপুরে মিলন ঘটে যায়? এতে কি কাফ্ফারা ওয়াজেব?

উত্তর ঃ যে সফরে রোযা কাযা করা চলে, সে সফরে রোযা অবস্থায় মিলন ঘটে গেলে কাফ্ফারা লাগবে না। যেমন সফরে তার জন্য পানাহার বৈধ, তেমনি স্ত্রী-মিলনও বৈধ। (ইজি)

হজ্জ ও উমরাহ

প্রশ্ন ঃ এক ব্যক্তি হজ্জের ফরয পালন করার আগে মারা গেছে। এখন কী করা উচিত?

উত্তর ঃ এখন উচিত হল, তার ত্যক্ত সম্পত্তি থেকে হজ্জের খরচ নিয়ে কোন হাজীকে দিয়ে বদল হজ্জ করানো। (লাদা)

প্রশ্ন ঃ এক মহিলা উমরাহ আদায়ে একাকিনী যেতে চায়। তার এগানা আত্মীয় রিয়ায এয়ারপোর্টে প্লেনে উঠিয়ে দিয়ে আসে এবং অন্য এগানা আত্মীয় জিদ্দা এয়ারপোর্ট থেকে তাকে উমরাহ করিয়ে অনুরূপ বাড়ি ফিরিয়ে দিলে তাতে কোন সমস্যা আছে কি?

উত্তর ঃ উমরাহ বা অন্য কোন ইবাদতের সফর হলেও কোন মহিলার একাকিনী সফর বৈধ নয়। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেছেন, "কোন পুরুষ যেন কোন বেগানা নারীর সঙ্গে তার সাথে এগানা পুরুষ ছাড়া অবশ্যই নির্জনতা অবলম্বন না করে। আর মাহরাম ব্যতিরেকে কোন নারী যেন সফর না করে।" এক ব্যক্তি আবেদন করল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার স্ত্রী হজ্জ পালন করতে বের হয়েছে। আর আমি অমুক অমুক যুদ্ধে নাম লিখিয়েছি।' তিনি বললেন, "যাও, তুমি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে হজ্জ কর।" (বুখারী ও মুসলিম)

এখানে এ কথা বলা ঠিক নয় যে, প্লেনের সফর নিরাপদ। এক এয়ারপোর্টে চড়ে পরবর্তী এয়ারপোর্টে সহজেই নামতে পারবে। কারণ হাদীসে সে শর্ত আরোপ করা হয়নি যে, সফর বিপজ্জনক হলে মহিলা এগানা পুরুষ ছাড়া সফর করতে পারবে না। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ হজ্জ আদায় করার সময় মহিলাদের ট্যাবলেট খেয়ে মাসিক বন্ধ রাখা বৈধ কি?

উত্তর ঃ স্পেশালিস্ট ডাক্তারের সাথে পরামর্শ ক'রে যদি জানা যায় যে, তার ফলে মহিলার স্বাস্থ্যগত কোন ক্ষতি হবে না, তাহলে মাসিক বন্ধ রেখে হজ্জ-উমরাহ করতে

পারে। (লাদা)

প্রশ্ন ঃ আমি এক ধনী মহিলা। আমার উপর হজ্জ ফরয হয়েছে। কিন্তু আমার স্বামী সাথে যেতে রাজি নয়, আমাকে কারো সঙ্গে ছাড়তেও রাজি নয়। এ বছরে আমার বড় ভাই হজ্জে যাবে। আমি কি তার সাথে স্বামীর অনুমতির তোয়াক্কা না ক'রে হজ্জ করতে পারি? নাকি স্বামীর অনুমতি জরুরী?

উত্তর ঃ আপনার স্বামীর উচিত নয়, ফরয পালনে আপনাকে বাধা দেওয়া। সুতরাং নামায-রোযার মতোই হজ্জ করতে স্বামীর অনুমতি না থাকলেও আদায় করতে হবে। (ইজি) যেহেতু আল্লাহর ফরয হক সবার উপরে। আর নবী ﷺ বলেছেন, "স্রষ্টার অবাধ্যতা ক'রে কোন সৃষ্টির আনুগত্য নেই।" *(আহমাদ)*

প্রশ্ন ঃ স্ত্রী হজ্জ করতে চাইলে এবং স্বামী তাতে বাধা দিলে সে কী করবে?

উত্তর ঃ স্ত্রী হজ্জ করতে চাইলে এবং স্বামী তাতে বাধা দিলে স্বামীর কথা না মেনে কোন মাহরামের সাথে অবশ্যই হজ্জ করবে। এ ক্ষেত্রে স্বামীর বাধা মানলে তাকে গোনাহগার হয়ে মরতে হবে। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/১৮৪)*

প্রশ্ন ঃ ঋণ ক'রে কি হজ্জ করা যায়?

উত্তর ঃ ঋণ করে হজ্জ করা যায়, যদি পরিশোধ করার সহজ উপায় থাকে (অথবা ঋণের তাগাদা না থাকে) তবে। অন্যথা ঋণ করে হজ্জ না করাই ভালো। কারণ সম্ভবতঃ ঋণ করার পরে পরিশোধ করার সামর্থ্য নাও হতে পারে। রোগাক্রান্ত বা মৃত্যু-কবলিত হলে পরিশোধ নাও হতে পারে। অতএব পূর্ণ সামর্থ্যবান হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করাই শ্রেয়ঃ। *(ফাতাওয়া ইবনে উষাইমীন ২/৬৭৫)*

প্রশ্ন ঃ জাল পাসপোর্ট বানিয়ে হজ্জে গেলে হজ্জ হবে কি?

উত্তর ঃ সরকারকে ধোকা দিয়ে জাল নাম ও পাসপোর্ট নিয়ে হজ্জ করলে হজ্জ হয়ে যাবে, তবে ধোকা দেওয়ার জন্য গোনাহগার হতে হবে। *(ঐ ২/৬৭৫)*

প্রশ্ন ঃ বহু দিন সঊদিয়ায় থেকে ছুটির সময় হজ্জ হলে এবং পরিবার-পরিজন হজ্জ না ক'রে বাড়ি ফিরতে আদেশ করলে এবং হজ্জ করাতে তাদের সম্মতি না হলে কী করা যাবে?

উত্তর ঃ বহু দিন সঊদিয়ায় থেকে ছুটির সময় হজ্জ হলে এবং পরিবার-পরিজন হজ্জ না করে বাড়ি ফিরতে আদেশ করলে এবং হজ্জ করাতে তাদের সম্মতি না হলে, যদি ফরয হজ্জ হয়, তবে তাদের কথা না মেনে হজ্জ করবে, অতঃপর বাড়ি ফিরবে। নফল হলে তাদের মন খুশী করার জন্য হজ্জ না ক'রে বাড়ি ফিরবে। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ১৩/৬৭)*

প্রশ্ন ঃ উপমহাদেশ থেকে হজ্জ-উমরায় যেতে কোথায় ইহরাম বাঁধতে হবে? জিদ্দায় নেমে ইহরাম বাঁধলে হবে কি?

উত্তর ঃ উড়ো কিংবা পানি-জাহাজে হজ্জ বা উমরায় এলে নির্দিষ্ট মীকাত বরাবর জায়গায় আসার পূর্বে (জাহাজের কর্মীদের ইঙ্গিত পেলে) ইহরাম বাঁধতে হবে। অবশ্য চড়ার পূর্বে এয়ারপোর্ট থেকে গোসলাদি সেরে কাপড় পরে এখানে কেবল নিয়ত করা ভালো। জিদ্দা থেকে ইহরাম বাঁধা যথেষ্ট নয়। বিনা ইহরামে জিদ্দায় নামলে নির্দিষ্ট মীকাতে

ফিরে গিয়ে ইহরাম বাঁধতে হবে। জিদ্দা থেকে ইহরাম বেঁধে উমরাহ করে থাকলে দম (একটি ছাগল অথবা ভেঁড়া অথবা সাত ভাগের এক ভাগ গরু বা উট) লাগবে; যা মক্কায় যবেহ করে মক্কার ফকীরদের মাঝে বন্টন করতে হবে। *(ফাতাওয়া মুহিম্মাহ ৩৪পৃঃ)*

অবশ্য যদি কেউ না জেনে কোন আলেমকে জিজ্ঞাসা করে 'জিদ্দা থেকে ইহরাম বাঁধা হবে' এই ফতোয়া নিয়ে জিদ্দা থেকে ইহরাম বেঁধে হজ্জ উমরাহ করে ফেলে, তবে তার উপর দম নেই। কারণ, সে তার ওয়াজেব পালন করেছে। আর ঐ ভুলের মাসূল ঐ মুফতীর ঘাড়ে। *(ফাতাওয়া ইবনে উষাইমীন ২/৫৬৯)*

প্রশ্ন ঃ প্লেন সরাসরি মদীনা এয়ারপোর্ট গেলে ইহরাম কোথায় বাঁধতে হবে?

উত্তর ঃ সফরের শুরুতেই মদীনা যাওয়ার নিয়ত থাকলে পথে মীকাতে ইহরাম না বেঁধে মদীনার যিয়ারতের পর মদীনা থেকে ইহরাম বেঁধে মক্কা এসে হজ্জ-উমরাহ করা চলবে।

প্রশ্ন ঃ মীকাত আসার আগে ইহরাম বাঁধা হলে কোন ক্ষতি হবে কি?

উত্তর ঃ নির্দিষ্ট মীকাতের পূর্বেও ইহরাম বাঁধা চলে। *(মানাসিকুল হাজ্জ, আলবানী ১২পৃঃ)* অবশ্য নির্দিষ্ট মীকাত হতেই ইহরাম বাঁধাই উত্তম।

প্রশ্ন ঃ ভুলবশতঃ গাড়ি-চালক মীকাত অতিক্রম ক'রে বহুদূর চলে গেলে সেখান থেকে ইহরাম বেঁধে উমরাহ হবে কি?

উত্তর ঃ ভুলবশতঃ মীকাত অতিক্রম ক'রে বহুদূর চলে গেলেও মীকাতে ফিরে এসে ইহরাম বাঁধা ওয়াজেব। সেখান থেকে ইহরাম বাঁধলে দম লাগবে। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ হজ্জ বা উমরার নিয়ত না থাকলে মক্কা প্রবেশের সময় ইহরাম বাঁধতে হবে কি? মক্কায় পৌঁছে পরবর্তীতে হজ্জ বা উমরার নিয়ত হলে কোথা থেকে ইহরাম বাঁধতে হবে?

উত্তর ঃ হজ্জ ও উমরার নিয়ত না থাকলে মক্কা প্রবেশের জন্য ইহরাম বাঁধতে হবে না। কিন্তু মক্কায় কোন আত্মীয় বা বন্ধুর বাড়ি বা ব্যবসার জন্য আসার পর উমরাহ করার ইচ্ছা হলে হারাম-সীমার বাইরে বের হয়ে ইহরাম বেঁধে এসে উমরাহ করবে। হজ্জ করার ইচ্ছা হলে ঐ বাসস্থান থেকেই হজ্জের ইহরাম বাঁধবে। *(ফাতাওয়া মুহিম্মাহ ২২পৃঃ)* মিনায় থাকলে মিনা থেকেই হজ্জের ইহরাম বাঁধবে। *(ঐ ২৬পৃঃ)*

প্রশ্ন ঃ ইচ্ছা ছিল আগে আত্মীয়-বাড়িতে বেড়াব। অতঃপর সময়মতো উমরাহ বা হজ্জ করব। এই জন্য ইহরাম না বেঁধে মক্কায় এসেছি। এখন উপায় কী?

উত্তর ঃ পূর্ব থেকেই হজ্জ বা উমরার নিয়তে বিনা ইহরামে মীকাতের সীমা অতিক্রম ক'রে সীমার ভিতরে কোন শহরে আত্মীয়-বাড়িতে থেকে সেখান থেকেই ইহরাম বা হজ্জ করলে দম লাগবে। নচেৎ মীকাতে ফিরে গিয়ে ইহরাম বেঁধে আসবে। অবশ্য মীকাত অতিক্রম করার সময় হজ্জ বা উমরার নিয়ত না থাকলে এবং পরে আত্মীয়-বাড়িতে ঐ নিয়ত হলে এ বাড়ি থেকেই ইহরাম বাঁধতে পারে। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ১৯/১৬৯)*

প্রশ্ন ঃ সঙ্গে পারমিট না থাকার কারণে পুলিশে মক্কা প্রবেশ করতে না দিলে অথবা কোন অসুস্থতার কারণে ইহরাম বেঁধে উমরাহ বা হজ্জ করতে না পারলে করণীয় কী?

উত্তর ঃ ইহরাম বাঁধার পর কোন কারণবশতঃ হজ্জ (বা উমরাহ) সারতে না পারলে

যথাস্থানে একটি কুরবানী করে মাথার কেশ মুন্ডন বা কর্তন করে হালাল হয়ে বাড়ি ফিরবে। অবশ্য ইহরামের সময় শর্ত লাগিয়ে থাকলে তার উপর কিছু ওয়াজেব নয়। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ১৪/১৩৮)*

প্রশ্ন ঃ তামাত্তু হজ্জের নিয়তে উমরাহর ইহরাম বেঁধে উমরাহ সেরে হজ্জের ইহরাম বাঁধার পূর্বে যদি কোন কারণবশতঃ বাড়ি ফিরতে হয় বা হজ্জ করা না হয়, তাহলে করণীয় কী?

উত্তর ঃ তামাত্তু হজ্জের নিয়তে উমরাহর ইহরাম বেঁধে উমরাহ সেরে হজ্জের ইহরাম বাঁধার পূর্বে যদি কোন কারণবশতঃ বাড়ি ফিরতে হয় বা হজ্জ করা না হয়, তাহলে তার উপরও কিছু ওয়াজেব হবে না। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/২১০)*

প্রশ্ন ঃ উমরার ইহরাম বেঁধে কেউ অকারণে উমরাহ না ক'রে ফিরে গিয়ে জেনে-শুনে ইহরাম খুলে ফেললে তাকে কী করতে হবে?

উত্তর ঃ উমরার ইহরাম বেঁধে কেউ অকারণে উমরাহ না ক'রে ফিরে গিয়ে জেনে-শুনে ইহরাম খুলে ফেললে ১টি কুরবানী করবে, অথবা তিন দিন রোযা পালন করবে অথবা ছয়টি মিসকীন (নিঃস্ব)কে মাথা পিছু অর্ধ সা' (সওয়া এক কিলো) করে খাদ্য (চাল) সদকাহ করবে। (আর এই খাদ্য বা মাংস হারাম শরীফের মিসকীনদের মাঝে বন্টন করতে হবে।) স্ত্রী-সহবাস করলে দম লাগবে এবং মক্কা ফিরে এসে উমরাহ অবশ্যই পুরা করতে হবে। *(ফাতাওয়া ইবনে উষাইমীন ২/৩০০)*

প্রশ্ন ঃ তামাত্তুর উমরাহ করার পর মদীনার যিয়ারতে গেলে অথবা কোন প্রয়োজনে মীকাতের বাইরে গেলে পুনরায় হজ্জের জন্য আসার সময় মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধতে হবে কি?

উত্তর ঃ তামাত্তুর উমরাহ করার পর মদীনার যিয়ারতে গেলে অথবা কোন প্রয়োজনে মীকাতের বাইরে গেলে পুনরায় হজ্জের জন্য আসার সময় মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা জরুরী। *(মতান্তরে জরুরী নয়।)* এই ইহরামে আরো একটি উমরাহও করতে পারা যায়।

প্রশ্ন ঃ তিন প্রকার হজ্জের নিয়তে কি পরিবর্তন করা যায়?

উত্তর ঃ ক্বিরান বা তামাত্তু হজ্জের নিয়ত ক'রে ইহরাম বেঁধে পুনরায় ইফরাদের নিয়ত হয় না। যেমন হজ্জের মাসে উমরাহ সেরে মদীনা বা কোন (স্বগৃহ ছাড়া) সফরে গেলে হজ্জের সময় ফিরে এসে ইফরাদ হয় না। অবশ্য ক্বিরানের নিয়ত করে তামাত্তুর নিয়ত করা যায়। *(ফাতাওয়া মুহিম্মাহ ৩৬পৃঃ)*

প্রশ্ন ঃ আমি ইহরাম বেঁধে মীকাত পার হয়ে গেছি। তখন এক পরিচিত আমাকে মোবাইলে বললেন, 'আপনি আমার নামে বদল হজ্জ করুন।' কিন্তু নিজের নামে নিয়ত ক'রে অন্যের নামে পরিবর্তন করা যায় কি?

উত্তর ঃ নিজের নামে হজ্জের বা উমরার নিয়ত করে ইহরাম বেঁধে মীকাত পার হয়ে পরে অন্যের নামে পরিবর্তন করা যায় না। *(ফাতাওয়া ইবনে উষাইমীন ২/৬৭৬)*

প্রশ্ন ঃ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী দেওয়ার ভয়ে ইফরাদের ইহরাম বেঁধে হজ্জ সেরে পুনরায় তানঈম-এ গিয়ে উমরাহর ইহরাম বেঁধে উমরাহ করার চালাকি শরীয়তসম্মত কি?

উত্তর ঃ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী দেওয়ার ভয়ে ইফরাদের ইহরাম বেঁধে হজ্জ সেরে পুনরায় তানঈম-এ গিয়ে উমরাহর ইহরাম বেঁধে উমরাহ করা শরীয়তের নির্দেশ ও নিয়মের পরিপন্থী এবং এমন করা শরীয়তের সাথে ছল-বাহানা করার নামান্তর। *(হাজ্জাতুন্নাবী, আলবানী ২০পৃঃ)*

প্রশ্ন ঃ মীকাতে গোসল করা কি জরুরী? ঠান্ডা বা ভিড়ের ভয়ে যদি বাসা বা হোটেল থেকে গোসল ক'রে যাই অথবা গোসল না করতে পারি, তাহলে কোন ক্ষতি আছে কি?

উত্তর ঃ মীকাতে গোসল করা সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। বাসা থেকেও গোসল করা চলে। গোসল না করতে পারলে ইহরাম বা হজ্জ-উমরাহর কোন ক্ষতি হয় না।

প্রশ্ন ঃ সর্বদা পেশাব ঝরার রোগ থাকলে ইহরামের কোন ক্ষতি হবে কি?

উত্তর ঃ পেশাব ঝরার রোগ থাকলে ইহরামের কোন ক্ষতি হয় না। নামায ও তওয়াফের পূর্বে ইস্তিনজা ক'রে (কাপড়ে লাগলে তা ধুয়ে) ওযু জরুরী। *(ফাতাওয়া মুহিম্মাহ ২৪পৃঃ)*

প্রশ্ন ঃ ইহরাম বেঁধে মক্কার পথে যদি কেউ তালবিয়্যাহ পড়তে ভুলে যায়, তাহলে কোন ক্ষতি হবে কি?

উত্তর ঃ তালবিয়াহ পড়তে ভুলে গেলে কোন ক্ষতি হয় না। কারণ তা সুন্নত। *(ফাতাওয়া মুহিম্মাহ ১৭পৃঃ)*

প্রশ্ন ঃ ইহরাম অবস্থায় অনিচ্ছাকৃতভাবে গাড়ির ধাক্কায় বিড়াল মেরে ফেললে কোন দম আছে কি?

উত্তর ঃ ইহরাম অবস্থায় অনিচ্ছাকৃতভাবে বিড়াল মেরে ফেললে কিছু ওয়াজেব নয়। *(ফাতাওয়া ইবনে উষাইমীন ২/৬৭৬)*

প্রশ্ন ঃ উমরাহ করতে গিয়ে পূর্বেই মহিলার মাসিক শুরু হয়ে গেলে কী করবে?

উত্তর ঃ উমরাহ করতে গিয়ে পূর্বেই মহিলার মাসিক শুরু হয়ে গেলে পবিত্রতার অপেক্ষা করবে। সফর করা জরুরী হলে ইহরাম অবস্থায় থেকে সফর করে পুনরায় ফিরে এসে উমরাহ আদায় করবে। কিন্তু বহির্দেশের হলে খরচ, ভিসা ইত্যাদির ঝামেলা থেকে বাঁচতে উমরাহ করে নিতে পারবে। অর্থাৎ, ভিসা শেষ হওয়ার ভয় থাকলে লজ্জাস্থানে পটি বেঁধে নিয়ে তওয়াফ ও সাঈ করে চুলের ডগা কেটে উমরাহ সম্পন্ন করে হালাল হয়ে যাবে। যেহেতু ঐ সময় তওয়াফ করা তার জন্য জরুরী প্রয়োজন। আর অতি প্রয়োজন ও অসুবিধার ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ জিনিষ বৈধ হয়ে যায়। *(ফাতাওয়া ইবনে উষাইমীন ২/৬৪৩)* তবে হজ্জের উমরাহ হলে হজ্জের কাজ সারার পর উমরাহ ক'রে নেবে।

প্রশ্ন ঃ তওয়াফে ইফাযার পূর্বে মাসিক শুরু হলে মহিলার কর্তব্য কী?

উত্তর ঃ তওয়াফে ইফাযার পূর্বে মাসিক শুরু হলে তওয়াফ ও সাঈ ছাড়া হজ্জের সব কিছুই করবে। অতঃপর সফর করার আগে পবিত্রা না হলে এবং সফর জরুরী হলে সফর করবে। কিন্তু বাড়িতে ঐ ইহরাম অবস্থাতেই থাকবে। সুগন্ধি ইত্যাদি ব্যবহার করবে না। স্বামীর সাথে কোন প্রকার যৌনাচারে লিপ্ত হবে না। অতঃপর পবিত্রা হলে মক্কায় ফিরে এসে তওয়াফ ও সাঈ করবে। যদি ফিরে আসা অসম্ভব মনে হয়, তাহলে মক্কায় মাসিক

বন্ধ করার ইঞ্জেকশন (বা ট্যাবলেট) ব্যবহার করবে। তা সম্ভব না হলে লজ্জাস্থানে পটি বেঁধে তওয়াফ ক'রে নেবে। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/২৩৭)*

প্রশ্ন ঃ কোন মহিলা পবিত্রা হওয়ার পর উমরার তওয়াফ ও সাঈ ক'রে পুনরায় খুন দেখলে কী করবে?

উত্তর ঃ উমরার তওয়াফ ও সাঈ করার পর পুনরায় খুন দেখলে, যদি তা সত্যই মাসিকের খুন হয়, তবে পুনরায় তওয়াফ ও সাঈ করতে হবে। যেহেতু অপবিত্রতার কারণে পূর্বের তওয়াফ-আদি বাতিল হয়ে যাবে। *(ফাতাওয়া ইবনে উষাইমীন ২/৬৪৭)* *আর উমরাহতে তওয়াফের আগে সাঈ শুদ্ধ নয়। হজ্জের তওয়াফ সাঈ হলে আর সাঈ করতে হতো না। কারণ মাসিক অবস্থায় সাঈ করা চলে।)*

প্রশ্ন ঃ তওয়াফে ইফাযাহ করা কালীন সময়ে কোন মহিলার মাসিক শুরু হলে কী করবে? অভিভাবককে লজ্জায় বলতে না পেরে কেউ যদি সেই অবস্থাতেই তওয়াফ-আদি সেরে বাড়ি ফিরে প্রকাশ করে, তাহলে করণীয় কী?

উত্তর ঃ তওয়াফে ইফাযাহ করা কালীন সময়ে কোন মহিলার মাসিক শুরু হলে তওয়াফ ছেড়ে মসজিদের বাইরে চলে যাবে। কিন্তু লজ্জায় বলতে না পেরে কেউ যদি সেই অবস্থাতেই তওয়াফ-আদি সেরে বাড়ি ফিরে প্রকাশ করে, তাহলে তার স্বামী বা অভিভাবকের উচিত, তাকে পুনরায় মক্কায় নিয়ে এসে তওয়াফ করানো। (আর সাঈ শুদ্ধ হয়ে গেছে।) এর মধ্যে যদি সে সুগন্ধি ইত্যাদি ব্যবহার ক'রে থাকে, তাহলে ৩টি রোযা রাখবে অথবা ৬টি মিসকীনকে (সওয়া ১কিলো ক'রে চাল) খাদ্য দান করবে অথবা ১টি ছাগল বা ভেঁড়া কুরবানী দিতে হবে। স্বামী-সহবাস ক'রে থাকলে মক্কায় ১টি কুরবানী দিয়ে তার গোশু হারামের ফকীরদের মাঝে বিতরণ করবে। আর এমন মহিলাকে উক্ত কাজের জন্য অবশ্যই তওবা করতে হবে। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/২৩৮)*

প্রশ্ন ঃ তওয়াফের পর সাঈ করার পূর্বে মাসিক শুরু হলে মহিলা কী করবে?

উত্তর ঃ তওয়াফের পর সাঈ করার পূর্বে মাসিক শুরু হলে সাঈ সেরে নেবে। কারণ, সাঈর জন্য পবিত্রতা শর্ত ও জরুরী নয় এবং সাঈর স্থানও মসজিদের মধ্যে গণ্য নয়। তাই সে সেখানে অবস্থান ও অপেক্ষাও করতে পারে। *(ঐ ২/২৩৯)*

এ সব ঝামেলার হাত থেকে বাঁচার জন্য মহিলা মাসিক আসার সময় বুঝে মাসিক বন্ধ রাখার ট্যাবলেট ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারে। *(ঐ ২/ ১৮৫)*

প্রশ্ন ঃ ইফরাদের নিয়ত হলে তওয়াফে কুদূম না করতে পারলে কোন ক্ষতি হবে কি?

উত্তর ঃ ইফরাদের নিয়ত হলে তওয়াফে কুদূম না করতে পারলেও কোন ক্ষতি নেই। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/২৫১)* কেবল হজ্জের তওয়াফই যথেষ্ট। এ ক্ষেত্রে সে সরাসরি মিনায় যেতে পারে।

প্রশ্ন ঃ তওয়াফ করতে করতে ওযু নষ্ট হলে কী করতে হবে?

উত্তর ঃ তওয়াফ করতে করতে ওযু নষ্ট হলে তওয়াফ ছেড়ে ওযু করে পুনরায় নতুন ক'রে তওয়াফ করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ তওয়াফ করতে করতে ভিড়ের চাপে পরনারীর দেহ স্পর্শ হলে করণীয় কী?

উত্তর ঃ তওয়াফে নারীদেহ স্পর্শ হলে যদি লজ্জাস্থানে কোন তরল পদার্থ অনুভূত না হয়, তাহলে কোন ক্ষতি হবে না। অবশ্য সকলের উচিত, বেগানা নারীর স্পর্শ থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করা। *(ফাতাওয়া ইবনে উষাইমীন ২/৬১৩)*

প্রশ্ন ঃ কাউকে বহন ক'রে তওয়াফ-সাঈ করালে নিজের তওয়াফও কি যথেষ্ট হবে?

উত্তর ঃ তওয়াফ ও সাঈর জন্য যদি কেউ কাউকে বহন করে, তবে বাহকের জন্যও তা যথেষ্ট হবে। বাহককে আর নতুন ক'রে পৃথকভাবে তওয়াফ ও সাঈ করতে হবে না। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ২৩/৯৫)*

প্রশ্ন ঃ তাহিয়্যাতুত তাওয়াফ পড়তে যদি কেউ ভুলে যায়, তাহলে কী করবে?

উত্তর ঃ তওয়াফের পর ২ রাকআত নামায সুন্নত। কেউ ভুলে তা না পড়লে কোন ক্ষতি হয় না। *(ফাতাওয়া মুহিম্মাহ ৪০পৃঃ)*

প্রশ্ন ঃ তওয়াফ করতে করতে কথা বলা কি বৈধ?

উত্তর ঃ তওয়াফ করাকালে জরুরী কথাবার্তা বলা দূষণীয় নয়। মহানবী ﷺ বলেছেন, "তওয়াফ হল নামায। তবে আল্লাহ তাতে কথা বলা বৈধ করেছেন। সুতরাং কেউ কথা বললে, সে যেন ভাল কথা বলে। (তিরমিযী, দারাক্বুত্বনী, হাকেম, ইবনে খুযাইমা) তিনি আরো বলেছেন, "তওয়াফ হল নামায। সুতরাং তোমরা তওয়াফ করলে কথা কম বলো।" *(আহমাদ ৩/২১৪, সহীহুল জামে' ৩৯৫৬নং)*

প্রশ্ন ঃ তাওয়াফ ও সাঈ করতে করতে একটু বিশ্রাম নেওয়া, পানি পান করা যায় কি?

উত্তর ঃ তওয়াফ ও সাঈ করতে করতে বৈধ কথা বলা, পানি পান করা, ক্লান্ত হয়ে পড়লে একটু আরাম নেওয়া বৈধ। *(ঐ ২/৬২০)*

প্রশ্ন ঃ হজ্জের সময় হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করা বড় কঠিন। সুতরাং ধাক্কাধাক্কি ক'রে অথবা কাউকে ঘুস দিয়ে চুম্বন করলে সওয়াব হবে কি?

উত্তর ঃ হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করা সুন্নত। তা চুমতে গিয়ে লড়াই করা বা কাউকে ঘুস দেওয়া মহাপাপ। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ১৩/১৭)*

প্রশ্ন ঃ ভিড়ের কারণে দ্বিতীয় বা তৃতীয় তলে কি তওয়াফ-সাঈ করা যায়?

উত্তর ঃ ভিড়ের কারণে দ্বিতীয় বা তৃতীয় তলায় উঠে তওয়াফ ও সাঈ করা যায়। তাতে কোন সমস্যা নেই। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ১/১৯৪)*

প্রশ্ন ঃ তওয়াফ করার পর আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। অতঃপর হাসপাতালে থেকে সুস্থ হয়ে সাঈ করি। এতে কোন ক্ষতি হবে কি?

উত্তর ঃ কারণবশতঃ তওয়াফের ২/৩ দিন পরও সাঈ করতে পারা যায়। যেহেতু তা তওয়াফের পরপরই করা কোন শর্ত নয়। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/২৫২)*

প্রশ্ন ঃ তওয়াফের আগে যদি কেউ সাঈ ক'রে নেয়, তাহলে তাতে কোন ক্ষতি আছে কি?

উত্তর ঃ হজ্জের তওয়াফের আগে সাঈ ক'রে নেওয়া যায়। অবশ্য উত্তম হল, তওয়াফের পরই সাঈ করা। তবে উমরার তওয়াফের পূর্বে সাঈ করা যায় না; করলে তওয়াফের পর পুনরায় সাঈ করতে হবে। *(ফাতাওয়া ইবনে উষাইমীন ২/৬২২, ৬২৪)*

প্রশ্ন ঃ ভুলক্রমে সাঈর একটি চক্কর ছুটে গেলে এবং পরে মনে পড়লে করণীয় কী? হালাল হয়ে সফর করার পর বাড়িতে এসে মনে পড়লে কী করা যাবে?

উত্তর ঃ সাঈর এক চক্কর ছুটে গেলে এবং বহু পরে মনে পড়লে অথবা সুযোগ হলে পুনরায় নতুনভাবে ৭ চক্কর সাঈ করবে। *(ঐ ২/৬২৩)* হালাল হয়ে সফর করে থাকলে মনে পড়া মাত্র পুনরায় ইহরাম বেঁধে মক্কায় এসে নতুনভাবে সাঈ করে চুল কাটবে। *(ঐ ২/৬২৮)*

প্রশ্ন ঃ না জেনে ঠিক তওয়াফের মত সাঈও ৭ চক্কর (অর্থাৎ ১৪ বার যাতায়াত) ক'রে ফেললে সাঈ শুদ্ধ হবে কি?

উত্তর ঃ না জেনে ঠিক তওয়াফের মত সাঈও ৭ চক্কর (অর্থাৎ ১৪ বার যাতায়াত) ক'রে থাকলেও ৭ বারই গণ্য হবে এবং অজান্তে বাড়তি করায় কোন ক্ষতি হবে না। *(ঐ ২/৬২৬)*

প্রশ্ন ঃ সাফার পরিবর্তে মারওয়া থেকে সাঈ শুরু করলে শুদ্ধ হবে কি?

উত্তর ঃ সাফার পরিবর্তে মারওয়া থেকে সাঈ শুরু করলে সাঈ শুদ্ধ হবে না। পুনরায় সাফা থেকে শুরু ক'রে সাঈ করতে হবে। *(ঐ ২/৬২৮)*

প্রশ্ন ঃ যুল-হজ্জের ৮ তারীখে মিনায় পাঁচ ওয়াক্ত নামায না পড়লে এবং রাত্রি বাস না করলে হজ্জের কোন ক্ষতি হয় কি?

উত্তর ঃ যুল হজ্জের ৮ তারীখে মিনায় পাঁচ ওয়াক্ত নামায না পড়লে এবং রাত্রি বাস না করলে কোন ক্ষতি হয় না। অবশ্য তা সুন্নত। মতান্তরে ওয়াজেব। *(মানাসিকুল হাজ্জ, আলবানী ৭পৃঃ)*

প্রশ্ন ঃ আরাফার ময়দানে হাত তুলে দুআ করা যায় কি?

উত্তর ঃ আরাফার ময়দানে হাত তুলে দুআ করা যায়। জামাআতের একজন দুআ ও বাকী 'আমীন-আমীন' করলেও দোষ নেই। তবে একাকী দুআই এখানে শরীয়ত-সম্মত ও উত্তম। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/২৬৭-২৬৮, আল-মুমতে ৭/৩২৯-৩৩০)*

প্রশ্ন ঃ আরাফার সীমা থেকে সূর্য ডোবার পূর্বেই বের হয়ে এলে কোন ক্ষতি হবে কি?

উত্তর ঃ আরাফার সীমা থেকে সূর্য ডোবার পূর্বেই বের হয়ে এলে ফিদ্য়্যাহ লাগবে; যা মক্কায় যবেহ করে সেখানকার গরীবদের মাঝে বিতরণ করতে হবে। দেশে ফিরে গেলে এবং পুনরায় মক্কায় যাওয়া সম্ভব না হলে মক্কার মুসাফির বা পরিচিত কাউকে এ দায়িত্বভার সমর্পণ করবে। কেউ না থাকলে দেশেই যবেহ করে গোশ্ত গরীবদের মাঝে বন্টন ক'রে দেবে। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ৬/২৫৪, ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/২৬৪)*

প্রশ্ন ঃ মুযদালিফায় রাত্রিবাস না করতে পারলে করণীয় কী?

উত্তর ঃ মুযদালিফায় রাত্রিবাস ওয়াজেব। ত্যাগ করলে দম লাগবে। মুযদালিফায় ফজরের নামায পেলে সেটুকুই যথেষ্ট। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/২৭১)*

প্রশ্ন ঃ নিয়ম হল মুযদালিফায় পৌঁছে মাগরিব-এশা জমা ক'রে পড়া। কিন্তু ভিড়ের চাপে আরাফা থেকে মুযদালিফা আসতে আসতে যদি অর্ধরাত্রি পার হওয়ার আশঙ্কা হয়, তাহলে করণীয় কী?

উত্তর ঃ আরাফা থেকে মুযদালিফা আসতে আসতে যদি অর্ধরাত্রি পার হওয়ার আশঙ্কা থাকে তবে মাগরিব-এশার নামায চলার পথে মুযদালিফার বাইরে হলেও পড়ে নেবে। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/২৭০)*

প্রশ্ন ঃ ভিড়ের কারণে মাশআরুল হারামের নিকট গিয়ে দুআ করা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে কোন ক্ষতি হবে কি?

উত্তর ঃ মাশআরুল হারামে গিয়ে দুআ করা ওয়াজেব নয়; করা ভালো। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/২৭১)*

প্রশ্ন ঃ ভিড়ের কারণে ফজরের আগে পর্যন্ত মুযদালিফার সীমানায় প্রবেশ না করতে পারলে করণীয় কী?

উত্তর ঃ ভিড় কিংবা অন্য কোন কারণে মুযদালিফার সীমানায় প্রবেশ না করতে পারলে সেখানে রাত্রিবাস মাফ হয়ে যাবে এবং দম লাগবে না। যেহেতু যা সাধ্যের বাইরে, তা ক্ষমার্হ। *(ঐ)*

অবশ্য সতর্কতামূলকভাবে মক্কায় একটি কুরবানী করা উচিত। সামর্থ্য না থাকলে মাফ। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ মুযদালিফা থেকে মুআল্লিমের বাস অর্ধরাত্রির পূর্বে তাড়াহুড়া ক'রে চলে যেতে চাইলে করণীয় কী?

উত্তর ঃ মুযদালিফা থেকে মুআল্লিমের বাস অর্ধরাত্রির পূর্বে তাড়াহুড়া ক'রে চলে যেতে চাইলে বাস ছেড়ে পায়ে হেঁটে ফজরের পর মিনায় যাবে। হারিয়ে যাওয়ার ভয় থাকলে বাসেই যাবে। বাধ্য হওয়ার কারণেই তার উপর দম ওয়াজেব হবে না। *(ফাতাওয়া ইবনে উষাইমীন ২/৬০০)*

প্রশ্ন ঃ মুযদালিফা থেকে মিনায় কত আগে যাওয়া যায়?

উত্তর ঃ মুযদালিফা হতে অর্ধরাত্রির পর মিনা যাওয়া যায়। তবে চন্দ্র অস্ত যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা উত্তম। আর এ শুধু দুর্বল শ্রেণীর মানুষ (ও তাদের সহযোগী সঙ্গী)দের জন্য। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/২৭২)* অর্ধরাত্রির পর এই শ্রেণীর মানুষরা জামরায়ে আক্বাবায় পাথর মেরে মক্কায় হজ্জের তওয়াফও করতে পারে। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ১৩/৮৬)* তবে অর্ধরাত্রির পূর্বে রম্ই ও তওয়াফ করলে তা শুদ্ধ হবে না। করে ফেললে পুনরায় করতে হবে। নচেৎ রম্ইর জন্য মক্কায় দম দেবে এবং তওয়াফ যুল-হজ্জের বা মুহার্রামের শেষে অথবা যখন ভুল বুঝতে পারবে তখনই মক্কা এসে পূর্ণ করবে। নচেৎ হজ্জ হবে না।

প্রশ্ন ঃ ভিড়ের ভয়ে তওয়াফে ইফায়াহ সফর করা পর্যন্ত পিছিয়ে রাখা যায় কি? কতদিন পর তা করা যায়?

উত্তর ঃ তওয়াফে ইফায়াহ সফর করা পর্যন্ত পিছিয়ে রাখা যায়। ভিড়ের ভয়ে যুল হজ্জের শেষের দিকেও করা যায়। *(ফাতাওয়া ইবনে উষাইমীন ২/৬২৪)* বরং সঠিক ওযর থাকলে যুল হজ্জ মাসের পরেও করতে পারে। *(ঐ ২/৬৪০)*

প্রশ্ন ঃ তওয়াফে ইফায়ার পূর্বে কেউ মারা গেলে তার তরফ থেকে তওয়াফ পূর্ণ করতে

হবে কি?

উত্তর ঃ তওয়াফে ইফাযার পূর্বে কেউ মারা গেলে তার তরফ থেকে তওয়াফ পূর্ণ করতে হবে না। *(ফাতাওয়া ইবনে উষাইমীন ২/৬১২)*

প্রশ্ন ঃ পাথর মেরে কেশ মুন্ডন করার পর তওয়াফে ইফাযাহর পূর্বে স্ত্রী-চুম্বন বা আলিঙ্গনের ফলে বীর্যপাত করলে করণীয় কী?

উত্তর ঃ পাথর মেরে কেশ মুন্ডন করার পর তওয়াফে ইফাযাহর পূর্বে স্ত্রী-চুম্বন বা আলিঙ্গনের ফলে বীর্যপাত করলে তওবা সহ দম লাগবে। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ১৩/৭৪)*

প্রশ্ন ঃ প্রথম হালালের পূর্বে যদি কেউ স্ত্রী-সহবাস ক'রে ফেলে, তাহলে তার হজ্জ হবে কি?

উত্তর ঃ প্রথম হালালের পূর্বে যদি কেউ স্ত্রী-সহবাস ক'রে ফেলে, তবে তার হজ্জ বাতিল হয়ে যাবে। অবশ্য বাকী হজ্জের কাজ তাকে পূরণ করতে হবে এবং কাফ্ফারা স্বরূপ একটি উট কুরবানী দিয়ে তার গোশ্ত্ মক্কার মিসকীনদের মাঝে বিতরণ করতে হবে। আর ঐ বাতিল হজ্জ নফল হলেও তাকে আগামীতে নতুনভাবে পালন করতে হবে। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/২৭২)*

প্রশ্ন ঃ ইহরাম অবস্থায় ঘুমিয়ে থাকাকালে স্বপ্নদোষ হলে কোন ক্ষতি হয় কি?

উত্তর ঃ স্বপ্নদোষে বীর্যপাত ঘটলে হজ্জ বা উমরার কোন ক্ষতি হয় না। যেহেতু তা নিজের এখতিয়াভুক্ত নয়। *(ঐ ২/২৩৩-২৩৪)*

প্রশ্ন ঃ তওয়াফে ইফাযাহ বা সাঈ কেউ করতে সক্ষম না হলে অন্য কেউ তার নায়েব হয়ে ক'রে দিতে পারে কি?

উত্তর ঃ তওয়াফে ইফাযাহ বা সাঈ কেউ করতে সক্ষম না হলে অন্য কেউ তার নায়েব হয়ে ক'রে দিতে পারে না। খাট বা ঠেলা গাড়িতে বসে অথবা কারো কাঁধে বা পিঠে চড়ে তাকে নিজে করতে হবে। যদি সম্ভব না হয়, তবে রোগ বা দুর্বলতা দূর হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে এবং ইহরাম খুলবে না। যদি আরোগ্যের আশা না থাকে, তবে একটি ছাগল বা ভেঁড়া যবেহ ক'রে তার গোশ্ত্ মক্কার গরীবদের মাঝে বিতরণ ক'রে হালাল হয়ে যাবে এবং হজ্জ আগামীতে কাযা করবে। *(ঐ ২/২৪৩)*

প্রশ্ন ঃ কোন কারণবশতঃ হজ্জের কুরবানী দিতে না পারলে হাজী কী করবে?

উত্তর ঃ কোন কারণবশতঃ হজ্জের কুরবানী দিতে না পারলে ১০টি রোযা রাখবে। ৩টি হজ্জে, আরাফার দিনের পূর্বে রেখে নেবে এবং বাকী ৭টি দেশে ফিরে রাখবে। আরাফার দিন রোযা রাখবে না। *(ফাতাওয়া মুহিম্মাহ ৩৮পৃঃ)* হজ্জের মধ্যে ঐ ৩টি রোযা তাশরীকের দিনগুলিতে ১১, ১২, ১৩ তারীখেও রাখতে পারে। আর এটা ঐ দিনগুলিতে রোযা রাখা নিষিদ্ধ আইনের ব্যতিক্রম। তবে আরাফার দিনের পূর্বেই রোযা রেখে নেওয়া উত্তম; যদি তার পূর্ব থেকেই জানা থাকে যে, সে কুরবানী দিতে পারবে না। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/২৯৫-২৯৬)* মক্কাবাসী হাজীদের জন্য ঐ কুরবানী নেই। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ

فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (١٩٦) سورة البقرة

অর্থাৎ, অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হবে, তখন তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হজ্জের প্রাক্কালে উমরাহ দ্বারা লাভবান হতে চায়, সে সহজলভ্য কুরবানী করবে। কিন্তু যদি কেউ কুরবানী না পায় (বা দিতে অক্ষম হয়), তাহলে তাকে হজ্জের সময় তিন দিন এবং গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর সাত দিন -- এই পূর্ণ দশ দিন রোযা পালন করতে হবে। এই নিয়ম সেই ব্যক্তির জন্য, যার পরিবার-পরিজন পবিত্র কা'বার নিকটে (মক্কায়) বাস করে না। (বাক্বারাহ ঃ ১৯৬)

প্রশ্ন ঃ ভেবেছিলাম কুরবানী দিতে পারব না। তাই তাশরীকের দিনগুলিতে রোযা রাখলাম। কিন্তু ১৩ তারীখের রাত্রে মনে হল, আমার কাছে যে টাকা আছে, তাতে কুরবানী দেওয়া যেতো। তাছাড়া বাড়ি ফিরে ৭টি রোযা রাখাও কঠিন। সুতরাং ১৪ তারীখের রাতে বা দিনে কুরবানী দিলে তা যথেষ্ট হবে কি?

উত্তর ঃ ১৩ তারীখের সূর্য অস্ত গেলে আর কুরবানী শুদ্ধ হবে না। *(ঐ ২/২৯৬)* অতএব ৩টি রোযা রেখে তাশরীকের দিনসমূহ অতিবাহিত ক'রে পুনরায় কুরবানী দিতে চাইলে আর হবে না। বাকী ৭টি রোযা দেশে পূর্ণ করতে হবে। *(ফাতাওয়া ইবনে উষাইমীন ২/৬৬০)*

প্রশ্ন ঃ কুরবানী কি মিনাতেই হওয়া জরুরী?

উত্তর ঃ কুরবানী মিনাতেই যবেহ করা জরুরী নয়। মক্কার হারামের সীমার ভিতরে যে কোন স্থানে কুরবানী যবেহ করা যায়। হারামের সীমার বাইরে হজ্জের কুরবানী সিদ্ধ হবে না; যদিও তার গোশ্ত্ হারামের ভিতরে বিতরণ করা হয়।

প্রশ্ন ঃ দেখা যায়, অনেকে কুরবানী নিজ হাতে যবেহ ক'রে ফেলে চলে যায়। এটা কি ঠিক?

উত্তর ঃ কুরবানী যবেহ করে সম্পূর্ণ ফেলে দেওয়া বৈধ নয়। বরং তার কিছু খাওয়া ও দান করা কর্তব্য। তাতে কষ্ট আছে মনে করলে নির্দিষ্ট সংস্থায় টাকা জমা দেওয়া যায়।

প্রশ্ন ঃ চুল কাটতে ভুলে গিয়ে সফর করার পর স্মরণ হলে করণীয় কী?

উত্তর ঃ চুল কাটতে ভুলে গিয়ে সফর করার পর স্মরণ হলে, স্মরণ হওয়া মাত্র (পুরুষ হলে এবং ইহরামের কাপড় খুলে ফেললে) ইহরামের কাপড় পরবে এবং হজ্জ পুরা করার নিয়তে চুল কেটে নেবে। অতঃপর যদি এর পূর্বে মক্কায় স্ত্রী-সহবাস ক'রে থাকে তবে মক্কায় ১টি (ছাগল বা ভেঁড়া, নচেৎ উট বা গরুর ৭ ভাগের ১ ভাগ) দম লাগবে। আর সে গোশ্ত্ সেখানকার গরীবদের মাঝে বিতরণ করতে হবে। তবে যদি সহবাস মক্কার বাইরে কোথাও হয় তবে দেশেই ঐ ফিদ্য়্যাহ যবেহ করে দেশের গরীবদের মাঝে তার গোশ্ত্ বিতরণ করতে পারে। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ১৩/৬৭)* তদনুরূপ যে ব্যক্তি না জেনে মাথার সম্পূর্ণ চুল না ছেঁটে কেবল এখান-ওখান থেকে কিছু চুল কেটে হালাল হয়েছে সে ব্যক্তির জন্যও বিধান এই। *(ফাতাওয়া ইবনে উষাইমীন ২/৬৩৪)*

প্রশ্ন ঃ তাশরীকের রাত্রিগুলি মিনায় না কাটালে করণীয় কী?

উত্তর ঃ তাশরীকের রাত্রিগুলো মিনায় যাপন করা জরুরী। অবশ্য ১২ তারীখের সূর্যাস্তের পূর্বে বের হয়ে গেলে ১৩ তারীখের রাত্রি যাপন করতে হয় না। কিন্তু যদি কেউ ১১ তারীখে মিনা ত্যাগ করে চলে যায়, তবে তাকে ফিদ্য়্যাহ দিতে হবে। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ১৩/৮৮)* অবশ্য অসুখের কারণে ত্যাগ করতে বাধ্য হলে কোন কিছু ওয়াজেব নয়। আল্লাহ কাউকে তার সামর্থ্যের অধিক দায়িত্ব অর্পণ করেন না। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/২৭৬)*

প্রশ্ন ঃ রাত্রির অধিকাংশ সময় মিনায় কাটিয়ে বাকী সময় (অথবা সারা দিন) অন্য কোথাও বা মাসজিদুল হারামে কাটানো যায় কি?

উত্তর ঃ রাত্রির অধিকাংশ সময় মিনায় কাটিয়ে বাকী সময় (অথবা সারা দিন) অন্য কোথাও বা মাসজিদুল হারামে কাটানো যায়। তাতে কোন ক্ষতি হয় না। *(ঐ ২/২৭৪)*

প্রশ্ন ঃ মিনায় থাকার জন্য জায়গা না পেলে করণীয় কী?

উত্তর ঃ মিনায় থাকার জন্য জায়গা না পেলে মিনার সংলগ্ন পার্শ্ববর্তী কোন জায়গায় মিনায় অবস্থানকারী অন্যান্য হাজীদের পাশাপাশি স্থান নিয়ে বাস করবে। মিনার সীমানার ভিতরে জায়গা পায়নি বলে মক্কায় রাত্রিযাপন বৈধ হবে না। *(ফাতাওয়া ইবনে উষাইমীন ২/৬০৪)* যেমন সামর্থ্য থাকতে কম ভাড়া পেয়ে মিনা ছেড়ে মুযদালিফায় খিমা নেওয়া বৈধ নয়।

প্রশ্ন ঃ রাত্রিতে পাথর মারা যায় কি? তা কি পরের দিন কাযা করা যায়?

উত্তর ঃ নিরুপায় হলে রাত্রিতেও পাথর মারা যায়। এক দিনের পাথর পর দিনে মেরে কাযা করা যায়। *(ঐ ২/২৮৪)* অবশ্য আগামী কালের পাথর আজ আগাম মারা যায় না।

প্রশ্ন ঃ দুই দিনের রম্ই কি শেষ দিনে কাযা করা যায়? কোন্ নিয়মে করতে হবে?

উত্তর ঃ শেষ দিনে তিন দিনের পাথর এক সাথে মারতে হলে প্রথমে ১১ তারীখের পাথর যথা নিয়মে তিনটি জামরাতেই মারতে হবে। তারপর ছোট জামরায় ফিরে গিয়ে ১২ তারীখের পাথর যথা নিয়মে তিনটি জামরাতেই মারতে হবে। সবশেষে ১৩ তারীখের পাথর যথা নিয়মে তিনটি জামরাতেই মারতে হবে। (ইবা)

প্রশ্ন ঃ পাথর মারতে সক্ষম ব্যক্তি অপরকে প্রতিনিধি করতে পারে কি? কোন অহাজী নায়েব হয়ে পাথর মেরে দিতে পারে কি?

উত্তর ঃ পাথর মারতে সক্ষম ব্যক্তি অপরকে প্রতিনিধি করতে পারে না; করে থাকলে দম লাগবে। যাকে প্রতিনিধি করা হবে তাকে বর্তমানে হাজী হতে হবে। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ১৪/১৪০)*

প্রশ্ন ঃ কাউকে পাথর মারার প্রতিনিধি বানিয়ে দিয়ে তার পাথর মারার পূর্বে হাজীর মিনা ত্যাগ করা যাবে কি?

উত্তর ঃ প্রতিনিধি পাথর না মারা পর্যন্ত হাজীর মিনা ত্যাগ করা যাবে না। সুতরাং ১২ তারীখের সকালে কাউকে পাথর মারতে প্রতিনিধি নিযুক্ত ক'রে মিনা ত্যাগ করা বৈধ নয়। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/২৪০-২৪২)*

প্রশ্ন ঃ তাশরীকের (১১, ১২, ও ১৩ তারীখের) দিনগুলিতে সকালে পাথর মারলে শুদ্ধ হবে কি?

উত্তর ঃ তাশরীকের (১১, ১২, ও ১৩ তারীখের) দিনগুলিতে সূর্য ঢলার আগে পাথর মারা শুদ্ধ ও যথেষ্ট নয়। সূর্য ঢলার পূর্বে পাথর মেরে সফর করে থাকলে মক্কায় ফিদ্য়্যাহ লাগবে। (তবে ভিড়ের চাপে হাজী মরার ফলে আধুনিক ফতোয়া অনুযায়ী সকালেও পাথর মারা চলবে।)

প্রশ্ন ঃ ৭টি পাথরকেই একই সঙ্গে ছুঁড়ে মারলে, ছোট জামরাহ থেকে শুরু না ক'রে বিপরীত দিকে বড় জামরাহ থেকে শুরু ক'রে পাথর মেরে থাকলে শুদ্ধ হবে কি?

উত্তর ঃ ৭টি পাথরকেই একই সঙ্গে ছুঁড়ে মারলে, ছোট জামরাহ থেকে শুরু না করে বিপরীত দিকে বড় জামরাহ থেকে শুরু করে পাথর মেরে থাকলেও মক্কায় দম লাগবে। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/২৮৫, ২৮৬)* অবশ্য সময় থাকতে কাযা ক'রে নিলে দম লাগবে না।

প্রশ্ন ঃ পাথর কি দেওয়ালে লাগা জরুরী? দেওয়ালে লেগে যদি হওযে না পড়ে, তাহলে যথেষ্ট কি? পাথর যদি না ছুঁড়ে হওযের কিনারায় দাঁড়িয়ে তাতে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে শুদ্ধ হবে কি?

উত্তর ঃ পাথর দেওয়ালে লাগা জরুরী নয়; জরুরী হল হওযে পড়া। হওযে না পড়লে দম লাগবে। *(ফাতাওয়া ইবনে উষাইমীন ২/৬৩৫-৬৩৬)* যেমন পাথর হওযে ফেলে দিলে যথেষ্ট নয়; বরং তা ছুঁড়ে মেরে হওযে ফেলতে হবে।

প্রশ্ন ঃ রম্ই শেষ হওয়ার পূর্বে পাথর শেষ হয়ে গেলে কী করা যাবে? হওযের নিকটবর্তী পাথর নিয়ে মারা যাবে কি?

উত্তর ঃ রম্ই শেষ হওয়ার পূর্বে পাথর শেষ হয়ে গেলে হওয থেকে দূরে কোন জায়গা হতে পাথর কুড়িয়ে এনে বাকী রম্ই পূর্ণ ক'রে নেওয়া যাবে। *(ঐ ২৩৬)*

প্রশ্ন ঃ রম্ইর জন্য কি পাথর বা কাঁকরই হতে হবে?

উত্তর ঃ রম্ইর পাথর পাথরই হতে হবে। রত্ন, মাটি, সিমেন্ট বা পিচের ঢেলা হলে তা দিয়ে রম্ই সহীহ নয়। *(আল-মুমতে' ৭/৩৫৭)*

প্রশ্ন ঃ মিনায় রাত্রিবাস ও সমস্ত রম্ই ত্যাগ করলে কি প্রত্যেকটির বিনিময়ে এক-একটি ফিদ্য়্যাহ লাগবে?

উত্তর ঃ মিনায় রাত্রিবাস ও সমস্ত রম্ই ত্যাগ করলে ১টি মাত্র ফিদ্য়্যাহ দিলেই যথেষ্ট হবে। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ২৩/৯৪)* অবশ্য ফিদ্য়্যাহ দেওয়ার পর পুনরায় কোন ওয়াজেব ত্যাগ করলে পুনরায় ফিদ্য়্যাহ লাগবে।

প্রশ্ন ঃ বিদায়ী তওয়াফ করার আগে মহিলার মাসিক শুরু হয়েছে। কেউ কেউ দুর্বল ও অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ওদিকে সফর-সঙ্গীরা যথাসময়ে বিদায় নিচ্ছে। তাহলে মহিলা ও অসুস্থ ব্যক্তি বিদায়ী তওয়াফ না করতে পারলে কি দম লাগবে?

উত্তর ঃ ঋতুমতী মহিলার জন্য তওয়াফে বিদা' মাফ। দুর্বল ও রোগী হাজীদেরকে বহন ক'রে বিদায়ী তওয়াফ করাতে হবে। ত্যাগ করলে দম লাগবে। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ৬/২৫৪, ১৪/১৩৭)*

প্রশ্ন ঃ বিদায়ী তওয়াফের পর কিছু কেনা-কাটা করায় ও সঙ্গীদের অপেক্ষায় কিছু দেরী

হওয়ায় দোষআছে কি?

উত্তর ঃ তওয়াফে বিদা'র পরপরই মক্কা ত্যাগ করতে হবে। বহু দেরী ক'রে ফেললে পুনরায় তওয়াফ করতে হবে। অবশ্য তওয়াফের পর কিছু কেনা-কাটা করায় ও সঙ্গীদের অপেক্ষায় কিছু দেরী হওয়ায় দোষ নেই। *(ফাতাওয়া মুহিম্মাহ ৪৩পৃঃ)*

প্রশ্ন ঃ সময় বাঁচাতে গিয়ে সফরের দিন মক্কায় গিয়ে বিদায়ী তওয়াফ ক'রে পুনরায় মিনায় এসে কাঁকর মেরে বাড়ি ফেরা যায় কি?

উত্তর ঃ সফরের দিন মক্কায় গিয়ে বিদায়ী তওয়াফ ক'রে পুনরায় মিনায় এসে কাঁকর মেরে বাড়ি ফেরা বৈধ নয়। বরং মিনা ত্যাগ ক'রে মক্কায় গিয়ে বিদায়ী তওয়াফ ক'রে বাড়ি ফিরতে হবে। *(দলীলুল হাজ্জ দ্রঃ)*

প্রশ্ন ঃ বিদায়ী তওয়াফের পর না জেনে ভুলক্রমে সাঈ ক'রে ফেললে কোন ক্ষতি হবে কি?

উত্তর ঃ বিদায়ী তওয়াফের পর না জেনে ভুলক্রমে সাঈ ক'রে ফেললে কোন কিছু ওয়াজেব হয় না। *(ফাতাওয়া ইবনে উষাইমীন ২/৬২৫)*

প্রশ্ন ঃ অনেককে দেখা যায়, বিদায়কালে কা'বার মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় উল্টা পায়ে পিছিয়ে পিছিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে। এটা কি শরীয়তসম্মত?

উত্তর ঃ বিদায়কালে কাবার মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় উল্টা পায়ে বের হয়ে সম্মান প্রদর্শন এবং মসজিদের দরজায় বিশেষ বিদায়ী দুআ পাঠ শরীয়ত-সম্মত নয়।

প্রশ্ন ঃ কোন মহিলার পক্ষ থেকে কোন পুরুষ বদল-হজ্জ করতে পারে কি?

উত্তর ঃ পুরুষ মহিলার তরফ থেকে এবং মহিলা পুরুষের তরফ থেকে হজ্জে বদল করতে পারে। তবে এর জন্য শর্ত এই যে, তাকে নিজের হজ্জ আগে ক'রে থাকতে হবে। একদা মহানবী ﷺ শুনলেন, একটি লোক বলছে, 'শুবরুমার পক্ষ থেকে লাব্বাইক।' তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "শুবরুমা কে?" সে বলল, 'আমার এক ভাই (অথবা আত্মীয়)।' তিনি বললেন, "তুমি নিজের হজ্জ করেছ?" সে বলল, 'জী না।' তিনি বললেন, "তুমি নিজের হজ্জ আগে কর, তারপর শুবরুমার হজ্জ (পরে) করো।" (আবূ দাঊদ ১৮১১, ইবনে মাজাহ ২৯০৩ প্রমুখ)

প্রশ্ন ঃ আমি সঊদী আরবে কাজ করি। নিজের হজ্জ করেছি। এখন গরীব পিতামাতার তরফ থেকে বদল হজ্জ করা যায় কি?

উত্তর ঃ গরীব সামর্থ্যহীন পিতা-মাতার তরফ থেকে হজ্জ করা যায়। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ১৩/৭২-৭৩)*

প্রশ্ন ঃ জীবিত অবস্থায় কেউ একাধিকবার হজ্জ ক'রে মারা গেলে তার তরফ থেকে বদল হজ্জ করা যায় কি?

উত্তর ঃ জীবিত অবস্থায় কেউ একাধিকবার হজ্জ ক'রে মারা গেলেও তার তরফ থেকে ঈসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে নফল হজ্জ করা যায়। *(ঐ ১৮/১১৮)*

প্রশ্ন ঃ একই সফরে পিতার নামে উমরাহ ও মাতার নামে হজ্জ করা যায় কি?

উত্তর ঃ একই সফরে পিতার নামে উমরাহ ও মাতার নামে হজ্জ করা যায়। *(ঐ ১২/৯৭)*

প্রশ্ন ঃ শক্তি-সামর্থ্য আছে, অথচ অন্য লোক পাঠিয়ে হজ্জ করাতে চাচ্ছে। তা কি যথেষ্ট হবে?

উত্তর ঃ শক্তি ও সামর্থ্য থাকতে কারো দ্বারা হজ্জে বদল করানো শুদ্ধ নয়। তাতে ফরয আদায় হবে না। *(ফাতাওয়া ইবনে উষাইমীন ২/৬৫০)*

প্রশ্ন ঃ মৃত মা-বাপের তরফ থেকে নায়েব বানিয়ে হজ্জ করানো যায় কি?

উত্তর ঃ মৃত মা-বাপের তরফ থেকে নায়েব বানিয়ে হজ্জ করানো যায়। *(ঐ ২/৬৫১)*

প্রশ্ন ঃ হজ্জে বদলের জন্য খরচ নিয়ে বেড়ে গেলে কী করা যাবে?

উত্তর ঃ হজ্জে বদলের জন্য খরচ নিয়ে বেড়ে গেলে যদি দেওয়ার সময় মুওয়াক্কেল বলে যে, 'যা খরচ হয় করো বা এই অর্থ থেকে খরচ করো' তাহলে বাকী অর্থ ফেরৎ দিতে হবে। অন্যথা যদি অর্থ দেওয়ার সময় বলে যে, 'এ অর্থ তোমাকে আমার নামে হজ্জ করার জন্য দিলাম' তাহলে ফেরৎ না দিলেও দোষ নেই। *(ঐ ২/৬৫২)*

প্রশ্ন ঃ এক বছরে কি দু'জনের তরফ থেকে হজ্জ করা যায়?

উত্তর ঃ এক বছরে দুই জনের তরফ থেকে হজ্জ করা যায় না। এক সাথে দুই জনের নায়েব হওয়া যায় না। (লাদা)

প্রশ্ন ঃ এক সফরে একাধিক উমরাহ করা যায় কি? প্রথমে মীকাত থেকে একবার এবং পরে আয়েশা মসজিদ থেকে ইহরাম বেঁধে বারবার উমরাহ শুদ্ধ কি?

উত্তর ঃ একই সফরে বারবার উমরাহ; একবার মায়ের জন্য, দ্বিতীয়বার বাপের জন্য, তৃতীয়বার দাদীর জন্য এবং এইভাবে আর কারো জন্য (বা নিজের জন্য) তানঈম থেকে আসা-যাওয়া করে আদায় করা বিধিসম্মত নয়। তাছাড়া মৃতের নামে হজ্জ করার চেয়ে দুআ করাই বেশী উত্তম। *(ঐ ২/১৯৮, ২৬৬)*

"ইবাদতে মৌলিক দু'টি শর্ত পূরণ হওয়া জরুরী; ইখলাস ও মুহাম্মাদী তরীকা। (যারা এক সফরে বারবার উমরাহ করে) তারা কি সাহাবা থেকেও ভাল কাজে বেশী আগ্রহী? আল্লাহর কসম! না। তারা তাঁদের থেকে বেশী আগ্রহী নয়। আল্লাহর শরীয়তের ব্যাপারে সাহাবা থেকে বেশী জ্ঞানী নয়। তারা একটি হাদীস পেশ ক'রে প্রমাণ করুক যে, সাহাবাগণ রমযান অথবা অরমযানে বারবার উমরাহ করতেন। জেনে রাখুন, এ ব্যাপারে কোন সহীহ অথবা যয়ীফ একটি হরফও নেই, যাতে প্রমাণ হয় যে, সাহাবাগণ রমযান বা অন্য মাসে বারবার উমরাহ করেছেন। অথবা কেউ উমরাহ থেকে হালাল হলে আবার তানঈম গিয়ে আর একটি উমরাহ করবে। এমনকি মক্কাবাসীদের ফক্বীহ ইমাম আত্বা (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'জানি না যে, যারা তানঈম গিয়ে উমরাহ করছে, তারা গোনাহগার হবে, নাকি সওয়াব পাবে!' অর্থাৎ, তাদের এ কাজে কষ্ট আছে, কোন সওয়াব নেই; আল্লাহর পানাহ। যেহেতু তারা শরীয়তের বহির্ভূত কাজ করে।" *(ইউঃ আল-লিক্বাউশ শাহরী ৪১/১)*

আর বিদিত যে, সে যুগে সফর অতিশয় কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও মহানবী ﷺ তথা সাহাবা ﷺগণ এক সফরে একাধিক উমরার সুযোগ গ্রহণ করেননি। তাহলে এ যুগে সফর সহজ হওয়া সত্ত্বেও সে সুযোগ গ্রহণ করার কী যুক্তি থাকতে পারে?

প্রশ্ন ঃ আমরা সঊদী আরবে অল্প বেতনে কাজ করি। হজ্জ করার মতো টাকা জমাতে

পারি না। ইসলামিক দাওয়াত-সেন্টারের সহযোগিতায় আমরা হজ্জ করেছি। পরবর্তীতে নিজে হজ্জ করার মতো সামর্থ্য হয়েছে। এখন আমাদের হজ্জের ফরয আদায় হয়ে গেছে, নাকি দ্বিতীয়বার নিজের টাকায় হজ্জ করতে হবে?

উত্তর ঃ হজ্জ করার জন্য কেউ অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করলে তা গ্রহণ করা বৈধ এবং দানের টাকায় হজ্জ করলেও ফরয আদায় হয়ে যায়।

প্রশ্ন ঃ পিতা, শ্বশুর অথবা স্ত্রীর টাকায় হজ্জ করলে ফরয আদায় হবে কি?

উত্তর ঃ পিতার পয়সায় হজ্জ করলে পুত্রের ফরয আদায় হয়ে যাবে। অনুরূপ অন্যের পয়সাতে হজ্জ করলেও তা শুদ্ধ হয়ে যাবে। *(ঐ ২/ ১৮৮)*

প্রশ্ন ঃ আমার উপর হজ্জ ফরয নয়। কেউ আমার প্রতি ইহসানী ক'রে হজ্জের খরচ দিতে এলে তা গ্রহণ করা কি জরুরী। তার ফলে কি আমার উপর হজ্জ ফরয হয়ে যাবে?

উত্তর ঃ অপরের ইহসানী গ্রহণ করা জরুরী নয় এবং তার ফলে হজ্জ ফরযও হয় না। তবে দাতা যদি বাপ বা ভাই হয়, তাহলে তা গ্রহণ ক'রে হজ্জ করা উচিত। কারণ বাপ-ভাই ইহসানী ক'রে কিছু দেয় না। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ ফরয হওয়া সত্ত্বেও পিতা হজ্জ না করে মারা গেলে পুত্র বা ওয়ারেসের কী করা উচিত?

উত্তর ঃ ফরয হওয়া সত্ত্বেও পিতা হজ্জ না করে মারা গেলে পুত্র বা ওয়ারেসের উচিত, নিজের হজ্জ আদায় করে তার তরফ থেকে হজ্জ করা, অথবা পিতার ছেড়ে যাওয়া অর্থ থেকে কোন হাজীকে খরচ দিয়ে তার তরফ থেকে হজ্জ করার দায়িত্ব দেওয়া। *(ঐ ২/ ১৯৪)* যেমন ছেলে হজ্জ ফরয রেখে মারা গেলে তার পিতা বা অভিভাবকের উচিত, তার তরফ থেকে ফরয পালন ক'রে দেওয়া। *(ঐ ২/ ১৯৫)*

প্রশ্ন ঃ কোন্‌টা বেশি উত্তম? নফল হজ্জ করা, নাকি সেই অর্থ জিহাদের খাতে দান করা?

উত্তর ঃ নফল হজ্জ-উমরাহ করতে অর্থ ব্যয় করার চেয়ে ঐ অর্থ জিহাদের খাতে ব্যয় করা অধিক উত্তম। *(ফাতাওয়া ইবনে উষাইমীন ২/৬৭৭)*

প্রশ্ন ঃ শিশুকে হজ্জ করালে, শিশু যদি এমন কাজ ক'রে বসে যাতে ফিদয়্যাহ ওয়াজেব, তাহলে অভিভাবককে কি তা আদায় করতে হবে?

উত্তর ঃ শিশুকে হজ্জ করালে, শিশু যদি এমন কাজ ক'রে বসে যাতে ফিদয়্যাহ ওয়াজেব, তাহলে অভিভাবককে তার তরফ থেকে তা আদায় করতে হবে। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/ ১৮২)*

প্রশ্ন ঃ অনেক হাজী আছে, যারা পয়সার জোরে হজ্জ তো করে, কিন্তু পাপাচার বর্জন করতে পারে না। তাদের হজ্জের অবস্থা কী?

উত্তর ঃ পাপকর্মে অটল থেকে হজ্জ করলে হজ্জ শুদ্ধ, তবে অসম্পূর্ণ। পাপ থেকে তওবা জরুরী। শির্ক করা অবস্থায় হজ্জ করলে তো তা মকবূলই নয়। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ১৪/ ১৪০)*

প্রশ্ন ঃ নামায পড়ে না। কিন্তু অর্থশালী বলে হজ্জ ক'রে 'হাজী-সাহেব' হয়েছে।

বেনামাযীর হজ্জ কি কবূল হবে?

উত্তর ঃ কোন বেনামাযী হাজীর হজ্জ গৃহীত নয়। যেহেতু বেনামাযী আসলে 'মুসলিম' থাকে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মানুষ ও কুফরীর মধ্যে (পর্দা) হল, নামায ত্যাগ করা।" *(মুসলিম)*

তিনি আরো বলেছেন, "যে চুক্তি আমাদের ও তাদের (কাফেরদের) মধ্যে বিদ্যমান, তা হচ্ছে নামায (পড়া)। অতএব যে নামায ত্যাগ করবে, সে নিশ্চয় কাফের হয়ে যাবে।" *(তিরমিযী)*

শাক্বীক ইবনে আব্দুল্লাহ তাবেঈ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'মুহাম্মাদ ﷺ-এর সহচরবৃন্দ নামায ছাড়া অন্য কোন আমল ত্যাগ করাকে কুফরীমূলক কাজ বলে মনে করতেন না।' *(তিরমিযী) (ফাতাওয়া ইবনে উষাইমীন ২/৬৮৭)*

প্রশ্ন ঃ আমার আব্বা মারা গেছেন। আমি তাঁর তরফ থেকে হজ্জ করলে তাঁর উপকার হবে কি? উল্লেখ্য যে, তিনি বেনামাযী ছিলেন। কেবল জুমআর নামায পড়তেন।

উত্তর ঃ মৃত বেনামাযীর তরফ থেকে হজ্জ গৃহীত হবে না। যেহেতু সঠিক মতে বেনামাযী কাফের। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/ ১৮৬)*

প্রশ্ন ঃ অনেক হাজী আছে, যারা কেবল অর্থ উপার্জনের জন্য বদল-হজ্জ করে। অনেকে হজ্জ করতে গিয়ে মাল নিয়ে গিয়ে, নিয়ে এসে ব্যবসা করে। তাদের হজ্জ শুদ্ধ হবে কি?

উত্তর ঃ হজ্জের নামে উদ্দেশ্য ভিন্ন হলে হজ্জ হয় না। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ১৩/৬৮)*

মহানবী ﷺ বলেছেন, "যাবতীয় কার্য নিয়ত বা সংকল্পের উপর নির্ভরশীল। আর মানুষের জন্য তাই প্রাপ্য হবে, যার সে নিয়ত করবে। অতএব যে ব্যক্তির হিজরত (স্বদেশত্যাগ) আল্লাহর (সন্তোষ লাভের) উদ্দেশ্যে ও তাঁর রসূলের জন্য হবে; তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্যই হবে। আর যে ব্যক্তির হিজরত পার্থিব সম্পদ অর্জন কিংবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যেই হবে, তার হিজরত যে সংকল্প নিয়ে করবে তারই জন্য হবে।" *(বুখারী-মুসলিম)*

তিনি আরো বলেছেন, "যে ব্যক্তি আখেরাতের কর্ম দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে করবে, তার জন্য আখেরাতের কোন ভাগ থাকবে না।" (আহমাদ)

তবে আসল উদ্দেশ্য হজ্জ হলে এবং তার সাথে কিছু ক্রয়-বিক্রয় ও বৈধ ব্যবসা করলে হজ্জের কোন ক্ষতি হয় না। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُواْ اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّآلِّينَ} (١٩٨) سورة البقرة

অর্থাৎ, (হজ্জের সময়) তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ কামনায় (ব্যবসা-বাণিজ্যে) কোন দোষ নেই। যখন তোমরা আরাফাত (প্রান্তর) হতে প্রত্যাবর্তন

করবে, তখন (মুযদালিফায়) মাশআরুল হারামের নিকটে পৌঁছে আল্লাহকে স্মরণ কর এবং তিনি যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, ঠিক সেইভাবে তাঁকে স্মরণ কর; যদিও পূর্বে তোমরা বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। (বাক্বারাহ ঃ ১৯৮)

প্রশ্ন ঃ বিড়ি-ফ্যাক্টরি, তামাক-ফ্যাক্টরি, মদ্য-ভাটি প্রভৃতি অবৈধ ব্যবসা ও প্রতিষ্ঠানের মালিকরা হজ্জ করতে আসে। তাদের হজ্জ কি শুদ্ধ হয়?

উত্তর ঃ হজ্জ করার জন্য হালাল উপায়ে অর্জিত অর্থ হওয়া জরুরী। বিড়ি-সিগারেট প্রভৃতি মাদকদ্রব্যের ব্যবসার অর্থে হজ্জ হয় না। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ১৬/১১৬)*

প্রশ্ন ঃ বিকলাঙ্গ হওয়া দরুন অথবা অন্য কোন কারণে যদি কোন পুরুষ ইহরামের কাপড় পরতে না পারে, তাহলে কি যে কাপড় পরে আছে, সেই কাপড়েই হজ্জ-উমরাহ শুদ্ধ হবে?

উত্তর ঃ হজ্জ-উমরাহ হয়ে যাবে। কিন্তু ইহরামের নিষেধ অমান্য করার দরুন তাকে তিনটির মধ্যে একটি করতে হবে; মক্কায় একটি ছাগল বা ভেঁড়া কুরবানী দিতে হবে অথবা ছয়টি মিসকীন খাওয়াতে হবে অথবা তিনটি রোযা রাখতে হবে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} (١٩٦) سورة البقرة

অর্থাৎ, যে পর্যন্ত কুরবানীর (পশু) তার যবেহস্থলে উপস্থিত না হয়, তোমরা মস্তক মুন্ডন করো না (হালাল হয়ো না)। অতএব তোমাদের মধ্যে কেউ পীড়িত হলে, অথবা মাথায় কোন ব্যাধি থাকলে (এবং তার জন্য মস্তক মুন্ডন করতে হলে, তার পরিবর্তে) সে রোযা রাখবে কিংবা সাদকাহ করবে, কিংবা কুরবানী দ্বারা তার ফিদ্ইয়া (বিনিময়) দেবে। (বাক্বারাহ ঃ ১৯৬)

প্রশ্ন ঃ আমি হজ্জ করতে যাব, কিন্তু আমার মাথায় টাক আছে। তাতে রোদ সইতে পারি না। সুতরাং আমি ইহরাম অবস্থায় যদি মাথা ঢেকে থাকি, তাহলে কোন ক্ষতি আছে কি?

উত্তর ঃ অবশ্যই ক্ষতি আছে। ইহরামের নিষেধ অমান্য করার দরুন আপনাকে তিনটির মধ্যে একটি করতে হবে; মক্কায় একটি ছাগল বা ভেঁড়া কুরবানী দিতে হবে অথবা ছয়টি মিসকীন খাওয়াতে হবে অথবা তিনটি রোযা রাখতে হবে।

প্রশ্ন ঃ হজ্জে বেশি হাঁটাহাঁটির ফলে মোটা মানুষদের দু'পায়ের জাঙ্গে ঘষা লেগে ছিলে যায় এবং জ্বালাপোড়া শুরু হলে হাঁটতে বড় কষ্ট হয়। এদের জন্য কি আন্ডার-প্যান্ট পরা জায়েয হবে?

উত্তর ঃ তাদের জন্য আন্ডার-প্যান্ট পরা জায়েয হবে না। তবে পটি বেঁধে নিতে পারে। আন্ডার-প্যান্ট পড়তেই হলে ফিদ্য়্যাহ লাগবে; মক্কায় একটি ছাগল বা ভেঁড়া কুরবানী দিতে হবে অথবা ছয়টি মিসকীন খাওয়াতে হবে অথবা তিনটি রোযা রাখতে হবে। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ আমার মাথায় মোটেই কোন চুল নেই। তাহলে হজ্জে মাথা নেড়া করতে কি শুধু ব্লেড বুলিয়ে নিলে হবে?

উত্তর ঃ মাথায় কোন চুল না থাকলে, মাথা নেড়া করা ওয়াজেব নয়। ব্লেড বুলানোও বিধেয় নয়। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ মক্কা ও জিদ্দার হাজীরা কি তাশরীকের রাত্রি মিনায় বাস ক'রে দিনে নিজ নিজ বাসা বা ব্যবসায় ফিরে আসতে পারে?

উত্তর ঃ তাশরীকের দিনগুলিতে মিনায় রাত্রিবাস ওয়াজেব। দিনবাস করা ওয়াজেব নয়। সুতরাং প্রয়োজনে মক্কা বা জিদ্দা গিয়ে ফিরে এসে মিনায় রাত্রিবাস করলে যথেষ্ট। তবে অবশ্যই মিনায় তাশরীকের দিনগুলিও বাস করা সুন্নত। অপয়োজনে তা ছাড়া উচিত নয়। যেহেতু মহানবী ﷺ ঐ দিনগুলিতে মিনায় বাস করেছেন। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ ১১ তারীখের কোন সময়ে কোন জরুরী প্রয়োজনে যদি জিদ্দা বা অন্য কোথাও যেতে হয়, তাহলে কি বিদায়ী তওয়াফ করতে হবে?

উত্তর ঃ না। বিদায়ী তওয়াফ হজ্জের সমস্ত কাজ শেষ ক'রে একেবারে মক্কা ত্যাগ করার সময় ওয়াজেব। (ইবা)

প্রশ্ন ঃ ঈদের দিন কোন জরুরী প্রয়োজনে যদি জিদ্দা বা অন্য কোথাও যেতে হয়, তাহলে তা বৈধ কি?

উত্তর ঃ না। ঈদের দিন হাজীর জিদ্দা বা অন্য কোথাও যাওয়া বৈধ নয়। (ইবা)

প্রশ্ন ঃ মক্কার বাইরের অন্য জায়গা থেকে কুরবানী কেনা বৈধ কি?

উত্তর ঃ মক্কার বাইরের যে কোন জায়গা থেকে কুরবানী কেনা বৈধ। তবে যবেহ হতে হবে মক্কাতেই। (ইবা)

প্রশ্ন ঃ হজ্জের কুরবানী, ফিদ্য়্যাহ অথবা দম মক্কাতেই যবেহ করা জরুরী কি?

উত্তর ঃ হজ্জের কুরবানী, ফিদ্য়্যাহ অথবা দম মক্কাতেই যবেহ করা জরুরী। তা জিদ্দা বা অন্য কোথাও যবেহ করা বৈধ নয়। (ইবা)

প্রশ্ন ঃ জিদ্দার বাসিন্দা হজ্জের কাজ শেষ ক'রে ভিড় দেখে বিদায়ী তওয়াফ না ক'রে যদি জিদ্দায় ফিরে যায় এবং দু-এক সপ্তাহ পরে মক্কায় এসে তা করে, তাহলে শুদ্ধ হবে কি?

উত্তর ঃ না। সে তওয়াফ বিদায়ী বলে গণ্য হবে না। বিদায়ী তওয়াফ হজ্জের কাজ শেষ ক'রে মক্কা ত্যাগ করার পূর্বেই করতে হবে। কেউ এরূপ ক'রে থাকলে তাকে দম দিতে হবে। (ইবা)

প্রশ্ন ঃ ইদ্দতে থাকা অবস্থায় মহিলা এগানার সাথে হজ্জ করতে যেতে পারে কি না?

উত্তর ঃ স্বামী মৃত্যুর ইদ্দতে থাকলে সে ঘর ছেড়ে বের হতে পারবে না। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (٢٣٤)

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়, তাদের স্ত্রীগণ চার মাস দশ দিন অপেক্ষা করবে। (বাক্বারাহ ঃ ২৩৪)

তালাকের ইদ্দতে স্বামীর অনুমতি হলে যেতে পারবে। (ইজি)

প্রশ্ন ঃ কা’বাগৃহের দেওয়ালে বুক লাগিয়ে দুআ করা অথবা কা’বার গিলাফ ধরে দুআ করা কি শরীয়তসম্মত?

উত্তর ঃ এ কাজে ভিত্তি মিলে না শরীয়তে। কা’বাগৃহের যে অংশ স্পর্শ করা নবী ﷺ কর্তৃক প্রমাণিত, কেবল সেই অংশ স্পর্শ করেই তওয়াফ ও দুআ করা উচিত। একদা আমীর মুআবিয়া ؓ কা’বাগৃহের তওয়াফ করছিলেন। তিনি হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী ছাড়াও অন্য দুটি রুক্‌ন (কোণ)কে স্পর্শ করছিলেন। সঙ্গে ছিলেন ইবনে আব্বাস ؓ। তাঁর এই আমল দেখে তাঁকে বললেন, ‘আল্লাহর রসূল ﷺ হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী ছাড়া অন্য রুক্‌ন স্পর্শ করতেন না।’ মুআবিয়া বললেন, ‘আল্লাহর গৃহের কোন কিছুই তো পরিত্যাজ্য নয়।’ ইবনে আব্বাস বললেন, ‘কিন্তু (মহান আল্লাহ বলেন,)

﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ (الأحزاب ٢١)

অর্থাৎ, তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর (চরিত্রের) মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। *(সূরা আহযাব ২১ আয়াত)* এ কথা শুনে মুআবিয়া বললেন, ‘তুমি ঠিকই বলেছ।’ *(তিরমিযী, শাফেয়ী, আহমাদ)*

প্রশ্ন ঃ কিছু হাজী আছে, যারা হজ্জ-সফরেও বিড়ি-সিগারেট খেতে ছাড়ে না, গাড়িতে বসে গান-বাজনা শোনা বর্জন করে না। এদের ব্যাপারে শরীয়তের নির্দেশ কী?

উত্তর ঃ এরা হল পাপাচারী। আর মহান আল্লাহ বলেছেন,

{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ} (١٩٧) سورة البقرة

অর্থাৎ, সুবিদিত মাসে (যথা ঃ শওয়াল, যিলক্বদ ও যিলহজ্জে) হজ্জ হয়। সুতরাং যে কেউ এই মাসগুলিতে হজ্জ করার সংকল্প করে, সে যেন হজ্জের সময় স্ত্রী-সহবাস (কোন প্রকার যৌনাচার), কোন পাপ কাজ এবং কোন প্রকার ঝগড়া-বিবাদ না করে। (বাক্বারাহ ঃ ১৯৭)

কিন্তু যদি ইবাদতের সফরেও হারামখোরির মাধ্যমে পাপাচার বর্জন না করতে পারে, তাহলে তাদের প্রতি আক্ষেপ প্রকাশ ছাড়া বলার আর কী থাকতে পারে? (ইউ)

প্রশ্ন ঃ তাশরীকের একটা রাত অসুস্থতার কারণে মিনায় অবস্থান করা হয়নি। তার জন্য কি দম দিতে হবে?

উত্তর ঃ অসুস্থতা একটি ওজর। সুতরাং দম ওয়াজেব হবে না। প্রয়োজনের তাকীদে মিনায় রাত্রিবাস বর্জনে অনুমতি আছে। নবী ﷺ পানি-পরিবেশক ও পশু-রক্ষকদেরকে মিনায় রাত্রিবাস বর্জনে অনুমতি দিয়েছিলেন। (ইবা)

প্রশ্ন ঃ মিনায় জায়গা না পেলে মক্কায় রাত্রি-যাপনে অনুমতি আছে কি?

উত্তর ঃ মিনায় জায়গা না পেলে মিনার লাগালাগি শেষ খীমার ধারে রাত্রিবাস করতে

হবে। মক্কায় রাত্রিবাস করা বৈধ হবে না। যেমন মসজিদে জায়গা না পেলে মসজিদের লাগালাগি জায়গায় পাশাপাশি কাতার বেঁধে নামায পড়তে হবে। সে ক্ষেত্রে ঘরে গিয়ে নামায পড়লে চলবে না। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ এক শ্রেণীর হাজী আছে, যারা জোরেশোরে দুআ পড়ে। প্রত্যেক চক্করে নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত দুআ পাঠ করে। একজন বলে, তার পিছনে সকলে বলে চলে। এতে ডিস্টার্ব হয় বড়। এ ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কী?

উত্তর ঃ পবিত্র কা’বার তওয়াফ একটি ইবাদত, যাতে আছে মহান আল্লাহর দরবারে বিনয়-নম্রতা প্রকাশ। তওয়াফকারীর কর্তব্য হল, সত্য হৃদয় নিয়ে দুআ ও প্রশংসা, আশা, ভয় ও ভরসার সাথে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা। কিন্তু তওয়াফের চক্করে চক্করে কোন নির্দিষ্ট দুআ বর্ণিত হয়নি। কেবল দুই পাথরের মধ্যবর্তী জায়গায় ‘রাব্বানা আ-তিনা......’ দুআ বলতে হয়। অথচ প্রচলিত ভুলগুলির মধ্যে একটি ভুল এই যে, লোকেরা সঙ্গে এমন বই-পত্র নিয়ে দেখে দেখে প্রত্যেক চক্করের জন্য খাস এমন সব দুআ পড়ে থাকে, কিতাব ও সুন্নাহতে যার কোন দলীল নেই। বরং তা মনগড়া বিদআত। অনেকে হয়তো যা পড়ে, তার মানেও বুঝে না। বরং তার সঠিক উচ্চারণও জানে না। অনেকে দোহারের মত অপরের পঠিত দুআর সম্পূর্ণ বুঝতে বা শুনতে না পেয়ে শেষের শব্দগুলি বলে। অথচ তাতে অর্থ বিগড়ে যায়। তাছাড়া এতে পার্শ্ববর্তী তওয়াফকারীদের বড় ডিস্টার্ব হয়। আল্লাহর রসূল ﷺ সাহাবাগণকে সশব্দে কুরআন পড়তে নিষেধ ক’রে বলেন, “তোমরা একে অপরকে কষ্ট দিয়ো না এবং একে অপরের উপর ক্বিরাআতে শব্দ উঁচু করো না।” *(আহমাদ ৩/৯৪, আবূ দাউদ ১২৩২নং, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ প্রমুখ)* এ যদি কুরআন পড়ার কথা হয়, তাহলে মনগড়া বিদআতী দুআ জোরেশোরে পড়ে অপরের ডিস্টার্ব করা কত বড় ভুল ? যে দুআ পড়ে তওয়াফকারী কোন মিষ্টতা অনুভব করে না। পক্ষান্তরে তারা যদি এমন দুআ ও যিক্‌র পড়ত, যার মানে বুঝে এবং যা তাদের মুখস্থ আছে, তাহলে তা-ই তাদের জন্য উত্তম হত এবং কবুল হওয়ার অধিক উপযুক্ত হত। পরন্তু তা-ই যথেষ্ট ও বর্কতময় হত।

প্রশ্ন ঃ উমরাহ করার পর বিদায়ের সময় বিদায়ী তওয়াফ করা ওয়াজেব কি?

উত্তর ঃ যদি উমরাহ করেই কেউ সাথে সাথে ফিরে আসে, তাহলে তাকে বিদায়ী তাওয়াফ করতে হবে না, উমরাহর তাওয়াফই যথেষ্ট। কিন্তু কেউ যদি উমরাহর পর দীর্ঘ সময় অবস্থান করে, তাহলে সঠিক মতে বিদায়ী তওয়াফ ওয়াজেব। কারণ (এক) নবী ﷺ বলেছেন,

لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت.

অর্থাৎ, “তোমাদের কেউ যেন (কা’বা)গৃহের সাথে শেষ সময় অতিবাহিত না ক’রে প্রস্থান না করে।” *(আহমাদ ১/২২২, মুসলিম ১৩২৭নং)*

(দুই) উমরাহকে ‘ছোট হজ্জ’ বলা হয়। সুতরাং হজ্জে বিদায়ী তওয়াফ ওয়াজেব হলে, উমরাতেও ওয়াজেব। (তিন) এক উমরাহকারী য়্যা’লা বিন উমাইয়াকে বলেছিলেন,

اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك.

অর্থাৎ, তুমি তোমার উমরাতে তাই কর, যা হজ্জে ক'রে থাকো। (বুখারী, মুসলিম)

বলা বাহুল্য, পূর্বসতর্কতামূলক কাজ এই যে, উমরাহ ক'রেও বিদায়ী তওয়াফ করতে হবে। (ইউ)

মতান্তরে উমরাহতে বিদায়ী তওয়াফ ওয়াজেব নয়। যেহেতু নবী ﷺ-এর উক্ত আদেশ ছিল হাজীদের জন্য। (লাদা)

প্রশ্ন ঃ ইহরামে সিলাইকৃত কাপড় পরা নিষিদ্ধ। কাপড়ে যে কোন সিলাই হলেই কি তা পরা যাবে না?

উত্তর ঃ সিলাইকৃত কাপড় মানে হল, যা দেহের অঙ্গসমূহের মাপে কেটে জামা বা পায়জামার আকারে সিলাই করা হয়। কাটা লুঙ্গি বা চাদরে সিলাই থাকা দোষ নয়। ফেটে বা ছিঁড়ে গেলে তা সিলাই করাও দোষ নয়। বেল্ট, ঘড়ি, ব্যাগ বা জুতায় সিলাই থাকলে তা পরা দূষণীয় নয়। (ইবা)

প্রশ্ন ঃ হজ্জ কবুল হওয়ার কোন স্পষ্ট আলামত আছে কি?

উত্তর ঃ হজ্জ কবুল হওয়ার স্পষ্ট আলামত হল, হাজীর জীবনের আমূল পরিবর্তন। হজ্জের পূর্বের অবস্থা থেকে যদি পরের অবস্থা ভাল হয়, তাহলে জানতে হবে, তার হজ্জ কবুল হয়েছে। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ তওয়াফ-চত্বরে কোন কোন জামাআতকে দেখা যায়, তারা তাদের মহিলাদেরকে পরপুরুষের দেহ-স্পর্শ থেকে বাঁচাতে হাতে হাত দিয়ে ঘিরে রাখে। ফলে তাদের কারো কারো বুক বা পিঠ কা'বার দিকে হয়। তাদের তওয়াফ কি শুদ্ধ হবে?

উত্তর ঃ তওয়াফের সময় শর্ত ও ওয়াজেব হল কা'বা তওয়াফকারীর বাম দিকে থাকবে। অতএব যারা কা'বাকে সামনে অথবা পিছনে ক'রে তওয়াফ করবে তাদের তওয়াফ শুদ্ধ হবে না, বিধায় তাদের হজ্জ বা উমরাহও শুদ্ধ হবে না। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ হজ্জ করতে গিয়ে নবী ﷺ-এর কবর যিয়ারত করা কি জরুরী?

উত্তর ঃ হজ্জ করতে গিয়ে নবী ﷺ-এর কবর যিয়ারত জরুরী হওয়ার ব্যাপারে যে হাদীস বর্ণনা করা হয়, তা সহীহ নয়। (দিফাউন আনিল হাদীসিন নাবাবী, আলবানী ১/৪৬) সুতরাং হজ্জ বা উমরার সময় মদীনায় যাওয়া জরুরী নয়।

প্রশ্ন ঃ হজ্জ করতে গিয়ে মদীনায় ৪০ অক্তের নামায পড়া কি জরুরী?

উত্তর ঃ বরং এমন ধারণা করাটা বিদআত। (মানাসিকুল হাজ্জ আলবানী ৬৩পৃঃ) মদীনার মসজিদে ৪০ ওয়াক্তের নামায পড়ার হাদীসটি মুনকার (যয়ীফ)। (সিঃ যয়ীফাহ ৩৬৪নং)

প্রশ্ন ঃ হজ্জ করার পর যদি কোন মুসলিম 'মুরতাদ্দ' হয়ে যায়, তারপর আবার তওবা ক'রে ইসলামে ফিরে আসে, তাহলে কি তার প্রথম হজ্জ বাতিল হয়ে যাবে এবং তাকে দ্বিতীয়বার হজ্জ করতে হবে?

উত্তর ঃ তার প্রথম হজ্জ বাতিল হয়ে যাবে না এবং তাকে দ্বিতীয়বার হজ্জ করতে হবে না। (বানী, সিঃ সহীহাহ ২৪৮নং)

প্রশ্ন ঃ হজ্জের কাজগুলি হেঁটে করা উত্তম, নাকি সওয়ার হয়ে করা উত্তম?

উত্তর ঃ সওয়ার হয়ে হজ্জ করাই উত্তম। যেহেতু মহানবী ﷺ সওয়ার হয়েই হজ্জ করেছেন। যদি পায়ে হেঁটে হজ্জ করা উত্তম হতো, তাহলে নিশ্চয় তিনি সওয়ার হয়ে হজ্জ করতেন না। (বানী, সিঃ যয়ীফাহ ৪৯৫নং)

কুরবানী

প্রশ্ন ঃ স্বগৃহে অবস্থান করলে কি গরু কুরবানীতে ভাগাভাগি চলবে না?

উত্তর ঃ মক্কায় যে নিয়মে কুরবানী দেওয়া হয়, একই নিয়মে স্বগৃহে অবস্থান কালেও কুরবানী দেওয়া যাবে। অর্থাৎ, মক্কায় যেমন একটি গরুতে সাতজন শরীক হতে পারে, তেমনি বাড়িতে বসে কুরবানী দিলেও সাত ব্যক্তি বা পরিবার শরীক হতে পারবে।

ইবনে আব্বাস বলেন,

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ الْأَضْحَى فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَةِ سَبْعَةً وَفِي الْجَزُورِ عَشَرَةً.

অর্থাৎ, আমারা এক সফরে ছিলাম। অতঃপর কুরবানী এল। সুতরাং আমরা গাভীতে সাতজন এবং উটে দশজন শরীক হলাম। (তিরমিযী ৯০৫, ইবনে মাজাহ ৩১৩১নং)

অনেকে এই হাদীস থেকে মনে করতে পারেন যে, ভাগাভাগির ব্যাপারটা কেবল সফরের। কিন্তু উক্ত হাদীসে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, কোন শর্ত বর্ণনা করা হয়নি। তাছাড়া ইবনে আব্বাসের ঐ ঘটনা কোন আম সফরের ছিল না, বরং তা ছিল হজ্জ সফরের, অর্থাৎ মক্কার কুরবানীর। যেহেতু ইবনে আব্বাস মহানবী ﷺ-এর সাথে কুরবানী সফরে ছিলেন কেবল বিদায়ী হজ্জে। ইতিপূর্বে তিনি নিজ পিতার সঙ্গে মক্কা বিজয় পর্যন্ত বসবাস করেছেন। অতঃপর তিনি কোন যুদ্ধেও নবী ﷺ-এর সঙ্গে বের হননি। কারণ, তিনি সাবালক ছিলেন না। (মুখতাসার ফাতাওয়া মিসরিয়্যাহ ইবনে তাইমিয়্যাহ ১/৫২১) সুতরাং ঐ হাদীসে সফরের কথা কোন সাধারণ সফর বা মুসাফিরের কথা নয়। ঐ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে হজ্জ সফরে কুরবানীর বিধান। আর ঐ বিধানই গৃহবাসীরও।

ইবনে হাযম বলেছেন,

وقد أباح الليث الاشتراك في الأضحية في السفر وهذا تخصيص لا معنى له أيضا.

অর্থাৎ, লাইষ সফরে কুরবানীতে ভাগাভাগি বৈধ বলেছেন। অথচ এ নির্দিষ্টকরণের কোন অর্থ হয় না। (আল-মুহাল্লা ৭/৩৮১)

স্বগৃহে বাস ক'রে সাধারণ কুরবানীতে ভাগাভাগির দলীল দিয়ে আলী ؓ অথবা হাসান বিন আলী ؓ-এর হাদীস উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেছেন,

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَلْبَسَ أَجْوَدَ مَا نَجِدُ ، وَأَنْ نَتَطَيَّبَ بِأَجْوَدِ مَا نَجِدُ ، وَأَنْ نُضَحِّيَ بِأَسْمَنِ مَا نَجِدُ ، الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْجَزُورُ عَنْ عَشَرَةٍ ، وَأَنْ نُظْهِرَ التَّكْبِيرَ وَعَلَيْنَا السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ.

অর্থাৎ, আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে আদেশ করেছেন যে, (কুরবানীর দিনে) আমরা যেন যথাসাধ্য সবচেয়ে সুন্দর পোশাক পরি, যথাসাধ্য সবচেয়ে ভাল সুগন্ধি ব্যবহার করি, যথাসাধ্য সবচেয়ে মোটা-তাজা কুরবানী দিই---গরু সাতজনের পক্ষ থেকে এবং উট দশজনের পক্ষ থেকে। আর আমরা যেন 'তকবীর' সশব্দে বলি এবং প্রশান্তি ও ভদ্রতা বজায় রাখি। (ত্বাবারানীর কাবীর ৩/ ১৫২, হাকেম ৪/২৫৬, ত্বাহাবী ১৪/৩৩, শুআবুল ঈমান বাইহাক্বী ৩/৩৪২)

হাদীসটির ব্যাপারে হাকেম ও যাহাবী বলেছেন, "বর্ণনাকারী ইসহাক বিন বাযরাজ অজ্ঞাত-পরিচয় না হলে হাদীসটিকে 'সহীহ' বলে সাব্যস্ত করতাম।"

আল্লামা আলবানী বলেন, '(উক্ত বর্ণনাকারী অজ্ঞাত-পরিচয় নয়। যেহেতু) আযদী তার পরিচয় দিয়ে তাকে 'দুর্বল' বলেছেন এবং ইবনে হিব্বান তাকে 'সিক্বাতুত তাবেঈন' (১/২৪)এ উল্লেখ করেছেন। (তামামুল মিন্নাহ ৩৪৬পৃঃ)

প্রশ্ন ঃ অনেকে বলেন, 'সাতভাগে কুরবানী দিতে হলে সাতজন লোকই হতে হবে, নচেৎ গোটা দিতে হবে। তাতে ২, ৩, ৪, ৫ বা ৬ ভাগে ভাগাভাগি চলবে না।' এ কথা কি ঠিক?

উত্তর ঃ কুরবানী ঘরে থাকা অবস্থায় দিলেও একটি গরু কুরবানীতে সাত ব্যক্তি অংশ নিতে পারবে, অনুরূপ সফরে বা হজ্জে থাকলেও ভাগাভাগি করা চলবে। অবশ্য এক সপ্তমাংশ ভাগ থেকে কম দেওয়া চলবে না। তবে এক সপ্তমাংশ ভাগের বেশি দিতে পারে। যেমন একটি গরুতে দুই, তিন, চার, পাঁচ বা ছয় জনও সমানভাবে অথবা কমবেশি ভাগ নিয়ে অংশ গ্রহণ করতে পারে। তবে কারো ভাগ যেন এক সপ্তমাংশ থেকে কম না হয়। সুতরাং কেউ অর্ধেক, কেউ এক তৃতীয়াংশ ও কেউ এক ষষ্ঠাংশ ভাগ কুরবানী দিতে পারে।

একটি গরুতে যদি সাতজনের শরীক হওয়া বৈধ হয়, তাহলে তার থেকে আরও কম জনের শরীক হওয়া অধিকরূপে বৈধ হবে। আর যেটুকু বেশি দেবে, সেটুকু তাদের তরফ থেকে নফল হবে। যেমন যার একটা ছাগল দিলে চলত, সে যদি একটি গরু অথবা উট দেয়, তাহলে তার তরফ থেকে তা নফল গণ্য হবে।

ইমাম শাফেয়ী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

وإذا كانوا أقل من سبعة أجزأت عنهم ، وهم متطوعون بالفضل ، كما تجزي الجزور (البعير) عمن لزمته شاة ، ويكون متطوعا بفضلها عن الشاة.

অর্থাৎ, শরীকরা যদি সাতজন অপেক্ষা কম হয়, তাহলেও তা যথেষ্ট। অতিরিক্ত ভাগ দিয়ে তারা নফল করে। যেমন যাকে ছাগল দিতে হবে, সে যদি উট দেয়, তাহলে তাও

যথেষ্ট হবে। আর ছাগল থেকে যা বেশি, তা হবে নফল। (কিতাবুল উম্ম্ ২/২৪৪)

কাসানী বলেন,

وَلاَ شَكَّ فِي جَوَازِ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ عَنْ أَقَلَّ مِنْ سَبْعَةٍ ، بِأَنْ اشْتَرَكَ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ أَوْ خَمْسَةٌ أَوْ سِتَّةٌ فِي بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا جَازَ السُّبْعُ فَالزِّيَادَةُ أَوْلَى ، وَسَوَاءٌ اتَّفَقَتْ الْأَنْصِبَاءُ فِي الْقَدْرِ أَوْ اخْتَلَفَتْ ؛ بِأَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمْ النِّصْفُ ، وَلِلْآخَرِ الثُّلُثُ ، وَلِآخَرَ السُّدُسُ ، بَعْدَ أَنْ لَا يَنْقُصَ عَنْ السُّبْعِ.

অর্থাৎ, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, গরু কিংবা উট সাতজনের কম ব্যক্তির তরফ থেকেও কুরবানী বৈধ। যেমন একটি গরু বা উটে ২, ৩, ৪, ৫ বা ৬ জন শরীক হতে পারে। যেহেতু যখন সাত ভাগের এক ভাগ কুরবানী বৈধ, তখন তার বেশি অধিকরূপে বৈধ। চাহে তাদের সকলের অংশ একই রকম হোক অথবা ভিন্ন রকম। যেমন কারো অর্ধেক, কারো তিন ভাগের এক ভাগ এবং কারো ছয় ভাগের এক ভাগ; অবশ্য সাত ভাগের এক ভাগ থেকে কম যেন কারো না হয়। *(বাদাইয়ুস স্বানায়ি' ৫/১৭)*

প্রশ্ন ঃ একটি গরুর ভাগে যদি কিছু লোকের নিয়ত কুরবানীর না থাকে, তাহলে কি বাকী লোকের কুরবানী সঠিক হয়ে যাবে?

উত্তর ঃ প্রত্যেকের নিজ নিজ নিয়ত অনুযায়ী ফল পাবে। যার কুরবানীর নিয়ত আছে, তার কুরবানী শুদ্ধ হয়ে যাবে। (মাজাল্লাতুল বুহূষিল ইসলামিয়্যাহ ৬২/৩৬৬)

প্রশ্ন ঃ কুরবানীর ভাগের সাথে কি আকীকা দেওয়া যাবে?

উত্তর ঃ কুরবানীর সাথে একটি ভাগ আকীকার উদ্দেশ্যে দেওয়া যথেষ্ট নয়। যেমন যথেষ্ট নয় একটি পশু কুরবানী ও আকীকার নিয়তে যবেহ করা। কুরবানী ও আকীকার জন্য পৃথক পৃথক পশু হতে হবে। অবশ্য যদি কোন শিশুর আকীকার দিন কুরবানীর দিনেই পড়ে এবং আকীকা যবেহ করে, তাহলে আর কুরবানী না দিলেও চলে। যেমন, দুটি গোসলের কারণ উপস্থিত হলে একটি গোসল করলেই যথেষ্ট, জুমআর দিনে ঈদের নামায পড়লে আর জুমআহ না পড়লেও চলে, বিদায়ের সময় হজ্জের তওয়াফ করলে আর বিদায়ী তওয়াফ না করলেও চলে, যোহরের সময় মসজিদে প্রবেশ করে যোহরের সুন্নত পড়লে পৃথক করে আর তাহিয়্যাতুল মাসজিদ পড়তে হয় না এবং তামাত্তু হজ্জের কুরবানী দিলে আর পৃথকভাবে কুরবানী না দিলেও চলে। *(মানারুস সাবীল ১/২৮০)*

আকীকার বিধান কুরবানীর মতো হলেও আকীকার পশুতে ভাগাভাগি যথেষ্ট নয়। সুতরাং একটি উট বা গরু ২, ৩, ৪, ৫, ৬ বা ৭টি শিশুর তরফ থেকে আকীকা যথেষ্ট হবে না। যেহেতু প্রথমতঃ কুরবানীর মতো আকীকার বিধানে ভাগাভাগি বর্ণিত হয়নি। অথচ ইবাদতসমূহ প্রমাণসাপেক্ষ। দ্বিতীয়তঃ আকীকা হল জানের ফিদ্য়া স্বরূপ। আর ফিদয়াতে ভাগাভাগি হয় না। যেহেতু একটি জানের বিনিময়ে একটি জানই প্রয়োজন। (ইউ)□

দুআ ও যিক্‌র

প্রশ্ন ঃ নিত্য প্রয়োজনীয় পঠনীয় দুআ কাগজে ছেপে বা লিখে যথাস্থানে চিটিয়ে বা টেঙ্গে রাখা বৈধ কি?

উত্তর ঃ যথাসময়ে তা দেখে পড়ার জন্য অথবা পড়তে স্মরণ করার জন্য কাগজে ছেপে বা লিখে চিটিয়ে বা টেঙ্গে রাখা দূষণীয় নয়। যেমন গাড়ির সামনে গাড়ি চড়া ও সফরের দুআ, দরজার দু'পাশে বাড়ি প্রবেশ ও বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় দুআ, বৈঠকখানায় 'কাফ্ফারাতুল মাজলিস'-এর দুআ লিখে রাখা অবৈধ নয়। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ উপদেশ নেওয়া ও দেওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়িতে বা অফিসে কুরআনী আয়াত বা হাদীসের বাণী লিখে টাঙ্গিয়ে রাখা বৈধ কি?

উত্তর ঃ উক্ত উদ্দেশ্যে উক্ত কাজে কোন দোষ আছে বলে মনে করি না। (ইবা)

প্রশ্ন ঃ দু' হাত তুলে মুনাজাত কি বিদআত?

উত্তর ঃ দু' হাত তুলে মুনাজাত কোথাও সুন্নত, কোথাও বিদআত।

এমন ক্ষেত্রে দু' হাত তুলে মুনাজাত জায়েয, যে ক্ষেত্রে মহানবী ﷺ দুআ করেছেন বলে প্রমাণিত নয়। অর্থাৎ প্রয়োজনে আম সময়ের ক্ষেত্রে দু' হাত তুলে মুনাজাত জায়েয।

এমন ক্ষেত্রে দু' হাত তুলে মুনাজাত সুন্নত, যে ক্ষেত্রে মহানবী ﷺ দুআ করেছেন এবং দু' হাত তুলেছেন বলে প্রমাণিত। যেমন জুমআর খুতবায় বৃষ্টি প্রার্থনার সময়, কুনূত পড়ার সময়, কবর যিয়ারতের সময় ইত্যাদি।

এমন ক্ষেত্রে দু' হাত তুলে মুনাজাত বিদআত, যে ক্ষেত্রে মহানবী ﷺ দুআ করেছেন বলে প্রমাণিত, কিন্তু তিনি সেখানে হাত তুলেছেন বলে প্রমাণিত নয়। যেমন জুমআ বা ঈদের খুতবার শেষে, দুই সিজদার মাঝখানে, তাশাহহুদে, নামাযের সালাম ফিরার আগে ও পরে, আযানের পরে ইত্যাদি। (ইবা)

মৃত্যু ও জানাযা

প্রশ্ন ঃ কেউ মারা গেলে কোন্ শ্রেণীর প্রচার নিষিদ্ধ? মাইকিং করা কি বৈধ?

উত্তর ঃ যে শ্রেণীর প্রচার জাহেলী যুগে ছিল। জাহেলী যুগে উঁচু মিনারে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করা হত। (বানী) সুতরাং মাইকে ঘোষণা করা উক্ত শ্রেণীভুক্ত।

প্রশ্ন ঃ মৃতব্যক্তির শোকে মাতম ক'রে কান্না করা বৈধ কি?

উত্তর ঃ না। কেউ মারা গেলে ওয়াজেব হল বিধির বিধান মেনে নিয়ে শোক দমন ক'রে ধৈর্যধারণ করা। স্বাভাবিকভাকে চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে যাওয়াও দোষাবহ নয়। দোষাবহ হল মাতম ক'রে ইনিয়ে-বিনিয়ে কান্না করা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "লোকের মধ্যে দু'টি এমন দোষ রয়েছে, যা আসলে কাফেরদের (আচরণ) ঃ বংশে খোঁটা দেওয়া এবং মৃত ব্যক্তির জন্য মাতম করা।" *(মুসলিম)*

মহানবী ﷺ বলেছেন, "মৃত ব্যক্তিকে তার কবরের মধ্যে তার জন্য মাতম ক'রে কান্না করার দরুন শাস্তি দেওয়া হয়।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

আবূ বুরদাহ বলেন, একদা (তাঁর পিতা) আবূ মূসা আশআরী ﷺ যন্ত্রণায় কাতর হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। আর (ঐ সময়) তাঁর মাথা তাঁর এক স্ত্রীর কোলে রাখা ছিল এবং সে চিৎকার ক'রে কান্না করতে লাগল। তিনি (অজ্ঞান থাকার কারণে) তাকে বাধা দিতে পারলেন না। সুতরাং যখন তিনি চেতনা ফিরে পেলেন, তখন বলে উঠলেন, 'আমি সেই মহিলা থেকে সম্পর্কমুক্ত, যে মহিলা থেকে আল্লাহর রসূল ﷺ সম্পর্কমুক্ত হয়েছেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহর রসূল ﷺ সেই মহিলা থেকে সম্পর্কমুক্ত হয়েছেন, যে শোকে উচ্চ স্বরে মাতম ক'রে কান্না করে, মাথা মুন্ডন করে এবং কাপড় ছিঁড়ে ফেলে।' *(বুখারী ও মুসলিম)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মাতমকারিণী মহিলা যদি মরণের পূর্বে তাওবাহ না করে, তাহলে আল-কাতরার পায়জামা এবং পাঁচড়ার জামা পরিহিতা অবস্থায় তাকে কিয়ামতের দিনে দাঁড় করানো হবে।" *(মুসলিম)*

প্রশ্ন ঃ কবরের উপরে কবরবাসীর নাম ও মৃত্যু-তারীখ সহ কোন আয়াত বা কবিতা লেখা কি শরীয়তসম্মত?

উত্তর ঃ না। জাবের ﷺ বলেন, 'নবী ﷺ কবর পাকা করতে, তার উপর বসতে এবং তার উপর ইমারত নির্মাণ করতে বারণ করেছেন।' *(মুসলিম)* আবূ দাঊদ ও নাসাঈ প্রভৃতির বর্ণনায় আছে, 'তার উপর লিখতেও নিষেধ করেছেন। (ইবা)

প্রশ্ন ঃ কবরস্থানে গাছ রোপণ করা বৈধ কি?

উত্তর ঃ না। কবরস্থানে ফুল, ফল বা অন্য কিছুর গাছ লাগালে প্রথমতঃ তা পার্কের মতো হয়ে যায়। ফলে আখেরাত স্মরণের জায়গায় দুনিয়ার সৌন্দর্য ও আকর্ষণই সৃষ্টি করে সেই উদ্যান-সদৃশ পরিবেশ। দ্বিতীয়তঃ তাতে খ্রিস্টানদের সাদৃশ্য অবলম্বন হয়। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ কোন আত্মীয় মারা গেলে, তার শোকে কালো কাপড় পরা কি শরীয়তসম্মত?

উত্তর ঃ কারোর জন্য শোক পালনে কালো কাপড় পরা শরীয়তসম্মত নয়। স্বামী মারা গেলে স্ত্রীর জন্যও তা বিধেয় নয়। আত্মীয় মারা গেলে মহিলারা তিনদিন পর্যন্ত শোক পালন করতে পারে। আর স্বামী মারা গেলে ৪ মাস ১০ দিন শোক পালন করা ওয়াজেব। অবশ্য গর্ভবতীর ইদ্দত প্রসবকাল পর্যন্ত। এই সময় কোন সুগন্ধি, অলংকার ও সৌন্দর্যময় পোশাক ব্যবহার করতে পারবে না। সাদা কাপড়ে সৌন্দর্য থাকলে তাও ব্যবহার করা বৈধ নয়।

প্রশ্ন ঃ কোন নবী-অলীর কবর যিয়ারতের জন্য সফর করা কি বৈধ?

বর্কতময় তিনটি মসজিদ (অনুরূপ কুবার মসজিদ) ছাড়া বর্কত ও সওয়াবের উদ্দেশ্যে অন্য কোন মসজিদ, মাযার বা ঐতিহাসিক স্থান যিয়ারত করার জন্য সফর করা নিষেধ। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

((لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِى هَذَا وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى)).

অর্থাৎ, তিনটি মসজিদ ছাড়া সফর করা যাবে না, (মক্কার) মাসজিদে হারাম, (মদীনার) আমার এই মসজিদ এবং (জেরুজালেমের) মাসজিদে আক্বসা। *(বুখারী-মুসলিম)*

সুতরাং যে ব্যক্তি মদীনা যাবে, তার কবরে নববীর যিয়ারত যেন উদ্দেশ্য না হয়। মসজিদে নববীর যিয়ারতের নিয়তে গিয়ে কবর যিয়ারত করবেন। বৈধ নয় কোন অলী-আওলিয়ার কবর বা মাযার দূর থেকে যিয়ারত করতে আসা। অবশ্য তার সাথে যদি কোন অন্য অবৈধ আশা বা চাহিদা থাকে, তাহলে নীতি অনুযায়ী তা বিদআত বা শির্ক হবে।

প্রশ্ন ঃ কবরে মাটি দেওয়ার সময় 'মিনহা খালাক্বনাকুম....' আয়াত পড়া কি ঠিক? হাদীসে তো আছে কন্যা উম্মে কুলসূম (রাযিয়াল্লাহু আনহা)কে কবরে রাখার সময় নবী ﷺ ঐ আয়াত পড়েছিলেন। (আহমাদ)

উত্তর ঃ প্রথমতঃ ঐ হাদীস সহীহ নয়। দ্বিতীয়তঃ তাতে এ কথা নেই যে, তিনি মাটি দেওয়ার সময় ঐ আয়াত পড়েছিলেন। বরং তিনি কবরে লাশ রাখার সময় বলেছিলেন। সুতরাং তাতে অভিষ্ট দলীল নেই। (আহকামুল জানাইয, আলবানী ১৫৩পৃঃ)

প্রশ্ন ঃ মসজিদের এরিয়ার ভিতর কোন বুযুর্গকে দাফন করা কি বৈধ?

উত্তর ঃ না। মসজিদের এরিয়ার ভিতর কবর দেওয়া বৈধ নয়, বৈধ নয় কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করা।

আল্লাহর রসূল ﷺ মৃত্যুশয্যায় বলে গেছেন, "আল্লাহ ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে অভিশাপ (ও ধ্বংস) করুন। কারণ তারা তাদের নবীগণের কবরসমূহকে মসজিদ (সিজদা ও নামাযের স্থান) বানিয়ে নিয়েছে।" *(বুখারী, মুসলিম ৫২৯নং, নাসাঈ)*

"সাবধান! তোমরা কবরগুলোকে মসজিদ বানিয়ে নিয়ো না। এরূপ করতে আমি তোমাদেরকে নিষেধ করছি।" *(মুসলিম ৫৩২নং)*

যেহেতু এ কাজ শির্কের ছিদ্রপথ, সেহেতু তাতে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। আর মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا} (١٨) سورة الجن

অর্থাৎ, আর এই যে, মসজিদসমূহ আল্লাহরই জন্য। সুতরাং আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাউকেও ডেকো না। (জ্বিন ঃ ১৮)

প্রশ্ন ঃ কোন নেক লোকের লাশ মসজিদে দাফন করা কি বৈধ?

উত্তর ঃ কোন নেক, বুযুর্গ বা অলী-আওলিয়ার লাশ মসজিদে দাফন করা বৈধ নয়। যেহেতু এতে তাঁদেরকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করা হয় এবং তাঁদের কবর শির্কের অসীলায় পরিণত হয়। আর নবী ﷺ বলেছেন, "ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের উপর আল্লাহর অভিশাপ, কারণ তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে।" (বুখারী ১৩৩০, মুসলিম ৫২৯নং)

তিনি আরো বলেছেন, "সাবধান! তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের নবী ও নেক

লোকেদের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিত। সাবধান! তোমরা কবরগুলোকে মসজিদ বানিয়ে নিয়ো না। এরূপ করতে আমি তোমাদেরকে নিষেধ করছি।" (মুসলিম ৫৩২নং)

তাছাড়া মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا} (١٨) سورة الجن

অর্থাৎ, আর এই যে, মসজিদসমূহ আল্লাহরই জন্য। সুতরাং আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাউকেও ডেকো না। (জ্বিন ঃ ১৮)

সুতরাং মসজিদ সর্বপ্রকার শির্কমুক্ত হয়ে কেবল আল্লাহর থাকা উচিত, তাতে অন্য কারো আহবান বা ইবাদত হওয়া আদৌ উচিত নয়। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ মহানবী ﷺ-এর কবর মসজিদের ভিতরে রয়েছে। তাহলে আপনারা মসজিদের ভিতরে লাশ দাফন করতে নিষেধ করেন কেন? মহানবী ﷺ-এর কবরের উপর ঘর ও গম্বুজ রয়েছে। তাহলে আপনারা তা করতে নিষেধ করেন কেন?

উত্তর ঃ মহানবী ﷺ-কে মসজিদে দাফন করা হয়নি। আর নিষেধ এই জন্য করা হয় যে, তিনি বলেছেন, "ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের উপর আল্লাহর অভিশাপ, কারণ তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে।" (বুখারী ১৩৩০, মুসলিম ৫২৯নং)

তিনি আরো বলেছেন, "সাবধান! তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের নবী ও নেক লোকেদের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিত। সাবধান! তোমরা কবরগুলোকে মসজিদ বানিয়ে নিয়ো না। এরূপ করতে আমি তোমাদেরকে নিষেধ করছি।" (মুসলিম ৫৩২নং)

অনুরূপ তাঁর কবরের উপর ঘর নির্মাণ করা হয়নি। বরং তাঁর কবরই হয়েছিল তাঁর ঘরের ভিতর। যেহেতু নবীরা যেখানে ইন্তিকাল করেন, সেখানেই তাঁদের দাফন করা হয়। আর গম্বুজ বানিয়েছে পরবর্তী কালের শাসকেরা। কবরের উপর ঘর ও গম্বুজ বানাতে নিষেধ করা হয় এই জন্য যে, জাবের رضي الله عنه বলেন, 'নবী ﷺ কবর পাকা করতে, তার উপর বসতে এবং তার উপর ইমারত নির্মাণ করতে বারণ করেছেন।' *(মুসলিম)*

প্রশ্ন ঃ মুসলিম মারা যাওয়ার পর তার পাশে বসে অনেককে কুরআন পড়তে দেখা যায়। এ সময় কুরআন তিলাঅত কি বিধেয় ও উপকারী?

উত্তর ঃ মৃত ব্যক্তির পাশে বসে কুরআন পাঠ করা একটি বিদআত কাজ। এ তিলাঅত মৃত ব্যক্তির কোন কাজে আসবে না। জীবিতাবস্থায় কুরআন পড়ে, শুনে ও তার উপর আমল ক'রে থাকলে মরণের পর তা উপকারী হবে। শোক-সন্তপ্ত মানুষ কুরআন পড়লে শোকের বোঝা হাল্কা হবে। কিন্তু লাশের পাশে বসে কুরআন তিলাঅত কোন উপকারী নয়। (সাফা)

প্রশ্ন ঃ শুনেছি, কোন মানুষের মৃত্যুর সময় কষ্ট হলে সূরা ইয়াসীন পড়তে হয়। এতে নাকি মরণ আসান হয়ে যায়। এ কথা কি ঠিক?

উত্তর ঃ একটি হাদীসে ঐ শ্রেণীর কথা আছে, কিন্তু সেটি জাল হাদীস। (দ্র ঃ সিঃ যয়ীফাহ ৫২১৯নং) সুতরাং তাতে বিশ্বাস রেখে উক্ত আমল শুদ্ধ নয়। অনুরূপ মরণের পর থেকে কবর পর্যন্ত (নামায ছাড়া অন্য স্থলে) মৃতের জন্য কুরআনখানী করা বিদআত। মরণের

পূর্বে মরণোন্মুখ ব্যক্তি কুরআন শুনতে চাইলে সে কথা ভিন্ন। (দ্র ঃ জানাযা দর্পণ)

প্রশ্ন ঃ দাফনের পর হাত তুলে জামাআতী দুআ কি বিধেয়?

উত্তর ঃ যে কারণে ফরয নামাযের পর হাত তুলে জামাআতী দুআ বিধেয় নয়, সেই কারণেই দাফনের পর দুআ বিধেয় হলেও হাত তুলে জামাআতী দুআ বিধেয় নয়। সুতরাং বিধেয় হল, প্রত্যেকেই হাত না তুলে নিজে নিজে মৃতের জন্য দুআ করা। 'নবী ﷺ মাইয়্যেত দাফন করা শেষ হলে তার কবরে দাঁড়িয়ে বলতেন, "তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং (প্রশ্নের জওয়াবে) প্রতিষ্ঠিত থাকার তওফীক চাও। কারণ ওকে এখনই প্রশ্ন করা হবে।" *(আবু দাউদ ৩২২১নং, হাকেম ১/৫৭০, বাইহাকী ৪/৫৬)*

সুতরাং আল্লাহর রসূল ﷺ কেবল সকলকে দুআ করতে নির্দেশ দিতেন। ফলে প্রত্যেকে নিজ নিজ মনে দুআ করতেন। তাঁরা জামাআতী দুআ করতেন না। তা করা উত্তম হলে নিশ্চয়ই রসূল ﷺ দুআর আদেশ না ক'রে নিজে হাত তুলে দুআ করতেন এবং সাহাবাগণও অনুরূপ করতেন। কারণ, ভালো-মন্দের ব্যাপারে আমাদের চেয়ে তাঁরাই সব রকমের জ্ঞান অধিক রাখতেন। আর তা উত্তম হলে আমাদের আগে তাঁরাই ক'রে যেতেন। অথচ তার কোন প্রমাণ নেই। *(দেখুন, ফাতাওয়াত তা'যিয়াহ, ইউ ৩১পৃঃ)*

অনেকে ফাতহুল বারী (৪/২৭২)তে দাফন করার পর হাত তুলে দুআ করার দলীল খুঁজে পেয়েছেন। নবী ﷺ ত্বালহা বিন বারা'র কবরে দাঁড়িয়ে দুই হাত তুলে দুআ করেছেন। অথচ সে ঘটনা দাফনের পর নয়। পরন্তু তার সনদও সহীহ নয়। *(দ্রঃ সিঃ যয়ীফাহ ৩২৩২নং)*

আর এ কথা বিদিত যে, যিয়ারতের সময় (একাকী) হাত তুলে দুআ করা বিধেয়।

মহিলা ও পর্দা

প্রশ্ন ঃ কোন গায়র মাহরাম ড্রাইভারের সাথে মহিলার একাকিনী কোথাও যাওয়া বৈধ কি?

উত্তর ঃ না। গাড়ি, রিক্সা বা বাইকে এমন কোন পুরুষের সাথে মহিলার একাকিনী যাওয়া বৈধ নয়, যার সাথে কোনও সময় তার বিবাহ বৈধ।

বৈধ নয় বাস, ট্রেন, প্লেন বা জলজাহাজের কোন সফরে যাওয়া, এমনকি কোন ইবাদতের সফরেও নয়।

মহানবী ﷺ বলেন,

(لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلاَّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ).

অর্থাৎ, "আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি যে নারী ঈমান রাখে, তার মাহরামের সঙ্গ ছাড়া একাকিনী এক দিন এক রাতের দূরত্ব সফর করা বৈধ নয়।" (বুখারী, মুসলিম ৩৩৩১নং)

তিনি আরো বলেন,

(لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ).

فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِى خَرَجَتْ حَاجَّةً وَإِنِّى اكْتُتِبْتُ فِى غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: (انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ).

অর্থাৎ, "কোন পুরুষ যেন কোন বেগানা নারীর সঙ্গে তার সাথে এগানা পুরুষ ছাড়া অবশ্যই নির্জনতা অবলম্বন না করে। আর মাহরাম ব্যতিরেকে কোন নারী যেন সফর না করে।" এক ব্যক্তি আবেদন করল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার স্ত্রী হজ্জ পালন করতে বের হয়েছে। আর আমি অমুক অমুক যুদ্ধে নাম লিখিয়েছি।' তিনি বললেন, "যাও, তুমি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে হজ্জ কর।" (বুখারী, মুসলিম ৩৩৩৬নং)

তিনি আরো বলেছেন,

(لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ ، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ).

অর্থাৎ, "যখনই কোন পুরুষ কোন মহিলার সাথে নির্জনতা অবলম্বন করে, তখনই শয়তান তাদের তৃতীয় সাথী (কোটনা) হয়।" (তিরমিযী, সহীহ তিরমিযী ৯৩৪নং)

স্থানীয় কোথাও গেলে সঙ্গে যদি অন্য কোন সাবালক ছেলে, পুরুষ বা মহিলা থাকে, তাহলে যাওয়া চলে। কিন্তু সফর হলে সঙ্গে মাহরাম ছাড়া মোটেই যাওয়া বৈধ নয়; যদিও সাথে অন্য মহিলা বা পুরুষ থাকে। (ইবা, ইউ)

প্রশ্ন ঃ মহিলাদের জন্য পর্দা করা উত্তম, নাকি তা ফরয?

উত্তর ঃ মহিলাদের জন্য পর্দা করা ফরয। করলে উত্তম, না করলেও চলে---এমন নয়। আর পর্দা বলতে চেহারা ঢাকা পর্দা। মহানবী ﷺ-এর যুগে পর্দায় মহিলাদের চেহারা ঢাকার ব্যাপারে দুই শ্রেণীর আমল ছিল। পর্দার বিধান অবতীর্ণের পূর্বে মহিলারা চেহারা ঢাকত না। কিন্তু বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পরে সকলেই চেহারা ঢেকে পর্দা করতেন। কোন কোন হাদীসে চেহারা না ঢাকার যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তা পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেকার। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ পত্র-পত্রিকা, টিভি বা নেটের ছবিতে মহিলা দেখা কি হারাম?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। ছবিতেও গম্য মহিলা দেখা হারাম। যেহেতু তাতেও ফিতনা আছে। আর মহান আল্লাহ বলেছেন,

{قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ} (٣٠) سورة النور

অর্থাৎ, বিশ্বাসীদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের যৌন অঙ্গকে সাবধানে সংযত রাখে; এটিই তাদের জন্য অধিকতর পবিত্র। ওরা যা করে, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত। (নূর ঃ ৩০, ইবা)

প্রশ্ন ঃ বেগানা মহিলা দেখা হারাম। কিন্তু টিভি ইত্যাদির পর্দায় বা ছাপা কাগজে তার ছবিও দেখা কি হারাম?

উত্তর ঃ বেগানা মহিলার প্রতি তাকিয়ে দেখতে নিষেধ যে কারণে করা হয়েছে, সে কারণ তার ছবি দেখাতেও রয়েছে। তাছাড়া মহান আল্লাহ বলেছেন,

{قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ} (٣٠) سورة النـور

অর্থাৎ, বিশ্বাসীদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের যৌন অঙ্গকে সাবধানে সংযত রাখে; এটিই তাদের জন্য অধিকতর পবিত্র। ওরা যা করে, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত। (নূর ঃ ৩০)

এ নির্দেশ জীবিত, মৃত, মূর্তি বা ছবি সর্ব প্রকার মহিলা দেখার ব্যাপারে ব্যাপক। (ইবা)

প্রশ্ন ঃ আপন মামাতো, খালাতো, চাচাতো, ফুফাতো বোন, চাচী, মামী, স্ত্রীর বোন বা ভাবীর সাথে মুসাফাহাহ বৈধ কি?

উত্তর ঃ যার সাথে পুরুষের কোনও কালে বিবাহ বৈধ, তার সাথে মুসাফাহাহ করা অথবা তার চেহারা দেখা বৈধ নয়। কাপড় বা কভারের উপরেও তার হাত ধরে মুসাফাহাহ হারাম। মহিলা বুড়ি অথবা পুরুষ বুড়ো হলেও আপোসের মুসাফাহাহ নাজায়েয। বায়আতের সময় মহানবী ﷺ কোন মহিলার হাত স্পর্শ করতেন না। (আহমাদ ২৬৪৬৬, বুখারী ৫২৮৮, মুসলিম ১৮৬৬, নাসাঈ ৪১৮১, ইবনে মাজাহ ২৮৭৪)

পরন্তু তিনি বলেছেন,

(لأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لا تَحِلُّ لَهُ).

অর্থাৎ, "যে মহিলা (স্পর্শ করা) হালাল নয়, তাকে স্পর্শ করার চেয়ে তোমাদের কারো মাথায় লোহার ছুঁচ গেঁথে যাওয়া অনেক ভালো।" (ত্বাবারানী, সহীহুল জামে' ৫০৪৫নং)

বলা বাহুল্য, মহিলার জন্য তার মামাতো, খালাতো, চাচাতো, ফুফাতো ভাই, ফোফা, খালু, স্বামীর ভাই (দেওর), বুনাই বা নন্দাইয়ের সাথে মুসাফাহাহ করা বৈধ নয়।

প্রশ্ন ঃ মাহরাম মহিলাদের মাথা-চুম্বন করা কি বৈধ?

উত্তর ঃ বৈধ, যদি তাতে কাম-বাসনা না থাকে। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ মহিলাদের চাকরি করা কি বৈধ?

উত্তর ঃ বৈধ কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের চাকরি করা বৈধ। শর্ত হল, সে কর্মক্ষেত্র কেবল মহিলাদের জন্য খাস হবে। পুরুষ-মহিলা একই স্থলে কর্ম হলে, সে চাকরি বৈধ নয়। যেহেতু তাতে ফিতনা আছে। নারী মোহিনী ও আকর্ষণময়ী। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً هِيَ أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ).

অর্থাৎ, "আমার গত হওয়ার পরে পুরুষের পক্ষে নারীর চেয়ে অধিক ক্ষতিকর কোন ফিতনা অন্য কিছু ছেড়ে যাচ্ছি না।" (আহমাদ, বুখারী ৫০৯৬, মুসলিম ২৭৪০নং, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

সুতরাং পরপুরুষ থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকতে হবে মহিলাকে। নামাযের কাতারের ব্যাপারে তিনি বলেন,

(خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا

أَوَّلُهَا).

"পুরুষদের শ্রেষ্ঠ কাতার হল প্রথম কাতার এবং নিকৃষ্ট কাতার হল সর্বশেষ কাতার। আর মহিলাদের শ্রেষ্ঠ কাতার হল সর্বশেষ কাতার এবং নিকৃষ্ট কাতার হল প্রথম কাতার।" (আহমাদ, মুসলিম ৪৪০, সুনান আরবাআহ, মিশকাত ১০৯২নং)

বলাই বাহুল্য যে, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার মিশ্র প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা ও চাকরি মুসলিম মহিলার জন্য বৈধ নয়। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ চিকিৎসার জন্য কি বেপর্দা হওয়া বৈধ?

উত্তর ঃ মহিলার চিকিৎসার জন্য প্রথমতঃ মহিলা ডাক্তার খোঁজা জরুরী। না পাওয়া গেলে পুরুষ ডাক্তারের কাছে স্বামী বা কোন মাহরামের উপস্থিতিতে চিকিৎসা করানো জরুরী। মহিলা ডাক্তার থাকতে পুরুষ ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা করানো হারাম। যেমন পুরুষ ডাক্তারের কাছে প্রয়োজনীয় অঙ্গ ছাড়া অন্য অঙ্গ প্রকাশ করা অবৈধ।

প্রশ্ন ঃ মহিলা সেন্ট ব্যবহার ক'রে বাড়ির বাইরে যেতে পারে কি?

উত্তর ঃ পর্দার সাথে হলেও মহিলা সেন্ট বা পারফিউম জাতীয় কোন সুগন্ধি ব্যবহার ক'রে বাইরে যেতে পারে না। কারণ তাতে ফিতনা আছে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(إِذَا اسْتَعْطَرَتِ الْمَرْأَةُ فَمَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ كَذَا وَكَذَا) يعني زانية.

অর্থাৎ, "প্রত্যেক চক্ষুই ব্যভিচারী। আর মহিলা যদি (কোন প্রকার) সুগন্ধ ব্যবহার করে কোন (পুরুষদের) মজলিসের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে, তবে সে ব্যভিচারিণী (বেশ্যার মেয়ে)।" (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, ইবনে খুযাইমাহ, হাকেম, সহীহুল জামে' ৪৫৪০নং)

এমনকি মসজিদে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে যেতেও সে সেন্ট ব্যবহার করতে পারে না। মহানবী ﷺ বলেন,

(لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلاَتٌ).

অর্থাৎ, "আল্লাহর বান্দীদেরকে মসজিদে আসতে বারণ করো না, তবে তারা যেন খোশবূ ব্যবহার না ক'রে সাদাসিধাভাবে আসে।" *(আহমাদ, আবু দাউদ, সঃ জামে' ৭৪৫৭নং)*

(أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ حَتَّى تَغْتَسِلَ).

"যে মহিলা সেন্ট ব্যবহার করে মসজিদে যাবে, সেই মহিলার গোসল না করা পর্যন্ত কোন নামায কবুল হবে না।" (ইবনে মাজাহ ৪০০২, সঃজামে' ২৭০৩নং)

প্রশ্ন ঃ স্বামী যদি পর্দা করতে বাধা দেয়, তাহলে স্ত্রীর করণীয় কী?

উত্তর ঃ স্বামীর জন্য ওয়াজেব স্ত্রীকে পর্দার ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া। তাকে বেপর্দার দিকে ঠেলে দেওয়া নয়। বন্ধু-বান্ধবের সামনে দেখা-সাক্ষাৎ করতে নিয়ে নিজের তথা তার সর্বনাশ আনয়ন করা মোটেই বৈধ নয়। মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} (٦) سورة التحريم

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর অগ্নি হতে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম-হৃদয়, কঠোর-স্বভাব ফিরিশ্তাগণ, যারা আল্লাহ যা তাদেরকে আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং তারা যা করতে আদিষ্ট হয়, তাই করে। (তাহরীম ঃ ৬)

আর স্ত্রীর জন্য উচিত নয়, বেপর্দা হওয়ার ব্যাপারে স্বামীর আনুগত্য করা। স্বামীর আনুগত্য ওয়াজেব। কিন্তু গোনাহর বিষয়ে তার আনুগত্য বৈধ নয়। মহানবী ﷺ বলেন,

(لا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ).

অর্থাৎ, স্রষ্টার অবাধ্যতা ক'রে কোন সৃষ্টির বাধ্য হওয়া বৈধ নয়। (আহমাদ, হাকেম, সঃ জামে' ৭৫২০নং)

কিন্তু পর্দা করার জন্য যদি কোন হতভাগা স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিতে চায়, তাহলে তাও গ্রহণ করতে পারে সে। হয়তো-বা মহান আল্লাহ তার জীবনে উত্তম স্বামী মিলিয়ে দেবেন, যাকে নিয়ে সে ইহ-পরকালে সুখী হবে। (ইবা)

প্রশ্ন ঃ ডাক্তারের সাথে নার্সের এবং ম্যানেজারের সাথে মহিলা প্রাইভেট সেক্রেটারির নির্জনতা অবলম্বন বৈধ কি?

উত্তর ঃ মোটেই না। কারণ শরীয়তের নির্দেশ হল, অর্থাৎ, "কোন পুরুষ যেন কোন বেগানা নারীর সঙ্গে তার সাথে এগানা পুরুষ ছাড়া অবশ্যই নির্জনতা অবলম্বন না করে।" (বুখারী ও মুসলিম)

আর "যখনই কোন পুরুষ কোন মহিলার সাথে নির্জনতা অবলম্বন করে, তখনই শয়তান তাদের তৃতীয় সাথী (কোটনা) হয়।" (তিরমিযী, সহীহ তিরমিযী ৯৩৪নং)

সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ বলেছেন,

{زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ......} (١٤) سورة آل عمران

অর্থাৎ, নারী.........এর প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট লোভনীয় করা হয়েছে। *(আলে ইমরান ঃ ১৪)*

আর এই কারণেই কোন মুসলিম মহিলার জন্য এমন চাকরি নেওয়া বৈধ নয়, যেখানে পর-পুরুষের সাথে ওঠাবসা করতে বা নির্জনতায় থাকতে হবে।

প্রশ্ন ঃ মহিলা কি ড্রাইভিং করতে পারে?

উত্তর ঃ শরীয়তের দু'টি নীতি আছে ঃ-

১। যে বৈধ কাজ অবৈধ কোন কাজে টেনে নিয়ে যায়, তা অবৈধ।

২। মঙ্গল আনয়ন অপেক্ষা অমঙ্গল দূর করা অধিক প্রাধান্যযোগ্য।

এই নীতির আলোকে বলা যায় যে, মহিলা ড্রাইভিং করতে পারে না। যেহেতু তারা ড্রাইভিং করলে পর্দায় তাদেরকে চেহারা খুলতে হবে। তেল ভরতে, টায়ার ইত্যাদি পরিবর্তন করতে, চেক-পয়েন্টে, পথে গাড়ি বিকল হলে পুরুষদের সাথে কথা বলতে

হবে। নির্জন জায়গায় বিকল হলে তাকে বিপদে পড়তে হবে। তার যৌবন তাকে অজানা সর্বনাশের দিকে নিয়ে যাবে। এ ছাড়া আরো অনেক কারণে মহিলাদের জন্য ড্রাইভিং বৈধ নয়। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ অন্ধ শিক্ষকের সামনে ছাত্রীর বেপর্দা হয়ে কি পড়া যায়?

উত্তর ঃ পরিপূর্ণ অন্ধ হলে তার সামনে পর্দার প্রয়োজন নেই। কারণ সে তো দেখতেই পায় না। নবী ﷺ ফাতেমা বিন্তে ক্বাইসকে অন্ধ সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতূমের বাড়িতে ইদ্দত পালন করতে অনুমতি দিয়ে বলেছিলেন, "সে একজন অন্ধ লোক। তুমি তার কাছে নিজের চাদর খুলে রাখবে (সে তোমাকে দেখতে পাবে না)।" (মুসলিম ১৪৮০নং)

তাছাড়া নবী ﷺ-এর পিছনে লুকিয়ে থেকে মা আয়েশা হাবশীদের খেলা দেখেছেন। (বুখারী ৯৫০, মুসলিম ৮৯২নং)

পক্ষান্তরে আবূ দাউদ ও তিরমিযীর "তোমরা দুজনেও কি অন্ধ?"---এ হাদীস সহীহ নয়।

তবে শর্ত হল, মহিলা অন্ধের প্রতি (অনুরূপ কোন পুরুষের প্রতি) কামদৃষ্টিতে তাকাবে না। কারণ মহান আল্লাহ মহিলাকেও নির্দেশ দিয়ে বলেছেন,

{وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} (٣١) سورة النور

অর্থাৎ, বিশ্বাসী নারীদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থান রক্ষা করে। (নূর ঃ ৩১)

প্রশ্ন ঃ বিবাহের পূর্বে কি বাগ্দত্ত স্বামী-স্ত্রীর অবাধ মেলামেশা বা ফোনে কথাবার্তা বলা বৈধ?

উত্তর ঃ যতক্ষণ না বিবাহ-বন্ধন কায়েম হয়েছে, ততক্ষণ আপোসের দেখা-সাক্ষাৎ, অবাধ মেলামেশা বা যৌনজীবনের কথাবার্তা বলা হারাম। অভিভাবকের জন্যও হারাম ছেলেমেয়েকে এমন অবাধ মেলামেশার সুযোগ ক'রে দেওয়া। অবশ্য বিবাহের পূর্বে এক নজর দেখে নেওয়া বৈধ। যেমন আকদের পরে ও বিয়ে সারার আগে স্বামী-স্ত্রীর আপোসে দেখা-সাক্ষাৎ ও অবাধ মেলামেশা করা বা যৌনজীবনের কথাবার্তা বলা, বরং যৌন-মিলন করাও বৈধ।

প্রশ্ন ঃ কোন যুবতীকে বোন বা বন্ধু বানিয়ে কি তার সাথে দেখা-সাক্ষাৎ ও অবাধ মেলামেশা করা বা কথাবার্তা বলা ও পত্রালাপ করা বৈধ?

উত্তর ঃ কোন যুবতীর সাথে কোন যুবকের নিষ্কাম বন্ধুত্ব অসম্ভব। পরন্তু সেই বন্ধুত্বের জেরে দেখা-সাক্ষাৎ ও অবাধ মেলামেশা করা বা কথাবার্তা বলা ও পত্রালাপ করা নিঃসন্দেহে হারাম। তেমনি কোন যুবতীকে বোন বানিয়েও অনুরূপ দেখা-সাক্ষাৎ ও অবাধ মেলামেশা করা বা কথাবার্তা বলা ও পত্রালাপ করা বৈধ নয়। কারণ 'বোন' বলতে বলতেই বান আসে। 'বোন' বলতে বলতেই মনের বন তুফান তোলে। বরং কারো সাথে 'মা' পাতিয়েও অনুরূপ দেখা-সাক্ষাৎ ও অবাধ মেলামেশা ইত্যাদি বৈধ নয়। যেহেতু কাউকে 'বউ' বললেই যেমন সে নিজের 'বউ' হয়ে যায় না। তেমনি কাউকে 'মা' বা

'বোন' বললেই নিজের মাহরাম হয়ে যায় না; যতক্ষণ না তাদের সাথে রক্ত, দুগ্ধ বা বৈবাহিক সম্পর্ক কায়েম হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ মহিলা কি পর-পুরুষের সাথে কথা বলতে পারে?

উত্তর ঃ মহিলা প্রয়োজনে পর-পুরুষের সাথে কথা বলতে পারে। তবে সে কথা যেন স্বাভাবিক হয়; না রুক্ষ ও কর্কষ হয়, আর না মধুময় আকর্ষণীয় হয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا}

(৩২)

অর্থাৎ, হে নবী-পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তবে পরপুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না, যাতে অন্তরে যার ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হয়। আর তোমরা সদালাপ কর। (স্বাভাবিকভাবে কথা বল।) *(আহযাব ঃ ৩২)*

প্রশ্ন ঃ পরপুরুষের সাথে পার্থিব ও দ্বীনী কথা বলাও কি হারাম?

উত্তর ঃ পর্দার আড়াল থেকে পরপুরুষের সাথে পার্থিব ও দ্বীনী কথা বলা হারাম নয়। তবে তাতে শর্ত আছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا}

(৩২)

অর্থাৎ, হে নবী-পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তবে পরপুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না, যাতে অন্তরে যার ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হয়। আর তোমরা সদালাপ কর। (স্বাভাবিকভাবে কথা বল।) *(আহযাব ঃ ৩২)*

তবে নামাযের জামাআতে ইমামের ভুল সংশোধন করতে মহিলা তসবীহ বলবে না, বরং হাত দ্বারা শব্দ করবে।

প্রশ্ন ঃ মুসলিম মহিলা কি নার্সের কাজ করতে পারে?

উত্তর ঃ কেবল মহিলা রোগীর ক্ষেত্রে করতে পারে। কোন বেগানা পুরুষের সেবা-শুশ্রূষা করা তার জন্য বৈধ নয়। অনুরূপ পুরুষ নার্স কেবল পুরুষ রোগীর খিদমত করতে পারে। (ইবা)

প্রশ্ন ঃ অনেকে বলে মহিলা সতী হলে, তার মন পবিত্র হলে পর্দার দরকার হয় না।

উত্তর ঃ মহিলা যতই সতী ও পবিত্র মনের হোক, তার জন্য পর্দা ওয়াজেব। কোন মহিলার মন কোন সাহাবী মহিলার মনের থেকে বেশি পবিত্র হতে পারে না। অথচ তাঁদেরকেই পর্দার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। পরন্তু কেউ সতী হলে সে নিজেকে পবিত্র রাখতে পারবে ঠিকই, কিন্তু পর-পুরুষের নজর ও মনকে কি পবিত্র রাখতে পারবে? সে নিজের মনকে পবিত্র রেখে নিজ রূপ-সৌন্দর্য দ্বারা পর-পুরুষের মনকে প্রলুব্ধ করলে কি পর্দার উদ্দেশ্য সফল হবে? সুতরাং পর্দা সতী-অসতী সকলের জন্য। বরং অসতী মেয়ে পর্দা করলেও পর্দার ভিতরে তার অসতীত্ব বজায় থাকবে। ঘোমটার ভিতরে খেমটার নাচ দেখিয়ে পরিবেশ নোংরা করবে। আর তার হিসাব তো ভিন্ন আল্লাহর কাছে।

প্রশ্ন ঃ কিছু পুরুষ আছে, যারা বাড়ির সকল দায়িত্ব স্ত্রীর ঘাড়ে চাপিয়ে স্বস্তি নেয়। এমনকি মার্কেট পর্যন্ত স্ত্রী নিজেই করে। এমন পুরুষ সম্বন্ধে শরীয়তের বিধান কি?

উত্তর ঃ কিছু পুরুষ প্রকৃতিগতভাবে 'দাইয়ূস' বা ভেঁড়া হয়। যারা স্ত্রীর বেপর্দা ও নোংরামিতেও সায় দিয়ে থাকে। তাদের ব্যাপারে রসূল ﷺ বলেছেন, "মেড়া (স্ত্রী-কন্যার পর্দাহীনতা ও নোংরামির ব্যাপারে ঈর্ষাহীন) ব্যক্তির দিকে আল্লাহ কিয়ামতে তাকিয়েও দেখবেন না।" *(নাসাঈ ২৫৬১ নং)*

আর কিছু পুরুষ ততটা না হলেও স্ত্রীর আঁচল-ধরা হয়। সে 'গাঁড়ল' হয়ে স্ত্রীকে 'মোড়ল' বানায়। এমন অসফল পুরুষ জানতে অথবা অজান্তে নিজেকে প্রভু স্ত্রীর 'বাধ্য গোলাম' বানায়। অথচ মহান আল্লাহ বলেন,

{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ}

অর্থাৎ, পুরুষ নারীর কর্তা। কারণ, আল্লাহ তাদের এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এ জন্য যে পুরুষ (তাদের জন্য) ধন ব্যয় করে। (নিসা ঃ ৩৪)

পাশ্চাত্যের সভ্যতা-ঘেঁষা এমন পুরুষরা কোনদিন দ্বীন-দুনিয়ায় সফল হতে পারে না। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেছেন, "সে জাতি কোন দিন সফলকাম হতে পারে না, যে জাতি তাদের শাসন ক্ষমতা একজন নারীর হাতে তুলে দেয়।" *(বুখারী ৪৪২৫নং)*

প্রশ্ন ঃ সেন্ট্ বা সেন্ট্ জাতীয় কোন ক্রিম বা পাউডার লাগিয়ে মহিলা বাড়ির বাইরে যেতে পারে কি?

উত্তর ঃ সেন্ট্ বা সেন্ট্ জাতীয় কোন ক্রিম বা পাউডার লাগিয়ে মহিলা বাড়ির বাইরে যেতে পারে না। শরীয়তে এ ব্যাপারে স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। নবী ﷺ বলেছেন, "প্রত্যেক চক্ষুই ব্যভিচারী। আর মহিলা যদি (কোন প্রকার) সুগন্ধ ব্যবহার ক'রে কোন (পুরুষদের) মজলিসের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে, তাহলে সে ব্যভিচারিণী (বেশ্যার মেয়ে)।" *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, ইবনে খুযাইমাহ, হাকেম, সহীহুল জামে' ৪৫৪০নং)*

এমন মহিলা সেন্ট্ লাগিয়ে মসজিদে নামায পড়তে গেলেও তার নামায শুদ্ধ নয়। আবু হুরাইরা ؓ কর্তৃক বর্ণিত, একদা চাশতের সময় তিনি মসজিদ থেকে বের হলেন। দেখলেন, একটি মহিলা মসজিদ প্রবেশে উদ্যত। তার দেহ বা লেবাস থেকে উৎকৃষ্ট সুগন্ধির সুবাস ছড়াচ্ছিল। আবূ হুরাইরা মহিলাটির উদ্দেশে বললেন, 'আলাইকিস্ সালাম।' মহিলাটি সালামের উত্তর দিল। তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন, 'কোথায় যাবে তুমি?' সে বলল, 'মসজিদে।' বললেন, 'কি জন্য এমন সুন্দর সুগন্ধি মেখেছ তুমি?' বলল, 'মসজিদের জন্য।' বললেন, 'আল্লাহর কসম?' বলল, 'আল্লাহর কসম।' পুনরায় বললেন, 'আল্লাহর কসম?' বলল, 'আল্লাহর কসম।' তখন তিনি বললেন, 'তবে শোন, আমাকে আমার প্রিয়তম আবুল কাসেম ﷺ বলেছেন যে, "সেই মহিলার কোন নামায কবুল হয় না, যে তার স্বামী ছাড়া অন্য কারোর জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করে; যতক্ষণ না সে নাপাকীর গোসল করার মত গোসল করে নেয়।" অতএব তুমি ফিরে যাও, গোসল ক'রে

সুগন্ধি ধুয়ে ফেল। তারপর ফিরে এসে নামায পড়ো।' *(আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, বাইহাকী, সিলসিলাহ সহীহাহ ১০৩১নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর বান্দীদেরকে মসজিদে আসতে বারণ করো না, তবে তারা যেন খোশবূ ব্যবহার না ক'রে সাদাসিধাভাবে আসে।" *(আহমাদ, আবূ দাউদ, সহীহুল জামে' ৭৪৫৭নং)*

প্রশ্ন ঃ পৃথক গার্লস্ স্কুল-কলেজ না থাকলে মেয়েদেরকে যৌথ-প্রতিষ্ঠানে পড়তে পাঠানো কি বৈধ হবে?

উত্তর ঃ ছেলে-মেয়ের অবাধ মেলামিশার যৌথ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে মেয়েদেরকে পড়তে পাঠানো বৈধ নয়। মুসলিমদের জন্য ওয়াজেব হল, পৃথক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করা এবং নিজেদের মেয়ে-বোনকে পর-পুরুষের আকর্ষণে আসতে বাধা দেওয়া। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ এমন পর্দাহীন দেশ ও পরিবেশেও কি পর্দা করা ওয়াজেব, যেখানে পর্দাটাই মানুষের কাছে দৃষ্টি-আকর্ষক হয়?

উত্তর ঃ এমন দেশ ও পরিবেশ, যেখানে পর্দা নেই অথবা বিরল, যেখানে মহিলারা দিনেও নাইট-ড্রেস পরে থাকে অথবা নগ্নপ্রায় থাকে, সেখানেও মুসলিম মহিলার জন্য পর্দা ওয়াজেব। যদিও চাদর বা বোরকা সেখানকার বেদ্বীন মানুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ হল আল্লাহর বিধান। এ বিধান সর্বত্র বহাল থাকবে।

প্রশ্ন ঃ বাড়ির দাসী কি বাড়িতে পর্দা করবে?

উত্তর ঃ বর্তমানের দাসী যেহেতু ক্রীতদাসী নয়, সেহেতু সাধারণ মুসলিম নারীর মতো তার জন্যও পর্দা ওয়াজেব। বাড়ির লোককে সে পর্দা করবে এবং কোন পুরুষের সাথে নির্জনতা অবলম্বন করবে না। (ইবা)

অনুরূপ বাড়ির মহিলারাও বাড়ির দাস, চাকর, ড্রাইভার ইত্যাদিকে পর্দা করবে।

প্রশ্ন ঃ বাড়ির চাকরকে কি পর্দা করতে হবে? হাউস-বয়, হাউস-ড্রাইভেরকে পর্দা করা তো বড় কঠিন। আমার মা বলে, 'মাথায় কাপড় থাকলে সমস্যা নেই।' তার কথা কি ঠিক?

উত্তর ঃ বাড়ির চাকর ক্রীতদাস নয়। চাকর, ড্রাইভার প্রভৃতি সেবক হলেও তারা পুরুষ। আর যে পুরুষ মাহরাম নয়, তার সামনে মহিলার পর্দা ওয়াজেব। এ ব্যাপারে আপনার মায়ের কথা ঠিক নয়। কারণ মাথায় কাপড় নিলেই পর্দা হয়ে যায় না। চেহারা হল আসল সৌন্দর্যের জিনিস। আর তা খোলা রাখলেই মিষ্টি হাসি ও চোখাচোখির ফলে বিপদ আসন্ন হতে পারে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} (৫৩)

অর্থাৎ, তোমরা তাদের নিকট হতে কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল হতে চাও। এ বিধান তোমাদের এবং তাদের হৃদয়ের জন্য অধিকতর পবিত্র। (আহযাব ঃ ৫৩)

মহানবী ﷺ বলেন, "যখনই কোন পুরুষ কোন মহিলার সাথে নির্জনতা অবলম্বন

করে, তখনই শয়তান তাদের তৃতীয় সাথী (কোটনা) হয়।" *(তিরমিযী, সহীহ তিরমিযী ৯৩৪নং)*

প্রশ্ন ঃ আমি আমাদের বাড়ির হাউস-ড্রাইভারের সাথে একাকিনী কলেজে যাই। কখনও মার্কেট করতেও যাই তাকে নিয়ে। আমার মন তার প্রতি আকৃষ্ট না হলে শরীয়তের দৃষ্টিতে কি কোন সমস্যা আছে তাতে?

উত্তর ঃ যে ড্রাইভার মহিলার মাহরাম নয়, তার সাথে একাকিনী কলেজ বা মার্কেটে যাওয়া কোন মহিলার জন্য বৈধ নয়। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেছেন, "কোন পুরুষ যেন কোন বেগানা নারীর সঙ্গে তার সাথে এগানা পুরুষ ছাড়া অবশ্যই নির্জনতা অবলম্বন না করে। আর মাহরাম ব্যতিরেকে কোন নারী যেন সফর না করে।" *(বুখারী ৫২৩৩, মুসলিম ১৩৪১নং)*

প্রশ্ন ঃ আমি আমাদের বাড়ির হাউস-ড্রাইভারের সাথে একাকিনী কলেজে যাই। কখনও মার্কেট করতেও যাই তাকে নিয়ে। নির্জনতা দূর করার জন্য আমি আমার ছোট ভাইকে সাথে নিই। তাহলে কি আমার জন্য তা বৈধ হবে?

উত্তর ঃ আপনার ছোট ভাই যদি সাবালক হয়, তাহলে বেগানা হাউস-ড্রাইভারের সাথে আসা-যাওয়া চলবে। পক্ষান্তরে যদি নাবালক হয়, তাহলে তার আপনার সঙ্গে থাকা-না থাকা উভয়ই সমান।

প্রশ্ন ঃ আমরা আমাদের বাড়ির হাউস-ড্রাইভারের সাথে দুই বোনে কলেজে যাই। কখনও মার্কেট করতেও যাই তাকে নিয়ে। শরীয়তের দৃষ্টিতে কি কোন সমস্যা আছে তাতে?

উত্তর ঃ একাধিক মহিলা হলে বেগানা হাউস-ড্রাইভারের সাথে শহরের ভিতরে আসা-যাওয়া চলবে। তবে নিরাপত্তার শর্তসাপেক্ষে। কিন্তু দূরের সফর বৈধ নয়, যদিও তা ইবাদতের হয়। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেছেন, "কোন পুরুষ যেন কোন বেগানা নারীর সঙ্গে তার সাথে এগানা পুরুষ ছাড়া অবশ্যই নির্জনতা অবলম্বন না করে। আর মাহরাম ব্যতিরেকে কোন নারী যেন সফর না করে।" এক ব্যক্তি আবেদন করল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার স্ত্রী হজ্জ পালন করতে বের হয়েছে। আর আমি অমুক অমুক যুদ্ধে নাম লিখিয়েছি।' তিনি বললেন, "যাও, তুমি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে হজ্জ কর।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

প্রশ্ন ঃ বেগানা মহিলার সাথে মুসাফাহা করা হারাম। কিন্তু হাতে কাপড় রেখে সরাসরি স্পর্শ না ক'রে মুসাফাহা বৈধ কি? বুড়িদের সাথে মুসাফাহাতেও সমস্যা আছে কি?

উত্তর ঃ সর্বপ্রকার বেগানা মহিলার সাথে মুসাফাহা অবৈধ। হাতে কোন আবরক রেখেও তা বৈধ নয়। কারণ তাতে ফিতনার ভয় আছেই আছে। মহানবী ﷺ সকল মহিলার শ্রদ্ধার পাত্র হওয়া সত্ত্বেও তিনি (বেগানা) কারো সাথে মুসাফাহা করতেন না। (আহমাদ ৬/৩৫৭, নাসাঈ ৭/১৪৯, ইবনে মাজাহ ২৮৭৪নং) বায়আতের সময়েও তিনি কোন মহিলার হাত স্পর্শ করতেন না। (বুখারী ৫২৮৮, মুসলিম ১৮৬৬নং) আর তিনি বলেছেন, "যে মহিলা (স্পর্শ করা) হালাল নয়, তাকে স্পর্শ করার চেয়ে তোমাদের কারো মাথায় লোহার ছুঁচ গেঁথে যাওয়া অনেক ভালো।" *(ত্বাবারানী, সহীহুল জামে' ৫০৪৫নং)*

প্রশ্ন ঃ স্ত্রীর চাকরি করাতে সবচেয়ে বড় সমস্যাগুলি কী কী?

উত্তর ঃ পুরুষ-মহলে চাকরি করলে অবাধ মেলামিশার সমস্যা, বেপর্দা হওয়ার সমস্যা, চরিত্র খারাপ হওয়ার সমস্যা, সন্তান পালনের সমস্যা, বাড়িতে আয়ার সাথে স্বামীর নির্জনতাবলম্বনের সমস্যা ইত্যাদি। আর মহিলা-মহলে চাকরি করলে সন্তান পালনের সমস্যা, বাড়িতে আয়ার সাথে স্বামীর নির্জনতাবলম্বনের সমস্যা ইত্যাদি।

প্রশ্ন ঃ অবরোধ প্রথা কি ইসলামে স্বীকৃত?

উত্তর ঃ ইসলামে অবরোধ প্রথা নেই। ইসলামে আছে পর্দার বিধান। মহিলার কর্মস্থল মাঠে-ঘাটে, কল-কারখানায়, অফিসে-ক্লাবে নয়। ইসলাম মহিলাকে বাড়িতে থাকতে নির্দেশ দেয়। ক্বুরআন বলে,

{وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} (٣٣) سورة الأحزاب

অর্থাৎ, তোমরা স্বগৃহে অবস্থান কর এবং (প্রাক-ইসলামী) জাহেলী যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন ক’রে বেড়িয়ো না। (আহ্যাব ঃ ৩৩)

হাদীস বলে,

وَبُيُوتهُنَّ خَيرٌ لَّهُنّ.

অর্থাৎ, তাদের ঘরই তাদের জন্য উত্তম। (আবূ দাঊদ ৫৭৬নং)

কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তারা ঘরের ভিতরে অর্গলবদ্ধ ও অবরুদ্ধ থাকবে। বরং তারা প্রয়োজনে পর্দার সাথে বের হতে পারবে। তবে তারা (প্রাক-ইসলামী) জাহেলী যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন ক’রে বেড়াতে পারবে না। তাদেরকে মসজিদে যেতে বাধা দেওয়া যাবে না। তবে তারা সুগন্ধি বিলিয়ে বের হতে পারবে না। তারা প্রয়োজনে মাঠে-ঘাটে ও বাজারে যেতে পারে। তবে ‘ছল করে জল আনতে যাওয়া’র মতো মামুলি প্রয়োজনে বাজারে বাজারে ফিরে বেড়াবে না।

মহিলা হেরেমের বন্দিনী নয়। যদিও কোন কোন পরিবেশে বাড়াবাড়ি ক’রে তাকে বন্দিনী ক’রে রাখা হয়। স্বামী স্ত্রীর কর্তা বলে কোন কোন পুরুষ তার উপর অবৈধ কর্তৃত্ব করে।

প্রশ্ন ঃ যে অন্ধ বেগানা পুরুষ মোটেই দেখতে পায় না, তার সামনেও কি পর্দা জরুরী?

উত্তর ঃ দৃষ্টিহীন পুরুষের সামনে পর্দা নেই। যেহেতু পর্দা কেবল পর-পুরুষের দৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্যই। তাছাড়া মহানবী ﷺ ফাতেমা বিন্তে ক্বাইসকে অন্ধ সাহাবী ইবনে উম্মে মাকতূমের বাড়িতে ইদ্দত পালন করতে নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন, “কারণ সে অন্ধ মানুষ। তুমি তার নিকট বহির্বাস খুলে রাখবে, সে তোমাকে দেখতে পাবে না।” (মুসলিম ১৪৮০নং)

প্রশ্ন ঃ বেগানা মহিলার উপর আচমকা দৃষ্টি পড়ে গেলে হাদীসে বলা হয়েছে, “তুমি তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও।” (মুসলিম) মহিলাদের ক্ষেত্রেও কি একই নির্দেশ? তারাও কি বেগানা পুরুষদের দিকে তাকাতে পারবে না?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, নির্দেশে সবাই সমান। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} (٣١) سورة النـور

অর্থাৎ, বিশ্বাসী নারীদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থান রক্ষা করে। (নূর ঃ ৩১)

তবে কামদৃষ্টি ছাড়া অন্য কোন বৈধ দৃষ্টিতে তাকানো যাবে। মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হাবশীদের খেলা দেখেছেন। নবী ﷺ তাঁকে আড়াল ক’রে তা দেখিয়েছেন। (বুখারী ৯৫০, মুসলিম ৮৯২নং) টিভি প্রভৃতির পর্দায় বা ছবিতে পুরুষ দেখার ক্ষেত্রেও একই বিধান। কামনজর নিয়ে তাকানো যাবে না। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ যুবক-যুবতীর মাঝে বন্ধুত্ব অতঃপর পোস্ট, এসএমএস, ইমেল প্রভৃতির মাধ্যমে চিঠি লেখালিখি ক’রে হৃদয়ের আদান-প্রদান করা কি বৈধ? যদি তাদের মাঝে বিবাহের ইনগেইজমেন্ট হয়ে থাকে, তাহলে কি কোন সমস্যা আছে?

উত্তর ঃ বেগান যুবক-যুবতীর মাঝে নিষ্কাম বন্ধুত্ব অসম্ভব। কারো দ্বারা বিরলভাবে সম্ভব হলেও শরয়ীতে তা হারাম। তাদের আপোসে পত্রালাপ ও রসালাপ বৈধ নয়। ইনগেইজমেন্ট (বাগ্দান) হয়ে গেলেও বিবাহ-বন্ধন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত যেমন তাদের মাঝে দেখা-সাক্ষাৎ হারাম, তেমনি চিঠির মাধ্যমে হৃদয়ের আদান-প্রদানও। যেহেতু তাতে ফিতনার আশঙ্কা রয়েছে। আর ফিতনা ও দাজ্জাল থেকে পাকা মু’মিনকেও দূরে থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। (আহমাদ ৪/৪৩১, ৪৪১, আবূ দাউদ ৪৩১৯নং)

প্রশ্ন ঃ বিবাহের পূর্বে যুবক-যুবতীর একে অপরকে বুঝে নেওয়ার, পছন্দ ক’রে নেওয়ার, ভালবাসা ক’রে নেওয়ার সুযোগ ইসলামে আছে কি?

উত্তর ঃ বিবাহের পূর্বে বর-কনের একে অপরকে এক নজর দেখে নেওয়ার ও পছন্দ ক’রে নেওয়ার সুযোগ আছে। কিন্তু তারপরে চিঠি, ফোন বা নেটের মাধ্যমে অথবা তাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে যাওয়ার মাধ্যমে ভালবাসা ক’রে নেওয়ার সুযোগ ইসলামে নেই। বিবাহ-বন্ধন কায়েম করা বা বিয়ে পড়িয়ে দেওয়ার পর বিবাহ সারার পূর্বে সে সব চলবে। বন্ধনের আগে নয়। (ইউ)

বিএ পরীক্ষা দেওয়ার আগে হয়তো টেস্ট্-পরীক্ষা আছে। কিন্তু বিয়ে করার আগে কোন টেস্ট্-পরীক্ষা নেই।

প্রশ্ন ঃ স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার বাসা থেকে বের হওয়া স্ত্রীর জন্য বৈধ নয়। কিন্তু অনেক সময় সে বাড়িতে না থাকলে পাশের বাসা অথবা কাছের মার্কেটে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে। তখন কি তার বিনা অনুমতিতে গেলে গোনাহ হবে?

উত্তর ঃ স্ত্রীর উচিত, এ ক্ষেত্রে স্বামীর নিকট থেকে আম অনুমতি নিয়ে রাখা। অতঃপর শরয়ী আদবের সাথে নিজের বা ছেলেমেয়ের প্রয়োজনে বাইরে কোথাও গেলে কোন ক্ষতি হবে না ইন শাআল্লাহ। (ইজি)

প্রশ্ন ঃ সত্তর-আশি বছরের বৃদ্ধা যদি বেগানা পুরুষকে পর্দা না করে, তাহলে কোন ক্ষতি আছে কি?

উত্তর ঃ সত্তর-আশি বছরের বৃদ্ধার জন্য পর্দা ফরয থাকে না। সে বেগানা পুরুষকে দেখা দিতে পারে। তবে শর্ত হল, সে যেন সেজেগুজে প্রসাধন ক’রে বের না হয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ} (٦٠) سورة النـور

অর্থাৎ, বৃদ্ধ নারী; যারা বিবাহের আশা রাখে না, তাদের জন্য অপরাধ নেই; যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না ক'রে তাদের বহির্বাস খুলে রাখে। (নূর ঃ ৬০)

তবে বৃদ্ধার পর্দা করাটাই উত্তম। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (٦٠) سورة النـور

অর্থাৎ, তবে এ থেকে তাদের বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (নূর ঃ ৬০)

প্রশ্ন ঃ শরয়ী পর্দা করলে স্বামী তালাক দিতে চায়। সুতরাং আমি কী করতে পারি?

উত্তর ঃ বুঝানোর পরেও যদি না মানে, তাহলে সন্তান হওয়ার আগে আগেই এমন হতভাগা স্বামীর নিকট থেকে তালাক নেওয়াই ভালো। ইন শাআল্লাহ পরবর্তীতে তার চেয়ে ভালো স্বামী জুটে যাবে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا} (٢) سورة الطلاق

অর্থাৎ, যে কেউ আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার নিষ্কৃতির পথ ক'রে দেবেন। (ত্বালাক্ব ঃ ২)

কোন মুসলিমের জন্য বৈধ নয়, দ্বীন মানার জন্য স্ত্রীকে তালাকের হুমকি দেওয়া। (ইবা) আল্লাহর নবী ﷺ আমাদেরকে দ্বীনদার মেয়ে বিয়ে করতে বলেছেন। অথচ ভাগ্যের ব্যাপার এমন যে, যে চায়, সে পায় না। পরন্তু সে পায়, যে চায় না। ফাল্লাহুল মুস্তাআন।

বিবাহ ও দাম্পত্য

প্রশ্ন ঃ বহু-বিবাহ বা একাধিক বিবাহকে অনেক মুসলিমও ঘৃণা করে। যদিও অনেকে তা কামনা করে। ইসলামে বহু-বিবাহের মান কী?

উত্তর ঃ অধিকাংশ মানুষের বহু-বিবাহকে ঘৃণা করার কারণ হচ্ছে সতীনের সংসারের অশান্তির বহিঃপ্রকাশ। পুরুষ তার একাধিক স্ত্রীকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না অথবা ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখতে পারে না বলে যে অশান্তি সৃষ্টি হয়, তা দেখে মানুষ বহু-বিবাহকে ঘৃণা করে। অথচ ইসলামে বিবাহের ব্যাপারে মৌলিক বিধান হল, সামর্থ্য থাকলে পুরুষ একাধিক বিবাহ করবে। তবে বহু স্ত্রীর মাঝে ইনসাফ বজায় না রাখতে পারলে একটি নিয়ে সন্তুষ্ট হবে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ} (٣) سورة النساء

অর্থাৎ, আর তোমরা যদি আশংকা কর যে, পিতৃহীনাদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিবাহ কর (স্বাধীন) নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে; দুই, তিন অথবা চার। আর যদি আশংকা কর যে, সুবিচার করতে পারবে না, তবে একজনকে (বিবাহ কর) অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত (ক্রীত অথবা যুদ্ধবন্দিনী) দাসীকে (স্ত্রীরূপে ব্যবহার কর)। এটাই তোমাদের পক্ষপাতিত্ব না করার অধিকতর নিকটবর্তী। (নিসা ঃ ৩)

পরন্তু বহু-বিবাহ করা শর্তসাপেক্ষে সুন্নত ও আফযল। যেহেতু আমাদের গুরু মহানবী ﷺ বহু-বিবাহ করেছেন। ইবনে আব্বাস ؓ সাঈদ বিন জুবাইরকে বলেছিলেন, 'বিবাহ কর। কারণ এই উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, যার সবার চেয়ে বেশি স্ত্রী।' অথবা 'এই উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সবার চেয়ে বেশি স্ত্রী ছিল।' (আহমাদ, বুখারী)

উল্লেখ্য যে, একই সাথে চারটির বেশি স্ত্রী রাখা হারাম। যেমন উক্ত আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। সমানাধিকার দিয়ে রাখার ক্ষমতা না হলে একটাই বিবাহ করতে হবে। তাতেও সক্ষম না হলে রোযা পালন ক'রে যেতে হবে। (বুখারী ৫০৬৫, মুসলিম ১৪০০নং)

প্রশ্ন ঃ যাকে রক্ত দেওয়া হয়েছে, তার সাথে কি বিবাহ বৈধ?

উত্তর ঃ কাউকে রক্ত দান করলে তার সাথে রক্তের সম্পর্ক কায়েম হয় না। সুতরাং তার সাথে বিবাহ বৈধ। (লাদা)

প্রশ্ন ঃ কোন বিবাহিত মহিলাকে বিবাহ করা বৈধ কি?

উত্তর ঃ কোন বিবাহিত স্বামী-ওয়ালী সধবা মহিলাকে বিবাহ করা বৈধ নয়, যতক্ষণ না তার তালাক হয়েছে অথবা তার স্বামী মারা গেছে এবং তার নির্ধারিত ইদ্দত-কাল অতিবাহিত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} (٢٤) سورة النساء

অর্থাৎ, নারীদের মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত সকল সধবা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ, তোমাদের জন্য এ হল আল্লাহর বিধান। উল্লিখিত নারীগণ ব্যতীত আর সকলকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য বৈধ করা হল; এই শর্তে যে, তোমরা তাদেরকে নিজ সম্পদের বিনিময়ে বিবাহের মাধ্যমে গ্রহণ করবে, অবৈধ যৌন-সম্পর্কের মাধ্যমে নয়। (নিসা ঃ ২৪)

প্রশ্ন ঃ একজনের বিবাহিত স্ত্রী হয়ে থাকা অবস্থায় অন্যের সাথে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে বৈধ কি?

উত্তর ঃ মহান আল্লাহ যে সকল মহিলাকে বিবাহ করা হারাম বলেছেন, তার মধ্যে একজন হল বিবাহিত মহিলা, যে কোন স্বামীর বিবাহ-বন্ধনে বর্তমানে সংসার করছে এবং তালাক হয়নি। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} (٢٤) سورة النساء

অর্থাৎ, নারীদের মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত সকল সধবা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ, তোমাদের জন্য এ হল আল্লাহর বিধান। উল্লিখিত নারীগণ ব্যতীত আর সকলকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য বৈধ করা হল; এই শর্তে যে, তোমরা তাদেরকে নিজ সম্পদের বিনিময়ে বিবাহের মাধ্যমে গ্রহণ করবে, অবৈধ যৌন-সম্পর্কের মাধ্যমে নয়। (নিসা ঃ ২৪)

বলা বাহুল্য একজনের স্ত্রী অবস্থায় থাকাকালে অন্যের সাথে বিবাহ-বন্ধনই শুদ্ধ হবে না। কিন্তু অন্ধ প্রেম সেই দম্পতিকে চির-ব্যভিচারের নর্দমায় ফেলে রাখে।

প্রশ্ন ঃ এক ব্যক্তি এক কুমারীর সাথে (প্রেম ক'রে) ব্যভিচার করেছে, এখন সে তাকে বিবাহ করতে চায়। এটা কি তার জন্য বৈধ ?

উত্তর ঃ যদি বাস্তবে তাই হয়ে থাকে, তাহলে ওদের প্রত্যেকের উপর আল্লাহর নিকট তওবা করা ওয়াজেব; এই নিকৃষ্টতম অপরাধ হতে বিরত হবে, অশ্লীলতায় পড়ার ফলে যা ঘটে গেছে, তার উপর খুব লজ্জিত হবে, এমন নোংরামীর পথে পুনরায় পা না বাড়াতে দৃঢ়সংকল্প হবে এবং অধিক অধিক সৎকাজ করবে। সম্ভবতঃ আল্লাহ উভয়কে ক্ষমা করে দেবেন এবং তাদের পাপসমূহকে পুণ্যে পরিণত করবেন। যেমন তিনি বলেন,

[وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً ، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهِ مُهَاناً ، إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَّكَانَ اللّهُ غَفُوْرًا رَّحِيْماً ، وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوْبُ إِلَى اللّهِ مَتَاباً]

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য উপাস্যকে আহবান করে না, আল্লাহ যাকে যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে হত্যা নিষেধ করেছেন, তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা এগুলি করে তারা শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন ওদের শাস্তিকে দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে তারা হীন অবস্থায় স্থায়ী হবে। তবে তারা নয়, যারা তওবা করে, (পূর্ণ) ঈমান এনে সৎকাজ করে, আল্লাহ ওদের পাপরাশীকে পুণ্যে পরিবর্তিত ক'রে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। যে ব্যক্তি তওবা করে ও সৎকাজ করে, সে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর অভিমুখী হয়। *(সূরা ফুরক্বান ৬৮-৭১ আয়াত)*

আর ঐ ব্যক্তি যদি ঐ মহিলাকে বিবাহ করতে চায়, তাহলে বিবাহ বন্ধনের পূর্বে এক মাসিক দেখে তাকে (গর্ভবতী কি না তা) পরীক্ষা করে নেবে। যদি (মাসিক না হয় এবং) তার গর্ভ প্রকাশ পায়, তাহলে তার বিবাহ বন্ধন ততক্ষণ পর্যন্ত বৈধ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে সন্তান প্রসব করেছে। যেহেতু রসূল ﷺ অপরের ফসলকে নিজের পানি দ্বারা

সিঞ্চিত (অর্থাৎ গর্ভবতী নারীকে বিবাহ ক'রে সঙ্গম) করতে নিষেধ করেছেন। *(আবু দাঊদ) (লাদা)*

প্রশ্ন ঃ কোন মুসলিমের সাথে কোন অমুসলিমের বিবাহ কি বৈধ?

উত্তর ঃ কোন মুসলিম মহিলার কোন অমুসলিম পুরুষের সাথে বিবাহ বৈধ নয়। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} (٢٢١) البقرة

অর্থাৎ, অংশীবাদী রমণী যে পর্যন্ত না (ইসলাম ধর্মে) বিশ্বাস করে, তোমরা তাদেরকে বিবাহ করো না। অংশীবাদী নারী তোমাদেরকে চমৎকৃত করলেও নিশ্চয় (ইসলাম ধর্মে) বিশ্বাসী ক্রীতদাসী তার থেকেও উত্তম। (ইসলাম ধর্মে) বিশ্বাস না করা পর্যন্ত অংশীবাদী পুরুষের সাথে (তোমাদের কন্যার) বিবাহ দিও না। অংশীবাদী পুরুষ তোমাদেরকে চমৎকৃত করলেও (ইসলাম ধর্মে) বিশ্বাসী ক্রীতদাস তার থেকেও উত্তম। কারণ, ওরা তোমাদের আগুনের দিকে আহবান করে এবং আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় ইচ্ছায় বেহেশ্ত ও ক্ষমার দিকে আহবান করেন। তিনি মানুষের জন্য স্বীয় নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তারা তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। (বাক্বারাহ ঃ ২২১)

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (١٠)

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের নিকট বিশ্বাসী নারীরা দেশত্যাগ ক'রে আসলে, তোমরা তাদেরকে পরীক্ষা কর। আল্লাহ তাদের ঈমান (বিশ্বাস) সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা বিশ্বাসিনী, তবে তাদেরকে অবিশ্বাসীদের নিকট ফেরত পাঠিয়ে দিয়ো না। বিশ্বাসী নারীরা অবিশ্বাসীদের জন্য বৈধ নয় এবং অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসী নারীদের জন্য বৈধ নয়। অবিশ্বাসীরা যা ব্যয় করেছে, তা তাদেরকে ফিরিয়ে দাও। অতঃপর তোমরা তাদেরকে বিবাহ করলে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না; যদি তোমরা তাদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও। তোমরা অবিশ্বাসী নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না। তোমরা যা ব্যয় করেছ, তা ফেরত চেয়ে নাও এবং অবিশ্বাসীরা ফেরত চেয়ে নিক, যা তারা ব্যয় করেছে। এটাই আল্লাহর ফায়সালা। তিনি তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করছেন। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (মুমতাহিনাহ ঃ ১০)

বলা বাহুল্য, ইসলাম গ্রহণ করলে তার সাথে মুসলিম মহিলার বিবাহ বৈধ।

অনুরূপ কোন মুসলিম পুরুষও কোন অমুসলিম মহিলাকে বিবাহ করতে পারে না। অবশ্য কিছু শর্তের সাথে কেবল ইয়াহুদী-খ্রিস্টান মহিলাকে বিবাহ করতে পারে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} (٥) سورة المائدة

অর্থাৎ, বিশ্বাসী সচ্চরিত্রা নারীগণ ও তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের সচ্চরিত্রা নারীগণ (তোমাদের জন্য বৈধ করা হল); যদি তোমরা তাদেরকে মোহর প্রদান ক'রে বিবাহ কর, প্রকাশ্য ব্যভিচার অথবা উপপত্নীরূপে গ্রহণ করার জন্য নয়। (মায়িদাহ ঃ ৫)

কিন্তু কোন মুসলিম মহিলা কোন ইয়াহুদী-খ্রিস্টান পুরুষকে বিবাহ করতে পারে না। কারণ মুসলিমরা তাদের নবীর প্রতি ঈমান রাখে, কিন্তু তারা মুসলিমদের নবীর প্রতি ঈমান রাখে না।

প্রশ্ন ঃ হালালা বিবাহ বৈধ কি?

উত্তর ঃ স্ত্রীকে তিন তালাক দেওয়ার পর লজ্জিত হয়ে ভুল বুঝতে পেরে তাকে ফিরে পেতে 'হালালা' পন্থা অবলম্বন বৈধ নয়। অর্থাৎ, স্ত্রীকে হালাল করার জন্য পরিকল্পিতভাবে কোন বন্ধু বা চাচাতো-মামাতো ভায়ের সাথে বিবাহ দিয়ে এক রাত্রি বাস ক'রে তালাক দিলে পরে ইদ্দতের পর নিজে বিবাহ করা এক প্রকার ধোঁকা এবং ব্যভিচার। যাতে দ্বিতীয় স্বামী এক রাত্রি ব্যভিচার করে এবং প্রথম স্বামী ঐ স্ত্রীকে হালাল মনে করে ফিরে নিয়েও তার সাথে চিরদিন ব্যভিচার করতে থাকে। কারণ, প্রকৃতপক্ষে স্ত্রী ঐভাবে তার জন্য হালাল হয় না।

যে ব্যক্তি হালাল করার জন্য ঐরূপ বিবাহ করে, হাদীসের ভাষায় সে হল 'ধার করা ষাঁড়।' *(ইরওয়াউল গালীল ৬/৩০৯)* এই ব্যক্তি এবং যার জন্য হালাল করা হয়, সে ব্যক্তি (অর্থাৎ প্রথম স্বামী) আল্লাহ ও তদীয় রসূলের অভিশপ্ত। *(ঐ ১৮৯৭নং, মিশকাত ৩২৯৬)*

প্রশ্ন ঃ জায়বদলি বিবাহ বৈধ কি?

উত্তর ঃ জায়বদলী বা বিনিময়-বিবাহ বিনা পৃথক মোহরে বৈধ নয়। এ ওর বোন বা বেটিকে এবং ও এর বোন বা বেটীকে বিনিময় ক'রে পাত্রীর বদলে পাত্রীকে মোহর বানিয়ে বিবাহ ইসলামে হারাম। *(বুখারী, মুসলিম ইত্যাদি)* অবশ্য বহু উলামার নিকট উভয় পাত্রীর পৃথক মোহর হলেও জায়বদলী বিয়ে বৈধ নয়। (যদি তাতে কোন ধোকা-ধাপ্পা দিয়ে নামকে-ওয়াস্তে মোহর বাঁধা হয় তাহলে। *(মাজাল্লাতুল বুহূযিল ইসলামিয়্যাহ ৪/৩২৮, ৯/৬৮)*

প্রশ্ন ঃ মুত্‌আহ বিবাহ বৈধ কি?

উথর ঃ মুত্‌আহ বা সাময়িক বিবাহ ইসলামে বৈধ নয়। কিছুর বিনিময়ে কেবল এক সপ্তাহ বা মাস বা বছর স্ত্রীসঙ্গ গ্রহণ ক'রে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় যেহেতু ঐ স্ত্রী ও তার সন্তানের দুর্দিন আসে, তাই ইসলাম এমন বিবাহকে হারাম ঘোষণা করেছে। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৩১৪৭নং)*

প্রশ্ন ঃ তালাকের নিয়তে বিবাহ বৈধ কি?

উত্তর ঃ তালাকের নিয়তে বিবাহ এক প্রকার ধোঁকাবাজি। বিদেশে গিয়ে বা দেশেই বিবাহ-বন্ধনের সময় মনে মনে এই নিয়ত রাখা যে, কিছুদিন সুখ লুটে তালাক দিয়ে দেশে ফিরব বা চম্পট দেব, তবে এমন বিবাহও বৈধ নয়। (এরূপ করলে ব্যভিচার করা হয়।) কারণ, এতেও ঐ স্ত্রী ও তার সন্তানের অসহায় অবস্থা নেমে আসে। *(ফাতাওয়াল মারআহ ৪৯পৃঃ)* তাতে নারীর মান ও অধিকার খর্ব হয়।

প্রশ্ন ঃ বাল্য-বিবাহ বৈধ কি?

উত্তর ঃ বাল্য-বিবাহ বৈধ। *(মুসলিম, মিশকাত ৩১২৯নং)* তবে সাবালক হওয়ার পর স্বামী-স্ত্রীর এক অপরকে পছন্দ না হলে তারা বিবাহবন্ধন ছিন্ন করতে পারে। *(বুখারী ৫১৩৮নং, আবূ দাঊদ, মিশকাত ৩১৩৬নং)*

প্রশ্ন ঃ কোন মুসলিম বেশ্যা বা অসতী মহিলাকে বিবাহ করা বৈধ কি?

উত্তর ঃ কোন মুসলিম কোন ব্যভিচারিণী নারীকে বিবাহ করতে পারে না। বরং এ ব্যাপারে ঐরূপ নারী মনোমুগ্ধকর সুন্দরী রূপের ডালি বা ডানা-কাটা পরি হলেও মুসলিম পুরুষের তাতে রুচি হওয়াই উচিত নয়। একান্ত প্রেমের নেশায় নেশাগ্রস্ত হলেও তাকে সহধর্মিনী করা হারাম।

এ ব্যাপারে আল্লাহ পাক বলেন,

{الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} (٣) سورة النور

"ব্যভিচারী কেবল ব্যভিচারিণী অথবা অংশীবাদিনীকে এবং ব্যভিচারিণী কেবল ব্যভিচারী অথবা অংশীবাদী পুরুষকে বিবাহ করে থাকে। আর মুমিন পুরুষদের জন্য তা হারাম করা হল।" *(নূর ঃ ৩)*

সুতরাং অসতী নারী মুশরিকের উপযুক্ত; মুসলিমের নয়। কারণ উভয়েই অংশীবাদী; এ পতির প্রেমে উপপতিকে অংশীস্থাপন করে এবং ও করে একক মা'বূদের ইবাদতে অন্য বাতিল মা'বূদকে শরীক। (অবশ্য অসতী হলেও কোন মুশরিকের সাথে কোন মুসলিম নারীর বিবাহ বৈধ নয়।)

পক্ষান্তরে ব্যভিচারিণী যদি তওবা করে প্রকৃত মুসলিম নারী হয়, তাহলে এক মাসিক অপেক্ষার পর তবেই তাকে বিবাহ করা বৈধ হতে পারে। গর্ভ হলে গর্ভাবস্থায় বিবাহ-বন্ধন শুদ্ধ নয়। প্রসবের পরই বিবাহ হতে হবে। *(ইউঃ ২/৭৮০)*

প্রশ্ন ঃ একই সাথে ৫টি বা তারও বেশি মহিলাকে স্ত্রীরূপে রাখা বৈধ কি?

উত্তর ঃ ইসলামী বিধানে প্রয়োজনে ৪টি মহিলাকে একই সময় স্ত্রীরূপে রাখা যায়। তার বেশি

নয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ} (٣) سورة النساء

অর্থাৎ, আর তোমরা যদি আশংকা কর যে, পিতৃহীনাদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিবাহ কর (স্বাধীন) নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে; দুই, তিন অথবা চার। আর যদি আশংকা কর যে, সুবিচার করতে পারবে না, তবে একজনকে (বিবাহ কর) অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত (ক্রীত অথবা যুদ্ধবন্দিনী) দাসীকে (স্ত্রীরূপে ব্যবহার কর)। এটাই তোমাদের পক্ষপাতিত্ব না করার অধিকতর নিকটবর্তী। (নিসা ঃ ৩)

প্রশ্ন ঃ নাতিন বা পুতিনকে ঠাট্টাছলে অনেকে 'গিন্নী' বলে। তাহলে তাদের সাথে কি নানা বা দাদার বিবাহ বৈধ?

উত্তর ঃ নাতিন ও পুতিনের কাছে তাদের নানা ও দাদা পিতা স্বরূপ এবং নানা-দাদার কাছে তারা 'কন্যা' বা মেয়ে স্বরূপ। তাদের আপোসে বিবাহ বৈধ নয় এবং ঐ শ্রেণীর ঠাট্টা-উপহাসও বৈধ নয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ.....} (٢٣) سورة النساء

অর্থাৎ, তোমাদের জন্য হারাম (নিষিদ্ধ) করা হয়েছে তোমাদের মাতাগণ, কন্যাগণ........। (নিসা ঃ ২৩)□

প্রশ্ন ঃ স্ত্রী থাকতে তার বোনকে অথবা তার বুনঝি বা ভাইঝিকে অথবা তার খালা বা ফুফুকে বিবাহ করা বৈধ কি?

উত্তর ঃ দুই বোনকে সতীন বানানো কুরআনী বিধানে নিষিদ্ধ। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا} (٢٣) سورة النساء

অর্থাৎ, (হারাম করা হয়েছে) দুই ভগিনীকে একত্রে বিবাহ করা; কিন্তু যা গত হয়ে গেছে, তা (ধর্তব্য নয়)। নিশ্চয় আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (নিসা ঃ ২৩)□

আর হাদীসের বিধানে ফুফু-ভাইঝি বা খালা-বুনঝিকে সতীন বানাতে নিষেধ করা হয়েছে। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৩১৬০নং)

প্রশ্ন ঃ কোন কোন সময় এমন হয় যে, জোরপূর্বক বর বা কনেকে বিবাহের কাবিন-নামা বা তালাক-পত্রে সই করিয়ে বিবাহ বা তালাক দেওয়া হয়। কিন্তু জোরপূর্বক বিবাহ বা তালাক কি গণ্য?

উত্তর ঃ জোরপূর্বক বিবাহ বা তালাক গণ্য নয়। ভয় দেখিয়ে বা হুমকির মুখে কাউকে বিয়ে ক'রে সংসার করলে ব্যভিচার করা হয়। অনুরূপ তালাকও। জোরপূর্বক মুসলমান বানানো হলে যেমন কেউ মুসলিম হয়ে যায় না, জোরপূর্বক কুফরী করালে যেমন কেউ কাফের হয় না, তেমনি বিবাহ ও তালাকও। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (١٠٦) سورة النحل

অর্থাৎ, কেউ বিশ্বাস করার পরে আল্লাহকে অস্বীকার করলে এবং অবিশ্বাসের জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখলে তার উপর আপতিত হবে আল্লাহর ক্রোধ এবং তার জন্য রয়েছে মহাশাস্তি; তবে তার জন্য নয়, যাকে অবিশ্বাসে বাধ্য করা হয়েছে, অথচ তার চিত্ত বিশ্বাসে অবিচল। (নাহল ঃ ১০৬)□

রসূল ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ আমার উম্মতের ভুল, বিস্মৃত এবং যার উপর তাকে নিরুপায় করা হয়, তার (পাপ)কে অতিক্রম (ক্ষমা) করেন।" (ইবনে মাজাহ ২০৪৫নং)

প্রশ্ন ঃ আমি বিবাহের বয়স-উত্তীর্ণ একজন ধনী ও রোগী মহিলা। আমি একজন সুপুরুষকে বিবাহ ক'রে কেবল স্ত্রীর মর্যাদা পেতে চাই। আমি আমার পৈতৃক বাড়িতেই থাকতে। আমি তার নিকট কোন প্রকার খোরপোশ দাবী করব না। সে কেবল মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে যাবে। তার প্রথম স্ত্রী আছে। সে তার ঐ স্ত্রীর কাছে আমার কথা গোপন রাখবে। সে রাজি, আমি রাজি, আমার অভিভাবকও রাজি। এমন বিবাহে কোন সমস্যা আছে কি?

উত্তর ঃ বিবাহের যে সকল শর্ত আছে, তা পূরণ হলে এমন বিবাহ বৈধ। আপনার অভিভাবক, সাক্ষীস্বরূপ কমপক্ষে দুইজন সৎ ব্যক্তি, দেনমোহর, বিবাহের প্রচার ইত্যাদি। খোরপোশ স্বামীর উপর ফরয, কিন্তু আপনি তা থেকে তাকে মুক্তি দিলে তা বৈধ হবে। আর তার প্রথম স্ত্রী এর খবর না জানলে বা অনুমতি না দিলেও কোন ক্ষতি হবে না। (ইবা)

প্রশ্ন ঃ অনেক সময় উপযুক্ত পাত্র বিবাহের প্রস্তাব দিলে মেয়ে অথবা মেয়ের বাপ এই বলে রদ ক'রে দেয় যে, পড়া শেষ হলে তবেই বিয়ে হবে। এটা কি বৈধ?

উত্তর ঃ এটা বৈধ নয়। পড়া কোন ওজর নয়। তাছাড়া বিয়ের পরেও পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া যায়। আর মহানবী ﷺ বলেছেন, "যার দ্বীন ও চরিত্র তোমাদেরকে মুগ্ধ করে, তার সাথে (তোমাদের ছেলে কিংবা মেয়ের) বিবাহ দাও। যদি তা না কর, তবে পৃথিবীতে বড় ফিতনা ও মস্ত ফাসাদ, বিঘ্ন ও অশান্তি সৃষ্টি হবে।" *(তিরমিযী ১০৮৫নং, ইবনে মাজাহ ১৯৬৭নং)*

প্রশ্ন ঃ বর ভিন দেশে থাকলে টেলিফোনের মাধ্যমে বিয়ে পড়ালে শুদ্ধ হবে কি?

উত্তর ঃ বিবাহের ব্যাপারটা দু'টি জীবনের চির-বন্ধন। সুতরাং ধোঁকাবাজির আশঙ্কায় টেলিফোন বা নেটের মাধ্যমে বিয়ে পড়ানো বৈধ নয়। অবশ্য বরের ফিরে আসার আগে বিয়ে পড়ানো একান্ত জরুরী হলে যেখানে সে থাকে, সেখানের পরিচিত কাউকে উকীল বা প্রতিনিধি বানিয়ে বিয়ে পড়ানো যায়। (মাজমাউল ফিক্বহিল ইসলামী)

প্রশ্ন ঃ বিবাহের পর মোহর কখন ওয়াজেব হয়?

উত্তর ঃ স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করলে, স্পর্শ করলে, নির্জনতা অবলম্বন করলে অথবা বিবাহের পর মারা গেলে মোহর ওয়াজেব হয়। কেবল বিয়ে পড়ালেই মোহর ওয়াজেব হয় না। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ নাবালিকার বিবাহ কি শুদ্ধ নয়?

উত্তর ঃ দেশীয় আইনে সাবালিকা হয় ১৮ বছর পূর্ণ হলে। কিন্তু শরীয়তের আইনে সাবালিকা হল সেই মেয়ে, যার স্বাভাবিকভাবে মাসিক শুরু হয়েছে। সে ক্ষেত্রে তার অনুমতিক্রমে বিবাহ দিলে কোন বাধা নেই। অবশ্য মেয়ে না চাইলে জোরপূর্বক বিবাহ শুদ্ধ নয়।

প্রশ্ন ঃ অনেক বৃদ্ধ অল্প বয়সের মেয়েকে বিয়ে করে, এটা কি শরীয়তে বৈধ?

উত্তর ঃ মেয়ে ও তার অভিভাবক সম্মত থাকলে সে বিবাহ বৈধ।

প্রশ্ন ঃ নাম করা বংশের ছেলে বা মেয়ের সাথে কি বংশ-পরিচয়হীন ছেলে বা মেয়ের বিবাহ শুদ্ধ নয়?

উত্তর ঃ কোন কোন মানুষ এই ভেদাভেদ-জ্ঞান রেখে উপযুক্ত পাত্র বা পাত্রী হাতছাড়া করে। অথচ তা বৈধ নয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} (١٣) سورة الحجرات

অর্থাৎ, হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরেরর সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক আল্লাহ-ভীরু। আল্লাহ সবকিছু জানেন, সব কিছুর খবর রাখেন।(১৩)

আর মহানবী ﷺ বলেন, "আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়তম বান্দা হল সেই যার চরিত্র সুন্দর।" *(ত্বাবারানী, সহীহুল জামে' ১৭৯নং)*

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, "আল্লাহর নিকট সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি সে, যে সবচেয়ে বেশী পরহেযগার। আর সবচেয়ে উচ্চ বংশীয় লোক সে, যার চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর।" *(আল-আদাবুল মুফরাদ)*

নবী ﷺ বলেন, "যার দ্বীন ও চরিত্র তোমাদেরকে মুগ্ধ করে, তার সাথে (তোমাদের ছেলে কিংবা মেয়ের) বিবাহ দাও। যদি তা না কর (শুধুমাত্র দ্বীন ও চরিত্র দেখে তাদের বিবাহ না দাও বরং দ্বীন বা চরিত্র থাকলেও কেবলমাত্র বংশ, রূপ বা ধন-সম্পত্তির লোভে বিবাহ দাও), তবে পৃথিবীতে বড় ফিতনা ও মস্ত ফাসাদ, বিঘ্ন ও অশান্তি সৃষ্টি হবে।" *(তিরমিযী ১০৮৫নং, ইবনে মাজাহ ১৯৬৭নং)*

প্রশ্ন ঃ মেয়ে যাকে বিয়ে করতে রাজি নয়, তার সাথে বাপ জোরপূর্বক বিয়ে দিতে পারে কি?

উত্তর ঃ মেয়ে রাজি না থাকলে কারো সাথে জোর ক'রে বিয়ে দেওয়া শরীয়তসম্মত নয়। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেছেন, "অকুমারীর পরামর্শ বা জবানী অনুমতি না নিয়ে

এবং কুমারীর সম্মতি না নিয়ে তাদের বিবাহ দেওয়া যাবে না। আর কুমারীর সম্মতি হল মৌন থাকা। *(বুখারী, মুসলিম, সহীহ নাসাঈ ৩০৫৮, সহীহ ইবনে মাজাহ ১৫১৬নং)*

প্রশ্ন ঃ বিয়েতে বাপ রাজি ছিল না। ভাই দাঁড়িয়ে থেকে বিয়ে দিয়েছে। পরবর্তীতে অবশ্য বাপ রাজি হয়ে গেছে। এখন সে বিয়ের মান কী?

উত্তর ঃ বাপ থাকতে ভাই শরয়ী অভিভাবক হতে পারে না। সুতরাং বিবাহ শুদ্ধ নয়। পরবর্তীতে রাজি হলেও পুনরায় বিয়ে পড়াতে হবে। (মুই) অনুরূপ যারা পালিয়ে গিয়ে মেয়ের অভিভাবকের অনুমতি ছাড়াই বিয়ে করে তাদের অবস্থা।

প্রশ্ন ঃ অবৈধ প্রণয়ের মাধ্যমে কোর্ট-ম্যারেজ বা লাভ-ম্যারেজ বৈধ কি? তাতে যদি মেয়ের অভিভাবক সম্মত না থাকে, তাহলে সে বিবাহ বৈধ কি?

উত্তর ঃ বিয়ের পূর্বে কোন যুবক-যুবতীর ভালবাসা করা হারাম। অতঃপর আপোসে অবাধ মেলামিশা ও ব্যভিচার করা তো কাবীরা গোনাহর পর্যায়ভুক্ত। আর ব্যভিচার হল ১০০ চাবুক ও কারা-শাস্তি ভোগার পাপ। পরন্তু বিবাহিত হলে মৃত্যুদন্ড পাওয়ার উপযুক্ত। অতঃপর যে মা-বাপ কত মায়া-মমতার সাথে মানুষ করে, সেই মা-বাপের মাথায় লাথি মেরে চোরের মতো পালিয়ে গিয়ে লাভ-ম্যারেজ বা কোর্ট-ম্যারেজ করে! কিন্তু সে বিয়েতে মেয়ের বাপ রাজি না থাকলে বিয়ে শুদ্ধই হবে না। যেহেতু নবী ﷺ বলেছেন, "যে নারী তার অভিভাবকের সম্মতি ছাড়াই নিজে নিজে বিবাহ করে, তার বিবাহ বাতিল, বাতিল, বাতিল।" *(আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, দারেমী, মিশকাত ৩১৩১ নং)*

এমন চোরদের দাম্পত্য, চির-ব্যভিচারের হয়। যেহেতু তাদের বিবাহ শুদ্ধ নয়।

প্রশ্ন ঃ মা-বাপের পছন্দমতো বিয়ে করা কি ছেলের জন্য জরুরী? মা-বাপ যখন নিজেদের কোন আত্মীয়-বন্ধুর মেয়ের সাথে বিয়ে দিতে চায়, অথবা বেশি পণদাতা ঘরের মেয়ের সাথে বিয়ে দিতে চায়, অথচ ছেলের পছন্দ না হয়, তাহলে কি তাদের বাধ্য হয়ে সেই বিয়ে করা জরুরী? দ্বীনদার মেয়ে যদি বাপ-মা পছন্দ না করে, তাহলে ছেলে কী করতে পারে?

উত্তর ঃ ছেলের যে মেয়ে পছন্দ নয়, তার সাথে জোর ক'রে বিয়ে দেওয়া বাপের জন্য জায়েয নয়। বরং বরের সম্মতি না থাকলে জোর ক'রে বিয়ের বন্ধনই হবে না। সুতরাং ছেলে সে ক্ষেত্রে বাপের কথা মানতে বাধ্য নয়। বাপ-মা নিজেদের স্বার্থ দেখলে এবং বউ পছন্দে দ্বীনদারিকে প্রাধান্য না দিলে ছেলে নিজেই সে বিয়ে করতে পারে। (ইউ) কিন্তু যে মেয়ে মা-বাপের পছন্দ নয়, সে মেয়েকে নিজে নিজে বিয়ে ক'রে ঘরে আনলে যদি তারা ঘরে জায়গা না দেয়, তাহলে অবশ্যই তা বড় অন্যায়। অবশ্য মেয়ে খারাপ বা অসতী হওয়ার ফলে যদি মা-বাপ বাদ সাধে, তাহলে সে কথা ভিন্ন।

প্রশ্ন ঃ পাত্রী দেখতে গিয়ে পাত্রীর কী কী দেখা যায়? বর ছাড়া কি বরের বাপ-চাচা, ভাই-বন্ধু বা বুনাইও কি পাত্রী দেখতে পারে?

উত্তর ঃ পাত্রী দেখতে গিয়ে বরের জন্য পাত্রীর চেহারা, হাত ও পায়ের পাতা দেখা বৈধ। অনেকে বলেছেন, খোলা মাথাও দেখা যায়। তবে শর্ত হল, পাত্রীকে নিয়ে নির্জনতা

অবলম্বন করা বৈধ নয়। বরং তার সঙ্গে তার কোন এগানা পুরুষ (বাপ-ভাই) অবশ্যই থাকবে। বাপ-মায়েরও উচিত নয়, তাদেরকে কোন রুমে একাকী ছেড়ে দেওয়া। মহানবী ﷺ বলেছেন, "কোন পুরুষ যেন কোন বেগানা নারীর সঙ্গে তার সাথে এগানা পুরুষ ছাড়া অবশ্যই নির্জনতা অবলম্বন না করে।" (বুখারী ও মুসলিম, ইবা)

বর ছাড়া ঐ পাত্রীকে অন্য কোন পুরুষ, বরের বাপ-চাচা, ভাই-বন্ধু বা বুনাই দেখতে পারে না। পক্ষান্তরে মেয়ে যদি বেপর্দা হয় অথবা বর যদি পর্দা-বিরোধী হয়, তাহলে আর ফতোয়া কিসের?

প্রশ্ন ঃ অনেক ছেলে আছে, যারা বিয়ের আগে হবু বউকে দেখতে লজ্জা করে এবং বলে, 'মা-বোন দেখলেই যথেষ্ট। তাদের পছন্দ হলে আমারও পছন্দ হয়ে যাবে।' এটা কি ঠিক?

উত্তর ঃ এ হল সেই ছেলেদের কথা, যারা নিজের মা-বোনকে চরম শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে। কিন্তু তার ফলে নিজের জীবনের একটি মহাফায়সালার সময়ে তাদের অন্ধভক্ত সাজা ঠিক নয়। বরং অন্ধভক্ত সাজতে হলে তাদের থেকেও বেশি প্রিয় মহানবী ﷺ-এর সাজতে হয়। তিনি বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ কোন মহিলাকে বিবাহ প্রস্তাব দেয়, তখন যদি প্রস্তাবের জন্যই তাকে দেখে, তবে তা দূষণীয় নয়; যদিও ঐ মহিলা তা জানতে না পারে।" *(সিলসিলাহ সহীহাহ ৯৭নং)*

এক মহিলার সাথে মুগীরাহ বিন শু'বাহর বিয়ের কথা পাকা হল। তিনি তাঁকে বললেন, "তাকে দেখে নাও। কারণ তাতে বেশি আশা করা যায় যে, তোমাদের ভালবাসা চিরস্থায়ী হবে।" (আহমাদ ৪/২৪৪, ২৪৬, তিরমিযী ১০৮৭নং, নাসাঈ ৬/৬৯, ইবনে মাজাহ ১৮৬৬নং) সুতরাং এই নির্দেশের উপরে মা-বোনের দেখাকে প্রাধান্য দেওয়া জ্ঞানী যুবকের উচিত নয়। যাতে তাকে পরে পস্তাতে না হয় এবং মা-বোনের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে তাদের প্রতি অভক্তি না চলে আসে। যেহেতু বিয়ের আগে দেখে অপছন্দ হলে তাকে বর্জন করার সুযোগ থাকবে, কিন্তু বিয়ের পরে সে সুযোগ বিরল।

প্রশ্ন ঃ যাকে বিয়ে করব, তাকে তার অজান্তে লুকিয়ে দেখতে পারি কি?

উত্তর ঃ বিয়ের আগে কনেকে দেখে নেওয়া বিধেয়। যাতে পছন্দ-অপছন্দ করার মতো সুযোগ হাতছাড়া না হয়ে যায়। সুতরাং যদি কেউ বিবাহ করার পাক্কা নিয়তে নিজ পাত্রীকে তার ও তার অভিভাবকের অজান্তে গোপনে থেকে লুকিয়ে দেখে, তাহলে তাও বৈধ। তবে এমন স্থান থেকে লুকিয়ে দেখা বৈধ নয়, যেখানে সে তার একান্ত গোপনীয় অঙ্গ প্রকাশ করতে পারে। অতএব স্কুলের পথে বা কোন আত্মীয়র বাড়িতে থেকেও দেখা যায়। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যখন তোমাদের কেউ কোন রমনীকে বিবাহ প্রস্তাব দেয়, তখন যদি প্রস্তাবের জন্যই তাকে দেখে, তবে তা দূষণীয় নয়; যদিও ঐ রমণী তা জানতে না পারে।" *(সিঃ সহীহাহ ৯৭নং)*

সাহাবী জাবের বিন আব্দুল্লাহ বলেন, 'আমি এক তরুণীকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে তাকে দেখার জন্য লুকিয়ে থাকতাম। শেষ পর্যন্ত আমি তার সেই সৌন্দর্য দেখলাম, যা আমাকে বিবাহ করতে উৎসাহিত করল। অতঃপর আমি তাকে বিবাহ করলাম। *(সিঃ সহীহাহ ৯৯নং)*

প্রশ্ন ঃ ইনগেইজমেন্ট বা বাগদানের সময় বরকনের আংটি পরা কি ঠিক?

উত্তর ঃ এটি একটি ইউরোপীয় ও বিজাতীয় প্রথা। মুসলিমদের বৈধ নয়, বিজাতির অনুসরণ করা।

প্রশ্ন ঃ আমাদের বিবাহ ঠিক হয়ে গেছে। আগামী বছর বিবাহ হবে। ততদিন পর্যন্ত আমি কি আমার হবু স্ত্রীকে টেলিফোনের মাধ্যমে দ্বীন শিক্ষা দিতে পারি? কোন সাংসারিক আলাপ-আলোচনা করতে পারি কি?

উত্তর ঃ পাত্রী দেখার পর বিবাহ ঠিক হয়ে গেলে অথবা পাকা কথা বা তার দিন স্থির হয়ে গেলে হবু স্ত্রীর সাথে পর্দার সাথে বা টেলিফোনে অথবা পত্রালাপের মাধ্যমে দ্বীনী বা সাংসারিক কোন আলোচনা করা হারাম নয়। তবে তা হারামের দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারে। তবুও যদি সত্যই আপনি হারামের দিকে না যান, অর্থাৎ কোন যৌন বিষয় বা প্রেম-ভালবাসার কথা আলোচনা না করেন---আর তা অবশ্যই কঠিন---তাহলে আপনি তা করতে পারেন। নচেৎ ক্ষেতের পাশে চরতে চরতে যদি ক্ষেতের ফসলও খেতে শুরু করেন, তাহলে অবশ্যই আপনি গোনাহগার হবেন।

প্রশ্ন ঃ কনের মাসিক অবস্থায় কি বিয়ে পড়ানো যায়?

উত্তর ঃ কনের মাসিক অবস্থায় বিয়ে পড়ানোতে কোন সমস্যা নেই। সমস্যা হল, বাসর রাতে স্বামী-সহবাস করা। যেহেতু তাতে রয়েছে মহাপাপ।

প্রশ্ন ঃ বিয়ের সময় উলুধ্বনি দেওয়া বৈধ কি?

উত্তর ঃ বিয়ের সময় উলু-উলু খুশীর ধ্বনি বৈধ নয়। এ সময় বর-কনেকে দুআ দিতে হয়। (ইজি)

প্রশ্ন ঃ বিবাহের সময় খাস মহিলা-মহলে কেবল মহিলাদের সামনে মহিলারা নাচতে পারে কি?

উত্তর ঃ মহিলাদের নাচে অনেক প্রকার ফিতনার আশঙ্কা আছে। তাই তা মকরূহ। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ বিবাহের সময় মেয়েরা ঢোল বাজিয়ে গান করতে পারে কি না?

উত্তর ঃ কেবল মহিলাদের সামনে হলে ও কেবল তাদের কানে গেলে 'দুফ' (একমুখো ঢোলক) বাজিয়ে বৈধ গান গাওয়া যায়। (সাফা) তার মানে বেগানা পুরুষদের সামনে বা তাদেরকে শুনিয়ে গাইলে অথবা তার সঙ্গে ঢোল বা অন্য কোন মিউজিক হলে অথবা গান অশ্লীল বা শির্কী বা বিদআতী হলে চলবে না।

প্রশ্ন ঃ বিবাহে দুফ বাজিয়ে গান মেয়েরা গাইতে পারে, কিন্তু কতদিন? কোন্ দিনে এই গীত বা গান গাওয়া যায়?

উত্তর ঃ বিবাহের প্রচার স্বরূপ দুফ বাজিয়ে অথবা না বাজিয়ে বৈধ গীত বাসরের রাতে গাওয়া বিধেয়। এ ছাড়া অন্য দিনে গাওয়ার অনুমতি নেই। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ বিবাহের পর মহিলা-মহলে বর-কনেকে 'একঠাঁই' করা বৈধ কি? উল্লেখ্য যে, সেখানে বরের সাথে তার বুনাই-বন্ধুও থাকে। সেখানে বর-কনেকে নিয়ে চলে নানা লোকাচার, নানা কীর্তি।

উত্তর ঃ বাড়ির ভিতরে বেপর্দা মেয়েদের এমন 'একঠাঁই' আচার বৈধ নয়। শরীয়তে এমন বেহায়ামির সমর্থন নেই। (ইবা, ইউ, ইজি)

প্রশ্ন ঃ স্ত্রী কি নির্জনে কেবল স্বামীকে নানা অঙ্গ-ভঙ্গির সাথে নাচ দেখাতে পারে?

উত্তর ঃ তাতে কোন বাধা নেই। (বানী)□

প্রশ্ন ঃ গান-বাজনা হারাম। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী যদি একে অপরকে শোনায়, তাহলে তাতে ক্ষতি আছে কি?

উত্তর ঃ স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে প্রেমের গান গেয়ে শোনাতে পারে। তবে তাতে শর্ত হল ঃ যেন তার সাথে বাজনা না থাকে এবং তারা ছাড়া অন্য কেউ তা শুনতে না পায়। এমনকি তাদের সন্তানরাও তা না শোনে। কারণ এটিও এক প্রকার স্পর্শ ও চুম্বনের মতো মিলনের ভূমিকা।

প্রশ্ন ঃ স্বামীর হাতে আংটি বা স্ত্রীর হাতে চুড়ি রাখা কি জরুরী? তা খুলে ফেললে কি কোন অমঙ্গল বা বিপদের আশঙ্কা আছে?

উত্তর ঃ দাম্পত্যের চিহ্নস্বরূপ হাতে আংটি দেওয়া বৈধ নয়। কারণ তা অমুসলিমদের আচরণ। (ইউ) হাতের সৌন্দর্যের জন্য মহিলাদের চুড়ি পরা বৈধ। তবে তাতে এই বিশ্বাস রাখা অমূলক যে, তা খুলে ফেললে স্বামীর কোন অমঙ্গল ঘটবে।

প্রশ্ন ঃ আমাদের বিবাহের দিনে আমি কি আমার স্ত্রীকে কোন উপহার দিয়ে স্মৃতিচারণা ক'রে খুশী করতে পারি?

উত্তর ঃ এ দরজা খুলে দেওয়া ঠিক মনে করি না। কারণ ধীরে ধীরে তা বিজাতির 'হানিমুন' ও 'বিবাহ-বার্ষিকী' পালনের প্রথা হিসাবে পালন শুরু হয়ে যাবে। সুতরাং প্রত্যহ না পারলেও অনির্দিষ্ট দিনে কোন উপহার পেশ ক'রে ঐ খুশী করা যায়। নচেৎ মুসলিম দম্পতির তো সর্বদা খোশ থাকার কথা। (ইউ) মহানবী ﷺ বলেন, "সর্বশ্রেষ্ঠ স্ত্রী হল সে, যার দিকে তার স্বামী তাকালে তাকে খোশ ক'রে দেয়, যাকে কোন আদেশ করলে তা পালন করে এবং সে তার নিজের ব্যাপারে এবং স্বামীর মালের ব্যাপারে কোন অপছন্দনীয় বিরুদ্ধাচরণ করে না।" *(আহমাদ, নাসাঈ)*

প্রশ্ন ঃ স্ত্রী কি কুলক্ষণা হতে পারে?

উত্তর ঃ মহানবী ﷺ বলেছেন, "যদি কোন কিছুতে কুলক্ষণ থাকে, তাহলে তা আছে নারী, বাড়ি ও সওয়ারী (গাড়ি)তে।" *(বুখারী)*

ভাগ্যদোষে এমন কুলক্ষণা স্ত্রী এসে স্বামীর সুখী জীবনকে দুঃখময় ক'রে তুলতে পারে। তবে সে ক্ষেত্রে তকদীরের উপর বিশ্বাস রেখে আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ ভরসা রাখতে হয়। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "কিছুকে অশুভ লক্ষণ বলে মনে করা শির্ক। কিছুকে কুপয়া মনে করা শির্ক, কিছুকে কুলক্ষণ মনে করা শির্ক। কিন্তু আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার মনে কুধারণা জন্মে না। তবে আল্লাহ (তাঁরই উপর) তাওয়াক্কুল (ভরসার) ফলে তা (আমাদের হৃদয় থেকে) দূর ক'রে দেন।" *(আহমাদ ১/৩৮৯, ৪৪০, আবূ দাউদ ৩৯১০, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম প্রমুখ, সিঃ সহীহাহ ৪৩০নং)*

প্রশ্ন ঃ আমার স্বামী বড় কৃপণ। আমার ব্যাপারে এবং আমাদের ছেলেমেয়ের ব্যাপারে পয়সা খরচ করতে বড় কৃপণতা করে। এখন তার অজান্তে যদি টাকা-পয়সা নিয়ে খরচ করি, তাহলে সেটা কি চুরি হবে?

উত্তর ঃ স্বামী যদি সত্য-সত্যই কৃপণ হয় এবং বাস্তবেই যদি স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের অর্থাভাবে কষ্ট হয়, তাহলে তার অজান্তে তার অর্থ নিয়ে প্রয়োজনে খরচ করা বৈধ। তবে তা যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত না হয়। অধিক বিলাসিতা করার জন্য না হয়। অথবা অন্য কোন আত্মীয়কে দেওয়ার জন্য না হয়। একদা আবূ সুফয়ানের স্ত্রী হিন্দ্ নবী ﷺ-কে বললেন যে, 'আবূ সুফয়ান একজন কৃপণ লোক। আমি তার সম্পদ থেকে (তার অজান্তে) যা কিছু নিই, তা ছাড়া সে আমার ও আমার সন্তানকে পর্যাপ্ত পরিমাণে খরচ দেয় না।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমার ও তোমার সন্তানের প্রয়োজন মোতাবেক খরচ (তার অজান্তে) নিতে পার।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

প্রশ্ন ঃ আমার স্বামী আমাকে ভালবাসে না। কথায় কথায় আমাকে গালাগালি করে, মারধরও করে। ছেলেমেয়ে এবং নিকট ও দূরের মানুষের কাছে আমাকে অপমানিতা করে। কিন্তু সে আবার নামাযও পড়ে। সুখ-শান্তির জন্য আমি এখন কী করতে পারি?

উত্তর ঃ (১) আপনি ধৈর্য ধরুন এবং গালি ও মারের বদলা নেওয়া থেকে দূরে থাকুন। (২) আল্লাহর কাছে নামাযে দুআ করুন, যেন আল্লাহ আপনার স্বামীকে সৎশীল বানায়। (৩) কেন আপনাকে গালাগালি বা মারধর করছে, তার কারণ আবিষ্কার করুন। আপনি বলছেন, 'সে নামাযী।' তাহলে আশা করি, সে পাগল নয় এবং মাদকদ্রব্যও সেবন করে না। তাহলে কেন খামোকা আপনাকে গালাগালি করবে? ভেবে দেখুন, দোষ আপনার মধ্যে নেই তো? আপনার পারিপাট্য, সাজগোজ বা সময়ানুবর্তিতাতে কোন ত্রুটি নেই তো? আপনি কি আপনার স্বামীর সব চাহিদা মিটাতে পেরেছেন? আপনি কি সেই স্ত্রী, যার ব্যাপারে মহানবী ﷺ বলেছেন, "সর্বশ্রেষ্ঠ স্ত্রী হল সে, যার দিকে তার স্বামী তাকালে তাকে খোশ ক'রে দেয়, যাকে কোন আদেশ করলে তা পালন করে এবং সে তার নিজের ব্যাপারে এবং স্বামীর মালের ব্যাপারে কোন অপছন্দনীয় বিরুদ্ধাচরণ করে না।" *(আহমাদ, নাসাঈ)* আপনি হয়তো কোন কোন ব্যাপারে তার মতের সাথে মত মিলাতে পারছেন না। আপনি হয়তো চাচ্ছেন, সে আপনার মতে চলুক। অথচ বৈধ বিষয়ে তার আনুগত্য করা আপনার জন্য ওয়াজেব। সে আপনার কর্তা, অথচ আপনি হয়তো তাকে নিজের কর্তা বলে মেনে নিতে পারছেন না। আর তার জন্যই সে আপনার প্রতি খাপ্পা। আপনি হয়তো তার মুখের ওপর মুখ দেন, তার প্রতি মুখ চালান। আর তার জন্যই সে আপনাকে মারধর করে। যাই হোক, কারণ নির্ণয় ক'রে জ্ঞানী মেয়ের মতো তার বাধ্য হয়ে যান। আর এতে নিজেকে ছোট মনে করবেন না। কারণ, স্বামীর মর্যাদার কাছে প্রত্যেক স্ত্রীই ছোট; যদিও স্ত্রী ধনে, বংশে ও শিক্ষায় স্বামীর তুলনায় বড় হয়। এ কথা মেনে নিতে পারলে আপনাদের সুখ-শান্তির বাগানে আবার বসন্ত ফিরে আসবে।

প্রশ্ন ঃ বিবাহের চার মাস পর আমার স্ত্রীর সাথে আমার মায়ের মনোমালিন্য শুরু হয়ে গেল। এক সময় অশান্তি ক'রে সে মায়ের ঘর চলে গেল। অতঃপর পুনরায় সে আমাদের

বাড়ি আসতে চাইল না। সে বলল, 'যদি আমাকে নিয়ে আপনি অন্য কোথাও অথবা আমার বাপের বাড়িতে থাকতে পারেন, তাহলে সংসার করব। নচেৎ না। এখন আমি কী করি? আমার মা-বাপ বউয়ের খিদমত চায়। কিন্তু আমরা অশান্তি চাই না। এখন শান্তি বজায় রাখার জন্য যদি অন্যত্র কোথাও মা-বাপকে ছেড়ে ভাড়া-বাড়িতে বাস করি, তাহলে কি আমি গোনাহগার হব? নাকি আমি স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেব?

উত্তর ঃ সংসারের এটি একটি মহাসমস্যা। মা ও বউয়ের খেয়াল-খুশির মাঝে পুরুষ দিশেহারা হয়ে যায়। মায়ের মন রক্ষা করা জরুরী। আবার বিনা পর্যাপ্ত কারণে তালাক দেওয়াও হারাম। সুতরাং শেষ পথ এটাই যে, আপনি বউ নিয়ে অন্যত্র বাস করুন, মায়ের সংসার থেকে পৃথক হয়ে যান। তবে মা-বাপের সুবিধা-অসুবিধার কথা ভুলবেন না। আপনার দ্বারা যতটা সম্ভব, আপনি ততটা তাদের খিদমত করবেন। পারলে তাদের জন্য দাসী রেখে নেবেন। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ বাপ-মায়ের আদেশ পালন করা ওয়াজেব। কিন্তু তারা যদি বউ তালাক দিতে বলে, তাহলে করণীয় কী?

উত্তর ঃ বাপ-মায়ের আদেশ পালন করা ওয়াজেব। কিন্তু তারা যদি অন্যায় আদেশ করে, তাহলে তা পালন করা হারাম। সুতরাং বউ তালাক দিতে বললে কারণ জানতে হবে। কারণ যদি সঠিক হয় এবং সে কারণে বউ তালাক দেওয়া ওয়াজেব হয়, তাহলে বুঝানোর পর তালাক দেবে। পক্ষান্তরে কারণ যদি সঠিক না হয়, কেবল বউয়ের প্রতি ঈর্ষাবশতঃ হয়, তাহলে তালাক দেওয়া বৈধ নয়। পুরুষকে পরীক্ষা দিতে হবে সংসারের এই মা-বউয়ের দ্বন্দ্বে। শরীয়তই হবে সঠিক ফায়সালাদাতা। কোন আবেগ বা প্রেম, কোন ঈর্ষা বা হিংসা অথবা কোন পার্থিব লোভ-লালসা যেন পুরুষকে কারো প্রতি অন্যায়াচরণে বাধ্য না করে।

প্রশ্ন ঃ সন্তান বেশি হলে মানুষ গরীব হয়ে যাবে। এ কথা বলা কি ঠিক?

উত্তর ঃ অবশ্যই ঠিক নয়। কারণ রুযীর মালিক আল্লাহ। কেউ কারো রুযীর দায়িত্ব নিতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেন,

[وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ] {العنكبوت:٦٠}

অর্থাৎ,এমন বহু জীব-জন্তু আছে, যারা নিজেদের রুযী বহন করে না; আল্লাহই ওদেরকে এবং তোমাদেরকে রুযী দান করেন। আর তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা। (আনকাবূত ঃ ৬০)

{وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ} (١٥١) سورة الأنعام

অর্থাৎ, দারিদ্রের কারণে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। আমিই তোমাদেরকে ও তাদেরকে জীবিকা দিয়ে থাকি। (আন্‌আম ঃ ১৫১)

{وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا} (٣١)

অর্থাৎ, তোমাদের সন্তানদেরকে তোমরা দারিদ্র্য-ভয়ে হত্যা করো না, আমিই তাদেরকে জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি এবং তোমাদেরকেও। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ। (বানী ইস্রাঈল ঃ ৩১)

প্রশ্ন ঃ গর্ভ-নিরোধক ট্যাবলেট ব্যবহার বৈধ কি?

উত্তর ঃ মুসলিমের উচিত, সংখ্যা-বৃদ্ধিতে শরীয়তের উদ্দেশ্যকে সফল করা। তবুও যদি অতি প্রয়োজন পড়ে, যেমন মহিলা যদি রোগা হয়, প্রত্যেক বছর সন্তান হওয়ার ফলে অতি দুর্বল হয়ে পড়ে, অথবা অন্য কোন সমস্যা থাকে, তাহলে ট্যাবলেট ব্যবহার ক'রে সাময়িকভাবে সন্তান বন্ধ রাখতে পারে। অবশ্য সেই সাথে স্বামীর অনুমতি ও ডাক্তারের পরামর্শও জরুরী। পক্ষান্তরে জীবনহানির আশঙ্কা ছাড়া চিরতরের জন্য গর্ভধারণের পথ বন্ধ ক'রে দেওয়া বৈধ নয়। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ টেস্ট্‌-টিউবের মাধ্যমে গর্ভ-সঞ্চার করা কি বৈধ?

উত্তর ঃ বীর্য স্বামীর হলেও তা টেস্ট্‌-টিউবের মধ্যে রেখে স্ত্রী গর্ভে রাখতে গিয়ে তার লজ্জাস্থান খোলা যায়, তা স্পর্শ করা হয় ইত্যাদি। আমার মতে বলে স্বামী-স্ত্রীর উচিত, এ কাজ না ক'রে আল্লাহর তকদীরে সন্তুষ্ট থাকা। (ইজি)

প্রশ্ন ঃ কৃত্রিমভাবে সন্তান নেওয়ার বিধান কী?

কৃত্রিম উপায়ে সন্তান প্রজনন মূলতঃ দুইভাবে হয়ে থাকে ঃ

(ক) আভ্যন্তরিক প্রজনন। আর তা এইভাবে হয় যে, পুরুষের বীর্য সিরিঞ্জের সাহায্যে নারীর গর্ভাশয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে রাখা হয়।

(খ) বাহ্যিক প্রজনন। আর তা এইভাবে হয় যে, নারী-পুরুষের বীর্য নির্দিষ্ট টেস্ট্‌-টিউবে নিয়ে মিলন ঘটানোর পর যথাসময়ে নারীর গর্ভাশয়ে রাখা হয়।

উক্ত দুই পদ্ধতির প্রজনন অনুসারে ছয় ভাবে সন্তান নেওয়া হয়ে থাকে। ইসলামী শরীয়তে তার কিছু বৈধ, কিছু অবৈধ।

প্রথমতঃ আভ্যন্তরিক প্রজনন ঃ-

১। সঙ্গমের সময় স্বামীর বীর্য স্ত্রীর গর্ভাশয়ে কারণবশতঃ না পৌঁছলে তা নিয়ে সিরিঞ্জের সাহায্যে স্ত্রীর গর্ভাশয়ে স্থাপন ক'রে সন্তান নেওয়া।

২। স্বামীর বীর্যে শুক্রকীট না থাকলে অন্য কোন পুরুষের বীর্য নিয়ে সিরিঞ্জের সাহায্যে স্ত্রীর গর্ভাশয়ে স্থাপন ক'রে সন্তান নেওয়া।

দ্বিতীয়তঃ বাহ্যিক প্রজনন ঃ-

৩। স্বামী-স্ত্রীর বীর্য নিয়ে টেস্ট্‌-টিউবে রেখে মিলন ঘটিয়ে যথাসময়ে তা স্ত্রীর গর্ভাশয়ে স্থাপন ক'রে সন্তান নেওয়া।

৪। স্ত্রীর গর্ভাশয় সুস্থ, কিন্তু তার ডিম্বাণু না থাকার ফলে স্বামীর বীর্য এবং অন্য কোন মহিলার ডিম্বাণু নিয়ে প্রজনন টেস্ট-টিউবে মিলন ঘটিয়ে স্ত্রীর গর্ভাশয়ে স্থাপন ক'রে সন্তান নেওয়া।

৫। স্বামীর বীর্যে শুক্রকীট না থাকলে এবং স্ত্রীর গর্ভাশয় সুস্থ, কিন্তু তার ডিম্বাণু না থাকার ফলে অন্য পুরুষের বীর্য এবং অন্য কোন মহিলার ডিম্বাণু নিয়ে প্রজনন টেস্ট-টিউবে মিলন ঘটিয়ে স্ত্রীর গর্ভাশয়ে স্থাপন ক'রে সন্তান নেওয়া।

৬। স্ত্রীর গর্ভাশয় সন্তান ধারণে অক্ষম হলে অথবা গর্ভ-ধারণের কষ্ট বরণ না করতে চাইলে স্বামী-স্ত্রীর বীর্য নিয়ে টেস্ট-টিউবে রেখে মিলন ঘটিয়ে যথাসময়ে তা অন্য কোন মহিলার গর্ভাশয়ে স্থাপন ক'রে সন্তান নেওয়া।

সরাসরি ব্যভিচার ছাড়া উক্ত ছয় উপায়ে সন্তান গ্রহণ প্রচলিত রয়েছে বিশ্বের বহু দেশে এবং সে জন্য বীর্য-ব্যাঙ্কও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

কিন্তু ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে এই শ্রেণীর সন্তান নেওয়ার বিধান নিম্নরূপ ঃ-

কেবল বিলাসিতার জন্য কৃত্রিম পদ্ধতিতে সন্তান নেওয়া ইসলামে বৈধ হতে পারে না। কারণ, পর্যাপ্ত কারণ ব্যতিরেকে স্বামী ছাড়া অন্য কোন পুরুষের নিকট স্ত্রীর লজ্জাস্থান প্রকাশ করা বৈধ নয়। তাছাড়া চিকিৎসার জন্য প্রথমতঃ মুসলিম মহিলা ডাক্তারের সাহায্য গ্রহণ করা ওয়াজেব। তা না পাওয়া গেলে অমুসলিম মহিলা ডাক্তার। তা না পাওয়া গেলে মুসলিম পুরুষ ডাক্তার। পরিশেষে তাও না পাওয়া গেলে অমুসলিম পুরুষ ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা করানো বৈধ। তাতেও কোন পুরুষ ডাক্তারের সাথে কোন রুমে একাকিনী চিকিৎসা করানো বৈধ নয়। জরুরী হল, সেই রুমে তার স্বামী অথবা অন্য কোন মহিলা থাকবে।

বন্ধ্যাত্ব দূরীকরণের উদ্দেশ্যে মুসলিম মহিলার ডাক্তারের কাছে যাওয়া বৈধ। তবে সন্তান গ্রহণের ছয়টি পদ্ধতির মধ্যে কেবল প্রথম ও তৃতীয় পদ্ধতি ব্যবহার করা বৈধ। আর উক্ত উভয় পদ্ধতিতে যে সন্তান হবে, তা হবে বৈধ সন্তান।

কিন্তু অবশিষ্ট ২, ৪, ৫ ও ৬নং পদ্ধতিতে প্রজন্মিত সন্তান বৈধ সন্তান হবে না। যেহেতু তাতে বংশে অন্য বংশের অবৈধ সংমিশ্রণ ঘটে।

পরিশেষে সতর্কতার বিষয় এই যে, একান্ত প্রয়োজন ছাড়া যেন মুসলিম উক্ত দু'টি বৈধ পদ্ধতিও অবলম্বন না করে, কারণ তাতেও টেস্ট-টিউবের মাধ্যমে অজ্ঞাত-পরিচয় শুক্রাণুর অনুপ্রবেশ ঘটার আশঙ্কা থাকে। (মাজলিসুল মাজমাইল ফিক্বহী)

প্রশ্ন ঃ অনেক পুরুষ আছে, যাদের কন্যা-সন্তান হলে স্ত্রীকে দোষ দেয়, তাকে ঘৃণা করতে শুরু করে। আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় হলে তো রেহাই নেই। এমন পুরুষদের ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কী?

উত্তর ঃ নিঃসন্দেহে এ আচরণ বর্তমানের পণ ও যৌতুক প্রথার করাল গ্রাসের শিকার হওয়ার আশঙ্কায় দুর্বল ঈমানের মানুষ দ্বারা ঘটে থাকে। আর যে স্বামী কন্যা প্রসব করার জন্য স্ত্রীকে দায়ী করে, তার জ্ঞানও দুর্বল। কারণ, বীজ তো তারই। জমির দোষ কী? তাছাড়া কন্যা তার জন্য ভাল হবে না মন্দ, তাই বা সে জানল কী ক'রে? সমাজে দেখা

যায় যে, কত কন্যার পিতামাতা সুখী এবং কত পুত্রের পিতামাতা চিরদুঃখী। তাহলে আল্লাহর উপর ভরসা রেখে তাঁর দেওয়া ভাগ ও ভাগ্য নিয়ে কি সন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়?

পরন্তু কন্যা-সন্তান অপছন্দ করা জাহেলী যুগের আচরণ। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (٥٨) يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلاَ سَاء مَا يَحْكُمُونَ} (٥٩) سورة النحل

অর্থাৎ, তাকে যে সংবাদ দেওয়া হয়, তার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন করে; সে চিন্তা করে যে, হীনতা সত্ত্বেও সে তাকে রেখে দেবে, না মাটিতে পুঁতে দেবে। সাবধান! তারা যা সিদ্ধান্ত করে, তা কতই না নিকৃষ্ট। (নাহ্‌ল ঃ ৫৯)

প্রশ্ন ঃ কোন লম্পট যদি শালী বা শাশুড়ীর সাথে অথবা পুত্রবধূর সাথে ব্যভিচার করে, তাহলে তার বিবাহিত স্ত্রী হারাম হয়ে যাবে কি?

উত্তর ঃ এতে কোন সন্দেহ নেই যে, কোন মাহরামের সাথে ব্যভিচার করা সবচেয়ে বড় ব্যভিচার। কিন্তু কোন অবৈধ সম্পর্ক বৈধ সম্পর্ককে ছিন্ন করতে পারে না। অবৈধভাবে মিলন ঘটালেই সে তার স্ত্রী হয়ে যায় না এবং তার মা বা মেয়ে স্ত্রীর বন্ধন থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উন্মুক্ত হয়ে যায় না।

মহান আল্লাহ কাকে কাকে বিবাহ হারাম---সে কথা বলার পর বলেছেন,

{وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ}

(٢٤) النساء

অর্থাৎ, অর্থাৎ, উল্লিখিত নারীগণ ব্যতীত আর সকলকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য বৈধ করা হল; এই শর্তে যে, তোমরা তাদেরকে নিজ সম্পদের বিনিময়ে বিবাহের মাধ্যমে গ্রহণ করবে, অবৈধ যৌন-সম্পর্কের মাধ্যমে নয়। (নিসা ঃ ২৪)

সেখানে বৈধ মিলনের ফলে অনেক মহিলা হারাম হওয়ার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু অবৈধ মিলন ব্যভিচারের ফলে কেউ হারাম হবে কি না, সে কথা বলেননি। সুতরাং বুঝা যায় যে, উক্ত মহিলাগণ ছাড়া অন্য কেউ হারাম নয়। হাদীসে কিছু মহিলার হারাম হওয়ার কথা বলা হলেও ব্যভিচারের ফলে হারাম হওয়ার কথা বলা হয়নি। অথচ জাহেলী যুগে ব্যভিচারের প্রকোপ খুব বেশি ছিল। সুতরাং বুঝা যায় যে, কোন অপবিত্র সম্পর্ক কোন পবিত্র সম্পর্কের বন্ধনকে ধ্বংস করতে পারে না। (দ্রঃ ৭/৯০, আযওয়াউল বায়ান ৬/৩৪১, মুমতে' ৫/২০৩)

প্রশ্ন ঃ একজন স্বামী তার স্ত্রীকে 'মা' বলে 'যিহার' করেছে। অতঃপর তাকে তালাক দিয়েছে। তাকে কি যিহারের কাফ্‌ফারা আদায় করতে হবে?

উত্তর ঃ তালাক দেওয়ার পর যিহারের কাফ্‌ফারা আদায় করতে হবে না। যেহেতু সে আর স্ত্রীকে স্পর্শ করবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا} (٣)

অর্থাৎ, যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে 'যিহার' করে এবং পরে তাদের উক্তি প্রত্যাহার করে, তাহলে (এর প্রায়শ্চিত্ত) একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাসের মুক্তিদান। এর দ্বারা তোমাদেরকে সদুপদেশ দেওয়া হচ্ছে। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ তার খবর রাখেন। (মুজাদালাহ ঃ ৩)

সুতরাং স্ত্রীকে স্পর্শ না করতে হলে, কাফ্ফারা দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন ঃ কোন হতভাগা স্বামী স্ত্রীকে 'তুই আমার মা বা মায়ের মতো' বললে 'যিহার' হয়। কিন্তু কোন হতভাগী স্ত্রী যদি স্বামীকে 'তুমি আমার বাপ বা বাপের মতো' বলে, তাহলে তার বিধান কী?

উত্তর ঃ এ ক্ষেত্রে মহিলার পক্ষ থেকে 'যিহার' হবে না। কেবল মহিলাকে কসমের কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। (ইবা)

প্রশ্ন ঃ যদি কোন স্ত্রী তার স্বামীকে বলে, 'আমি তোমার নিকট থেকে আল্লাহর পানাহ চাচ্ছি' তাহলে কি তাকে স্ত্রীরূপে রাখা যাবে?

উত্তর ঃ স্ত্রী নিজ স্বামী থেকে আল্লাহর পানাহ চাইলে আল্লাহর নামের তা'যীম ক'রে তাকে তা দেওয়া ওয়াজেব। মহানবী ﷺ বলেছেন, "কেউ আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করলে, তাকে আশ্রয় দাও। আর যে আল্লাহর নামে যাচ্ঞা করবে, তাকে দান কর।" (আবূ দাউদ, নাসাঈ) তাঁর এক স্ত্রী তাঁর নিকট থেকে আল্লাহর পানাহ চাইলে তিনি বলেছিলেন, "তুমি বিশাল সত্তার পানাহ চেয়েছ। সুতরাং তুমি তোমার মায়ের বাড়ি চলে যাও।" (বুখারী ৫২৫৪নং)

প্রশ্ন ঃ স্বামীর নিকট থেকে কখন তালাক নেওয়া বৈধ এবং কখন ওয়াজেব?

উত্তর ঃ যখন স্বামী এমন কাজ করবে, যা কাবীরা গোনাহ এবং তা কুফরী নয়, বুঝানোর পরেও মানতে চাইবে না, তখন তালাক নেওয়া বৈধ। যেমন ব্যভিচার, মদপান ইত্যাদি। কিন্তু যে কাজ করার ফলে মানুষ ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়, তার সাথে সংসার করা বৈধ নয়। তওবা না করলে সে ক্ষেত্রে তালাক নেওয়া ওয়াজেব। যেমন মাযার যাওয়া, শির্ক করা, দ্বীন, আল্লাহ বা তাঁর রসূলকে গালি দেওয়া, নামায ত্যাগ করা ইত্যাদি। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ তালাক স্বামীর হাতে দেওয়া হল কেন? স্ত্রী তালাক নিতে পারে, দিতে পারে না কেন?

উত্তর ঃ যেহেতু পুরুষ মহিলার তুলনায় জ্ঞানে পাকা, ক্রোধের সময় বেশি ধৈর্যশীল। নচেৎ স্ত্রীর হাতেও তালাক থাকলে সামান্য ঝামেলাতেই সে 'তোমাকে তালাক' বলে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে থাকত। যেমন অনেক মহিলা সামান্য কিছু হলেই রেগে বলে বসে, 'আমাকে তালাক দাও, আমি তোমার ভাত খাব না' ইত্যাদি।

প্রশ্ন ঃ বিয়ে পড়ানোর পর স্বামী-স্ত্রীর দেখা-সাক্ষাৎ হওয়ার আগেই যদি স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, তাহলে স্ত্রী কি মোহর পাওয়ার অধিকার রাখে?

উত্তর ঃ মোহর বাঁধা হলে অর্ধেক মোহর পাবে। বাঁধা না হলে কিছু খরচ-পত্র পাবে। আর তার কোন ইদ্দত নেই। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} (٢٣٧) سورة البقرة

অর্থাৎ, যদি স্পর্শ করার পূর্বে স্ত্রীদের তালাক দাও, অথচ মোহর পূর্বেই ধার্য করে থাক, তাহলে নির্দিষ্ট মোহরের অর্ধেক আদায় করতে হবে। কিন্তু যদি স্ত্রী অথবা যার হাতে বিবাহ-বন্ধন, সে যদি মাফ ক'রে দেয়, (তাহলে স্বতন্ত্র কথা।) অবশ্য তোমাদের মাফ ক'রে দেওয়াই আত্মসংযমের নিকটতর। তোমরা নিজেদের মধ্যে সহানুভূতি (ও মর্যাদার) কথা বিস্মৃত হয়ো না। নিশ্চয় তোমরা যা কর, আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা। (বাক্বারাহ ঃ ২৩৭)

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} (٤٩) سورة الأحزاب

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা বিশ্বাসী রমণীদেরকে বিবাহ করার পর ওদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিলে তোমাদের জন্য তাদের কোন পালনীয় ইদ্দত নেই। সুতরাং তোমরা ওদেরকে কিছু সামগ্রী প্রদান কর এবং সৌজন্যের সাথে ওদেরকে বিদায় কর। (আহ্যাব ঃ ৪৯)

প্রশ্ন ঃ কোন স্বামী যদি স্ত্রীকে হুমকি দিয়ে বলে, 'তুমি অমুকের বাড়ি গেলে তোমাকে তালাক।' অতঃপর স্ত্রী তা অমান্য ক'রে অমুকের বাড়ি চলে গেলে তালাক হয়ে যাবে কি?

উত্তর ঃ তালাক নির্ভর করছে স্বামীর নিয়তের উপর। স্বামীর উদ্দেশ্য যদি সত্যই তালাক দেওয়ার থাকে, তাহলে তালাক হয়ে যাবে। তালাকের নিয়ত না থাকলে এবং স্ত্রী যাতে অমুকের বাড়ি না যায়, সে ব্যাপারে ভয় দেখানোর উদ্দেশ্য থাকলে তালাক হবে না। তবে এ ক্ষেত্রে কসমের কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। (ইজি)

প্রশ্ন ঃ আমি স্ত্রীকে বলেছিলাম, 'তুমি তোমার দোলাভাইয়ের বাড়ি গেলে তোমাকে তালাক।' অতঃপর সে আমার কথা মানেনি, সে তার দোলাভাইয়ের বাড়ি গেছে। এখন কি তালাক হয়ে যাবে? এখন আমার করণীয় কী?

উত্তর ঃ অবাধ্য বউকে বাধ্য করার জন্য তালাকের হুমকি দেওয়া যায়, কিন্তু তাকে জীবন থেকে সরিয়ে দেওয়ার সংকল্প না থাকলে তালাক দিয়ে ফেলতে হয় না। তবুও নিয়ত যদি জীবন থেকে সরিয়ে দেওয়ার এবং তালাক দেওয়ার থাকে, তাহলে তালাক হয়ে যাবে। ইদ্দতের মধ্যে তাকে যথানিয়মে ফিরিয়ে নিতে হবে। পক্ষান্তরে তাকে কেবল শক্তভাবে বাধা দেওয়ার নিয়ত থাকলে এবং তালাকের নিয়ত আদৌ না থাকলে তালাক হবে না। বরং তার মান হবে কসমের। সে ক্ষেত্রে কসমের কাফ্ফারা আদায় করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ আমি মায়ের বাড়িতে ছিলাম। স্বামী বলেছিল, 'আজ তুমি বাড়ি না ফিরলে, তোমাকে তালাক।' আমি বাড়ি ফিরতে চাইলাম। কিন্তু আমার ভাই জেদ ধরে আমাকে

ফিরতে দিল না। এখন আমার কি তালাক হয়ে গেছে?

উত্তর ঃ যদি আপনার ভাইয়ের আপনাকে জোরপূর্বক আটকে রাখার কথা সত্য হয়, তাহলে তালাক হবে না। (মুই) পরন্তু স্বামীর মনে তালাকের নিয়ত না থাকলে এবং কেবল তাকীদ উদ্দেশ্য হলে তাকে কসমের কাফ্ফারা আদায় করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ স্বামী ছয় মাস স্ত্রীর সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক না রাখলে আপনা-আপনি তালাক হয়ে যায় কি?

উত্তর ঃ শরীয়তে আপনা-আপনি তালাক নামে কোন তালাক নেই। তালাক দিতে হয়, না হয় নিতে হয়। উভয় পক্ষ সম্মত থাকলে ছয় মাস কেন, ছয় বছরও দূরে থাকতে পারে। অবশ্য স্বামী নিখোঁজ হয়ে গেলে, সে কথা ভিন্ন। নিখোঁজ হওয়ার দিন থেকে পূর্ণ চার বছর অপেক্ষা করার পর আরো চার মাস দশদিন স্বামী-মৃত্যুর ইদ্দত পালন ক'রে স্ত্রী দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করতে পারে। 'লিআন' হওয়ার পর স্বামী-স্ত্রীর মাঝে আপনা-আপনি বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে। তদনুরূপ বিবাহ অবৈধ প্রমাণিত হলে, স্বামী-স্ত্রীর একজন মুর্তাদ হয়ে গেলে সাথে সাথে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে।

প্রশ্ন ঃ স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ করেছে বলে কি প্রথম স্ত্রীর তালাক চাওয়া বৈধ; যদিও বৈধভাবে শরীয়তসম্মত বিবাহ হয়?

উত্তর ঃ শরীয়তের শর্ত মেনে দু'জনকেই সুখে রাখতে পারলে প্রথমার তালাক চাওয়া বৈধ নয়। যেমন দ্বিতীয়ার জন্যও বৈধ নয় প্রথমাকে তালাক দিতে স্বামীকে চাপ দেওয়া।

মহানবী ﷺ বলেন, "যে স্ত্রীলোক অকারণে তার স্বামীর নিকট থেকে তালাক চাইবে, সে স্ত্রীলোকের জন্য জান্নাতের সুগন্ধও হারাম হয়ে যাবে।" *(আবূ দাঊদ ২২২৬, তিরমিযী ১১৮৭, ইবনে মাজাহ ২০৫৫নং, ইবনে হিব্বান, বাইহাকী ৭/৩১৬, সহীহুল জামে' ২৭০৬নং)*

তিনি আরো বলেন, "খোলা তালাক প্রার্থিনী এবং বিবাহ বন্ধন ছিন্নকারিণীরা মুনাফিক মেয়ে।" *(আহমাদ, নাসাঈ, বাইহাকী, সিলসিলাহ সহীহাহ ৬৩২নং)*

নবী ﷺ বলেন, "কোন মহিলা তার বোনের (সতীনের) তালাক চাইবে না; যাতে সে তার পাত্রে যা আছে, তা ঢেলে ফেলে দেয়। (এবং একাই স্বামী-প্রেমের অধিকারিণী হয়।)" *(বুখারী, মুসলিম)*

প্রশ্ন ঃ স্ত্রীর মাসিক অবস্থায় তালাক দেওয়া হারাম। কিন্তু কোন্ সময়ে মাসিক থাকলেও তালাক দেওয়া যায়?

উত্তর ঃ তিন সময় মাসিক থাকলেও তালাক দেওয়া যায়। (১) তার সাথে মিলন না হয়ে থাকলে। (২) গর্ভাবস্থায় মাসিক অব্যাহত থাকলে। (৩) খোলা তালাক হলে। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ স্ত্রীকে তালাক দিয়ে পুনরায় ফিরে পেতে চাইলে করণীয় কী?

উত্তর ঃ একই সঙ্গে তিন বা ততোধিক বার অথবা একবার তালাক দিলে তা এক তালাক রজয়ী হয়। তাকে ইদ্দতের মধ্যে ফিরিয়ে নেওয়া যায়। ইদ্দত পার হয়ে গেলে স্ত্রী হারাম হয়ে যায়। তারপরেও তাকে পেতে চাইলে নতুনভাবে বিয়ে করতে হয়। কিন্তু নিয়মিত তিন তালাক দেওয়ার পর সে সুযোগ আর থাকে না। অবশ্য সে মহিলার অন্যত্র বিবাহ হলে,

অতঃপর সে স্বামী তাকে স্বেচ্ছায় তালাক দিলে অথবা মারা গেলে ইদ্দতের পর আগের স্বামী তাকে পুনর্বিবাহ করতে পারে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ}

(٢٣٠) سورة البقرة

অর্থাৎ, অতঃপর উক্ত স্ত্রীকে যদি সে (তৃতীয়) তালাক দেয়, তবে যে পর্যন্ত না ঐ স্ত্রী অন্য স্বামীকে বিবাহ করবে, তার পক্ষে সে বৈধ হবে না। অতঃপর ঐ দ্বিতীয় স্বামী যদি তাকে তালাক দেয় এবং যদি উভয়ে মনে করে যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা ক'রে চলতে পারবে, তাহলে তাদের (পুনর্বিবাহের মাধ্যমে দাম্পত্য-জীবনে) ফিরে আসায় কোন দোষ নেই। এ সব আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা, জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ এগুলি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন। (বাক্বারাহ ঃ ২৩০)

জ্ঞাতব্য যে, এ ক্ষেত্রে পরিকল্পিতভাবে 'হালালা-বিবাহ' দিয়ে স্ত্রী হালাল করা বৈধ নয়। যেহেতু তাতে স্ত্রী হালাল হয় না।

সতর্কতার বিষয় যে, তালাকের বিষয়টি সকল ক্ষেত্রে এক রকম নয়। সুতরাং সে ক্ষেত্রে স্থানীয় কাযীর সহযোগিতা প্রয়োজন।

প্রশ্ন ঃ রজয়ী তালাক দিয়ে ইদ্দতের মধ্যে ফিরিয়ে নেওয়ার সময় স্ত্রী যদি ফিরতে না চায়, তাহলেও কি সে স্ত্রীই থাকবে?

উত্তর ঃ রজয়ী তালাক দেওয়ার পর ইদ্দতের মধ্যে দু'জনকে সাক্ষী রেখে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিলে সে স্ত্রীই থাকবে, যদিও সে ফিরতে রাজি না হয়। (লাদা) তালাকের পর এমন স্বামীর সাথে স্ত্রী সংসার করতে না চাইলে খোলা তালাক নিতে পারে।

প্রশ্ন ঃ স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিবাহ-বিচ্ছেদ হলে তাদের সন্তান কার নিকট থাকবে?

উত্তর ঃ মহানবী ﷺ বলেছেন, "পুনর্বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত মহিলা তার সন্তানের বেশি হকদার।" (দারাকুত্বনী ৪১৮নং, সিসঃ ৩৬৮নং) অবশ্য মায়ের মধ্যে কোন প্রতিকূল গুণ থাকলে আলাদা কথা। সেক্ষেত্রে বাপই সন্তানের অধিকার পাবে। যেমন মায়ের হাতে সন্তান থাকলে খারাপ হয়ে যাবে---এই আশঙ্কা থাকলে সে সন্তানের অধিকার হারাবে। পরন্তু সন্তান যদি জ্ঞানসম্পন্ন হয়, তাহলে তাকে এখতিয়ার দেওয়া হবে। সে যাকে বেছে নেবে, সেই তার প্রতিপালনের দায়িত্ব পাবে। (তিরমিযী ১৩৫৭, ইবনে মাজাহ ২৩৫১নং)

প্রশ্ন ঃ তালাক ও শোক পালনের ইদ্দত কখন থেকে শুরু হবে? খবর জানার পর থেকে, নাকি তালাক ও মরণের দিন থেকে?

উত্তর ঃ তালাক ও শোক পালনের ইদ্দত খবর জানার পর থেকে নয়, বরং তালাক ও মরণের দিন থেকে গণ্য হবে। সুতরাং যদি কোন মহিলা তিন মাসিকের পর খবর পায় যে, তার স্বামী তাকে তালাক দিয়েছে, তাহলে নতুন ক'রে সে আর ইদ্দত পালন করবে না। অনুরূপ যদি কোন মহিলা ৪ মাস ১০ দিন পর জানতে পারে যে, তার স্বামী মারা গেছে, তাহলে তাকে আর ইদ্দত পালন করতে হবে না।

প্রকাশ থাকে যে, তালাকের ইদ্দত অন্য মহিলাদের জন্য ভিন্ন রকম।

{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (٤) سورة الطلاق

অর্থাৎ, তোমাদের যেসব স্ত্রীদের মাসিক হবার আশা নেই, তাদের ইদ্দত সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ করলে তাদের ইদ্দতকাল হবে তিন মাস এবং যাদের এখনো মাসিক হয়নি তাদেরও। আর গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত। (ত্বালাক্ব ঃ ৪)

যেমন শোকপালনের ইদ্দতও গর্ভকাল পর্যন্ত।

প্রশ্ন ঃ স্বামী মারা গেলে মহিলা কোথায় ইদ্দত পালন করবে?

উত্তর ঃ যে গৃহে থেকে স্বামী মরার খবর পাবে, সেই গৃহ তার জন্য নিরাপদ ও সুবিধাজনক হলে সেখানে ৪ মাস ১০ দিন অথবা গর্ভকাল ইদ্দত পালন করবে। মহানবী ﷺ ফুরাইআহকে বলেছিলেন,

« امْكُثِي فِي الْبَيْتِ الَّذِي أَتَاكِ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ »

অর্থাৎ, তুমি সেই গৃহে অবস্থান কর, যে গৃহে তোমার কাছে তোমার স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ এসেছে। (আহমাদ ৬/৩৭০, ইবনে মাজাহ ২০৩১নং, হাকেম ২/২২৬, ত্বাবারানীর কাবীর ১০৮৪নং, বাইহাক্বী ৭/৪৩৪)

সুতরাং সে যদি সেই সময় স্ত্রী মায়ের বাড়িতে থাকে এবং শ্বশুরবাড়ি অপেক্ষা সেই বাড়ি সুবিধাজনক ও নিরাপদ হয়, তাহলে সেখানেই ইদ্দত পালন করতে হবে। মেয়ের বাড়িতে থাকলেও তাই। নচেৎ স্বামী-গৃহে ফিরে যেতে হবে।

পক্ষান্তরে স্বামী-গৃহে থাকা অবস্থায় স্বামী মারা গেলে এবং সেখানে তাকে দেখাশোনা করার মতো কোন মাহরাম পুরুষ বা তেমন কেউ না থাকলে, সেখানে বসবাস করা তার অসুবিধাজনক বা ক্ষতিকর হলে মায়ের বাড়িতে গিয়ে ইদ্দত পালন করতে পারে।

প্রশ্ন ঃ কোন পড়ুয়া ছাত্রীর স্বামী মারা গেলে সে কীভাবে ইদ্দত পালন করবে? তার কি বিদ্যালয়ে যাওয়া বৈধ হবে?

উত্তর ঃ অন্যান্য মহিলাদের মতো তার জন্যও স্বগৃহে ইদ্দত পালন করা এবং তাতে সকল প্রকার সৌন্দর্য ও সুগন্ধি বর্জন করা জরুরী। অবশ্য নিজের একান্ত প্রয়োজনে বাইরে যেতে পারে। সুতরাং দিনের বেলায় সে বিদ্যালয়ে গিয়ে ক্লাস ক'রে আসতে পারে। (লাদা)

অবশ্য ইদ্দতের ভিতরে হজ্জ-সফরে যেতে পারে না।

প্রশ্ন ঃ স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর স্বামী হঠাৎ মারা যায়। ঐ স্ত্রীকে কি ইদ্দত পালন করতে হবে? ঐ স্ত্রী কি তার ওয়ারেস হবে?

উত্তর ঃ যে তালাকে স্ত্রী প্রত্যনয়নযোগ্যা থাকে সেই (রজয়ী) তালাক পাওয়া অবস্থায় স্ত্রীকে শোকপালনের ইদ্দত পালন করতে হবে এবং স্বামীর ওয়ারেসও হবে। কারণ পূর্বের মতোই। পক্ষান্তরে বায়েন বা খোলা তালাক পাওয়ার ইদ্দতে অথবা ফাসখের ইদ্দতে থাকলে স্ত্রীকে শোকপালনের ইদ্দত পালন করতে হবে না এবং সে স্বামীর ওয়ারেসও হবে না। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ বিবাহের পর স্বামীর সাথে বাসর বা মিলন হওয়ার আগেই যদি স্বামী মারা যায়, তাহলেও কি ইদ্দত পালন করতে হবে? ঐ স্ত্রী কি তার ওয়ারেস হবে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, ঐ স্ত্রীকে ৪ মাস ১০ দিন ইদ্দত পালন করতে হবে। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (٢٣٤)

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়, তাদের স্ত্রীগণ চার মাস দশ দিন অপেক্ষা করবে। (বাক্বারাহ ঃ ২৩৪)

এখানে মহান আল্লাহ আমভাবে সকল স্ত্রীর প্রতিই একই নির্দেশ দিয়েছেন।

আর আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে স্ত্রীলোক আল্লাহ ও কিয়ামতের প্রতি ঈমান রাখে, তার পক্ষে স্বামী ছাড়া অন্য কোন মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের বেশী শোক পালন করা জায়েয নয়। তার স্বামীর জন্য সে চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

এখানে মহানবী ﷺ আমভাবে সকল স্ত্রীর প্রতিই একই নির্দেশ দিয়েছেন।

অনুরূপ মীরাসের আয়াতেও আম নির্দেশ আছে। সুতরাং সে স্বামীর (এক চতুর্থাংশ সম্পত্তির) ওয়ারেস হবে; যদি অন্য কোন বাধা না থাকে। (ইবা)

প্রশ্ন ঃ গর্ভস্থ ভ্রূণ যদি গর্ভচ্যুত হয়, তাহলে কি গর্ভবতীর ইদ্দতকাল শেষ হয়ে যাবে?

উত্তর ঃ ভ্রূণ ভূমিষ্ঠ হলেই গর্ভবতীর ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে। (সা'দী) যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (٤) سورة الطلاق

অর্থাৎ, গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত। (ত্বালাক্ব ঃ ৪)

প্রশ্ন ঃ ইদ্দত যদি মহিলার গর্ভে সন্তান আছে কি না, তা দেখার জন্য হয়, তাহলে স্বামী ছেড়ে এক-দেড় বছর মায়ের বাড়িতে থাকার পর যে মহিলাকে স্বামী তালাক দেয়, তাকেও কি অতিরিক্ত তিন মাসিক অথবা মাসিক না হলে তিন মাস ইদ্দত পালন করতে হবে?

উত্তর ঃ আসলে ইদ্দত শুরু হবে তালাকের পর থেকে। ইতিপূর্বে সে স্বামীর সাথে বহু দিন যাবৎ মিলন না ক'রে থাকলেও বিধান এটাই যে, তালাক হওয়ার পর নির্ধারিত ইদ্দত পালন করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوَءٍ} (٢٢٨) سورة البقرة

অর্থাৎ, তালাকপ্রাপ্তা (বর্জিতা) নারীগণ তিন রজঃস্রাব কাল প্রতীক্ষায় থাকবে। (অর্থাৎ বিবাহ করা থেকে বিরত থাকবে।) (বাক্বারাহ ঃ ২২৮)

প্রশ্ন ঃ স্বামী মারা গেলে এবং গর্ভে দুই মাসের বাচ্চা থাকলে ৪ মাস ১০ দিন ইদ্দত পালন করবে, নাকি প্রসব হওয়া পর্যন্ত আরো প্রায় ৭ মাস ইদ্দত পালন করবে?

উত্তর ঃ গর্ভবতীর ইদ্দত শেষ হবে প্রসবের পর; যদিও তা তুলনামূলক লম্বা। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (٤) سورة الطلاق

অর্থাৎ, গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত। (ত্বালাক্ব ঃ ৪)

একই কারণে গর্ভের শেষের দিকে স্বামী মারা গেলে স্ত্রীর ইদ্দত মাত্র কয়েক ঘন্টা হতে পারে।

প্রশ্ন ঃ যে মহিলা স্বামী মরার ইদ্দতে আছে, সে মহিলাকে বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া যায় কি না?

উত্তর ঃ ইদ্দতে থাকা বিধবাকে সরাসরি বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া বৈধ নয়। অবশ্য আভাসে ইঙ্গিতে বিয়ের কথা জানানোতে দোষ নেই। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ}

অর্থাৎ, আর তোমরা যদি আভাসে-ইঙ্গিতে উক্ত রমণীদেরকে বিবাহের প্রস্তাব দাও অথবা অন্তরে তা গোপন রাখ, তাতে তোমাদের দোষ হবে না। আল্লাহ জানেন যে, তোমরা তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করবে। কিন্তু বিধিমত কথাবার্তা ছাড়া গোপনে তাদের নিকট কোন অঙ্গীকার করো না; নির্দিষ্ট সময় (ইদ্দত) পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহকার্য সম্পন্ন করার সংকল্প করো না। আর জেনে রাখ, আল্লাহ তোমাদের মনোভাব জানেন। অতএব তাঁকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, বড় সহিষ্ণু। (বাক্বারাহ ঃ ২৩৫)

প্রশ্ন ঃ ইদ্দত পালনের সময়কাল কি পিছিয়ে দেওয়া যায়?

উত্তর ঃ মোটেই না। মৃত্যুর পর থেকেই সে সময় শুরু হয়। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ ইদ্দত পালনের সময়ে কি ঘড়ি পরা যায়?

উত্তর ঃ কেবল সময় দেখার উদ্দেশ্যে পরা যায়। জরুরী না হলে না পরাই উত্তম। যেহেতু তা অলংকারের মতো। (লাদা)

প্রশ্ন ঃ ইদ্দত পালনের সময়ে কি বিধবাকে সাদা কাপড়ই পরতে হবে?

উত্তর ঃ ইদ্দত পালনের জন্য কোন নির্দিষ্ট রঙের লেবাস নেই। যে লেবাসে সৌন্দর্য আছে, তা বর্জন ক'রে সাদাসিধা লেবাস পরতে হবে। যে সাদা রঙের কাপড়ে সৌন্দর্য আছে, তাও পরা যাবে না।

প্রশ্ন ঃ ইদ্দত পালনের সময় বিধবা কি ছাত্রী হলে বিদ্যালয়ে অথবা চাকুরে হলে চাকুরিস্থলে যেতে পারে?

উত্তর ঃ যে কাজে যাওয়া জরুরী, সে কাজে যাওয়া চলবে। (মুই)

প্রশ্ন ঃ বিদেশে থাকা অবস্থায় বিধবা হলে মহিলা কোথায় ইদ্দত পালন করবে?

উত্তর ঃ যে ঘরে থাকা অবস্থায় স্বামী মারা গেছে, সে ঘরেই ইদ্দত পালন করতে হবে।

অবশ্য সেখানে যদি দেখাশোনা করার কেউ না থাকে, তাহলে শ্বশুরবাড়ি অথবা মায়ের বাড়িতে ফিরে গিয়ে ইদ্দত পালন করতে পারবে। (লাদা)

প্রশ্ন ঃ স্বামী মরার সময় স্ত্রী মায়ের বাড়িতে ছিল। সে কোথায় উদ্দত পালন করবে?

উত্তর ঃ নিজের স্বামীগৃহে ফিরে এসে ইদ্দত পালন করবে। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ কোন স্ত্রীর স্বামী নিখোঁজ হলে করণীয় কী?

উত্তর ঃ কোন মহিলার স্বামী নিখোঁজ হলে নিখোঁজ হওয়ার দিন থেকে পূর্ণ চার বছর অপেক্ষা করার পর আরো চার মাস দশদিন স্বামী-মৃত্যুর ইদ্দত পালন করে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করতে পারে। এই নির্ধারিত সময়ের পূর্বে তার বিবাহ হারাম। বিবাহের পর তার পূর্বস্বামী ফিরে এলে তার এখতিয়ার হবে; স্ত্রী ফেরৎ নিতে পারে অথবা মোহর ফেরৎ নিয়ে তাকে ঐ স্বামীর জন্য ত্যাগ করতেও পারে। *(মানারুস সাবীল ২/৮৮পৃঃ)*

স্ত্রী চাইলে আর নতুনভাবে বিবাহ আকদের প্রয়োজন নেই। কারণ, স্ত্রী তারই এবং দ্বিতীয় আক্দ তার ফিরে আসার পর বাতিল। তবে তাকে ফিরে নেওয়ার পূর্বে ঐ স্ত্রী (এক মাসিক) ইদ্দত পালন করবে। *(ইউঃ ২/৭৬৬)* গর্ভবতী হলে প্রসবকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। আর সে সময়ে দ্বিতীয় স্বামী থেকে পর্দা ওয়াজেব হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ঃ এক মহিলার দুধ-বেটা ছাড়া আর কেউ নেই। সে মারা গেলে ঐ বেটা কি তার ওয়ারেস হবে?

উত্তর ঃ না। কারণ দুধ পান করলে দুধের আত্মীয়তা কায়েম হয় ঠিকই, কিন্তু মীরাসের অধিকার প্রতিষ্ঠা হয় না। সুতরাং সেই মহিলার সম্পত্তি বায়তুল মালে জমা হবে। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ আমি বৃদ্ধ মানুষ। আমার ভয় হয়, আমার মৃত্যুর পর জমি-সম্পত্তি নিয়ে ছেলেরা ঝগড়া-ঝামেলা করবে। সুতরাং আমি কি এখন আমার স্থাবর-অস্থাবর সকল অর্থ-সম্পত্তি মীরাসের ভাগ-বন্টন অনুযায়ী প্রত্যেকের নামে লিখে দিতে পারি?

উত্তর ঃ আপনার এ কাজ ঠিক হবে না। কারণ আপনি জানেন না যে, কে কখন মারা যাবে। হতে পারে আপনার কোন ওয়ারেসেরই আপনি ওয়ারেস হবেন। সুতরাং আপনার মৃত্যুর পর আপনার ছেলে-মেয়েরা শরয়ী মীরাস অনুযায়ী বিলি-বন্টন ক'রে নেবে। তারা ঝগড়া করলে আপনার দোষ হবে না। আপনি তাদেরকে ঝগড়া না করতে অসিয়ত করুন। কারো নামে কিছু লিখে না দিয়ে সব নিজের নামেই রাখুন। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ আমার তিনটি মেয়ে, কোন ছেলে নেই। শুনেছি, আমার মৃত্যুর পর আমার মেয়েরা দুইয়ের-তিন ভাগ সম্পত্তি পাবে এবং বাকী পাবে আমার ভাই। অথচ সে আমার ভাই হলেও, সে আমার দুশমন। আমি চাই না, সে আমার কোন সম্পত্তি পাক। এখন কি আমি আমার সব সম্পত্তি আমার মেয়েদের নামে লিখে দিতে পারি?

উত্তর ঃ আপনার সম্পত্তি কে পাবে, আর কে পাবে না, তাতে আপনার ইচ্ছা নেই। সে ইচ্ছা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর। তাঁর বিধানে যে যা পাবে, তাতে বাদ সাধবার অধিকার আপনার নেই। মহান আল্লাহ মীরাসের ভাগ-বন্টনের বিধান দেওয়ার পর বলেছেন,

{تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٣) وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ} (١٤) سورة النساء

অর্থাৎ, এসব আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। আর যে আল্লাহ ও রসূলের অনুগত হয়ে চলবে, আল্লাহ তাকে বেহেশ্তে স্থান দান করবেন; যার নীচে নদীসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে এবং এ মহা সাফল্য। পক্ষান্তরে যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমা লংঘন করবে, তিনি তাকে আগুনে নিক্ষেপ করবেন। সেখানে সে চিরকাল থাকবে, আর তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা-দায়ক শাস্তি। (নিসা ঃ ১৩-১৪)

সুতরাং আপনার ভাই আপনার দুশমন হলেও আল্লাহর ইচ্ছায় সে আপনার সম্পত্তির ভাগ পাবে। অবশ্য সে যদি কাফের বা মুশরিক হয়, তাহলে সে আল্লাহর বিধানে মুসলিমের নিকট থেকে কোন অংশ পাবে না। (ইউ)

যৌন-জীবন

প্রশ্ন ঃ রুমে কেবল স্বামী-স্ত্রী থাকলে শরীরে কোন কাপড় না রেখে কি ঘুমানো যায়?

উত্তর ঃ লজ্জাস্থান অপ্রয়োজনে খুলে রাখা বৈধ নয়। পর্দার ভিতরে প্রয়োজনে তা খোলায় দোষ নেই। যেমন মিলনের সময়, গোসলের সময় বা প্রস্রাব-পায়খানা করার সময়। অপ্রয়োজনের সময় লজ্জাস্থান আবৃত রাখা ওয়াজেব। নবী ﷺ বলেছেন, "তুমি তোমার স্ত্রী ও ক্রীতদাসী ছাড়া অন্যের নিকটে লজ্জাস্থানের হিফাযত কর।" সাহাবী বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! লোকেরা আপোসে এক জায়গায় থাকলে?' তিনি বললেন, "যথাসাধ্য চেষ্টা করবে, কেউ যেন তা মোটেই দেখতে না পায়।" সাহাবী বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! কেউ যদি নির্জনে থাকে?' তিনি বললেন, "মানুষ অপেক্ষা আল্লাহ এর বেশী হকদার যে, তাঁকে লজ্জা করা হবে।" *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৩১১৭নং)*

এখানে "তুমি তোমার স্ত্রী ও ক্রীতদাসী ছাড়া অন্যের নিকটে লজ্জাস্থানের হিফাযত কর"---এর মানে এই নয় যে, স্ত্রী ও ক্রীতদাসীর কাছে সর্বদা নগ্ন থাকা যাবে। উদ্দেশ্য হল, তাদের সাথে মিলনের সময় অথবা অন্য প্রয়োজনে লজ্জাস্থান খোলা যাবে, অপ্রয়োজনে নয়।

তাছাড়া উলঙ্গ অবস্থায় ঘুমালে আকস্মিক বিপদের সময় বড় সমস্যায় পড়তে হবে। সুতরাং সতর্কতাই বাঞ্ছনীয়।

প্রশ্ন ঃ স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের গোপন অঙ্গ দেখতে পারে কি?

উত্তর ঃ শরীয়তে তাতে কোন বাধা নেই। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই উভয়ের সর্বাঙ্গ নগ্নাবস্থায় দেখতে পারে। *(ফাতাওয়া ইবনে উষাইমীন ২/৭৬৬)* এতে স্বাস্থ্যগত কোন ক্ষতিও নেই। 'স্বামী-স্ত্রীর একে অন্যের লজ্জাস্থান দেখতে নেই, বা হযরত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কখনও স্বামীর গুপ্তাঙ্গ দেখেননি, উলঙ্গ হয়ে গাধার মত সহবাস করো না, বা

উলঙ্গ হয়ে সহবাস করলে সন্তান অন্ধ হয়। সঙ্গমের সময় কথা বললে সন্তান তোৎলা বা বোবা হয়' ইত্যাদি বলে যে সব হাদীস বর্ণনা করা হয়, তার একটিও সহীহ ও শুদ্ধ নয়। *(দেখুন, তুহফাতুল আরূস ১১৮-১১৯পৃঃ)*

প্রশ্ন ঃ শুনেছি, সহবাসের সময় সম্পূর্ণ উলঙ্গ হতে নেই, রুম অন্ধকার রাখতে হয়, একে অপরের লজ্জাস্থান দেখতে নেই ইত্যাদি। তা কি ঠিক?

উত্তর ঃ এ হল লজ্জাশীলতার পরিচয়। পরন্তু শরীয়তে তা হারাম নয়। অর্থাৎ, রুম সম্পূর্ণ বন্ধ থাকলে এবং সেখানে স্বামী-স্ত্রী ছাড়া অন্য কেউ না থাকলে আর পর্দার প্রয়োজন নেই। স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের লেবাস। উভয়ে উভয়ের সব কিছু দেখতে পারে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ} (٧) سورة المؤمنون، سورة المعارج

অর্থাৎ, (সফল মু'মিন তারা,) যারা নিজেদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে। নিজেদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত; এতে তারা নিন্দনীয় হবে না। সুতরাং কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে, তারা হবে সীমালংঘনকারী। (মু'মিনূন ঃ ৫-৭, মাআরিজ ঃ ২৯-৩১)□

নবী ﷺ বলেছেন, "তুমি তোমার স্ত্রী ও ক্রীতদাসী ছাড়া অন্যের নিকটে লজ্জাস্থানের হিফাযত কর।" সাহাবী বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! লোকেরা আপোসে এক জায়গায় থাকলে?' তিনি বললেন, "যথাসাধ্য চেষ্টা করবে, কেউ যেন তা মোটেই দেখতে না পায়।" সাহাবী বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! কেউ যদি নির্জনে থাকে?' তিনি বললেন, "মানুষ অপেক্ষা আল্লাহ এর বেশী হকদার যে, তাঁকে লজ্জা করা হবে।" (আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৩১১৭নং)

সুতরাং রুম অন্ধকার না করলে এবং উভয়ে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হলে কোন দোষ নেই। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ কোন্ কোন্ সময়ে স্ত্রী-সহবাস নিষিদ্ধ? শুনেছি, অমাবশ্যা ও পূর্ণিমার রাত্রিতে সহবাস করতে হয় না। এ কথা কি ঠিক?

উত্তর ঃ দিবারাত্রে স্বামী-স্ত্রীর যখন সুযোগ হয়, তখনই সহবাস বৈধ। তবে শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত কয়েকটি নিষিদ্ধ সময় আছে, যাতে স্ত্রী-সম্ভোগ বৈধ নয়।

১। স্ত্রীর মাসিক অথবা প্রসবোত্তর খুন থাকা অবস্থায়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}

অর্থাৎ, লোকে রজঃস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, তা অশুচি। সুতরাং তোমরা

রজঃস্রাবকালে স্ত্রীসঙ্গ বর্জন কর এবং যতদিন না তারা পবিত্র হয়, (সহবাসের জন্য) তাদের নিকটবর্তী হয়ো না। অতঃপর যখন তারা পবিত্র হয়, তখন তাদের নিকট ঠিক সেইভাবে গমন কর, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাপ্রার্থিগণকে এবং যারা পবিত্র থাকে, তাদেরকে পছন্দ করেন। (বাক্বারাহ ঃ ২২২)□

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন ঋতুমতী স্ত্রী (মাসিক অবস্থায়) সঙ্গম করে অথবা কোন স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে সহবাস করে, অথবা কোন গণকের নিকট উপস্থিত হয়ে (সে যা বলে তা) বিশ্বাস করে, সে ব্যক্তি মুহাম্মাদ ﷺ-এর অবতীর্ণ কুরআনের সাথে কুফরী করে।" (অর্থাৎ কুরআনকেই সে অবিশ্বাস ও অমান্য করে। কারণ, কুরআনে এ সব কুকর্মকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।) (আহমাদ ২/৪০৮, ৪৭৬, তিরমিযী, সহীহ ইবনে মাজাহ ৫২২নং)

২। রমযানের দিনের বেলায় রোযা অবস্থায়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} البقرة / ١٨٧

অর্থাৎ, রোযার রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রী-সম্ভোগ বৈধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক। (বাক্বারাহ ঃ ১৮৭)□

আর বিদিত যে, রমযানের রোযা অবস্থায় সঙ্গম করলে যথারীতি তার কাফ্ফারা আছে। একটানা দুই মাস রোযা রাখতে হবে, নচেৎ অক্ষম হলে ষাট জন মিসকীন খাওয়াতে হবে।

৩। হজ্জ বা উমরার ইহরাম অবস্থায়। মহান আল্লাহ বলেন,

(الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ)

অর্থাৎ, সুবিদিত মাসে (যথা ঃ শওয়াল, যিলক্বদ ও যিলহজ্জে) হজ্জ্ব হয়। সুতরাং যে কেউ এই মাসগুলিতে হজ্জ করার সংকল্প করে, সে যেন হজ্জের সময় স্ত্রী-সহবাস (কোন প্রকার যৌনাচার), পাপ কাজ এবং ঝগড়া-বিবাদ না করে। (বাক্বারাহ ঃ ১৯৭)□

এ ছাড়া অন্য সময়ে দিবারাত্রির যে কোন অংশে সহবাস বৈধ। (মুনাজ্জিদ)

প্রশ্ন ঃ হাদীসে এসেছে, "যদি তোমাদের কেউ স্ত্রী সহবাসের ইচ্ছা করে, তখন ..... দুআ পড়ে, তাহলে ওদের ভাগ্যে সন্তান এলে, শয়তান তার কোন ক্ষতি করতে পারে না।" (বুখারী-মুসলিম) বাহ্যতঃ এ নির্দেশ স্বামীকে দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন হল, স্ত্রীর জন্যও কি ঐ দুআ পড়া বিধেয়?

উত্তর ঃ আসলে সহবাসের দুআ স্বামীর জন্যই বিধেয়। স্ত্রী পড়লেও দোষ নেই। যেহেতু যে কাজ উভয়ের, সে কাজের নির্দেশ পুরুষকে দেওয়া হলেও মহিলাও শামিল হয়। (লাদা)

প্রশ্ন ঃ সহবাসের আগে দুআ পড়লে শয়তান ক্ষতি করতে পারে না। ক্ষতি না করতে পারার অর্থ কী?

উত্তর ঃ এর অর্থ এই যে, (ক) 'বিসমিল্লাহ'র বর্কতে সেই সন্তান নেক হয়। যেহেতু মহান আল্লাহ শয়তানকে বলেছেন,

{إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ} (٤٢) سورة الحجر

অর্থাৎ, আমার (একনিষ্ঠ) বান্দাদের উপর তোমার কোন আধিপত্য থাকবে না। (হিজর ঃ ৪২)□

(খ) সন্তানের স্বাস্থ্যগত কোন ক্ষতি হয় না।

(গ) সন্তান শির্ক ও কুফরীমুক্ত হয়।

(ঘ) কাবীরা গোনাহ থেকে বিরত থাকতে সক্ষম হয়।

(ঙ) ঐ সহবাসে শয়তান শরীক হতে পারে না।

প্রশ্ন ঃ আমি বিবাহিত। আমার সন্তান হয় না। টিউবের মাধ্যমে সন্তান নেব ইচ্ছা করেছি। আমি চাই আমাদের সন্তানকে যেন শয়তান ক্ষতিগ্রস্ত না করে। কিন্তু তার জন্য পঠিতব্য দুআটি কখন পড়ব?

উত্তর ঃ যখন টিউবে রাখার জন্য বীর্য দেবেন, তখন বীর্যপাতের আগে প্রস্তুতির সময় দুআটি পড়ে নেবেন। (ফুনাইসান)

প্রশ্ন ঃ স্ত্রী গর্ভাবস্থায় থাকার সময়ও কি সহবাসের দুআ পড়তে হবে?

উত্তর ঃ সহবাসের সময় দুআ পড়ায় দু'টি লাভ আছে। শয়তানের শরীক হওয়া থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করা এবং তার ক্ষতি থেকে ঐ মিলনে সৃষ্টি সন্তানকে রক্ষা করা। সুতরাং যখন আমরা জানি যে, সন্তান আগের মিলনে এসে গেছে, অথবা সন্তান হবে না, অথবা সন্তান চাই না, তখনও যদি আমরা দুআ পড়ি, তাহলে তাতে আমরা নিজেদেরকে আমাদের যৌনানন্দে শয়তানের শরীক হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারব। বলা বাহুল্য, সহবাসের দুআ সর্বাবস্থায় পঠনীয়। যেহেতু হাদীসের নির্দেশ ব্যাপক। (ইবা)

প্রশ্ন ঃ সহবাসের সময় হাঁচি হলে নির্দিষ্ট যিক্র পড়া যাবে কি?

উত্তর ঃ এই সময় মুখে যিক্র পড়া যাবে না। মনে মনে পড়লে দোষ নেই। পেশাব-পায়খানা করা অবস্থায় নবী ﷺ সালামের জবাব দেননি। (মুসলিম ৩৭০নং)

প্রশ্ন ঃ শরীয়তে সমমৈথুন প্রসঙ্গে বিধান কী?

উত্তর ঃ সমমৈথুন; পুরুষ-সঙ্গম বা পুরুষে-পুরুষে পায়ুপথে কুকর্ম করাকে বলে। আর এরই অনুরূপ স্ত্রীর মলদ্বারে সঙ্গম করাও। এটা সেই কুকর্ম, যা লূত ﷺ-এর সম্প্রদায় করেছিল। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,□

[أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِيْنَ]

অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে তোমরা তো কেবল পুরুষদের সাথেই উপগত হও। *(সূরা শুআরা ১৬৫ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

[إِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ]

অর্থাৎ, তোমরা তো কাম-তৃপ্তির জন্য নারী ত্যাগ করে পুরুষদের নিকট গমন কর! *(সূরা আ’রাফ ৮১ আয়াত)*

আল্লাহ তাদেরকে এই কুকাজের শাস্তি স্বরূপ তাদের ঘর-বাড়ি উল্টে দিয়েছিলেন এবং আকাশ থেকে তাদের উপর বর্ষণ করেছিলেন পাথর। তিনি বলেন,

﴿فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ﴾

অর্থাৎ, (অতঃপর যখন আমার আদেশ এল) তখন আমি (তাদের নগরগুলোর) ঊর্ধ্বভাগকে নিম্নভাগে পরিণত করেছিলাম এবং আমি তাদের উপর ক্রমাগত কঙ্কর বর্ষণ করেছিলাম। *(সূরা হিজ্‌র ৭৪ আয়াত)*

সুতরাং উক্ত সম্প্রদায়ের মত কুকর্মে যে লিপ্ত হবে সেও উপর্যুক্ত শাস্তির উপযুক্ত। তাই এমন দুরাচার প্রসঙ্গে কিছু সাহাবা ﷺ এর ফতোয়া হল, তাকে জ্বালিয়ে মারা হবে। কেউ কেউ বলেন, উঁচু জায়গা হতে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে তাকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলা হবে। (ইজি)

এ বিষয়ে একাধিক হাদীসও নবী ﷺ হতে বর্ণিত হয়েছে; এক হাদীসে তিনি বলেছেন, “যাকে লূত সম্প্রদায়ের মত কুকর্মে লিপ্ত পাবে, তাকে এবং যার সাথে এ কাজ করা হচ্ছে, তাকেও তোমরা হত্যা ক’রে ফেল।” (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৩৫৭৫নং)

প্রশ্ন ঃ গুপ্ত অভ্যাস ব্যবহার করা বৈধ কি ?

উত্তর ঃ গুপ্ত অভ্যাস (হাত বা অন্য কিছুর মাধ্যমে বীর্যপাত, স্বমৈথুন বা হস্তমৈথুন) করা কিতাব, সুন্নাহ ও সুস্থ বিবেকের নির্দেশ মতে হারাম।

কিতাব বা কুরআনের দলীল; আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ، إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ، فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ﴾

অর্থাৎ, যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে। তবে নিজেদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে অন্যথা করলে তারা নিন্দনীয় হবে না। আর যারা এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করে তারাই সীমালংঘনকারী।” *(সূরা মু’মিনূন ৫-৭)*

সুতরাং যে ব্যক্তি তার স্ত্রী ও অধিকারভুক্ত দাসী[১] ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা কামলালসা চরিতার্থ করতে চায়, সে ব্যক্তি “এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করে।” বলা বাহুল্য, এই আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে সে সীমালংঘনকারী বলে বিবেচিত হবে।

সুন্নাহ থেকে দলীল, আল্লাহর নবী ﷺ বলেন, “হে যুবকের দল! তোমাদের মধ্যে যে কেউ স্ত্রী-সঙ্গম ও বিবাহ-খরচে সমর্থ, সে যেন বিবাহ করে। কারণ তা অধিক দৃষ্টি-সংযতকারী এবং অধিক যৌনাঙ্গ-রক্ষাকারী। আর যে ব্যক্তি এতে অসমর্থ, সে যেন রোযা

---

(১) অধিকারভুক্ত দাসী বলে ক্রীতদাসী ও কাফের যুদ্ধবন্দিনীকে বুঝানো হয়েছে। এখানে কাজের মেয়ে, দাসী, খাদেমা বা চাকরানী উদ্দেশ্য নয়।

অবলম্বন করে, যেহেতু তা এর জন্য (খাসী করার মত) কামদমনকারীর সমান।” *(বুখারী, মুসলিম)*

সুতরাং নবী ﷺ বিবাহে অসমর্থ ব্যক্তিকে রোযা রাখতে আদেশ করলেন, অথচ যদি হস্তমৈথুন বৈধ হত, তবে নিশ্চয় তিনি তা করতে নির্দেশ দিতেন। অতএব তা সহজ হওয়া সত্ত্বেও যখন তিনি তা করতে নির্দেশ দিলেন না, তখন জানা গেল যে তা বৈধ নয়।

আর সুচিন্তিত মত এই যে, যেহেতু এই কাজে বহুমুখী ক্ষতি ও অনিষ্টের আশঙ্কা রয়েছে, যা চিকিৎসাবিদ্‌গণ উল্লেখ করে থাকেন; এতে এমন ক্ষতি রয়েছে যা স্বাস্থ্যের পক্ষে বড় বিপজ্জনক; এ কাজ যৌনশক্তিকে দুর্বল ক’রে ফেলে, চিন্তাশক্তি ও দূরদর্শিতার ক্ষতি সাধন করে এবং কখনো বা এর অভ্যাসী ব্যক্তিকে প্রকৃত দাম্পত্যসুখ থেকে বঞ্চিত করে। কারণ যে কেউ এ ধরনের অভ্যাসে নিজ কাম-লালসাকে চরিতার্থ ক’রে থাকে, সে হয়তো বা বিবাহের প্রতি ভ্রূক্ষেপই করবে না। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ লিঙ্গ স্পর্শ না ক’রে স্ত্রী সহবাসের কথা কল্পনা ক’রে বীর্যপাত করা কি বৈধ?

উত্তর ঃ না, এ কাজ বৈধ নয়। কারণ তা ব্যভিচারের দিকে আকর্ষণ করতে পারে। যুবকের উচিত বিবাহের আগে অথবা স্ত্রীর নিকটবর্তী হওয়ার আগে পর্যন্ত সুচিন্তা করা। কুচিন্তা এসে গেলে ইচ্ছাকৃতভাবে কল্পনা-বিহার না করা। (লাদা)

প্রশ্ন ঃ স্ত্রীর যোনিপথ সংকীর্ণ হলে স্বামী তার পায়খানাদ্বারে সঙ্গম করতে পারে কি?

উত্তর ঃ স্ত্রীর যোনিপথ সংকীর্ণ ও সঙ্গম অযোগ্য হলে স্বামী তার পায়খানাদ্বারে সঙ্গম করতে পারে না। যেমন সঙ্গমযোগ্য যোনি না থাকলে সেই স্ত্রীকে স্বামী তালাক দিতে পারে। যেহেতু পায়ুপথ সঙ্গমস্থল নয়। তা হলে তাকে তালাক দেওয়া বৈধ হতো না। (আযওয়াউল বায়ান ১/৯৪ দ্রঃ)

প্রশ্ন ঃ মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে ধারণা ক’রে স্বামী-সহবাস করার পর পুনরায় খুন দেখা গেলে গোনাহ হবে কি? অতঃপর করণীয় কী?

উত্তর ঃ প্রবল ধারণায় যখন বুঝা যাবে যে, মহিলা পবিত্র হয়ে গেছে, তখন তাকে গোসল ক’রে নামায-রোযা করতে হবে। কিন্তু নামায-রোযা শুরু করার পর অথবা স্বামী-সঙ্গমের পর যদি পুনরায় খুন দেখে তাহলে গোনাহ হবে না। যেহেতু খুন থাকা অবস্থায় মাসিক জেনে সঙ্গম করলে গোনাহ হবে। অবশ্য যদি সেই খুন অভ্যাসগত প্রিয়ডের ভিতরে হয়, তাহলে তা মাসিকের খুন। সুতরাং তারপর পুনরায় নামায-রোযা ও সঙ্গমাদি বন্ধ করতে হবে। পক্ষান্তরে তা যদি প্রিয়ডের বাইরে হয়, তাহলে তা মাসিকের খুন নয়, তাকে ‘ইস্তিহাযা’র খুন বলে। তাতে কোন দোষ হবে না। তবে মহিলার উচিত, অভ্যাসগত প্রিয়ড শেষ না হওয়া পর্যন্ত খুন বন্ধ দেখে স্বামী-সহবাসে তড়িঘড়ি না করা। উচিত হল, সাদা স্রাব বের হতে শুরু না হওয়া পর্যন্ত অথবা পরিপূর্ণরূপে খুন বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত অথবা প্রিয়ডের গনা দিন শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা। নচেৎ স্ত্রী জেনেশুনে স্বামীকে বাধা না দিলে তার গোনাহ হবে। (মুনাজ্জিদ)

প্রশ্ন ঃ প্রসবোত্তর স্রাব অথবা ঋতুস্রাব থাকাকালীন সময়ে মিলন হারাম। কিন্তু সেই অবস্থায় স্বামী নিজের কাম-বাসনা চরিতার্থ করতে কী করতে পারে?

উত্তর ঃ মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}

অর্থাৎ, লোকেরা তোমাকে রজঃস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, তা অশুচি। সুতরাং তোমরা রজঃস্রাবকালে স্ত্রীসঙ্গ বর্জন কর এবং যতদিন না তারা পবিত্র হয়, (সহবাসের জন্য) তাদের নিকটবর্তী হয়ো না। অতঃপর যখন তারা পবিত্র হয়, তখন তাদের নিকট ঠিক সেইভাবে গমন কর, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাপ্রার্থিগণকে এবং যারা পবিত্র থাকে, তাদেরকে পছন্দ করেন। (বাক্বারাহ ঃ ২২২)

কিন্তু 'নিকটবর্তী হয়ো না'র অর্থ হল সঙ্গমের জন্য তাদের কাছে যেয়ো না। অর্থাৎ, যোনিপথে সঙ্গম হারাম। পায়খানাদ্বারেও সঙ্গম হারাম। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, আল্লাহ আয্যা অজাল্ল (কিয়ামতের দিন) সেই ব্যক্তির দিকে তাকিয়েও দেখবেন না, যে ব্যক্তি কোন পুরুষের মলদ্বারে অথবা কোন স্ত্রীর পায়খানা-দ্বারে সঙ্গম করে।" *(তিরমিযী, ইবনে হিব্বান, নাসাঈ, সহীহুল জামে' ৭৮০১নং)*

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি কোন ঋতুমতী স্ত্রী (মাসিক অবস্থায়) সঙ্গম করে অথবা কোন স্ত্রীর মলদ্বারে সহবাস করে, অথবা কোন গণকের নিকট উপস্থিত হয়ে (সে যা বলে তা) বিশ্বাস করে, সে ব্যক্তি মুহাম্মাদ ﷺ-এর অবতীর্ণ কুরআনের সাথে কুফরী করে।" (অর্থাৎ কুরআনকেই সে অবিশ্বাস ও অমান্য করে। কারণ, কুরআনে এ সব কুকর্মকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।) *(আহমাদ ২/৪০৮, ৪৭৬, তিরমিযী, সহীহ ইবনে মাজাহ ৫২২নং)*

তাহলে যৌন-ক্ষুধা মিটাতে এ সময় করা যায় কি? এর উত্তর দিয়েছেন মহানবী ﷺ। তিনি বলেছেন, "সঙ্গম ছাড়া সব কিছু কর।" (মুসলিম ৩০২নং)

তা বলে কি মুখ-মৈথুন করা যায়? না, কারণ যে মুখে আল্লাহর যিক্র হয়, সে মুখকে এমন কাজে ব্যবহার রুচিবিরুদ্ধ কাজ। অবশ্য উরু-মৈথুন করা যায়। তবে সতর্কতার সাথে, যাতে প্রস্রাব বা পায়খানাদ্বারে সঙ্গম না হয়ে বসে। যদিও মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেছেন, 'নবী ﷺ মাসিকের সময় আমাদেরকে যৌনাঙ্গে কাপড় রাখতে বলতেন। অতঃপর শয্যাসঙ্গী হতেন। তবে তিনি ছিলেন জিতেন্দ্রিয়।' (বুখারী, মুসলিম) তবুও কাপড় না রেখে যদি উরু-মৈথুন করে, তবে তা হারাম নয়। (ইবা)

প্রশ্ন ঃ নিয়মিত মাসিক হওয়ার পরেও অনেক সময় খুন দেখা যায়, সে সময় কি সহবাস বৈধ?

উত্তর ঃ নিয়মিত মাসিকের পরে অথবা প্রসবের চল্লিশ দিন পরেও যে অতিরিক্ত খুন দেখা যায়, তাতে সহবাস বৈধ এবং নামায-রোযা ওয়াজেব। একে ইস্তিহাযার খুন বলে। এ খুন হায়যের মতো নয়।

প্রশ্ন ঃ মাসিকাবস্থায় স্বামী আমার নগ্ন দেহ নিয়ে খেলায় মাতলে আমার কী করা উচিত?

উত্তর ঃ মাসিকাবস্থায় স্বামী নিজ স্ত্রীর দেহ নিয়ে খেলায় মেতে উঠলে এবং তার ফলে স্ত্রীরও উত্তেজনা সৃষ্টি হলে প্রস্রাব-পায়খানাদ্বার সাবধানে হিফাযত করবে। নচেৎ সঙ্গম ঘটে গেলে সেও গোনাহগার হবে।

প্রশ্ন ঃ শুনেছি মাসিক অবস্থায় সহবাস করলে এক দীনার (সওয়া চার গ্রাম পরিমাণ সোনা অথবা তার মূল্য, না পারলে এর অর্ধ পরিমাণ অর্থ) সদকাহ করে কাফফারা দিতে হবে। (আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ প্রভৃতি, আদাবুয যিফাফ ১২২পৃঃ) কিন্তু স্ত্রী যদি সেই সময় মিলনে এমনভাবে উত্তেজিত করে, যাতে স্বামী তা দমন করতে না পেরে মিলন ক'রে ফেলে, তাহলে কাফ্ফারা কাকে দিতে হবে?

উত্তর ঃ কাফ্ফারা দিতে হবে স্ত্রীকে। আর স্বামীকেও দিতে হবে। যেহেতু সে ইচ্ছা করলে নাও করতে পারত। পক্ষান্তরে স্বামী জোরপূর্বক করলে এবং স্ত্রী বাধা দিতে না পারলে তার গোনাহ হবে না এবং তাকে কাফ্ফারাও দিতে হবে না।

প্রশ্ন ঃ মাসিক অবস্থায় সঙ্গম হারাম। কিন্তু স্ত্রী-দেহের অন্যান্য জায়গায় বীর্যপাত করা যায় কি না?

উত্তর ঃ উত্তম হল স্ত্রীকে জাঙ্গিয়া পরিয়ে দেহের যে কোন জায়গায় বীর্যপাত করা। অবশ্য যে নিজের মনোবলে সঙ্গম থেকে বাঁচতে পারবে, তার জাঙ্গিয়া না পরালেও চলবে। পরন্তু স্ত্রীর মুখে বীর্যপাত করা বিকৃত-রুচির মানুষদের ঘৃণ্য আচরণ। আর পায়খানা-দ্বারে সঙ্গম হারাম এবং এক প্রকার কুফরী।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}

অর্থাৎ, লোকে রজঃস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, তা অশুচি। সুতরাং তোমরা রজঃস্রাবকালে স্ত্রীসঙ্গ বর্জন কর এবং যতদিন না তারা পবিত্র হয়, (সহবাসের জন্য) তাদের নিকটবর্তী হয়ো না। অতঃপর যখন তারা পবিত্র হয়, তখন তাদের নিকট ঠিক সেইভাবে গমন কর, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাপ্রার্থিগণকে এবং যারা পবিত্র থাকে, তাদেরকে পছন্দ করেন। (বাক্বারাহ ঃ ২২২)□

আর মহানবী ﷺ বলেছেন,

(اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلا النِّكَاحَ - يعني : الجماع)

অর্থাৎ, সঙ্গম ছাড়া সব কিছু কর। (মুসলিম ৪৫৫নং)□

তবে সতর্কতার বিষয় যে, নিষিদ্ধ জায়গার আশেপাশে থাকতে থাকতে যেন উত্তেজনার চরম মুহূর্তে সেই জায়গায় প্রবেশ না হয়। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "পাপ আল্লাহর সংরক্ষিত চারণভূমি। যে ঐ চারণভূমির ধারে-পাশে চরবে, সে অদূরে সম্ভবতঃ তার ভিতরেও চরতে শুরু ক'রে দেবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

প্রশ্ন ঃ হস্তমৈথুন যুবক-যুবতী কারোর জন্যও বৈধ নয়। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী যদি একে অন্যের

হস্ত দ্বারা মৈথুন করে, তাহলেও কি তা অবৈধ হবে?

উত্তর ঃ স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে এমন মৈথুন অবৈধ নয়। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ} (٧) سورة المؤمنون، سورة المعارج

অর্থাৎ, (সফল মু'মিন তারা,) যারা নিজেদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে। নিজেদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত; এতে তারা নিন্দনীয় হবে না। সুতরাং কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে, তারা হবে সীমালংঘনকারী। (মু'মিনূন ঃ ৫-৭, মাআরিজ ঃ ২৯-৩১)

সুতরাং অবৈধ হল নিজের হাতে নিজের বীর্যপাত। স্বামী-স্ত্রীর একে অন্যের হাত দ্বারা বীর্যপাত অবৈধ নয়।

আর মহানবী ﷺ ঋতুমতী স্ত্রীর সাথে যৌনাচার করার ব্যাপারে বলেছেন, "সঙ্গম ছাড়া সব কিছু কর।" (মুসলিম ৩০২নং)

প্রশ্ন ঃ সন্তান মায়ের স্তনবৃন্ত চুষে দুগ্ধপান করে। মিলনের পূর্বে স্ত্রীর স্তনবৃন্ত চোষণ করা কি স্বামীর জন্য বৈধ? পরন্তু অসাবধানতায় যদি পেটে দুধ চলেই যায়, তাহলে কি স্ত্রী মায়ের মতো হারাম হয়ে যাবে?

উত্তর ঃ স্বামীর জন্য বৈধ, তার স্ত্রীর স্তনবৃন্ত চোষণ ক'রে উভয়ের যৌন-উত্তেজনা বৃদ্ধি করা। সে ক্ষেত্রে যদি স্ত্রীর দুধ তার পেটে চলেই যায়, তাহলে তাতে কোন ক্ষতি হয় না এবং স্ত্রী 'মা' হয়ে যায় না। কারণ দুধ পানের মাধ্যমে হারাম হওয়ার যে সব শর্ত আছে, তা হল ঃ

১। দুই বছর বয়সের মধ্যে দুধ পান করতে হবে।

সুতরাং তার পরে বড় অবস্থায় দুধ পান করলে হারাম হবে না।

২। পাঁচবার পান করতে হবে।

সুতরাং ২/৪ বার পান করলে কোন প্রভাব পড়ে না। আর বড় অবস্থায় ৫ বারের বেশী পান করলেও কোন ক্ষতি হয় না। (ইবা, ইউ)

প্রশ্ন ঃ শৃঙ্গারের সময় স্তনবৃন্ত চুষতে গিয়ে স্ত্রীর দুধ যদি স্বামীর পেটে চলে যায়, তাহলে স্ত্রী কি হারাম হয়ে যাবে?

উত্তর ঃ রতিক্রীড়ার সময় স্ত্রীর দুধ যদি স্বামীর পেটে চলে যায়, তাহলে স্ত্রী স্বামীর মা হয়ে যাবে না। কারণ দুধ পান করিয়ে 'মা' হওয়ার দু'টি শর্ত আছে ঃ (এক) দুধপান যেন বিভিন্ন সময়ে পাঁচবার হয়। (মুসলিম ১৪৫২নং) সুতরাং পাঁচবারের কম হলে 'মা' প্রতিপন্ন হবে না। (দুই) দুধপান যেন দুধপান বয়সের ভিতরে হয়। আর তা হল দুই বছর বয়সের ভিতরে। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} (١٤) لقمان

অর্থাৎ, আমি তো মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। জননী কষ্টের পর কষ্ট বরণ ক'রে সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে এবং তার স্তন্যপান ছাড়াতে দু বছর অতিবাহিত হয়। (লুক্বমান ঃ ১৪)

{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (٢٣٣) البقرة

অর্থাৎ, জননীগণ তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু' বছর দুধ পান করাবে; যদি কেউ দুধ পান করার সময় পূর্ণ করতে চায়। (বাক্বারাহ ঃ ২৩৩)

সুতরাং দু'বছর বয়সের পরে দুধপান করলে 'মা' প্রমাণিত হবে না। আর 'মা' প্রমাণিত না হলে স্ত্রী হারাম হবে না। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ সহবাসের সময় আমার স্বামী প্রবল উত্তেজনাবশতঃ এমন অনেক অশ্লীল কথা বলে, যে কথা অন্য সময় বলে না। অনেক সময় সে সব বলে উত্তেজনা সৃষ্টি করে। তাতে কি তার পাপ হবে?

উত্তর ঃ স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যে যৌনতা করা হয়, সেটাই অন্যের সাথে করা অশ্লীলতা ও অসভ্যতা। সুতরাং আপোসের সঙ্গম বৈধ হলে প্রবল উত্তেজনায় পূর্ণ তৃপ্তি গ্রহণ করতে ঐ শ্রেণীর কোন কথা বলা দূষণীয় নয়। তবে তা না বললে যদি চলে, তাহলে ত্যাগ করাই উত্তম। (মুনাজ্জিদ)

প্রশ্ন ঃ সন্তান প্রসবের পর কখন মিলন বৈধ হয়?

উত্তর ঃ সন্তান প্রসবের পর যখন রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে যায়, তখন থেকেই মিলন বৈধ। স্রাব অব্যাহত থাকলে ৪০ দিন পর্যন্ত অবৈধ। ৪০ দিন অতিবাহিত হয়ে গেলে স্রাব থাকলেও মিলন বৈধ।

প্রশ্ন ঃ স্বামী যদি কুশ্রী হয়, তাহলে স্ত্রী স্বামী-সহবাসের সময় কোন সুশ্রী যুবককে এবং স্ত্রী যদি কুশ্রী হয়, তাহলে স্বামী স্ত্রী-সহবাসের সময় কোন সুশ্রী যুবতীকে কল্পনায় এনে তৃপ্তি নিতে পারে কি?

উত্তর ঃ এই শ্রেণীর কল্পিত পরপুরুষ বা পরস্ত্রীর সহবাস এক প্রকার ব্যভিচার। সহবাসের সময় স্ত্রীর জন্য বৈধ নয় অন্য কোন সুন্দর ও সুস্বাস্থ্যবান পুরুষকে কল্পনা করা এবং স্বামীর জন্য বৈধ নয় অন্য সুন্দরী ও সুস্বাস্থ্যবতী যুবতীকে কল্পনা করা। বৈধ নয়, পরপুরুষ বা পরস্ত্রীর নাম নিয়ে উভয়ের তৃপ্তি নেওয়া অথবা উত্তেজনা বৃদ্ধি করা। মনে মনে যাকে ভালবাসে, তার সাথে মিলন করছে খেয়াল করা। উলামাগণ বলেন, 'যদি কেউ এক গ্লাস পানি মুখে নিয়ে যদি কল্পনা করে যে, সে মদ খাচ্ছে, তাহলে তা পান করা হারাম।' (মাদখাল ২/১৯৪-১৯৫, ফুরু' ৩/৫১, ত্বারহুত তাষরীব ২/১৯)

প্রশ্ন ঃ একাধিক স্ত্রীর মাঝে সমতা ও ইনসাফ বজায় রাখা ওয়াজেব। কিন্তু রাত্রিবাস সমানভাবে প্রত্যেকের সাথে করলেও মিলন সকলের সাথে হয়ে ওঠে না। তাতে কি আমি

গোনাহগার হব?

উত্তর ঃ একাধিক স্ত্রীর মাঝে ভালোবাসাকে যেমন সমানভাবে ভাগ ক'রে বন্টন করা যায় না, তেমনি আকর্ষণ ও মিলনও সবার সাথে সমান হওয়া জরুরী নয়। তবে নিজের পক্ষ থেকে মিলনে অনিচ্ছা প্রকাশ করা উচিত নয়। কোন স্ত্রী না চাইলে ভিন্ন কথা। কিন্তু চাইলে তার হক আদায় করা উচিত এবং সে ক্ষেত্রে সকলের মাঝে সমতা বজায় রাখা কর্তব্য।

প্রশ্ন ঃ ইফতারীর সময় হয়ে গেলে কিছু না খাওয়ার আগে কি স্বামী-স্ত্রী মিলন করতে পারে?

উত্তর ঃ যদি স্বামী এতই ধৈর্যহারা হয়, তাহলে তা অবৈধ বলা যাবে না। যেহেতু সে সময় তাদের জন্য তা বৈধ। অবশ্য সুন্নত হল খেজুর-পানি দিয়ে ইফতার করা। কিন্তু সেই সুন্নত পালনে যদি কেউ অধৈর্য হয়, তাহলে পেটের ক্ষুধা মিটাবার আগে যৌন-ক্ষুধা মিটাবার দরজা উন্মুক্ত আছে। ইবনে উমার ﷺ কোন কোন দিন সহবাস দ্বারা ইফতার করতেন বলে বর্ণিত আছে। (ত্বাবারানী)

প্রশ্ন ঃ রোযা রেখে মহিলা যদি মহিলা ডাক্তার না পেয়ে পুরুষ ডাক্তারের কাছে এমন রোগ দেখাতে যায়, যাতে ডাক্তার তার লজ্জাস্থানে হাত প্রবেশ করতে বাধ্য হয়। তাহলে তাতে তার রোযা নষ্ট হয়ে যাবে কি?

উত্তর ঃ ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য তা করলে তাতে তার রোযা ভাঙ্গবে না। বরং স্বামীও যদি খেলার ছলে নিজ আঙ্গুল প্রবেশ করায়, তবুও তার রোযা ভাঙ্গবে না। যেহেতু তার কোন দলীল নেই। আর তা সহবাসও নয়।

প্রশ্ন ঃ বৃহস্পতিবার স্বামী বাড়িতে ছিলেন না বলে নফল রোযা রেখেছিলাম। কিন্তু তিনি আসার পর অধৈর্য হয়ে আমার সাথে মিলনে লিপ্ত হয়ে যান। এতে কি কাফ্ফারা দিতে হবে?

উত্তর ঃ নফল রোযা রাখার পর ইচ্ছা ক'রে ভেঙ্গে ফেললে কোন ক্ষতি হয় না। তা কাযা করাও ওয়াজেব নয়। সুতরাং আপনার স্বামীর উক্ত আচরণে কাফ্ফারা ওয়াজেব নয়।

প্রশ্ন ঃ রমযানের কাযা রোযা রেখেছিলাম। কিন্তু একদিন আমার স্বামী অধৈর্য হয়ে আমার সাথে মিলনে লিপ্ত হয়ে যান। এতে কি কাফ্ফারা দিতে হবে?

উত্তর ঃ ফরয রোযা কাযা করার সময় তা ভেঙ্গে ফেলা বৈধ নয়। অতএব আপনার স্বামীর উক্ত আচরণ ঠিক নয়। তার উচিত, আল্লাহর কাছে তওবা করা। অবশ্য কাফ্ফারা ওয়াজেব নয়। কারণ, সে কাজ রমযানের বাইরে তাই।

প্রশ্ন ঃ ক্বিবলার দিকে মুখ ক'রে প্রস্রাব-পায়খানা নিষেধ, কিন্তু স্ত্রী-সহবাস বৈধ কি?

উত্তর ঃ ক্বিবলামুখী হয়ে স্ত্রী-সহবাস করা অবৈধ হওয়ার কোন দলীল নেই। যাঁরা স্ত্রী-সহবাস করাকে প্রস্রাব-পায়খানা করার মতো মনে করেন, তাঁরা অবশ্য তা অবৈধ বলেন। আর যাঁদের নিকট ঘরের ভিতর ক্বিবলামুখে প্রস্রাব-পায়খানা বৈধ, তাঁদের নিকট স্ত্রী-সহবাসও বৈধ। অল্লাহু আ'লাম।

প্রশ্ন ঃ সহবাস চলাকালে নিজেদের লজ্জাস্থান দেখলে কি কোন ক্ষতি আছে?

উত্তর ঃ সহবাস চলাকালে নিজেদের লজ্জাস্থান দেখলে কোন ক্ষতি নেই। তা দেখলে কোন পাপও হয় না এবং চোখেরও কোন ক্ষতি হয় না। 'তিনি আমার লজ্জাস্থান দেখেননি এবং আমি তাঁর লজ্জাস্থান দেখিনি' বলে মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র প্রচলিত উক্তি সহীহ নয়।

প্রশ্ন ঃ সহবাস চলাকালে কথা বললে কি কোন ক্ষতি আছে?

উত্তর ঃ সহবাস চলাকালে স্বামী-স্ত্রীতে কথা বললে কোন ক্ষতি নেই। সে সময় কথা বললে সন্তান বোবা হয়---এ ধারণা সঠিক নয়। (তুহফাতুল আরূস দ্রঃ)

প্রশ্ন ঃ গর্ভাবস্থায় সঙ্গম বৈধ কি?

উত্তর ঃ শরীয়তে গর্ভাবস্থায় সঙ্গম নিষিদ্ধ নয়। জ্রূণের কোন ক্ষতির আশঙ্কা না থাকলে সঙ্গমে দোষ নেই। খেয়াল রাখতে হবে, যাতে পেটে চাপ না পড়ে। অবশ্য শেষের দিকে না করাই উচিত। যেহেতু বলা হয় যে, তাতে ব্যাক্টেরিয়াগত কোন ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। যেমন যে মহিলার গর্ভপাত হয়, তার সাথে প্রথম তিন মাস সঙ্গম না করতে ডাক্তারগণ উপদেশ দিয়ে থাকেন।

প্রশ্ন ঃ মিলন-তৃপ্তির কথা স্বামী কি তার বন্ধুদের কাছে এবং স্ত্রী কি তার বান্ধবীদের কাছে বলতে পারে?

উত্তর ঃ মিলন-তৃপ্তির কথা স্বামী তার বন্ধুদের কাছে এবং স্ত্রী তার বান্ধবীদের কাছে বলতে পারে না, বিশেষ ক'রে যদি তারা অবিবাহিত হয়। মজাকছলে হলেও সে কথা কারো কাছে বলা বৈধ নয়।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ সেই ব্যক্তি হবে, যে স্ত্রীর সঙ্গে মিলন করে এবং স্ত্রী তার সঙ্গে মিলন করে। অতঃপর সে তার (স্ত্রীর) গোপন কথা প্রকাশ ক'রে দেয়।" (মুসলিম)

আসমা বিন্তে ইয়াযিদ (রাঃ) বলেন, একদা আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে ছিলাম, আর তাঁর সেখানে অনেক পুরুষ ও মহিলাও বসেছিল। তিনি বললেন, "সম্ভবতঃ কোন পুরুষ নিজ স্ত্রীর সাথে যা করে, তা (অপরের কাছে) বলে থাকে এবং সম্ভবতঃ কোন মহিলা নিজ স্বামীর সাথে যা করে, তা (অপরের নিকট) বলে থাকে?" এ কথা শুনে মজলিসের সবাই কোন উত্তর না দিয়ে চুপ থেকে গেল। আমি বললাম, 'জী হ্যাঁ। আল্লাহর কসম, হে আল্লাহর রসূল! মহিলারা তা বলে থাকে এবং পুরুষরাও তা বলে থাকে।' অতঃপর তিনি বললেন, "তোমরা এরূপ করো না। যেহেতু এমন ব্যক্তি তো সেই শয়তানের মত, যে কোন নারী-শয়তানকে রাস্তায় পেয়ে সঙ্গম করতে লাগে, আর লোকেরা তার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে।" (আহমাদ, ইবনে আবী শাইবাহ, আবূ দাউদ, বাইহাকী প্রভৃতি, আদাবুয যিফাফ ১৪৩পৃঃ)

প্রশ্ন ঃ গোসল করার মতো পানি নেই জেনেও কি মিলন করা বৈধ?

উত্তর ঃ গোসল করার মতো পানি নেই জানলেও মিলন অবৈধ নয়। মিলনের সময় মিলন বৈধ। নামাযের সময় পানি না পাওয়া গেলে যথানিয়মে তায়াম্মুম ক'রে নামায বৈধ। আবু যার্র ﷺ পানি না থাকা সত্ত্বেও স্ত্রী-মিলন করলে নবী ﷺ তাঁকে তায়াম্মুম

করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, “দশ বছর যাবৎ পানি না পাওয়া গেলে মুসলিমের ওযুর উপকরণ হল পাক মাটি। পানি পাওয়া গেলে গোসল ক'রে নাও।” (আহমাদ, আবূ দাঊদ ৩৩৩নং)

প্রশ্ন ঃ হাদীসে আছে, “যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে নিজ বিছানায় ডাকে এবং সে না আসে, অতঃপর সে (স্বামী) তার প্রতি রাগান্বিত অবস্থায় রাত কাটায়, তাহলে ফিরিশ্তাগণ তাকে সকাল অবধি অভিসম্পাত করতে থাকেন।” কিন্তু বাসায় পানি না থাকার ফলে ফজরের নামায নষ্ট হওয়ার ভয়ে যদি আমি মিলনে রাজি না হই, তাহলে তাতেও কি আমি অভিশপ্তা হব?

উত্তর ঃ পানি না থাকলে তায়াম্মুম ক'রে নামায পড়া যাবে। সুতরাং সেই ওজরে স্বামীর যৌন-সুখে বাধা দেওয়া উচিত নয়। যেহেতু শরীয়তে এমন বিধান নেই যে, পানি না থাকলে তোমরা নাপাক হয়ো না। বরং বিধান হল,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا} (٤٣) سورة النساء

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা নেশার অবস্থায় নামাযের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা কি বলছ, তা বুঝতে পার এবং অপবিত্র অবস্থাতেও নয়, যদি তোমরা পথচারী না হও, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা গোসল কর। আর যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ পায়খানা (শৌচস্থান) হতে আসে অথবা তোমরা নারী-সম্ভোগ কর এবং পানি না পাও, তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর; (তা) মুখে ও হাতে বুলিয়ে নেবে। নিশ্চয় আল্লাহ পরম মার্জনাকারী, অত্যন্ত ক্ষমাশীল। (নিসা ঃ ৪৩)□

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (٦) سورة المائدة

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! যখন তোমরা নামাযের জন্য প্রস্তুত হবে, তখন তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত কর এবং তোমাদের মাথা মাসাহ কর এবং পা গ্রন্থি পর্যন্ত ধৌত কর। আর যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তাহলে বিশেষভাবে (গোসল ক'রে) পবিত্র হও। যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ

---- *দ্বীনী প্রশ্নোত্তর* ----

প্রস্রাব-পায়খানা হতে আগমন করে, অথবা তোমরা স্ত্রী-সহবাস কর এবং পানি না পাও, তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর; তা দিয়ে তোমাদের মুখমন্ডল ও হস্তদ্বয় মাসাহ কর। আল্লাহ তোমাদেরকে কোন প্রকার কষ্ট দিতে চান না, বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান ও তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। (মায়িদাহ ঃ ৬)□

প্রশ্ন ঃ স্বামীর যৌন-সুখে বাধা দেওয়া অথবা মিলন না দিয়ে তাকে রাগান্বিত করা অভিশাপের কাজ জানি। কিন্তু সে যদি অবৈধ মিলন প্রার্থনা করে এবং তাতে রাজি না হই, তাহলেও কি অভিশপ্তা হব?

উত্তর ঃ স্বামী যদি অবৈধ মিলন চায় এবং তাকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে যদি আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন বা তাঁর অবাধ্যাচরণ হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে অভিশাপ আসার কোন প্রশ্নই আসে না। বরং “আল্লাহর অবাধ্য হয়ে কোন সৃষ্টির বাধ্য হওয়া যাবে না।” (আহমাদ, হাকেম, মিশকাত ৩৬৯৬নং) সুতরাং স্বামী যদি রমযানের দিনে অথবা মাসিকাবস্থায় মিলন চায় অথবা পায়খানাদ্বারে সঙ্গম করতে চায়, তাহলে স্ত্রীর তাতে সম্মত হওয়া বৈধ নয়। তাতে সে রাগারাগি করলেও সে রাগ তার অন্যায়। সে স্বামী একজন যালেম। আর স্ত্রীর উচিত, যালেম স্বামীর সাহায্য করা। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, “তোমার ভাইকে সাহায্য কর, সে অত্যাচারী হোক অথবা অত্যাচারিত।” আনাস ؓ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! অত্যাচারিতকে সাহায্য করার বিষয়টি তো বুঝলাম; কিন্তু অত্যাচারীকে কিভাবে সাহায্য করব?' তিনি বললেন, “তুমি তাকে অত্যাচার করা হতে বাধা দেবে, তাহলেই তাকে সাহায্য করা হবে।” *(বুখারী)*

প্রশ্ন ঃ আমরা নতুন বর-কনে। ইসলামী বিধান মানার ব্যাপারেও আমাদেরকে নতুন বলতে পারেন। আমরা জানতে চাই, আমাদের প্রেমকেলিতে কোন্ সময় গোসল করা ফরয হয় এবং কোন্ সময় হয় না।

উত্তর ঃ স্বামী-স্ত্রীর যৌন-জীবনে বিভিন্ন অবস্থা হতে পারে। আর সেই অবস্থা অনুযায়ী বলা যাবে, কখন গোসল ফরয এবং কখন তা ফরয নয়। স্পর্শ, চুম্বন, দংশন, মর্দন, প্রচাপন ইত্যাদির ফলে যদি প্রস্রাবদ্বার থেকে আঠালো তরল পদার্থ বের হয়, তাহলে তাতে গোসল ফরয নয়। তাতে উযূ নষ্ট হয়ে যায়। কাপড়ে লাগলে পানির ছিটা দিয়ে পবিত্র করতে হয় এবং প্রস্রাবদ্বার ধুতে হয়।

কিন্তু প্রচাপনের সময় প্রবল উত্তেজনায় যদি বীর্যপাত হয়ে যায়, তাহলে গোসল ফরয হয়ে যায়।

পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ (সুপারি) যোনিপথে প্রবেশ করলেই উভয়ের জন্য গোসল ফরয হয়ে যায়। তাতে বীর্যপাত হোক, চাহে না হোক।

যোনিপথের বাইরে স্ত্রী-দেহের উপরে বা তার হাতে বীর্যপাত হলে কেবল স্বামীর উপরে গোসল ফরয, স্ত্রীর উপরে নয়। অবশ্য সে প্রেম-কেলিতে যদি স্ত্রীর বীর্যপাত না হয় তাহলে। মোট কথা, বীর্যপাত গোসল ফরয হওয়ার একটি কারণ।

প্রশ্ন ঃ সঙ্গমে লিপ্ত থাকা অবস্থায় কলিং-বেল বেজে উঠলে উঠে গিয়ে দরজা খুলি এবং

তারপর আর সুযোগ হয়নি এবং আমাদের বীর্যপাতও হয়নি। এতে কি গোসল জরুরী?

উত্তর ঃ সঙ্গমে লিপ্ত হলেই এবং লিঙ্গাগ্র (সুপারি) যোনিপথে প্রবেশ করালেই গোসল ফরয। তাতে বীর্যপাত হোক অথবা না হোক।

প্রশ্ন ঃ বীর্যপাত হলে গোসল ফরয। লিঙ্গাগ্র স্ত্রীলিঙ্গে প্রবেশ করলে এবং বীর্যপাত না হলেও গোসল ফরয। কিন্তু নিরোধ ব্যবহার ক'রে প্রবেশ করালে এবং বীর্যপাত না হলে কি গোসল ফরয?

উত্তর ঃ মহানবী ﷺ বলেছেন,

(إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ)

অর্থাৎ, যখন স্বামী তার স্ত্রীর চার শাখা (দুই হাত ও পায়ের) ফাঁকে বসবে এবং লিঙ্গ লিঙ্গে স্পর্শ করবে, তখন গোসল ওয়াজেব হয়ে যাবে। (মুসলিম ৩৪৯নং) নিরোধ ব্যবহার ক'রে লিঙ্গে-লিঙ্গে স্পর্শ না হলেও যেহেতু প্রবেশ করিয়ে তাতে যৌনতৃপ্তি অর্জন হয়, সেহেতু গোসল করতে হবে। (ইউ, মুমতে' ১/২৩৪) □

প্রশ্ন ঃ আমি একজন বিধবা যুবতী। অনেক সময় স্বপ্নে দেখি, আমি পূর্ণ তৃপ্তির সাথে স্বামী সহবাস করছি। কিন্তু ঘুম ভাঙ্গার পর শরমগাহে কোন অতিরিক্ত তরল পদার্থ লক্ষ্য করি না। এতে কি আমার জন্য গোসল ফরয হবে?

উত্তর ঃ শরমগাহে বীর্য লক্ষ্য না করলে গোসল ফরয নয়। (বুখারী ১৩০, ৭৩৮নং) যুবকও যদি স্বপ্নে সহবাস করে এবং ঘুমিয়ে উঠে বীর্য না দেখে, তাহলে গোসল ফরয নয়। যেমন ঘুমিয়ে উঠে কাপড়ে বীর্য দেখলে এবং স্বপ্নদোষ হওয়ার কথা মনে না থাকলেও গোসল ফরয।

প্রশ্ন ঃ সহবাসের পর সত্বর গোসল করা কি জরুরী?

উত্তর ঃ সহবাসের পর সত্বর গোসল ক'রে নেওয়া উত্তম। নচেৎ ভুলে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। তাছাড়া হঠাৎ এমন প্রয়োজনও পড়তে পারে, যাতে গোসল করা জরুরী। অবশ্য নিশ্চিন্ত হলে ঘুমাবার আগে অথবা কাজকর্ম বা পানাহার করার আগে উযূ ক'রে নেওয়া মুস্তাহাব। (বুখারী ৩৮৩, মুসলিম ৩০৫-৩০৬নং)

প্রশ্ন ঃ স্বামী-সহবাসের পর গোসল করার পূর্বে মহিলার জন্য কি ঘর-সংসারের কাজকর্ম ও রান্না-বান্না করা বৈধ নয়?

উত্তর ঃ স্বামী-সহবাসের পর গোসল করার পূর্বে মহিলার জন্য ঘর-সংসারের কাজকর্ম ও রান্না-বান্না করা অবৈধ নয়। যা অবৈধ, তা হল, নামায, কা'বা-ঘরের তওয়াফ, মসজিদে অবস্থান, কুরআন স্পর্শ ও তিলাঅত। এ ছাড়া অন্যান্য কাজ বৈধ।

একদা আবূ হুরাইরা ﷺ-এর সাথে মহানবী ﷺ-এর মদীনার এক পথে দেখা হল। সে সময় আবূ হুরাইরা অপবিত্রাবস্থায় ছিলেন। তিনি সরে গিয়ে গোসল ক'রে এলেন। নবী ﷺ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কোথায় গিয়েছিলে আবূ হুরাইরা!" তিনি বললেন, 'আমি অপবিত্র ছিলাম। তাই সেই অবস্থায় আপনার সাথে বসাটাকে অপছন্দ করলাম।' নবী ﷺ বললেন, "সুবহানাল্লাহ! মু'মিন অপবিত্র হয় না।" (বুখারী ২৭৯, মুসলিম ৩৭১নং)

অর্থাৎ মুসলিম আভ্যন্তরিকভাবে অপবিত্র হলেও বাহ্যিকভাবে সে অপবিত্র হয় না বা অস্পৃশ্য হয়ে যায় না।

প্রশ্ন ঃ গোসলের পর প্রস্রাব-দ্বার থেকে বীর্য বের হতে দেখলে কি পুনরায় গোসল করতে হবে?

উত্তর ঃ গোসলের পর প্রস্রাবদ্বার থেকে বীর্য বের হলে তা উত্তেজনাবশতঃ নয়, বরং তা কোনভাবে ভিতরে আটকে থাকা বীর্য। সুতরাং তাতে পুনরায় গোসল করা ওয়াজেব নয়। তা প্রস্রাবের মতো, তা পুনরায় ধুয়ে ফেলে উযূ করলেই যথেষ্ট। (ইবা)

প্রশ্ন ঃ মিলনের পর বাথরুমে প্রস্রাব করতে গিয়ে দেখি, মাসিক শুরু হয়ে গেছে। তাহলে আমাকে কি মিলনের গোসল করতে হবে?

উত্তর ঃ স্বামী সহবাসের পর মাসিক শুরু হয়ে গেলে গোসল ফরয নয়। কারণ সে ফরয পালন ক'রে কোন লাভও নেই। সে গোসলের পর সে পবিত্র হবে না। সুতরাং মাসিক বন্ধ হওয়ার পর গোসল ফরয। কিন্তু মাসিকাবস্থায় যদি কুরআন মুখস্থ পড়তে হয়, তাহলে তাকে গোসল করতে হবে। কারণ বীর্যপাতঘটিত অপবিত্রতায় সঠিক মতে কুরআন পড়া বৈধ নয়। (শায়খ সা'দ আল-হুমাইদ) □

সাজসজ্জা ও প্রসাধন

প্রশ্ন ঃ- বিনা অহংকারে পরিহিত বস্ত্র গাঁটের নিচে ঝুলানো হারাম কি না ?

উত্তর ঃ- পুরুষদের জন্য পরিহিত বস্ত্র পায়ের গাঁটের নিচে ঝুলান হারাম, তাতে অহংকারের উদ্দেশ্য হোক অথবা অহংকারের উদ্দেশ্য না হোক। তবে যদি তা অহংকার প্রকাশের উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে তার শাস্তি অধিকতর কঠিন ও বড়। যেহেতু সহীহ মুসলিমের আবু যার্র ﷺ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে নবী ﷺ বলেন, "তিন ব্যক্তির সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদের প্রতি তাকাবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হবে।" আবু যার্র ﷺ বলেন, 'তারা কারা ? হে আল্লাহর রসূল! তারা ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হোক।' তিনি বললেন, "গাঁটের নিচে যে কাপড় ঝুলায়, কিছু দান করে 'দিয়েছি' বলে অনুগ্রহ প্রকাশকারী এবং মিথ্যা কসম খেয়ে পণ্যদ্রব্য বিক্রেতা।" *(মুসলিম ১০৬নং ও আসহাবুস সুনান)*

এই হাদীসটি অনির্দিষ্ট। কিন্তু তা ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমার হাদীস দ্বারা নির্দিষ্ট, যাতে নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি অহংকারে তার কাপড় (মাটিতে) ছেঁচড়ায় তার দিকে আল্লাহ তাকিয়ে দেখবেন না।" *(বুখারী ৫৭৮৪নং, মুসলিম ২০৮৫নং)* সুতরাং আবু যার্রের হাদীসে অনির্দিষ্ট উক্তি ইবনে উমারের হাদীস দ্বারা নির্দিষ্ট হবে। যদি অহংকার সহ কাপড় লটকায়, তাহলে আল্লাহ তার প্রতি দেখবেন না, তাকে পবিত্র করবেন না এবং তার জন্য হবে কষ্টদায়ক আযাব। আর এই শাস্তি সেই শাস্তি অপেক্ষাও বৃহত্তর, যে শাস্তি নিরহংকারের সাথে গাঁটের নিচে লুঙ্গি নামিয়ে থাকে এমন ব্যক্তির হবে; যে ব্যক্তি প্রসঙ্গে নবী ﷺ বলেন, গাঁটের নিচের লুঙ্গি জাহান্নামে।" *(বুখারী ৫৭৮৭নং ও আহমদ ২/৪১০)*

অতএব শাস্তি যখন পৃথক পৃথক হল, তখন অনির্দিষ্টকে নির্দিষ্টের উপর আরোপ করা অসঙ্গত হবে। কারণ অনির্দিষ্টকে নির্দিষ্টের উপর আরোপ করার নিয়মে শর্ত এই যে, উভয় দলীলের নির্দেশ অভিন্ন হবে। কিন্তু যদি নির্দেশ ভিন্ন হয়, তবে একেকে অপরের সাথে নির্দিষ্ট করা যাবে না। এই জন্যই তায়াম্মুমের আয়াতকে যাতে আল্লাহ বলেন, "তা তোমাদের মুখে ও হাতে বুলাবে।" ওযুর আয়াত দ্বারা নির্দিষ্ট করি না, যাতে আল্লাহ বলেন, "তোমাদের মুখমন্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে।" *(সূরা মায়েদাহ ৬ আয়াত)* সুতরাং তায়াম্মুম (মাসাহ করা) হাতের কনুই পর্যন্ত হবে না। (যদিও ওযুতে হাতের কনুই পর্যন্ত ধুতে হয়।)

ইমাম মালেক প্রভৃতিগণ যা আবু সাঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তা এই কথার প্রতিই নির্দেশ করে। যাতে নবী ﷺ বলেন, "মুমিনদের লুঙ্গি তার অর্ধ পদনালী (হাঁটু হতে গোড়ালি পর্যন্ত পায়ের অংশ বা ঠ্যাং) পর্যন্ত। আর গাঁটের নিচে যা হবে তা দোযখে হবে। আর যে ব্যক্তি অহংকারের সাথে তার পরিহিত লেবাস (লুঙ্গি, প্যান্ট, পায়জামা, ধুতি, কামীস ইত্যাদি) মাটির উপর ছেঁচড়ে নিয়ে বেড়ায় তার প্রতি আল্লাহ (তাকিয়েও) দেখবেন না।" অতএব নবী ﷺ একই হাদীসে দু'টি উদাহরণ পেশ করেন এবং উভয়ের শাস্তি পৃথক হওয়ার কারণে উভয়ের নির্দেশের ভিন্নতাও বিবৃত করেন। সুতরাং উক্ত দুইজন কর্মে ভিন্ন, নির্দেশে ভিন্ন এবং শাস্তিতেও পৃথক। এই থেকে তাদের ভুল স্পষ্ট হয়, যারা তাঁর উক্তি (গাঁটের নিচে যা তা দোযখে)কে (যে ব্যক্তি অহংকারের সাথে তার কাপড় ছেঁচড়ে বেড়ায় তার প্রতি আল্লাহ তাকাবেন না) এই উক্তি দ্বারা নির্দিষ্ট করে।

আবার কতক মানুষ আছে যাদেরকে গাঁটের নিচে লুঙ্গি বা প্যান্ট ঝুলাতে নিষেধ করলে বলে, 'আমি অহংকারের উদ্দেশ্যে ঝুলাইনি তো।'

কিন্তু আমরা তাদেরকে বলি যে, গাঁটের নিচে কাপড় ঝুলানো দুই প্রকার; প্রথম প্রকার -- যার শাস্তি, মানুষকে কেবল সেই স্থানে আযাব দেওয়া হবে, যে স্থানে সে (শরীয়তের) অন্যথাচরণ ও অবাধ্যতা করে এবং তা হচ্ছে গাঁটের নিচের অংশ, যার উপর নিরহংকারে কাপড় ঝুলায়। অতএব এ ব্যক্তিকে কেবল অবাধ্যতার অঙ্গে শাস্তি দেওয়া হবে। অর্থাৎ যাতে অবাধ্যতা বা অন্যথাচরণ করছে, কেবল তার বদলায় তাকে জাহান্নামে আযাব দেওয়া হবে, আর তা হচ্ছে যা গাঁটের নিচে নামে। কিন্তু এই অবাধ্যাচারীর এই শাস্তি হবে না যে, তার প্রতি আল্লাহ তাকাবেন না এবং তাকে পবিত্র করবেন না। (কারণ, তার অহংকার নেই।) আর দ্বিতীয় প্রকার শাস্তি; কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন না, তার প্রতি তাকাবেন না, তাকে পবিত্র করবেন না এবং তার জন্য যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি হবে। আর এটা তার জন্য হবে, যে তার পরিহিত বস্ত্রকে পায়ের গাঁটের নিচে অহংকারের সাথে মাটিতে ছেঁচড়ে নিয়ে বেড়ায়। এরূপই তাকে বলি। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ মহিলার দেহ থেকে লোম তুলে ফেলা কি বৈধ?

উত্তর ঃ মহিলার দেহে তিন প্রকার লোম আছে।

(ক) যা তুলে ফেলা ওয়াজেব। যেমন বগল ও গুপ্তাঙ্গের লোম।

(খ) যা তুলে ফেলা হারাম। যেমন ভ্রূর লোম।

(গ) যে লোম তোলার ব্যাপারে কোন আদেশ-নিষেধ নেই, তা তুলে ফেলা বৈধ। যেমন পিঠ বা পায়ের লোম। অনুরূপ চেহারায় পুরুষের মতো দাড়ি-গোঁফের অস্বাভাবিক লোম।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর অভিশাপ হোক সেই সব নারীদের উপর, যারা দেহাঙ্গে উলকি উৎকীর্ণ করে এবং যারা উৎকীর্ণ করায় এবং সে সব নারীদের উপর, যারা ভ্রূ চেঁছে সরু করে, যারা সৌন্দর্যের মানসে দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে, যারা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন আনে।' জনৈক মহিলা এ ব্যাপারে তাঁর (ইবনে মাসউদের) প্রতিবাদ করলে তিনি বললেন, 'আমি কি তাকে অভিসম্পাত করব না, যাকে আল্লাহর রসূল ﷺ অভিসম্পাত করেছেন এবং তা আল্লাহর কিতাবে আছে? আল্লাহ বলেছেন, "রসূল যে বিধান তোমাদেরকে দিয়েছেন তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাক।" *(সূরা হাশ্‌র ৭ আয়াত, বুখারী ও মুসলিম)*

প্রশ্ন ঃ পুরুষদের জন্য সোনা ব্যবহার হারাম। কিন্তু শোনা যায়, চার আনা পরিমাণ নাকি জায়েয, যাতে বিপদে কাজে আসে।---এ কথা কি ঠিক?

উত্তর ঃ পুরুষের জন্য সোনার চেন, ঘড়ি, আংটি, বোতাম, কলম ইত্যাদি ব্যবহার বৈধ নয়। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন, "সোনা ও রেশম আমার উম্মতের মহিলাদের জন্য হালাল এবং পুরুষদের জন্য হারাম করা হয়েছে।" (তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত ৪৩৪১নং)

ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ এক ব্যক্তির হাতে সোনার আংটি দেখলেন। তিনি তার হাত হতে তা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং বললেন, "তোমাদের কেউ কি ইচ্ছাকৃত দোযখের আঙ্গারকে হাতে নিয়ে ব্যবহার করে?"

অতঃপর নবী ﷺ চলে গেলে লোকটিকে বলা হল, 'তোমার আংটিটা কুড়িয়ে নিয়ে অন্য কাজে লাগাও। (অথবা তা বিক্রয় করে মূল্যটা কাজে লাগাও।)' কিন্তু লোকটি বলল, 'আল্লাহর কসম! আমি আর কক্ষনো তা গ্রহণ করব না, যা আল্লাহর রসূল ﷺ ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন।" (মুসলিম ২০৯০নং)

প্রকাশ থাকে যে, ব্যতিক্রমভাবে পুরুষের জন্য সোনার নাক বাঁধার অনুমতি রয়েছে ইসলামে। সাহাবী আরফাজার নাক কাটা গেলে নবী ﷺ তাঁকে সোনার নাক বানাতে আদেশ দিয়েছিলেন। (আহমাদ ১৮৫২৭, আবূ দাউদ ৪২৩২, তিরমিযী ১৭৭০, নাসাঈ ৫১৬১নং)

প্রয়োজনে সোনার তার দিয়ে দাঁত বাঁধতে অথবা সোনার দাঁত বাঁধিয়ে ব্যবহার করাতেও অনুমতি আছে শরীয়তে।

পক্ষান্তরে চার আনা সোনার আংটি ব্যবহারের বৈধতা শরীয়তে নেই। বিপদে প্রয়োজনে যে কোন স্বর্ণটুকরা হাতে না রেখে সাথেও তো রাখা যায়।

প্রকাশ থাকে যে, সোনা দিয়ে পালিশ করা জিনিসেও যেহেতু সোনা থাকে, সেহেতু তা পুরুষের জন্য ব্যবহার বৈধ নয়। (ইজি)

প্রশ্ন ঃ পুরুষদের জন্য সোনা ছাড়া অন্য ধাতুর চেন পরা কি বৈধ?

উত্তর ঃ যে অলংকার সাধারণতঃ মহিলাদের, তা পুরুষদের পরা বৈধ নয়। গলায় চেন,

কানে দুল, হাতে বালা ইত্যাদি পুরুষরা পরতে পারে না। কারণ তাতে মহিলাদের সাদৃশ্য অবলম্বন হয়। যেমন মহিলারা পুরুষদের মতো প্যান্ট-শার্ট পরতে পারে না। কারণ তাতে পুরুষদের সাদৃশ্য অবলম্বন হয়। আল্লাহর রসূল ﷺ নারীর বেশ ধারণকারী পুরুষদেরকে এবং পুরুষের বেশ ধারণকারী মহিলাদেরকে অভিশাপ করেছেন।

অন্য বর্ণনায় আছে, 'আল্লাহর রসূল ﷺ মহিলাদের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী পুরুষদেরকে এবং পুরুষদের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী মহিলাদেরকে অভিশাপ করেছেন।' (বুখারী)

'আল্লাহর রসূল ﷺ সেই পুরুষকে অভিসম্পাত করেছেন, যে মহিলার পোশাক পরে এবং সেই মহিলাকে অভিসম্পাত করেছেন যে পুরুষের পোশাক পরিধান করে।' (আবূ দাঊদ)

প্রশ্ন ঃ পাকা চুল-দাড়িতে কি কালো কলপ ব্যবহার করা বৈধ?

উত্তর ঃ পাকা চুল-দাড়ি সাদা না রেখে রঙিয়ে রাখা তাকীদপ্রাপ্ত সুন্নত। তবে তাতে কালো কলপ ব্যবহার করা বৈধ নয়। জাবের ﷺ বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন আবু কুহাফাকে আনা হল। তখন তাঁর চুল-দাড়ি ছিল 'যাগামা' ফুলের মত সফেদ (সাদা)। নবী ﷺ বললেন, "কোন রঙ দিয়ে এই সফেদিকে বদলে ফেল। আর কালো রঙ থেকে ওঁকে দূরে রাখ।" (মুসলিম, মিশকাত ৪৪২৪নং)

আর সকলের উদ্দেশ্যে সাধারণ নির্দেশ দিয়ে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "শেষ যামানায় এমন এক শ্রেণীর লোক হবে; যারা পায়রার ছাতির মত কালো কলপ ব্যবহার করবে, তারা জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না।" *(আবূ দাউদ ৪২১২, নাসাঈ, সহীহুল জামে' ৮১৫৩নং)*

প্রশ্ন ঃ মুসলিম মহিলার জন্য শাড়ি পরা কি বৈধ?

উত্তর ঃ শাড়ি যদি সারা দেহকে ঢেকে নেয়, তাহলে বৈধ। বলা বাহুল্য, পেট-পিঠ বের ক'রে রেখে অথবা পাতলা শাড়ি পরা বৈধ নয়। অনুরূপ এমন লেবাসও বৈধ নয় যাতে নারী-দেহের কোনও সৌন্দর্য প্রকাশ পায়। যে নারীরা এমন শাড়ি বা লেবাস পরে, তারা সেই নারীদলের অন্তর্ভুক্ত, যাদের ব্যাপারে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "দুই শ্রেণীর মানুষ জাহান্নামবাসী হবে, যাদেরকে এখনো আমি দেখিনি। তন্মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণী হল সেই মহিলাদল, যারা কাপড় পরা সত্ত্বেও যেন উলঙ্গ থাকবে, (যারা পাতলা অথবা খোলা লেবাস পরিধান করবে।) এরা (পর পুরুষকে নিজের প্রতি) আকৃষ্ট করবে এবং নিজেরাও (তার প্রতি) আকৃষ্ট হবে; তাদের মাথা হবে হিলে যাওয়া উটের কুঁজের মত। তারা জান্নাত প্রবেশ করবে না এবং তার সুগন্ধও পাবে না। অথচ তার সুগন্ধ এত-এত দূরবর্তী স্থান হতে পাওয়া যাবে।" *(মুসলিম ২১২৮-নং)*

প্রশ্ন ঃ সৌন্দর্যের জন্য ভ্রূ চাঁছা কি বৈধ?

উত্তর ঃ বৈধ নয়। কারণ 'আল্লাহর অভিশাপ হোক সেই সব নারীদের উপর, যারা দেহাঙ্গে উলকি উৎকীর্ণ করে এবং যারা উৎকীর্ণ করায় এবং সে সব নারীদের উপর, যারা ভ্রূ চেঁছে সরু করে, যারা সৌন্দর্যের মানসে দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে, যারা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন আনে।' (বুখারী, মুসলিম)

প্রশ্ন ঃ হাতের নখ লম্বা করা কি হারাম?

উত্তর ঃ হাতের নখ কেটে ফেলা প্রকৃতিগত সুন্নত। নবী ﷺ বলেছেন, "প্রকৃতিগত আচরণ (নবীগণের তরীকা) পাঁচটি অথবা পাঁচটি কাজ প্রকৃতিগত আচরণ, (১) খাত্না (লিঙ্গত্বক ছেদন) করা। (২) লজ্জাস্থানের লোম কেটে পরিষ্কার করা। (৩) নখ কাটা। (৪) বগলের লোম ছিঁড়া। (৫) গোঁফ ছেঁটে ফেলা।" (বুখারী ও মুসলিম)

আনাস ﷺ বলেন, 'মোছ ছাঁটা, নখ কাটা, নাভির নিচের লোম চাঁছা এবং বোগলের লোম তুলে ফেলার ব্যাপারে আমাদেরকে সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে; যাতে আমরা সে সব চল্লিশ দিনের বেশী ছেড়ে না রাখি।' (মুসলিম ২৫৮নং)

তাছাড়া তাতে রয়েছে জন্তু-জানোয়ার ও কিছু কাফের মহিলাদের অনুকরণ ও সাদৃশ্য অবলম্বন, যা মুসলিমের জন্য বৈধ নয়। (ইবা)

প্রশ্ন ঃ নখে নখ-পালিশ লাগানো কি বৈধ?

উত্তর ঃ নখে নখ-পালিশ লাগানো বৈধ। তবে উযু-গোসলের আগে তা তুলে ফেলতে হবে। নচেৎ উযু-গোসল শুদ্ধ হবে না। অবশ্য যে রঙে পানি আটকায় না, সে (আলতা বা মেহেন্দি জাতীয়) রঙ ব্যবহার করা যায়। (ইবা)

প্রশ্ন ঃ বিউটি-পার্লারে সুন্দরী সাজতে যাওয়া কি মুসলিম মহিলাদের জন্য বৈধ?

উত্তর ঃ কয়েকটি কারণে বৈধ নয় ঃ-

(ক) অপ্রয়োজনে তাতে অর্থের অপচয় হয়।

(খ) পুরুষ কর্মচারীর স্পর্শ নিতে হয়।

(গ) অপরের সামনে লজ্জাস্থান খুলতে হয়।

(ঘ) সৌন্দর্যে অনেক ক্ষেত্রে কাফের মহিলাদের সাদৃশ্য অবলম্বন হয়।

(ঙ) অনেক সময় গুপ্ত ক্যামেরায় মহিলার নগ্ন ছবি ধরে রাখা ও নেটে প্রচার করা হয়।

প্রশ্ন ঃ স্বামীর চোখে অধিক সুন্দরী সাজার জন্য কি মাথায় পরচুলা, নকল চুল বা টেসেল ব্যবহার করা যায়?

উত্তর ঃ মহিলার সুকেশ সৌন্দর্যের অন্যতম। মাথায় আদৌ চুল না থাকলে ত্রুটি ঢাকার জন্য পরচুলা ব্যবহার করা যায়। কিন্তু অধিক চুল দেখাবার জন্য তা বৈধ নয়। যেহেতু 'যে অপরের মাথায় পরচুলা বেঁধে দেয় এবং যে নিজের মাথায় তা বাঁধে, এমন উভয় মহিলাকেই নবী ﷺ অভিশাপ করেছেন।' (বুখারী ৫৯৪১, মুসলিম ২১২২, ইবনে মাজাহ ১৯৮৮নং)

প্রশ্ন ঃ সৌন্দর্যের জন্য প্লাস্টিক-সার্জারি বৈধ কি?

উত্তর ঃ প্লাস্টিক-সার্জারি দুটি উদ্দেশ্যে করা হয় ঃ আঙ্গিক ত্রুটি দূরীকরণের উদ্দেশ্যে অথবা অতিরিক্ত সৌন্দর্য আনয়নের উদ্দেশ্যে। প্রথম উদ্দেশ্যে বৈধ। যেমন বিকৃত ও কুশ্রী মুখমন্ডলে সৌন্দর্য আনয়নের উদ্দেশ্যে করা যায়। কিন্তু দ্বিতীয় উদ্দেশ্যে বৈধ নয়। কারণ তাতে আল্লাহর সৃষ্টিতে বিকৃতি সৃষ্টি করা হয়। যা শয়তানের প্ররোচনায় করা হয় (সূরা নিসা ১১৯ আয়াত)

আর মহানবী ﷺ (হাত বা চেহারায়) দেগে যারা নকশা ক'রে দেয় অথবা করায়, চেহারা থেকে যারা লোম তুলে ফেলে (ভ্রূ চাঁছে), সৌন্দর্য আনার জন্য যারা দাঁতের মাঝে

ঘসে (ফাঁক ফাঁক করে) এবং আল্লাহর সৃষ্টি-প্রকৃতিতে পরিবর্তন ঘটায় (যাতে তাঁর অনুমতি নেই) এমন সকল মহিলাদেরকে আল্লাহর অভিশাপ দিয়েছেন। *(বুখারী ৪৮৮৬নং, মুসলিম ২১২৫নং, আসহাবে সুনান)*

প্রশ্ন ঃ বৈধ খেলাধূলার সময় শর্ট-প্যান্ট পরা বৈধ কি?

উত্তর ঃ যে প্যান্টে জাং খোলা যায়, সে প্যান্ট্ পরাই বৈধ নয়। হাঁটু পর্যন্ত প্যান্ট্ পরে খেলাধূলা করা বা সাঁতার কাটা যায়। জাং-খোলা খেলোয়ারের খেলা দেখাও দর্শকদের জন্য বৈধ নয়।

মহানবী ﷺ বলেন, "তুমি তোমার উরু খুলে রেখো না এবং কোন জীবিত অথবা মৃতের উরুর দিকে তাকিয়ে দেখো না।" (আবূ দাঊদ, সহীহুল জামে' ৭৪৪০ নং)

অন্যত্র বলেন, "তুমি তোমার জাং ঢেকে নাও। কারণ, জাং হল লজ্জাস্থান।" (আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, হাকেম, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে' ৭৯০৬ নং)

পক্ষান্তরে কিশোরী ও যুবতীদের জন্য বৈধ নয় কোন পুরুষ (প্রশিক্ষক বা অন্য পুরুষের) সামনে অনুরূপ ব্যায়াম, শরীর-চর্চা বা খেলাধূলা করা অথবা সাঁতার কাটা, বৈধ নয় তা দর্শন করাও।

প্রশ্ন ঃ বাড়িতে পাখি পোষা কি জায়েয?

উত্তর ঃ সৌন্দর্য ও বিলাসিতার জন্য পিঞ্জারা বা ঘরের মধ্যে আবদ্ধ রেখে পাখি পোষা, হওয বা পাত্রের মধ্যে পানি রেখে মাছ পোষা বৈধ, যদি সঠিকভাবে খেতে-পান করতে দেওয়া হয় এবং কোন প্রকারে যুলুম না করা হয়।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "একজন মহিলা একটি বিড়ালের কারণে জাহান্নামে গেছে; যাকে সে বেঁধে রেখে খেতে দেয়নি এবং ছেড়েও দেয়নি; যাতে সে নিজে স্থলচর কীটপতঙ্গ ধরে খেত।" (বুখারী ২৩৬৫, ৩৪৮২, মুসলিম ২২৪২নং)

বুঝা গেল, যদি তাকে খেতে দিত, তাহলে জাহান্নামে যেত না। (ইবা)

প্রশ্ন ঃ চোখের ভিতরে কন্ট্যাক্ট-লেন্স ব্যবহার করা কি বৈধ?

উত্তর ঃ প্রয়োজন হলে অবশ্যই বৈধ। তবে বিনা প্রয়োজনে কেবল চোখের সৌন্দর্য আনয়নের জন্য অর্থের অপচয় ঘটানো ঠিক নয়। বৈধ নয় অনুরূপ সৌন্দর্য নিয়ে কাউকে ধোঁকা দেওয়া। (ইফা)

প্রশ্ন ঃ নক্সাদার বোরকা পরা কি বৈধ?

উত্তর ঃ মহিলার লেবাসের সৌন্দর্য; দৃষ্টি-আকর্ষী রঙ, নক্সা, ফুল ইত্যাদি গোপন করার জন্যই বোরকা বা চাদর ব্যবহার করা হয়। কিন্তু সেই বোরকা বা চাদরই যদি জরিদার, এমব্রয়ডারি করা, ফুলছাপা ইত্যাদি হয়, তাহলে তো তার উপরে আরো একটা বোরকা পরা ওয়াজেব হয়ে যায়। সুতরাং চাদর বা বোরকা সাদা-সিধা হবে, যা সৌন্দর্য গোপন করবে এবং বিতরণ করবে না। যা দেখে পুরুষের মনে শ্রদ্ধা সৃষ্টি করবে এবং আকর্ষণ সৃষ্টি করবে না। (ইজি)

প্রশ্ন ঃ চোখের পাতায় অতিরিক্ত লোম বা ল্যাশ লাগানো বৈধ কি?

উত্তর ঃ বৈধ নয়। এটিও পরচুলা লাগানোর মতো জালিয়াতির পর্যায়ে পড়ে। আর এমন

প্রসাধিকা মহিলা অভিশপ্তা। (ইজি)

প্রশ্ন ঃ শিশু-কিশোরীকে বুক ওঠার আগে বগল কাটা ফ্রক পরানো কি বৈধ নয়?

উত্তর ঃ মুসলিম মায়ের উচিত, শৈশব থেকেই মেয়েকে ইসলামী লেবাসে অভ্যস্ত ক'রে তোলা। কিশোরী মেয়ের প্রতি পাশবিক অত্যাচারের খবর প্রায় শোনা যায়। সুতরাং তার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করা আদৌ উচিত নয়। বলা বাহুল্য, শেলোয়ারের সাথে ফুল-হাতা কামিস বা ফ্রকই পরানো উচিত। সেই সাথে মাথায় ওড়না। যাতে শৈশব থেকেই তার মনে লজ্জাশীলতা, অপ্রগল্‌ভতা ও ধর্মভীরুতা স্থান ক'রে নিতে পারে।

প্রশ্ন ঃ হাদীসে এসেছে, 'সাধাসিধা বা আড়ম্বরহীন হয়ে থাকা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত।' তার মানে কি সৌন্দর্য অবলম্বন করা ঈমানের আলামত নয়?

উত্তর ঃ উক্ত হাদীসের অর্থ হল, লেবাসে-পোশাকে মুসলিম অতিরঞ্জন, বাড়াবাড়ি, বিলাসিতা ও অপচয় করবে না। তার পোশাকে জাঁকজমক, ঠাটবাট ও আড়ম্বর থাকবে না। নচেৎ সৌন্দর্য অবলম্বন করা দোষের নয়। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যার হৃদয়ে অণু পরিমাণও অহংকার থাকবে সে জান্নাতে যাবে না।" এক ব্যক্তি বলল, 'লোকে তো পছন্দ করে যে, তার পোশাক ও জুতা সুন্দর হোক (তাহলে সে ব্যক্তির কী হবে?)' নবী ﷺ বললেন, "অবশ্যই আল্লাহ সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। (সুতরাং সুন্দর জামা-পোষাক পরায় অহংকার নেই।) অহংকার হল, হক (সত্য) প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে ঘৃণা করার নাম।" *(মুসলিম ৯১নং, তিরমিযী, হাকেম ১/২৬)*

যেমন সাধাসিধা হয়ে থাকার মানে এও নয় যে, মুসলিম ন্যালাখ্যাপা হয়ে থাকবে, লেবাস পোশাক নোংরা হয়ে থাকবে এবং তার দেহ থেকে দুর্গন্ধ বের হবে। যেহেতু পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতাও ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ হাদীসের নির্দেশমতে বগলের লোম ছিঁড়ে বা তুলে ফেলতে হয়। কিন্তু আমাকে তা কষ্টকর মনে হয়। সুতরাং তা যদি কেটে বা চেঁছে ফেলি অথবা কেমিক্যাল দিয়ে তুলে ফেলি, তাহলে কোন ক্ষতি আছে কি?

উত্তর ঃ বগলের লোম ছিঁড়ে বা তুলে ফেলতে না পারলে তা ক্ষুর বা ব্লেড দিয়ে চেঁছে ফেলা অথবা কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলা অথবা কেমিক্যাল দিয়ে তুলে ফেলায় কোন দোষ নেই। (ইজি)

প্রশ্ন ঃ অনেক মহিলার ধারণা, লম্বা নখে সৌন্দর্য আছে। সুতরাং নখ লম্বা ছেড়ে রাখায় কোন দোষ আছে কি?

উত্তর ঃ লম্বা নখে সৌন্দর্য নেই। অবশ্য বিকৃত পছন্দের অনেকের নিকট তা থাকতে পারে। কিন্তু শরীয়তে নখ লম্বা করায় অনুমতি নেই। বরং মানুষের প্রকৃতি তা লম্বা রাখার বিরোধী। তাই চল্লিশ দিনের মাথায় তা কেটে ফেলতেই হবে। মহানবী ﷺ বলেছেন, "প্রকৃতিগত আচরণ পাঁচটি অথবা পাঁচটি কাজ প্রকৃতিগত আচরণ, (১) খাত্‌না (লিঙ্গত্বক ছেদন) করা। (২) লজ্জাস্থানের লোম কেটে পরিষ্কার করা। (৩) নখ কাটা। (৪) বগলের লোম ছিঁড়া। (৫) গোঁফ ছেঁটে ফেলা।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

আনাস ﷺ বলেন, 'মোছ ছাঁটা, নখ কাটা, নাভির নিচের লোম চাঁছা এবং বোগলের লোম তুলে ফেলার ব্যাপারে আমাদেরকে সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে; যাতে আমরা সে সব চল্লিশ দিনের বেশী ছেড়ে না রাখি।' *(মুসলিম ২৫৮-নং)*

প্রশ্ন ঃ শোনা যায়, 'মোছের পানি হারাম।'---এ কথা কি ঠিক?

উত্তর ঃ যে পানিতে মোছ ডুবেছে, সে পানি প্রকৃতিগতভাবে ঘৃণ্য হতে পারে। তবে সে পানি পান করা হারাম, তা বলা যায় না। অবশ্য মোছ ছেঁটে ছোট করার নির্দেশ আছে শরীয়তে। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "তোমরা দাড়ি বাড়াও, মোছ ছোট কর, পাকা চুলে (কালো ছাড়া অন্য) খেযাব লাগাও এবং ইয়াহুদ ও নাসারার সাদৃশ্য অবলম্বন করো না।" *(আহমাদ, সহীহুল জামে' ১০৬৭নং)*

তিনি আরো বলেছেন, "যে ব্যক্তি তার মোছ ছাঁটে না, সে আমার দলভুক্ত নয়।" *(তিরমিযী, ২৭৬২, সহীহুল জামে' ৬৫৩৩নং)*

প্রশ্ন ঃ চুল-নখ ইত্যাদি কেটে ফেলার পর তা দাফন করা কি বিধেয়?

উত্তর ঃ সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন উমার কর্তৃক এরূপ আমল বর্ণিত আছে। অনেক ফুক্বাহাও তা মুস্তাহাব মনে করেন। (ইউ) আর এ কথা বিদিত যে, বহু যাদুকর তা দিয়ে যাদুও ক'রে থাকে। সুতরাং সতর্কতাই বাঞ্ছনীয়।

প্রশ্ন ঃ দাড়ি রাখা কি সুন্নত, নাকি ওয়াজেব?

উত্তর ঃ দাড়ি রাখা সকল নবীর সুন্নত (তরীকা)। কিন্তু উম্মতের জন্য তা পালন করা ওয়াজেব। যেহেতু আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "তোমরা দাড়ি বাড়াও, মোছ ছোট কর, পাকা চুলে (কালো ছাড়া অন্য) খেযাব লাগাও এবং ইয়াহুদ ও নাসারার সাদৃশ্য অবলম্বন করো না।" (আহমাদ, সহীহুল জামে' ১০৬৭নং)

তিনি আরো বলেছেন, "মোছ ছেঁটে ও দাড়ি রেখে অগ্নিপূজকদের বৈপরীত্য কর।" (মুসলিম ২৬০ নং)

প্রশ্ন ঃ দাড়ি কি মোটেই ছাঁটা চলবে না? নাকি সৌন্দর্যের জন্য এক মুঠির বেশি দাড়ি ছেঁটে ফেলা যায়?

উত্তর ঃ নবী ﷺ-এর ব্যাপক নির্দেশ পালন করতে গিয়ে দাড়িকে নিজের অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া ভাল। যেহেতু তিনি যে দাড়ি ছাঁটতেন, তার সহীহ দলীল নেই। তবে সাহাবীদের আমল থেকে বুঝা যায় যে, এক মুঠির অতিরিক্ত দাড়ি ছেঁটে ফেলা যায়।

গান-বাজনা, খেলাধূলা

প্রশ্ন ঃ গান-বাজনা শোনা বৈধ কি? সেই সমস্ত টি,ভি-সিরিজ দেখা বৈধ কি? যাতে অর্ধনগ্না নারীদেহ প্রদর্শিত হয় ?

উত্তর ঃ- গান-বাজনা শোনা হারাম। আর তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে লেশমাত্র সন্দেহ নেই। সলফে সালেহীন; সাহাবা ও তাবেঈন কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, গান অন্তরে মুনাফিকী (কপটতা) উদ্গত করে। উপরন্তু গান শোনা -- অসার বাক্য শোনা এবং তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার পর্যায়ভুক্ত। আর আল্লাহ তাআলা বলেন,

[وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُواً ، أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ]

অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে কেউ কেউ এমনও রয়েছে যারা অজ্ঞতায় লোকদেরকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করার জন্য অসার বাক্য বেছে নেয় এবং আল্লাহর প্রদর্শিত পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। ওদেরই জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।" *(সূরা লুকমান ৬ আয়াত)*

ইবনে মাসউদ ﷺ উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'সেই আল্লাহর কসম যিনি ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই! নিশ্চয় তা (অসার বাক্য) হচ্ছে গান।' সাহাবাগণের ব্যাখ্যা (তফসীর) এক প্রকার দলীল। তফসীরের তৃতীয় পর্যায়ে এর মান রয়েছে। যেহেতু তফসীরের তিনটি পর্যায়; কুরআনের তফসীর কুরআন দ্বারা, কুরআনের তফসীর সুন্নাহ দ্বারা এবং কুরআনের তফসীর সাহাবাগণের উক্তি দ্বারা। এমনকি কিছু উলামার সিদ্ধান্ত এই যে, সাহাবীর তফসীর রসূল ﷺ-এর তফসীরের পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু শুদ্ধ অভিমত এই যে, তা রসূল ﷺ-এর তফসীরের পর্যায়ভুক্ত নয়। অবশ্য তা বিভিন্ন উক্তিসমূহের মধ্যে সঠিকতার অধিকতর নিকটবর্তী।

পক্ষান্তরে গান-বাজনা শ্রবণ করার অর্থই হল, সেই কর্মে আপতিত হওয়া, যা থেকে নবী ﷺ সাবধান করেছেন। তিনি বলেন, "নিশ্চয় আমার উম্মতের মধ্যে এমন কতক সম্প্রদায় হবে যারা ব্যভিচার, রেশম বস্ত্র, মদ্য এবং বাদ্য-যন্ত্রকে হালাল মনে করবে।" *(বুখারী প্রভৃতি)* অর্থাৎ, তারা নারী-পুরুষের অবৈধ যৌন-সম্পর্ক, মদপান এবং রেশমের কাপড় পরাকে হালাল ও বৈধ মনে করবে অথচ তারা পুরুষ, তাদের জন্য রেশম বস্ত্র পরিধান বৈধ নয়। অনুরূপ মিউজিক বা বাজনা শোনাকেও বৈধ ভাববে। আর বাদ্য-যন্ত্র, যার শব্দে মন উদাস হয়, এমন অসার যন্ত্রকে বলে। হাদীসটিকে ইমাম বুখারী আবু মালেক আল আশআরী অথবা আবু আমের আল আশআরী থেকে বর্ণনা করেছেন।

সুতরাং এই কথার উপর ভিত্তি ক'রে আমি আমার মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দের প্রতি গান-বাদ্য শ্রবণ করা থেকে সাবধান হওয়ার জন্য এই উপদেশবাণী প্রেরণ করছি। তারা যেন এমন আলেমদের কথায় ধোঁকা না খায়, যাঁরা বাদ্য-যন্ত্রকে বৈধ বলে মত প্রকাশ করেছেন। যেহেতু এর অবৈধতার সপক্ষে সমস্ত দলীল ব্যক্ত ও সুস্পষ্ট।

আর টি,ভি-সিরিজ যাতে মহিলা প্রদর্শিত হয় তা দেখাও হারাম। যেহেতু তা ফিতনা (বিঘ্ন) এবং (অবৈধ) নারীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার দিকে ধাবিত করে। পরন্তু সমস্ত সিরিজের অধিকাংশই ক্ষতিকারক। যদিও তাতে পুরুষ নারীকে এবং নারী পুরুষকে দর্শন না করে। যেহেতু এ সবের পশ্চাতে সাধারণতঃ উদ্দেশ্য থাকে সমাজকে তার আচরণ ও চরিত্রে ক্ষতিগ্রস্ত করা। আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন মুসলমানদেরকে এর অনিষ্ট থেকে বাঁচান। আর আল্লাহই অধিক জানেন। *(ইউ)*

প্রশ্ন ঃ গজল গাওয়া ও শোনা কি বৈধ?

উত্তর ঃ গজলও গানের মতোই। তা অসার ও অশ্লীল না হলে এবং শির্ক ও বিদআতমুক্ত থাকলে গাওয়া ও শোনা বৈধ। কিন্তু তাতে বাজনা বা মিউজিক থাকলে তা

যতই ভাল ও তাওহীদমূলক হোক, গাওয়া ও শোনা বৈধ নয়।

প্রশ্ন ঃ বিয়ে ও ঈদের সময় 'দুফ' বাজিয়ে ছোট ছোট মেয়েরা বৈধ গীত গাইতে পারে। অন্য খুশীর উপলক্ষ্যেও কি অনুরূপ দুফ বাজিয়ে গীত গাওয়া যায়?

উত্তর ঃ বিয়ে ও ঈদ ছাড়া অন্য কোন খুশীর উপলক্ষ্যে দুফ বাজানো বৈধ নয়। একদা কোন যুদ্ধ থেকে মহানবী ﷺ বিজয়ী হয়ে ফিরে এলে একটি কৃষ্ণকায় দাসী এসে বলল, '(হে আল্লাহর রসূল!) আমি নযর মেনেছিলাম যে, আপনি ভালভাবে ফিরে এলে আমি আপনার কাছে দুফ বাজাব।' নবী ﷺ বললেন, "তুমি যদি নযর মেনে থাকো, তাহলে তা পূরা কর। আর না মেনে থাকলে তা করো না।" সুতরাং দাসীটি দুফ বাজাতে লাগল। ইতিমধ্যে আবূ বাক্র প্রবেশ করলেন। তখনও সে বাজাতে থাকল। অন্য কেউ এসে উপস্থিত হলেও সে বাজাতে থাকল। অবশেষে উমার প্রবেশ করলে দুফটাকে সে নিজ পিছনে লুকিয়ে কাপড়ে মুখও লুকাতে লাগল। তা দেখে আল্লাহর রসূল ﷺ উমারের উদ্দেশ্যে বললেন, "শয়তানও তোমাকে ভয় পায় হে উমার!" (আহমাদ, তিরমিযী, সিঃ সহীহাহ ১৬০৯নং)

উক্ত হাদীস থেকেও বুঝা যায় যে, বিয়ে ও ঈদ ছাড়া অন্য উপলক্ষ্যে দুফ বাজানো বৈধ নয়। অবশ্য নযর পালন করা ও সে ব্যাপারে নবী ﷺ-এর অনুমতি দেওয়া এ কথার দলীল যে, এ কেবল তাঁর ফিরে আসার জন্য নির্দিষ্ট। যেহেতু তাঁর নিরাপদে ফিরে আসার বিষয়টা ঈদ ও বিয়ের চাইতেও বেশি খুশীর বিষয়। (বানী)

প্রশ্ন ঃ বাজনা হারাম। কিন্তু হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে গরু-ছাগলের গলায় ঘন্টা বাঁধা বৈধ কি?

উত্তর ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সেই কাফেলার সঙ্গে (রহমতের) ফিরিশ্তা থাকেন না, যাতে কুকুর কিংবা ঘুঙুর থাকে।" *(মুসলিম)* তিনি আরো বলেছেন, "ঘন্টা বা ঘুঙুর শয়তানের বাঁশি।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

সুতরাং অপ্রয়োজনে তা ব্যবহার করা বৈধ নয়। তবে প্রয়োজনে হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে পশুর গলায়, টেলিফোন বা মোবাইলের রিং-টনে, এলার্ম ঘড়িতে, বাড়ির কলিং-বেল ইত্যাদিতে ব্যবহার করা দূষণীয় নয়। (ইজি)

প্রকাশ থাকে যে, এ সব ক্ষেত্রে মিউজিক জাতীয় কিছু ব্যবহার করা বৈধ নয়। বৈধ হল সাধারণ রিং।

প্রশ্ন ঃ- তাস ও দাবা খেলা বৈধ কি ?

উত্তর ঃ- উলামাগণ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, উভয় প্রকার খেলাই হারাম। আল্লাহ তাঁদের প্রতি করুণা করুন। যেমন আমাদের শায়খ ও ওস্তাদগণও তা উল্লেখ করেছেন। এই সিদ্ধান্তের কারণ এই যে, উভয় খেলাতে মানুষের মধ্যে বহু ঔদাস্য এবং আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার যিক্র ও স্মরণে বাধা সৃষ্টি হয়। আবার কখনো কখনো উভয় খেলাই খেলোয়াড়দের মধ্যে শত্রুতা ও দ্বেষের কারণ হয়। পরন্তু অনেক ক্ষেত্রে ঐ সব খেলাতে অর্থের বাজিও রাখা হয়। আর এ কথা বিদিত যে, প্রতিযোগীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার উপর কোন পণ বা বাজি রাখা বৈধ নয়। তবে যে প্রতিযোগিতায় বাজি

রাখায় শরীয়ত অনুমতি দিয়েছে তাতে রাখা চলে এবং তা মাত্র তিনটি প্রতিযোগিতা ; তীর, উট ও ঘোড়া প্রতিযোগিতা। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তাস ও দাবা খেলার খেলোয়াড়দের অবস্থা চিন্তা করে, সে বুঝতে পারে যে, তারা তাতে কত বেশী সময় নষ্ট করে; যার সমস্তই আল্লাহর আনুগত্যের বাইরে এবং তাদের নিজস্ব কোন পার্থিব উপকার লাভ ছাড়াই তা অতিবাহিত ক'রে ফেলে।

আবার কিছু লোক বলে থাকে যে, তাস ও দাবা খেলায় নাকি ব্রেন খুলে এবং বুদ্ধি বাড়ে। কিন্তু বাস্তব তাদের দাবীর বাইরে। বরং ঐ সব খেলা ব্রেনকে ভোঁতা করে এবং এই প্রকার বুদ্ধিতেই ব্রেনকে সীমাবদ্ধ ক'রে রাখে। সুতরাং যদি কেউ তার চিন্তাশক্তিকে উক্ত পদ্ধতি ছাড়া অন্যভাবে (ভিন্ন বিষয়ে) ব্যবহার করে, তবে সে কিছু ফল লাভ করতে সক্ষম হয় না।

অতএব এই কথার উপর ভিত্তি ক'রে বলা যায় যে, যে খেলা ব্রেনকে ভোঁতা করে এবং তাকে এই প্রকার বুদ্ধিতেই সীমিত করে রাখে সেই খেলা থেকে জ্ঞানী মানুষকে দূরে থাকা আবশ্যক। *(ইউ)*

প্রশ্ন ঃ- কিছু লোক তর্কের উপর বাজি রাখে এবং তা বৈধ মনে ক'রে থাকে; কিন্তু আসলে তা বৈধ কি ?

উত্তর ঃ- তর্কের উপর পণ রাখা বহু লোকের নিকট বিদিত। তা এই রূপে হয় যে, দুই ব্যক্তি কোন বিষয়ে মতভেদ ক'রে তর্কের সাথে বলে, 'আমি যা বলছি তা যদি সত্য বা সঠিক হয়, তাহলে তোমাকে এই এই লাগবে।' এবং যা লাগবে তার নাম নেয়। (অর্থাৎ এত মিষ্টি খাওয়াতে হবে বা এত পয়সা দিতে হবে ইত্যাদি বলে)। 'আর তুমি যা বলছ তা যদি সত্য বা সঠিক হয়, তাহলে আমি এই এই দেব।' এবং যা দেবে তার নাম নেয়। এরূপ বাজি রাখা হারাম। কারণ এ কাজ জুয়ার পর্যায়ভুক্ত, যাকে আল্লাহ তাআলা মদের পাশাপাশি উল্লেখ ক'রে বলেছেন,

[يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ، إِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ]

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য-নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর। এতে তোমরা সফলকাম হতে পারবে। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে ও নামাযে বাধা দিতে চায়। অতএব তোমরা কি নিবৃত্ত হবে?" *(সূরা মাইদাহ ৯০-৯১ আয়াত)*

এই ভিত্তিতে উক্ত প্রকার জুয়াবাজি অবৈধ। কিছু লোকের তাকে 'বৈধ' বলা তার নিকৃষ্টতাকে অধিক বৃদ্ধি করে। যেহেতু সে অন্যায়কে ন্যায় সাব্যস্ত করে এবং তার আসল নাম বর্জন ক'রে ভিন্ন নামকরণ করে। আর তার উপর বৈধতার রঙ চড়িয়ে দেয়, ফলে সে

যা দাবী করে, তাতে মিথ্যুক প্রমাণিত হয় এবং যা ব্যক্ত করে, তাতে সে প্রতারক প্রতীয়মান হয়। *(ইউ)*

প্রশ্ন ঃ প্রতিযোগিতায় বিতরিত পুরস্কার গ্রহণ করা বৈধ কি?

উত্তর ঃ পুরস্কার যদি প্রতিযোগী পক্ষ ছাড়া অন্য কোন পক্ষ দেয়, তাহলে তা গ্রহণ করায় দোষ নেই। দোষ হল প্রতিযোগীদের আপোসে পুরস্কার রেখে হার-জিতে লাভ-নোকসান হলে। যেহেতু তা জুয়ার পর্যায়ভুক্ত। আর মহানবী ﷺ বলেছেন,

لاَ سَبْقَ إلاَّ فِى خُفٍّ أَوْ فِى حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ.

অর্থাৎ, উট, ঘোড়া অথবা তীর প্রতিযোগিতা ছাড়া অন্য প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বৈধ নয়। (আবূ দাঊদ ২৫৭৪, তিরমিযী ১৭০০নং)

যেহেতু এ তিনটি জিনিস জিহাদে কাজে লাগে, তাই তাতে সকল প্রকার পুরস্কার বৈধ করা হয়েছে। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ পকেমোন Pokemon, Pocket-monster খেলা বৈধ কি?

উত্তর ঃ দ্বীনী ও আর্থিক নানা ক্ষতির কারণে এ খেলা বৈধ নয়। বৈধ নয় এ খেলার কোন যন্ত্র বিক্রয় ও তার দ্বারা ব্যবসা। (ইজি, লাদা, বিস্তারিত দ্রঃ ফাতাওয়া উলামায়িল বালাদিল হারাম ১২৬২-১২৭০পৃঃ)

প্রশ্ন ঃ কুস্তি খেলা বৈধ কি?

উত্তর ঃ সতর-ঢাকার মতো লেবাস পরে কুস্তি খেলা বৈধ। খোদ নবী ﷺ কুস্তি লড়ে প্রসিদ্ধ কুস্তিগির রুকানাকে হারিয়ে দিয়েছিলেন। (আবূ দাঊদ ৪০৭৮, তিরমিযী ১৭৮৫, বাইহাক্বী ১০/১৮, গায়াতুল মারাম ৩৭৮নং) তবে ফ্রিস্টাইল কুস্তি বৈধ নয়। কারণ তাতে শরীরচর্চার চাইতে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার ইচ্ছাই বেশি থাকে।

প্রশ্ন ঃ ষাঁড়-লড়াই খেলা কি বৈধ?

উত্তর ঃ ষাঁড়ের সাথে এ খেলা বৈধ নয়। কারণ এতে বড় বিপদ ও প্রাণহানির আশঙ্কা আছে।

প্রশ্ন ঃ মুষ্টিযুদ্ধ খেলা বৈধ কি?

উত্তর ঃ মুষ্টিযুদ্ধ খেলা বৈধ নয়। কারণ এ খেলা বড় ঘাত-প্রতিঘাতের খেলা। যাতে বিপদাশঙ্কা খুব বেশি। আর মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (١٩٥) سورة البقرة

অর্থাৎ, তোমরা নিজেরা নিজেদের সর্বনাশ করো না। (বাক্বারাহ ঃ ১৯৫)

প্রশ্ন ঃ লটারির টিকিট কেনা কি বৈধ? তার পুরস্কারের অর্থ কি হালাল? কোন জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য কি লটারি খেলা ছাড়া যায়?

উত্তর ঃ লটারি জুয়ার পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং পুরস্কারের লোভে তার টিকিট কেনা হারাম, তার পুরস্কারও হারাম। আর হারাম দিয়ে কোন ভাল কাজের সহযোগিতা করা প্রস্রাব দিয়ে পায়খানা ধোয়ার মতো। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ

الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ (٩١) سورة المائدة

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্যনির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও নামাযে বাধা দিতে চায়! অতএব তোমরা কি নিবৃত্ত হবে না? (মায়িদাহ ঃ ৯০-৯১)

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} (٢٩) سورة النساء

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা একে অন্যের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। তবে তোমাদের পরস্পর সম্মতিক্রমে ব্যবসার মাধ্যমে (গ্রহণ করলে তা বৈধ)। (নিসা ঃ ২৯)

যদিও মনে করা হয় যে, লটারি খেলার টাকা দিয়ে মানুষের উপকার করা হয়, তবুও জানতে হবে যে, তাতে পাপ আছে। আর যাতে পূণ্য ও পাপ এক সাথে দুটোই আছে, তা বর্জন করাই জ্ঞানীর কাজ। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا}

অর্থাৎ, লোকে তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, 'উভয়ের মধ্যে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য (যৎকিঞ্চিৎ) উপকারও আছে, কিন্তু ওদের পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক।' (বাক্বারাহ ঃ ২১৯)

প্রশ্ন ঃ 'বেবিফুট' খেলা বৈধ কি?

উত্তর ঃ শিশুর মূর্তির মাধ্যমে হাত দ্বারা পরিচালিত ঐ ফুটবল খেলা বৈধ নয়। যেহেতু তাতে শরীরিক কোন উপকার সাধিত হয় না। পরন্তু অযথা সময় ব্যয় হয়। তাছাড়া তাতে রয়েছে মূর্তি, যা ইসলামের ঘোর পরিপন্থী। (লাদা)

প্রশ্ন ঃ- হাফ প্যান্ট্ পরে ব্যায়াম-চর্চা করা বা খেলা বৈধ কি ? এমন চর্চাকারীকে দর্শন করাই বা কী ?

উত্তর ঃ- ব্যায়াম-চর্চা করা বৈধ; যদি তা কোন ওয়াজেব জিনিস বা কর্ম থেকে উদাসীন ও প্রবৃত্ত করে না ফেলে। কারণ তা যদি কোন ওয়াজেব কর্ম থেকে প্রবৃত্ত করে, তাহলে হারাম হবে। আবার যদি ব্যায়াম করা কারো চিরাচরিত অভ্যাস হয়, যাতে তার অধিকাংশ সময় তাতেই ব্যয় হয়, তাহলে তা সময় নষ্টকারী অভ্যাস। যার সর্বনিম্ন মান হবে মকরুহ (ঘৃণিত আচরণ)।

পক্ষান্তরে যদি ব্যায়াম চর্চাকারীর দেহে কেবল হাফ প্যান্ট্ থাকে, যাতে তার জাং অথবা জাঙ্গের বেশীর ভাগ অংশ দেখা যায়, তাহলে তা অবৈধ। যেহেতু শুদ্ধ অভিমত এই যে,

যুবকের জন্য তার উরু আবৃত করা ওয়াজেব। তাই যদি খেলোয়াড়রা উক্ত উরু খোলা রাখা অবস্থায় থাকে, তাহলে তাদেরকে (ও তাদের খেলা) দর্শন করা বৈধ নয়। (ইউ)

এ তো পুরুষ ব্যায়াম চর্চাকারী ও খেলোয়াড়দের কথা। পক্ষান্তরে চর্চাকারিণী বা খেলোয়াড় যদি নারী হয়, তাহলে তার অবৈধতার গাঢ়তা কত তা অনুমেয়!

ছবি-মূর্তি

প্রশ্নঃ কোন প্রাণীর ছবি বা মূর্তি কেবল সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য ঘরে স্থাপন করা বৈধ কি?

উত্তর ঃ ছবি ও মূর্তিতে যেহেতু পৌত্তলিকতা আছে, সেহেতু তা ঘরে বা রাস্তার মোড়ে স্থাপন করা বৈধ নয়। মূর্তি থেকেই পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম মূর্তিপূজা শুরু হয়েছে নূহ ﷺ-এর যুগে। তাই ইসলাম মূর্তি ও মূর্তিপূজার ঘোর বিরোধী। সে জন্যই শরীয়তের নির্দেশ হল, 'কোন (বিচরণশীল প্রাণীর) ছবি বা মূর্তি দেখলেই তা নিশ্চিহ্ন ক'রে দেবে এবং কোন উঁচু কবর দেখলে তা সমান ক'রে দেবে।' (মুসলিম ৯৬৯নং)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কিয়ামতের দিনে ছবি বা মূর্তি নির্মাতাদের সর্বাধিক কঠিন শাস্তি হবে।" (বুখারী ৫৯৫০, মুসলিম ২১০৯নং)

"সে ঘরে (রহমতের) ফিরিশ্তা প্রবেশ করেন না, যে ঘরে কুকুর থাকে এবং সে ঘরেও নয়, যে ঘরে ছবি বা মূর্তি থাকে।" (বুখারী ও মুসলিম)

প্রশ্নঃ যে লেবাসে কোন প্রাণীর ছবি থাকে, সে লেবাস পরা বৈধ কি?

উত্তর ঃ যে লেবাসে কোন (বিচরণশীল) প্রাণীর ছবি থাকে, সে লেবাস পরা মুসলিমের জন্য বৈধ নয়। কারণ ছবি ও মূর্তি ইসলামের চরম পরিপন্থী। (ইউ)

প্রশ্নঃ ফটোগ্রাফের বা ক্যামেরার ছবিও কি হারাম?

উত্তর ঃ অনেকে বলেছেন, 'ক্যামেরার ছবি নিষেধের পর্যায়ভুক্ত নয়।' কিন্তু নিষেধের কারণ বিশ্লেষণ করলে তা অবৈধই মনে হয়। তবে পরিচয়পত্র ইত্যাদির প্রয়োজনে তা বৈধ।

প্রশ্নঃ ভিডিওর ছবিও কি জায়েয নয়?

উত্তর ঃ অনেকে বলেছেন, 'ভিডিওর ছবি গুপ্ত থাকে, সময়ে দেখা যায়। সুতরাং তা আয়না ও পানির উপরে প্রকাশিত ছবির মতো। তা নিষেধের পর্যায়ভুক্ত নয়।' বর্তমান যুগে সে ছবির প্রয়োজনীয়তা অধিকাংশ উলামা অস্বীকার করতে পারেন না।

প্রশ্নঃ বাচ্চাদের খেলনা-পুতুলের ব্যাপারে বিধান কী?

উত্তর ঃ বাচ্চারা নিজে যে সব পুতুল কাপড় দিয়ে বানিয়ে খেলা করে, তা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। যেহেতু এই শ্রেণীর পুতুল নিয়ে মা আয়েশা দাম্পত্যের প্রথম জীবনে নবী ﷺ-এর সামনে খেলা করতেন। কিন্তু যে খেলনা নিখুঁতভাবে মানুষের বা অন্য প্রাণীর আকার-আকৃতি দিয়ে তৈরি, যা কথা বলে, কান্না করে, আওয়াজ করে, হাঁটে বা নাচে, তা বৈধ কি না---তাতে সন্দেহ আছে। (ইউ)

অনেক উলামার মতে যা শিশুদের খেলনা এবং যা অবজ্ঞা ও অবমাননার পুতুল বা ছবি, তা বৈধ। অনেকের মতে কাপড় বা তুলোর পুতুল ছাড়া অন্য পুতুল অবৈধ। অবশ্য

পূর্বসতর্কতামূলক আমল হিসাবে তা শিশুদের জন্য ক্রয় না করাই উত্তম।

প্রশ্নঃ স্কুলের ছবি অঙ্কন বিষয়ক ক্লাশে প্রাণীর ছবি আঁকতে আদেশ করা হয়। সে ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীরা কী করতে পারে?

উত্তর ঃ বিচরণশীল প্রাণীর ছবি আঁকা বৈধ নয়। যদি কেউ আঁকতে একান্ত বাধ্যই হয়, তাহলে প্রাণীর মাথাটা আঁকবে না। (ইউ)

ড্রেসের ডিজাইন আঁকতে মাথাহীন দেহের উপর ড্রেস আঁকতে পারা যায়। মাথাহীন স্ট্যাচুর দেহে পোশাক পরিয়ে তা শো করা যায়। কোন ছবি বা মূর্তির মাথা না থাকলে ক্ষতির আওতায় পড়ে না। মহানবী ﷺ বলেছেন,

الصورةُ الرأس، فإذا قطعَ الرأس، فلا صورة.

অর্থাৎ, মূর্তি বা ছবি হল মাথাটাই। সুতরাং মাথা কেটে দেওয়া হলে সে ছবি বা মূর্তিতে সমস্যা নেই। (সিঃ সহীহাহ ১৯২ ১নং)

প্রশ্নঃ মূর্তি বা পুতুল তৈরির কারখানায় চাকরি করা বৈধ কি?

উত্তর ঃ এমন কারখানায় চাকরি বৈধ নয়। বৈধ নয় এমন শিল্পী ও ছবিনির্মাতাদের উপার্জন। যেহেতু ইসলামে যা হারাম, তার ব্যবসা হারাম, তাতে কোনও প্রকার সহযোগিতা ক'রে চাকরি করা হারাম।

আল্লাহর রসূল ﷺ সূদখোর, সূদদাতা, সূদের লেখক এবং তার উভয় সাক্ষ্যদাতাকে অভিশাপ করেছেন। আর বলেছেন, "(পাপে) ওরা সকলেই সমান।" (মুসলিম ১৫৯৮নং)

মদের ব্যাপারে তিনি বলেছেন, "মদ পানকারীকে, মদ পরিবেশনকারীকে, তার ক্রেতা ও বিক্রেতাকে, তার প্রস্তুতকারককে, যার জন্য প্রস্তুত করা হয় তাকে, তার বাহককে ও যার জন্য বহন করা হয় তাকে আল্লাহ অভিশাপ করেছেন।" *(আবূ দাউদ ৩৬৭৪, ইবনে মাজাহ ৩৩৮০নং)*

ইবনে মাজার বর্ণনায় আছে, "তার মূল্য ভক্ষণকারীও (অভিশপ্ত)।" *(সহীহুল জামে' ৫০৯১নং)*

প্রশ্নঃ ছবি আঁকলে বা মূর্তি বানালে তা আল্লাহর সৃষ্টির সাথে টেক্কা দেওয়া হয়। কিন্তু আল্লাহরই সৃষ্টি বাজ, পায়রা প্রভৃতি পাখীকে মমি ক'রে বাড়িতে সাজিয়ে রাখলে দোষ আছে কি? যেহেতু তা তো মূর্তি নয়।

উত্তর ঃ এ কাজ মূর্তি নির্মাণের শামিল নয় এবং আল্লাহর সৃষ্টিকে টেক্কা দেওয়াও নয়। তবে তাতে অযথা প্রাণিহত্যা ও অপচয় রয়েছে এবং তা গৃহে মূর্তিস্থাপনের চোরা পথ ও সুসদৃশ। তাই তা বৈধ নয়। (লাদা)

আখলাক ও ব্যবহার

প্রশ্নঃ 'কিয়াম' বৈধ কি ?

উত্তর ঃ 'কিয়াম' কয়েক প্রকারের। (ক) কারো তা'যীমের উদ্দেশ্যে কিয়াম করা, যেমন

রাজা-বাদশাদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা হয়। এমন কিয়াম বৈধ নয়। যেহেতু প্রিয় রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, লোক তার জন্য দন্ডায়মান হোক সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে ক'রে নেয়।" *(মুসনাদে আহমাদ)*

(খ) আগন্তুকের সম্মানার্থে উঠে দাঁড়ানো। তাকে আগে বেড়ে আনার জন্য নয়, তাকে ধরে বসাবার জন্য নয়, তার সাথে মুসাফাহা-মুআনাক্বা করার জন্য নয়। সে প্রবেশ করলে অথবা প্রস্থান করলে তার তা'যীমের উদ্দেশ্যে খাড়া হওয়া অতঃপর বসে যাওয়া। এই শ্রেণীর 'কিয়াম'ও হারাম না হলে মাকরূহ তো বটেই। যেহেতু আনাস ؓ বলেন, 'তাঁদের (সাহাবাদের) নিকট রসূল ﷺ অপেক্ষা অন্য কেউই প্রিয়তম ছিল না। তা সত্ত্বেও তাঁরা যখন তাঁকে দেখতেন, তখন তাঁর জন্য উঠে দাঁড়াতেন না। যেহেতু তাঁরা জানতেন যে, তিনি তা অপছন্দ করেন।" *(তিরমিযী)*

(গ) আগন্তককে আগে বেড়ে আনার জন্য, তাকে ধরে বসাবার জন্য, তার সাথে মুসাফাহা-মুআনাক্বা করার জন্য উঠে দাঁড়ানো সুন্নত।

রসূল ﷺ-এর কন্যা ফাতেমা তাঁর নিকট এলে তিনি তাঁর প্রতি উঠে গিয়ে তাঁর হাত ধরতেন (মুসাফাহাহ করতেন), তাকে চুমা দিতেন এবং নিজের আসনে তাঁকে বসাতেন। তদনুরূপ তিনি ফাতেমার নিকট এলে তিনিও পিতার প্রতি উঠে গিয়ে তাঁর হাত ধরতেন (মুসাফাহাহ করতেন), তাকে চুমা দিতেন এবং নিজের আসনে তাঁকে বসাতেন। *(আবূ দাঊদ ৫২১৭, তিরমিযী ৩৮৭২নং)*

(খন্দকের যুদ্ধ শেষে) সা'দ ؓ আহত ছিলেন। ইয়াহুদীদের ব্যাপারে বিচার করার উদ্দেশ্যে রসূল ﷺ তাঁকে আহূত করেন। তাই তিনি এক গর্দভের পৃষ্ঠে আরোহণ করে যখন তাঁর নিকট পৌঁছলেন তখন রসূল ﷺ আনসারকে লক্ষ্য ক'রে বললেন, "তোমরা তোমাদের সর্দারের প্রতি উঠ এবং ওঁকে নামাও।" সুতরাং (কিছু) সাহাবা উঠে গিয়ে তাঁকে গাধার পিঠ থেকে নামালেন। *(আহমাদ, আবূ দাউদ প্রমুখ, সিলসিলাহ সহীহাহ ৬৭নং)*

আর এক প্রকার 'কিয়াম' আছে, যা মীলাদীরা মীলাদ শেষে ক'রে থাকে। তা বিদআত।

প্রশ্ন ঃ ক্লাসরুমে শিক্ষক প্রবেশ করলে ছাত্রদের দাঁড়িয়ে গিয়ে শ্রদ্ধা জানানো বৈধ কি?

উত্তর ঃ না, এমন শ্রদ্ধার কিয়াম বৈধ নয়। যেহেতু আনাস ؓ বলেন, 'তাঁদের (সাহাবাদের) নিকট রসূল ﷺ অপেক্ষা অন্য কেউই প্রিয়তম ছিল না। তা সত্ত্বেও তাঁরা যখন তাঁকে দেখতেন, তখন তাঁর জন্য উঠে দাঁড়াতেন না। যেহেতু তাঁরা জানতেন যে, তিনি তা অপছন্দ করেন।" *(তিরমিযী)*

শিক্ষকের জন্য এমন শ্রদ্ধা নেওয়া বৈধ নয়, বৈধ নয় ছাত্রদের জন্য সেই শ্রদ্ধা প্রদর্শনের আদেশ পালন করা। (লাদা)

প্রশ্ন ঃ রহীম যদি করীমকে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য মনে করে অথচ করীম তার বিপরীত হয়, তাহলে রহীমকে সতর্ক করা কি জরুরী? নাকি তা গীবতের পর্যায়ভুক্ত হবে?

উত্তর ঃ উদ্দেশ্য যদি রহীমের হিতাকাঙ্ক্ষা হয়, তাহলে তা গীবতের পর্যায়ভুক্ত নয়। যেহেতু তামীম দারী ؓ বলেন,

---- দ্বীনী প্রশ্নোত্তর ----

أَنَّ النَّبِيّ ﷺ ، قَالَ : ((الدِّينُ النَّصِيحةُ)) قُلْنَا : لِمَنْ ؟ قَالَ : ((لِلهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ)). رواه مسلم

নবী ﷺ বলেন, "দ্বীন হল কল্যাণ কামনা করার নাম।" আমরা বললাম, 'কার জন্য?' তিনি বললেন, "আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রসূলের জন্য, মুসলিমদের শাসকদের জন্য এবং মুসলিম জনসাধারণের জন্য। *(মুসলিম)*

وعَن جَرِيرِ بنِ عَبدِ اللّهِ ؓ ، قَالَ : بَايَعْتُ رَسُولَ اللّه ﷺ عَلَى إقَامِ الصَّلاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، والنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ .

জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ ؓ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নামায কায়েম করা, যাকাত দেওয়া ও সকল মুসলমানের জন্য হিত-কামনা করার উপর বায়আত করেছি। *(বুখারী ও মুসলিম)*

প্রশ্ন ঃ দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা কি আদৌ বৈধ নয়?

উত্তর ঃ প্রয়োজনে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা যায়; যদি কাপড়ে তার ছিটা লাগার ভয় না থাকে। নবী ﷺ দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেছেন। (বুখারী ২২২৪, মুসলিম ২৭৩নং) তবে বসে প্রস্রাব করাই উত্তম। যাতে সাবধান হওয়া যায়। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমরা প্রস্রাব থেকে সাবধানতা অবলম্বন কর। কারণ, অধিকাংশ কবরের আযাব এই প্রস্রাব (থেকে সাবধান না হওয়ার) ফলেই হয়ে থাকে।" *(দারাকুত্বনী, সহীহ তারগীব ১৫১ নং)*

প্রশ্ন ঃ খবরের কাগজ বিছিয়ে খাওয়া, তা দিয়ে প্রস্রাব-পায়খানা পরিষ্কার করা, তার উপর বসা বা পা দেওয়া বৈধ কি?

উত্তর ঃ যে কোনও কাগজে আল্লাহর নাম অথবা আল্লাহর নামযুক্ত কোন ব্যক্তি বা বস্তুর নাম থাকলে অথবা কুরআনের আয়াত থাকলে বিছিয়ে খাওয়া, তা দিয়ে প্রস্রাব-পায়খানা পরিষ্কার করা, তার উপর বসা বা পা দেওয়া বৈধ নয়। এমন কুরআনের পাতা, বই-পুস্তক বা পত্র-পত্রিকা পবিত্র জায়গায় দাফন করা অথবা পুড়িয়ে ফেলা বিধেয়। যাতে আল্লাহর নাম বা কুরআনের আয়াতের কোন অমর্যাদা না হয়। (ইবা)

প্রশ্ন ঃ হাতের ইশারায় সালাম দেওয়া কি বিধেয়?

উত্তর ঃ কেবল হাতের ইশারা করা এবং মুখে সালাম উচ্চারণ না করা বৈধ নয়। যে ব্যক্তির কাছে আওয়াজ পৌঁছবে না, সে ব্যক্তিকে সালাম জানাতে হাতের ইশারার সাথে মুখে সালাম বলতে হবে। যেহেতু কেবল হাতের ইশারায় সালাম আহলে কিতাব (ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের) সালাম। *(সহীহ তিরমিযী ২১৬৮নং, সিলসিলাহ সহীহাহ ২১৯৪নং)* অবশ্য নামাযরত ব্যক্তি সালামের জবাব দেবে কেবল হাত বা আঙ্গুলের ইশারায়। *(মুসলিম ৫৪০, আবূ দাঊদ ৯২৫নং)*

প্রশ্ন ঃ অনেকে শ্রদ্ধেয়ভাজনের পা ছুঁয়ে সালাম করে। তা কি বৈধ?

উত্তর ঃ পা ছুঁয়ে সালামও অমুসলিমদের। আর তা সালাম নয়, তা আসলে প্রণাম। সুতরাং তা মুসলিমদের জন্য বৈধ নয়। বৈধ নয় আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য মাথা নত করা।

প্রশ্ন ঃ অনেকে সালাম করার সময় মাথা নত করে। তা কি বৈধ?

উত্তর ঃ সালাম ও মুসাফাহাহ করার সময় মাথা নত করা বৈধ নয়। বৈধ নয় আল্লাহ ছাড়া কারও জন্য মাথা নত করা। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ সালামের পর কি শ্রদ্ধেয়ভাজনের কপাল বা হাত চুমা জায়েয?

উত্তর ঃ দুই চোখের মাঝে কপাল চুম্বন দেওয়া বৈধ। জাফর হাবশা থেকে ফিরে এলে মহানবী ﷺ তাঁর সাথে মুআনাকা করে তাঁর দুই চোখের মাঝে (কপালে) চুম্বন দিয়েছিলেন। *(সিলসিলাহ সহীহাহ ৬/ ১/৩৩৮)*

কিছু শর্তের সাথে আলেম (পিতা-মাতা বা গুরুজন)দের হাতে বুসা দেওয়া বৈধ।

(ক) শ্রদ্ধাস্পদ যেন গর্বভরে হাত প্রসারিত না করে।

(খ) শ্রদ্ধাকারীর মনে যেন তাবার্রুক বা বর্কত নেওয়ার খেয়াল না থাকে।

(গ) বুসা দেওয়া বা নেওয়াটা যেন কোন প্রথা বা অভ্যাসে পরিণত না হয়।

(ঘ) ওর স্থলে যেন মুসাফাহা পরিত্যক্ত না হয়। *(সিলসিলাহ সহীহাহ ১/৩০২)*

(ঙ) বুসার সময় হাতকে নিয়ে কপালে যেন স্পর্শ না করা হয়।□

প্রশ্ন ঃ অবৈধ কাজে কি পিতামাতার আনুগত্য করা জায়েয?

উত্তর ঃ পিতামাতার আনুগত্য করা ওয়াজেব। কিন্তু অবৈধ কাজে তাদের আনুগত্য বৈধ নয়। পিতামাতা যদি হারাম উপার্জন করতে বলে, পর্দা করতে নিষেধ করে, পণ বা যৌতুক নিতে বলে, শির্ক বা বিদআত করতে বলে, তাহলে সে সব কাজে তাদের আনুগত্য করা বৈধ নয়। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} (٨) سورة العنكبوت

অর্থাৎ, আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছি, তবে ওরা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন কিছুকে অংশী করতে বাধ্য করে, যার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের কথা মান্য করো না। আমারই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন; অতঃপর তোমরা যা কিছু করেছ, আমি তা তোমাদেরকে জানিয়ে দেব। (আনকাবূত ঃ ৮)

{وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} (١٥) لقمان

অর্থাৎ, তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার অংশী করতে পীড়াপীড়ি করে, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের কথা মান্য করো না, তবে পৃথিবীতে তাদের সঙ্গে সদ্ভাবে বসবাস কর এবং যে ব্যক্তি আমার অভিমুখী হয়েছে তার পথ অবলম্বন কর, অতঃপর আমারই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন এবং তোমরা যা করতে, আমি সে বিষয়ে তোমাদেরকে অবহিত করব। (লুক্বমান ঃ ১৫)

আর মহানবী ﷺ বলেন, “স্রষ্টার অবাধ্যতা ক’রে কোন সৃষ্টির আনুগত্য নেই।” (মুসনাদে আহমাদ)

প্রশ্ন ঃ পিতামাতা যদি জিহাদে যেতে বাধা দেয়, তাহলে তাদের কথা মানা কি বৈধ?

উত্তর ঃ জিহাদ ফার্যে আইন হলে তাদের কথা মেনে ঘরে বসে থাকা বৈধ নয়। ফার্যে কিফায়াহ বা নফল হলে তাদের কথা মেনে তাদের খিদমত করা বেশি জরুরী। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ইবনুল আস ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি আল্লাহর নবীর নিকট এসে বলল, ‘আমি আপনার সঙ্গে আল্লাহ তাআলার কাছে নেকী পাওয়ার উদ্দেশ্যে হিজরত এবং জিহাদের বায়আত করছি।’ নবী ﷺ বললেন, “তোমার পিতা-মাতার মধ্যে কি কেউ জীবিত আছে?” সে বলল, ‘জী হ্যাঁ; বরং দু’জনই জীবিত রয়েছে।’ রসূল ﷺ বললেন, “তুমি আল্লাহ তাআলার কাছে নেকী পেতে চাও?” সে বলল, ‘জী হ্যাঁ।’ তিনি বললেন, “তাহলে তুমি তোমার পিতা-মাতার নিকট ফিরে যাও এবং উত্তমরূপে তাদের খিদমত কর।” *(বুখারী, আর শব্দগুলি মুসলিমের)*

উভয়ের অন্য এক বর্ণনায় আছে, এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে জিহাদ করার অনুমতি চাইল। তিনি বললেন, “তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত আছে?” সে বলল, ‘জী হ্যাঁ।’ তিনি বললেন, “অতএব তুমি তাদের (সেবা করার) মাধ্যমে জিহাদ কর।”

প্রশ্ন ঃ পিতামাতা মারা যাওয়ার পর তাদের আত্মার কল্যাণের জন্য কী কী করা যায়?

উত্তর ঃ তাদের জন্য ---টি কাজ করা যায় ঃ-

১। তাদের জন্য দুআ করা যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যখন কোন মানুষ মারা যায়, তখন তার কর্ম বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি জিনিস নয়; (১) সাদকা জারিয়াহ, (২) যে বিদ্যা দ্বারা উপকার পাওয়া যায় অথবা (৩) নেক সন্তান, যে তার জন্য দুআ করে।” (মুসলিম)

২। দান-খায়রাত করা। এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে বলল, ‘আমার মা হঠাৎ মারা গেছে। আমার ধারণা যে, সে কথা বলার সুযোগ পেলে সাদকাহ করত। সুতরাং আমি যদি তার পক্ষ থেকে সাদকাহ করি, তাহলে কি সে নেকী পাবে?’ তিনি বললেন, “হ্যাঁ।” (বুখারী ও মুসলিম)

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “মুমিনের মৃত্যুর পর তার আমল ও পুণ্যকর্মসমূহ হতে নিশ্চিতভাবে যা এসে তার সাথে মিলিত হয়, তা হল; সেই ইল্ম, যা সে শিক্ষা ক’রে প্রচার করেছে অথবা নেক সন্তান, যাকে রেখে সে মারা গেছে, অথবা কুরআন শরীফ, যা সে মীরাসরূপে ছেড়ে গেছে, অথবা মসজিদ, যা সে নিজে নির্মাণ ক’রে গেছে, অথবা মুসাফিরখানা, যা সে মুসাফিরদের সুবিধার্থে নির্মাণ ক’রে গেছে, অথবা পানির নালা, যা সে (সেচ ইত্যাদির উদ্দেশ্যে) প্রবাহিত ক’রে গেছে, অথবা সাদকাহ, যা সে নিজের মাল থেকে তার সুস্থ ও জীবিতাবস্থায় বের (দান) ক’রে গেছে। এসব কর্মের সওয়াব তার মৃত্যুর পরও তার সাথে এসে মিলিত হবে।” *(ইবনে মাজাহ, বাইহাকী, ইবনে খুজাইমাহ ভিন্ন শব্দে, সহীহ তারগীব ১০৭নং)*

৩। হজ্জ-উমরাহ করা। আব্দুল্লাহ বিন আম্র বলেন, আস বিন ওয়াইল সাহমী তার

তরফ হতে ১০০টি ক্রীতদাস মুক্ত করার অসিয়ত ক'রে মারা যায়। সুতরাং তার ছোট ছেলে হিশাম ৫০টি দাস মুক্ত করে। অতঃপর তার বড় ছেলে আম্র বাকী ৫০টি দাস মুক্ত করার ইচ্ছা করলে বললেন, '(বাপ তো কাফের অবস্থায় মারা গেছে) তাই আমি এ কাজ আল্লাহর রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা না ক'রে করব না।' সুতরাং তিনি নবী ﷺ-এর নিকট এসে ঘটনা খুলে বলে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি কি বাকী ৫০টি দাস তার তরফ থেকে মুক্ত করব?' উত্তরে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "সে যদি মুসলিম হতো এবং তোমরা তার তরফ থেকে দাস মুক্ত করতে, অথবা সদকাহ করতে অথবা হজ্জ করতে তাহলে তার সওয়াব তার নিকট পৌঁছত।" *(আবূ দাউদ ২৮৮৩নং, বাইহাকী ৬/ ২৭৯, আহমাদ ৬৭০৪নং)*

৪। তাদের কোন অসিয়ত থাকলে তা পালন করুন।

৫। তাদের কোন বন্ধু থাকলে তার খাতির করুন।

৬। তাদের সম্পর্কের জেরে সকল আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখুন।

আর কোন বিদআতী কাজ করবেন না বা বিদআতী অসিয়ত পালন করবেন না। যেমন চালসে-চাহারম, ফাতিহা-খানী, কুল-খানী, কুরআন-খানী, মৌলুদ-পাঠ ইত্যাদি করবেন না। কোন ভোজবাজি বা দুআর অনুষ্ঠান করবেন না। জেনে রাখবেন, যা আপনি তাদের আত্মার কামনার উদ্দেশ্যে আল্লাহর জন্য করবেন, তাই তাদের উপকারে আসবে। পক্ষান্তরে যা নিজের স্বার্থের জন্য করবেন, সুনাম নেওয়ার জন্য করবেন অথবা বদনাম থেকে বাঁচার জন্য করবেন, তা কোন উপকার দেবে না। সবচেয়ে বেশি উপকারী হিসাবে আপনি প্রত্যহ প্রত্যেক ফরয নামাযের শেষাংশে তাদের জন্য দুআ করুন। তাহলেই তাদের হক আদায় করতে পারবেন।

প্রশ্ন ঃ সাহাবাগণের চরিত্র অভিনয় করা বৈধ কি?

উত্তর ঃ সাহাবাদের যে মর্যাদা আছে, অভিনয়ের ফলে তা ক্ষুণ্ণ হয়ে যায়। বিশেষ ক'রে অভিনেতা যদি ফাসেক বা কাফের হয়, তাহলে অবৈধতার মাত্রা বেশি। বলা বাহুল্য, অভিনেতা সচ্চরিত্রবান মুসলিম হলেও তাঁদের চরিত্রের অভিনয় বৈধ নয়। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ কাউকে উদ্বুদ্ব করতে হাততালি দেওয়া বৈধ কি?

উত্তর ঃ কাউকে উদ্বুদ্ধ করতে অথবা কোন মুগ্ধকারী বিষয় দেখে তকবীর ও তসবীহ বলাই বিধেয়। তবে জামাআতীভাবে নয়, একাকী। তবে হাততালি দেওয়া যে হারাম, তা বলতে পারব না। মুশরিকরা নামাযে সিটি বাজাতো ও হাততালি দিতো। সে ছিল ইবাদতে। মহিলাদের জন্য হাততালিও নামাযে। আর আলোচ্য হাততালি হল লোকাচারে। সুতরাং ইবাদতে হাততালি নিষিদ্ধ অথবা মহিলাদের বলে লোকাচারে তা করা যাবে না, তা নয়। তবুও বলব তা মকরূহ, তা না করাই ভাল। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ অমুসলিম আয়া রেখে তার ওপর সন্তানের লালন-পালনের দায়িত্ব দেওয়া কি বৈধ?

উত্তর ঃ অমুসলিম আয়া রেখে শিশু-প্রতিপালনের দায়িত্ব তাকে দিলে তার আক্বীদা ও চরিত্রে শিশু প্রতিপালিত হবে। সুতরাং তা বৈধ নয়। অনুরূপ নামে মাত্র মুসলিম আয়া রেখে সন্তানের আক্বীদা ও চরিত্র বিনাশ করা উচিত নয় মা-বাপের। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "সুসঙ্গী ও কুসঙ্গীর উপমা তো আতর-ওয়ালা ও কামারের মত। আতর-ওয়ালা

(এর পাশে বসলে) হয় সে তোমার দেহে (বিনামূল্যে) আতর লাগিয়ে দেবে, না হয় তুমি তার নিকট থেকে তা ক্রয় করবে। তা না হলেও (অন্ততঃপক্ষে) তার নিকট থেকে এমনিই সুবাস পেতে থাকবে। পক্ষান্তরে কামার (এর পাশে বসলে) হয় সে (তার আগুনের ফিনকি দ্বারা) তোমার কাপড় পুড়িয়ে ফেলবে, না হয় তার নিকট থেকে বিকট দুর্গন্ধ পাবে।" *(বুখারী ২১০১, মুসলিম ২৬২৮নং)*

প্রশ্ন ঃ ট্রাফিক আইন মেনে চলা কি জরুরী। বিশেষ ক'রে শিগন্যালের বাতি যখন লাল থাকে এবং অপর দিকে কোন গাড়ি না থাকে, তখনও কি তা মানা জরুরী?

উত্তর ঃ এই আইন সকলের নিরাপত্তার জন্য, এমনকি খোদ চালকেরও নিরাপত্তার জন্য। সুতরাং তা মান্য করা জরুরী। গাড়ি নেই দেখে হঠাৎ এসে যেতেও পারে। সুতরাং নিজের দিকের শিগন্যাল-বাতি সবুজ না হওয়া পর্যন্ত পার হওয়া বৈধ নয়। শরীয়তের একটি ব্যাপক নীতি হল,

((لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ)).

"কারো জন্য অপরের কোন প্রকার ক্ষতি করা বৈধ নয়। কোন দু'জনের জন্য প্রতিশোধমূলক পরস্পরকে ক্ষতিগ্রস্ত করাও বৈধ নয়।" (আহমাদ, মালেক, ইবনে মাজাহ ২৩৪০, ২৩৪১নং)

প্রশ্ন ঃ 'ধূমপান নিষিদ্ধ' লেখা সত্ত্বেও অনেকে তা পালন করে না। সরকারীভাবে তা নিষিদ্ধ করা হলে সে নির্দেশ অমান্য করার জন্য ধূমপায়ী কি গোনাহগার হবে না?

উত্তর ঃ সে দুইভাবে পাপী হবে। শরয়ী আইন অমান্য ক'রে ধূমপান করার জন্য। আর সরকারী আইন ও নির্দেশ অমান্য করার জন্য। (ইবা)

প্রশ্ন ঃ নিজের জায়গা ছেড়ে কোন সম্মানিতকে বসতে দেওয়া কি ইসলামী আদবের পর্যায়ভুক্ত?

উত্তর ঃ নিজের জায়গা ছেড়ে কোন সম্মানিতকে বসতে দেওয়া ইসলামী আদবের পর্যায়ভুক্ত নয়। বরং আদব হল নড়ে-সরে বসে পাশে জায়গা ক'রে দেওয়া। আর যার জন্য জায়গা ছেড়ে দেওয়া হবে, তার উচিত হল, সে জায়গায় না বসা। ইবনে উমার এরূপই করতেন। (বানী)

প্রশ্ন ঃ ক্বিবলার দিকে মুখ ক'রে পেশাব-পায়খানা করা নিষেধ জানি, কিন্তু সে দিকে থুথু ছুড়ে ফেলাও কি নিষেধ? ক্বিবলার দিকে থুথু ফেলা নিষেধ হওয়ার ব্যাপারটা কি নামাযের মধ্যে সীমিত নয়?

উত্তর ঃ আনাস ﷺ বলেন, নবী ﷺ কিবলার (দিকের দেওয়ালে) থুথু দেখতে পেলেন। এটা তাঁর প্রতি খুব ভারী মনে হল; এমনকি তাঁর চেহারায় সে চিহ্ন দেখা গেল। ফলে দাঁড়ালেন এবং তিনি তা নিজ হাত দ্বারা ঘষে তুলে ফেললেন। তারপর বললেন, "তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়ায়, তখন সে তার প্রতিপালকের সাথে কানে কানে (ফিসফিস ক'রে কথা) বলে। আর তার প্রতিপালক তার ও কেবলার মধ্যস্থলে থাকেন। সুতরাং তোমাদের কেউ যেন ক্বিবলার দিকে থুথু না ফেলে; বরং তার বামে অথবা পদতলে ফেলে। অতঃপর তিনি তাঁর চাদরের এক প্রান্ত ধরে তাতে থুথু নিক্ষেপ করলেন।

তারপর তিনি তার এক অংশকে আর এক অংশের সাথে রগড়ে দিয়ে বললেন, কিংবা এইরূপ করে।” *(বুখারী-মুসলিম)*

এ নিষেধ হল নামাযের ব্যাপারে। কিন্তু আমভাবেও ক্বিবলার দিকে থুথু ছুড়ে ফেলতে নিষেধ এসেছে। ক্বিবলার প্রতি আদব প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “ক্বিবলার দিকে যে কফ্ ফেলে, তার চেহারায় ঐ কফ্ থাকা অবস্থায় সে ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন পুনরুত্থিত করা হবে।” *(বাযযার, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ২৮৯নং)*

প্রশ্ন ঃ যে নামে আত্মপ্রশংসা হয়, সে নাম রাখা বৈধ নয়। তাহলে 'ইয্যুদ্দীন, মুহিউদ্দীন, নাসিরুদ্দীন' ইত্যাদি নাম রাখা বৈধ কি?

উত্তর ঃ না, উক্ত সকল নাম তথা ঐ শ্রেণীর কোন নাম রাখা বৈধ নয়, যাতে আত্মপ্রশংসা হয়। মহানবী ﷺ এই শ্রেণীর নাম শুনলে তা পরিবর্তন ক'রে দিতেন। (বানী, দ্রঃ সিঃ সহীহাহ হাদীস নং ২০৭-২১৬)

প্রশ্ন ঃ লোকের ভয়ে সত্য গোপন করা অথবা সত্যের অপলাপ করা বৈধ কি?

উত্তর ঃ লোকে কষ্ট দেবে---এই ভয়ে, গালি দেবে, মারবে অথবা রুযী বন্ধ ক'রে দেবে---এই ভয়ে, চাকরি চলে যাবার ভয়ে অথবা সম্মান ও পজিশন চলে যাওয়ার ভয়ে সত্য গোপন করা অথবা সত্যের অপলাপ করা বৈধ নয়। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেছেন,

(لاَ يَمْنَعَنَّ رَجُلاً هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِحَقٍّ إِذَا عَلِمَهُ [أَوْ شَهِدَهُ أَوْ سَمِعَهُ]).

অর্থাৎ, লোকের ভয় যেন কোন ব্যক্তিকে এমন কোন 'হক' বলতে বাধাগ্রস্ত না করে, যা সে জেনেছে, দেখেছে অথবা শুনেছে। (সিঃ সহীহাহ ১৬৮নং)

উবাদাহ ইবনে স্বামেত ﷺ বলেন, 'আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এই মর্মে বাইয়াত করলাম যে, দুঃখে-সুখে, আরামে ও কষ্টে এবং আমাদের উপর (অন্যদেরকে) প্রাধান্য দেওয়ার অবস্থায় আমরা তাঁর পূর্ণ আনুগত্য করব। রাষ্ট্রনেতার বিরুদ্ধে তার নিকট থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার লড়াই করব না; যতক্ষণ না তোমরা (তার মধ্যে) প্রকাশ্য কুফরী দেখ, যে ব্যাপারে তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে দলীল রয়েছে। আর আমরা সর্বদা সত্য কথা বলব এবং আল্লাহর ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করব না।' *(বুখারী-মুসলিম)*

প্রশ্ন ঃ শোনা যায়, জুমআর দিন সফর করতে নেই।---এ কথা কি ঠিক?

উত্তর ঃ জুমআর দিন সফর নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কোন সহীহ দলীল নেই। বরং একদা উমার ﷺ একটি লোককে বলতে শুনলেন, 'আজ জুমআর দিন না হলে আমি সফরে বের হতাম।' তিনি তাকে বললেন, 'তুমি বের হও। কারণ জুমআহ সফরে বাধা দেয় না।' (বাইহাক্বী, সিঃ যয়ীফাহ ২১৯নং) অবশ্য অনেকে বলেছেন, জুমআর আযান হয়ে গেলে জরুরী ছাড়া সফর করা বৈধ নয়।

প্রশ্ন ঃ 'দেশ-প্রেম ঈমানের অংশ' কথাটি কি ঠিক?

উত্তর ঃ মোটেই না। যেহেতু দেশ-প্রেম আত্মপ্রেম ও ধন-প্রেমের মতোই মানুষের

প্রকৃতিগত আচরণ। সুতরাং সে প্রেম দ্বারা কেউ প্রশংসিত হতে পারে না এবং তা ঈমানের কোন জরুরী জিনিসও নয়। বলা বাহুল্য, দেশ-প্রেমে মু'মিন-কাফের সকলেই সমান। (সিঃ যয়ীফাহ)

প্রশ্ন ঃ ক্বিবলার দিকে পা ক'রে শোওয়া কি হারাম?

উত্তর ঃ কিছু ফুক্বাহা ক্বিবলার দিকে পা ক'রে শোয়াকে মকরূহ মনে করেন। কিন্তু মকরূহ একটি শরয়ী হুকুম। আর শরয়ী কোন হুকুম প্রমাণ করতে দলীল লাগে। কিতাব, সুন্নাহ, ইজমা অথবা সঠিক কিয়াস থেকে কোন দলীল না থাকলে তার জন্য কোন বিধান নির্ধারণ করা যাবে না। আর এ কথা বিদিত যে, ব্যবহারিক জীবনের আচার-আচরণ, খাওয়া-পান করা, শোওয়া ইত্যাদি সব কিছু বৈধের পর্যায়ভুক্ত। যতক্ষণ না তার অবৈধতার কোন দলীল পাওয়া যায়, ততক্ষণ তাকে অবৈধ বলা যাবে না। আর শরীয়তে এমন কোন দলীল নেই। প্রস্রাব-পায়খানার উপরেও শোওয়াকে কিয়াস করা যায় না। পরন্তু রোগীর নামায পড়ার সময় ক্বিবলার দিকে পা ক'রে নামায পড়তে বলা হয়েছে। অতএব বুঝা যায় যে, ক্বিবলা দিকে পা ক'রে শোওয়া হারাম বা মকরূহ নয়।

কথোপকথনের বৈধাবৈধ

প্রশ্ন ঃ মৃত ব্যক্তির নাম উল্লেখের আগে 'স্বর্গীয়', 'বেহেশ্তী' বা 'জান্নাতী' লেখা বা বলা বৈধ কি?

উত্তর ঃ নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির জন্য এমন সাক্ষ্য বা সার্টিফিকেট দিয়ে ঐ কথা লেখা বা বলা বৈধ নয়। (ইউ) যেহেতু তা গায়বী খবর, আর তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানে না। অবশ্য যাঁরা শরীয়ত কর্তৃক সনদপ্রাপ্ত, তাঁদের কথা স্বতন্ত্র।

প্রশ্ন ঃ মৃত ব্যক্তির নাম উল্লেখের আগে 'মরহুম' বা 'মগফূর' লেখা বা বলা বৈধ কি?

উত্তর ঃ নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির জন্য এমন সাক্ষ্য বা সার্টিফিকেট দিয়ে ঐ কথা লেখা বা বলা বৈধ নয়। এ ক্ষেত্রে নাম উল্লেখের পরে 'রাহিমাহুল্লাহ' বা 'গাফারাল্লাহু লাহ' বলা বা লেখা বিধেয়। (ইবা)

প্রশ্ন ঃ মৃত ব্যক্তির নাম উল্লেখের আগে 'শহীদ' লেখা বা বলা বৈধ কি?

উত্তর ঃ নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির জন্য এমন সাক্ষ্য বা সার্টিফিকেট দিয়ে ঐ কথা লেখা বা বলা বৈধ নয়। (ইউ) যেহেতু তা গায়বী খবর, আর তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানে না। অবশ্য যাঁরা শরীয়ত কর্তৃক সনদপ্রাপ্ত, তাঁদের কথা স্বতন্ত্র।

প্রশ্ন ঃ গোনাহর কাজে প্রতিবাদ করা হলে কারো 'আমি স্বাধীন' বলা বৈধ কি?

উত্তর ঃ এ পৃথিবীতে কোন মানুষই সম্পূর্ণ স্বাধীন নেই। প্রত্যেকেই কোন না কোন পরাধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য। ব্যক্তি-স্বাধীনতা, চিন্তা-স্বাধীনতা, বাক্-স্বাধীনতা, নারী-স্বাধীনতা ইত্যাদি লাগামহীন নয়। প্রত্যেক মুসলিম মহান আল্লাহর পরাধীন গোলাম। তাঁর আদেশ-নিষেধ পালন করার ব্যাপারে কেউই স্বাধীন নয়। তাছাড়া যখন কেউ আল্লাহর

গোলামী থেকে ছাড়া পেতে চায়, তখন সে শয়তান অথবা প্রবৃত্তির খেয়ালখুশির গোলামে পরিণত হয়ে যায়। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ পাপ কাজে সতর্ক করলে অনেকে বলে, 'আল্লাহ ক্ষমাশীল'। তাদের এমন আশাবাদীর কথা বলা বৈধ কি?

উত্তর ঃ তাদের জন্য এমন আশাবাদীর কথা বলে পাপে নির্বিচল থাকা অবশ্যই বৈধ নয়। যেহেতু তাদের জানা দরকার যে, মহান আল্লাহ যেমন মহা ক্ষমাশীল, তেমনি তিনি কঠোর শাস্তিদাতা। তিনি বলেন,

{نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (٤٩) وَ أَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الأَلِيمَ} (٥٠) الحجر

অর্থাৎ, আমার বান্দাদেরকে বলে দাও, 'নিশ্চয় আমিই চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু এবং আমার শাস্তিই হল অতি মর্মন্তুদ শাস্তি।' (হিজর্ ঃ ৪৯-৫০)

{اعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (٩٨) سورة المائدة

অর্থাৎ, তোমরা জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (মায়িদাহ ঃ ৯৮)

সুতরাং তাঁর একটা গুণবাচক দিক ধরে থেকে অন্য দিকটা ভুলে যাওয়া আদৌ উচিত নয়। আশার সাথে ভয়ও থাকা উচিত। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ পূর্ণ মু'মিনকে 'মৌলবাদী' বলে কটাক্ষ করা বৈধ কি?

উত্তর ঃ যারা গৌণবাদী অথবা নকলবাদী তারাই সঠিক ঈমানদারকে 'মৌলবাদী' বলে কটাক্ষ করে। তবে এ কটাক্ষতে মু'মিনদের গর্ব হওয়া উচিত। যেহেতু মৌলিক বিষয়সমূহ পালন না করলে কেউ মুক্তি পেতে পারবে না। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ- আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আজ্ঞাবহ ধার্মিকদের প্রতি বিদ্রূপ হানার হুকুম কী?

উত্তর ঃ- আল্লাহ ও তদীয় রসূলের আজ্ঞাবহ ধর্মভীরু মুসলিমকে ধর্মের যথার্থ অনুগত হওয়ার কারণে বিদ্রূপ করা হারাম এবং তা মানুষের জন্য বড় বিপজ্জনক আচরণ। কারণ এ কথার আশঙ্কা থাকে যে, ধর্মভীরুদেরকে তার ঐ অবজ্ঞা তাদের আল্লাহর দ্বীনের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকাকে অবজ্ঞা করার ফল হতে পারে। তখন তাদেরকে ঠাট্টা-ব্যঙ্গ করার অর্থই হবে, তাদের সেই পথ ও তরীকাকে ঠাট্টা-ব্যঙ্গ করা, যার উপর তারা প্রতিষ্ঠিত। যাতে তারা ঐ লোকেদের অনুরূপ হবে, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

[وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُوْلَنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ، قُلْ أَبِاللّٰهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُوْلِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، لاَ تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَآئِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِيْنَ]

"এবং তুমি ওদেরকে প্রশ্ন করলে ওরা নিশ্চয় বলবে, আমরা তো আলাপ আলোচনা ও ক্রীড়া-কৌতুক করছিলাম। বল, 'তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর নিদর্শন ও রসূলকে নিয়ে বিদ্রূপ করছিলে?' দোষ স্খালনের চেষ্টা করো না, তোমরা তোমাদের ঈমান আনার পর

কাফের হয়ে গেছ।" *(সূরা তাওবাহ ৬৫-৬৬ আয়াত)*

উক্ত আয়াতটি মুনাফিকদের একটি গোষ্ঠীকে লক্ষ্য ক'রে অবতীর্ণ হয়। যারা রসূল ﷺ এবং তাঁর সাহাবাবৃন্দকে উদ্দেশ্য ক'রে বলেছিল, 'আমরা আমাদের ঐ কারীদলের মত আর কাউকে অধিক পেটুক, মিথ্যুক এবং রণভীরু দেখিনি।' তখন আল্লাহ তাআলা তাদের জওয়াবে এই আয়াত কয়টি অবতীর্ণ করেছিলেন।

সুতরাং তাদেরকে সাবধান হওয়া উচিত, যারা হকপন্থীদেরকে নিয়ে --তারা ধর্মভীরু বলে--ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ক'রে থাকে। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেন,

[إِنَّ الَّذِيْنَ أَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ، وَإِذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ، وَإِذَا انْقَلَبُوْا إِلَى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ، وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوْآ إِنَّ هَؤُلآءِ لَضَآلُّوْنَ، وَمَا أُرْسِلُوْا عَلَيْهِمْ حَافِظِيْنَ، فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ، عَلَى الأَرَاءِكِ يَنْظُرُوْنَ، هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ]

"দুষ্কৃতকারীরা মুমিনদের উপহাস করত এবং যখন তাদের নিকট দিয়ে যেত, তখন বক্রদৃষ্টিতে ইশারা করত। ওরা যখন ওদের আপনজনের নিকট ফিরে আসত তখন উৎফুল্ল হয়ে ফিরত এবং যখন ওদের দেখত, তখন বলত, 'নিশ্চয় ওরাই পথভ্রষ্ট।' ওদেরকে তো তাদের তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠানো হয়নি। আজ বিশ্বাসী (মুমিন)গণ উপহাস করছে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী (কাফের) দলকে, সুসজ্জিত আসন হতে ওদেরকে অবলোকন ক'রে। কাফেররা তাদের কৃতকার্যের প্রতিফল পেল তো?" *(সূরা মুত্বাফফিফীন/২৯-৩৬আয়াত)*

প্রশ্ন ঃ- এক মহিলার অভ্যাস যে, সে তার সন্তানদেরকে অভিশাপ ও গালিমন্দ ক'রে থাকে। কখনো বা তাদেরকে প্রত্যেক ছোট বড় দোষে কথা দ্বারা, কখনো বা প্রহার ক'রে কষ্ট দেয়। এই অভ্যাস থেকে ফিরে আসতে আমি তাকে একাধিকবার উপদেশ দিয়েছি। কিন্তু সে উত্তরে বলেছে, 'তুমিই ওদের স্পর্ধা বাড়ালে অথচ ওরা কত দুষ্ট।' শেষে ফল এই দাঁড়াল যে, ছেলেরা তাকে অবজ্ঞা ক'রে তার কথা নেহাতই অগ্রাহ্য করতে লাগল। তারা বুঝে নিল যে, শেষ পরিণাম তো গালি ও প্রহার।

এই স্ত্রীর ব্যাপারে আমার ভূমিকা কী হতে পারে? এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে দ্বীনের নির্দেশ কী? যাতে সে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। আমি কি তাকে তালাক দিয়ে দূরে সরে যাব এবং সন্তানরা তার সঙ্গে থাকবে? অথবা আমি কী করব?

উত্তর ঃ ছেলে-মেয়েদেরকে অভিসম্পাত করা অন্যতম কাবীরাহ গোনাহ; অনুরূপ অন্যান্যদেরকেও অভিশাপ করা, যারা এর উপযুক্ত নয়। নবী ﷺ হতে শুদ্ধভাবে প্রমাণিত যে, তিনি বলেন, "মু'মিনকে অভিশাপ করা তাকে হত্যা করার সমান।"

তিনি আরো বলেন, "অভিসম্পাতকারীরা কিয়ামতের দিন সাক্ষী ও সুপারিশকারী হতে পারবে না।"

সুতরাং ঐ মহিলার তওবা করা ওয়াজেব এবং ছেলে-মেয়েদেরকে গালি-মন্দ করা থেকে তার জিভকে হিফাযত করা আবশ্যিক। তাদের জন্য সৎপথ-প্রাপ্তি ও সংশোধনের

উদ্দেশ্যে অধিক অধিক দুআ করা তার পক্ষে বিধেয়।

আর হে গৃহস্বামী! তোমার জন্য বিধেয়, স্ত্রীকে সর্বদা নসীহত করা ও সন্তানদেরকে অভিশাপ করা থেকে তাকে সাবধান করা। যদি নসীহত লাভদায়ক না হয়, তবে বিচ্ছিন্নতা (কথা না বলা, শয্যাত্যাগ করা ইত্যাদি) অবলম্বন করবে---সেই বিচ্ছিন্নতা বড় ধৈর্যের সাথে ও সওয়াবের আশা রেখে অবলম্বন করবে; যা তাতে ফলদায়ক বলে বিশ্বাস করবে। আর তালাক দেওয়াতে অবশ্যই তাড়াহুড়া করবে না। (ইবা)

প্রশ্ন ঃ কাউকে পাপকাজে বাধা দিতে গেলে তার কি 'নিজের চরকায় তেল দাও' বলা বৈধ?

উত্তর ঃ কাউকে পাপকাজে বাধা দিতে গেলে বা তার অন্যায়ে প্রতিবাদ করতে গেলে প্রতিবাদকারীকে 'নিজের চরকায় তেল দাও', বা 'এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার' ইত্যাদি বলে অবজ্ঞা করা উচিত নয়। যেহেতু তার জবাবে বলা যায় যে, 'আমরা পরের চরকায় তেল দিতেও আদিষ্ট হয়েছি। মহান আল্লাহ আমাদেরকে সৎকাজের আদেশ ও মন্দকাজে বাধা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং এটা আমাদেরও ব্যক্তিগত ব্যাপার।' (ইউ)

প্রশ্ন ঃ 'বন্দে মাতরম' বলা বৈধ কি?

উত্তর ঃ 'বন্দে মাতরম' মানে (দেশ) মাতাকে বন্দনা করি বা প্রণাম করি। বন্দনা বা বন্দেগী মানে বান্দার কাজ বা ইবাদত ও দাসত্ব করা। মুসলিম একমাত্র আল্লাহর দাস হয়, সে কেবল তাঁরই দাসত্ব করে। সুতরাং তার জন্য অন্য কারোর বন্দেগী বা দাসত্ব করার ঘোষণা দিতে পারে না। সে ঘোষণা করে,

{إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢) لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} (١٦٣) سورة الأنعام

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার উপাসনা (কুরবানী), আমার জীবন ও আমার মরণ, বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য। তাঁর কোন অংশী নেই এবং আমি এ সম্বন্ধেই আদিষ্ট হয়েছি। আর আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)দের মধ্যে আমিই প্রথম। (আনআম ঃ ১৬২-১৬৩)

প্রশ্ন ঃ 'পোড়া কপাল', 'কপালে ছিল', 'কপালের লেখা' বা 'কপাল খারাপ' ইত্যাদি বলা বৈধ কি? ভাগ্য কি কপালে লেখা হয়?

উত্তর ঃ প্রত্যেকের ভাগ্য লেখা আছে 'লওহে মাহফূয'-এ। সেটাই হল মূল ভাগ্যলিপি। মহান আল্লাহ বলেন,

{مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ} (٢٢) سورة الحديد

অর্থাৎ, পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয় আসে, আমার তা সংঘটিত করার পূর্বেই তা লিপিবদ্ধ থাকে, নিশ্চয় আল্লাহর পক্ষে তা খুবই সহজ। *(হাদীদ ঃ ২২)*

কিন্তু জীবনের তফসীলী ভাগ্য লেখা হয় মায়ের পেটে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের এক জনের সৃষ্টির উপাদান মায়ের গর্ভে চল্লিশ দিন যাবৎ বীর্যের আকারে থাকে।

অতঃপর তা অনুরূপভাবে চল্লিশ দিনে জমাটবদ্ধ রক্তপিন্ডের রূপ নেয়। পুনরায় তদ্রূপ চল্লিশ দিনে গোশ্তের টুকরায় রূপান্তরিত হয়। অতঃপর তার নিকট ফিরিশ্তা পাঠানো হয়। সুতরাং তার মাঝে 'রূহ' স্থাপন করা হয় এবং চারটি কথা লেখার আদেশ দেওয়া হয়; তার রুযী, মৃত্যু, আমল এবং পাপিষ্ঠ না পুণ্যবান হবে, তা লেখা হয়। সেই সত্তার শপথ, যিনি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই! (জন্মের পর) তোমাদের এক ব্যক্তি জান্নাতবাসীদের মত কাজ-কর্ম করতে থাকে এবং তার ও জান্নাতের মাঝে মাত্র এক হাত তফাৎ থেকে যায়। এমতাবস্থায় তার (ভাগ্যের) লিখন এগিয়ে আসে এবং সে জাহান্নামীদের মত আমল করতে লাগে; ফলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করে। আর তোমাদের অন্য এক ব্যক্তি প্রথমে জাহান্নামীদের মত আমল করে এবং তার ও জাহান্নামের মাঝে মাত্র এক হাত তফাৎ থাকে। এমতাবস্থায় তার (ভাগ্যের) লিখন এগিয়ে আসে। তখন সে জান্নাতীদের মত ক্রিয়াকর্ম আরম্ভ করে; পরিণতিতে সে জান্নাতে প্রবেশ করে।" *(বুখারী-মুসলিম)*

কিন্তু লেখা হয় কোথায়? সে কথা অন্য বর্ণনায় পরিষ্কার করা হয়েছে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(إذا أراد الله أن يخلق نسمة قال ملك الأرحام معرضا : يا رب أذكر أم أنثى ؟ فيقضي الله أمره، ثم يقول : يا رب أشقي أم سعيد ؟ فيقضي الله أمره، ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة ينكبها).

অর্থাৎ, আল্লাহ যখন কোন (মানব) প্রাণ সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন, তখন মাতৃগর্ভে নিযুক্ত ফিরিশ্‌তা আরজ করেন, 'হে প্রভু! পুরুষ, না স্ত্রী?' সুতরাং আল্লাহ নিজ ফায়সালা বহাল করেন। অতঃপর বলেন, 'হে প্রভু! দুর্ভাগ্যবান, না সৌভাগ্যবান?' সুতরাং আল্লাহ নিজ ফায়সালা বহাল করেন। অতঃপর তার দুই চোখের মাঝখানে তা লিখে দেন, যার সে সম্মুখীন হবে; এমনকি সেই মুসীবতও লিখে দেওয়া হয়, যা তাকে ক্লিষ্ট করবে। (ইবনে হিব্বান ৬১৭৮, আবূ য়্যা'লা ৫৭৭৫নং, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৭/ ১১২)

বলা বাহুল্য, দুই চোখের মাঝখানে বা কপালে ভাগ্য লেখার কথা হাদীসে রয়েছে। তাই 'কপালে ছিল', 'কপালের লেখা' বা 'কপাল খারাপ' ইত্যাদি বলা দূষণীয় নয়। তবে ভাগ্য বা কপালকে গালি দেওয়া বৈধ নয়। যেমন 'পোড়া কপাল, নিষ্ঠুর নিয়তি' ইত্যাদি বলা বৈধ নয়।

প্রশ্ন ঃ মহান আল্লাহর কোন ফায়সালার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা কোন্ শ্রেণীর পাপ?

উত্তর ঃ মহান আল্লাহ ইচ্ছাময় বাদশা। তিনি যা ইচ্ছা ফায়সালা করেন। বান্দার জন্য যে ফায়সালা করেন, তা তার জন্য মঙ্গলময়। তাঁর কোন ফায়সালাতে যুলুম বা অন্যায় থাকে না। তিনি আমাকে গরীব এবং আপনাকে ধনী বানিয়েছেন---এটা তাঁর বেইনসাফী নয়। তিনি আপনার ছেলেকে সুস্থ-বলিষ্ঠ রেখেছেন এবং আমার ছেলেকে বিকলাঙ্গ বানিয়েছেন---এটা তাঁর ফায়সালায় অন্যায় নয়। কারণ তাঁর কাছে আমাদের কোন অধিকার নেই, কোন প্রাপ্য নেই---যা না পাওয়ার ফলে আমরা তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনতে পারি। তিনি ইচ্ছা করলে আপনাকে নর্দমার কীটও বানাতে পারতেন, তাতে কি আপনার কোন প্রতিবাদ

চলত? কক্ষনো না। সুতরাং তাঁর কোন ফায়সালার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে যে তা 'অন্যায়' বলে অভিহিত করবে, সে কাফের হয়ে যাবে। (ইউ)

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَاللّهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ} (٤١) سورة الرعد

অর্থাৎ, আল্লাহ আদেশ করেন। তাঁর আদেশের সমালোচনা (পুনর্বিবেচনা) করার কেউ নেই এবং তিনি হিসাব গ্রহণে তৎপর। *(রা'দঃ ৪১)*

তিনি আরো বলেছেন,

{لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ} (٢٣) سورة الأنبياء

অর্থাৎ, তিনি যা করেন, সে বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হবে না; বরং ওদেরকেই প্রশ্ন করা হবে। (আম্বিয়া ঃ ২৩)

প্রশ্ন ঃ দাড়ি রাখতে বললে বা অন্য সৎকাজের উপদেশ দিলে অনেকে বলে, 'তাক্বওয়া বুকে।' এ কথা বলে সৎকাজ থেকে পিছল কাটা কি ঠিক?

উত্তর ঃ অবশ্যই ঠিক নয়। মহানবী ﷺ নিজ বুকের প্রতি ইঙ্গিত ক'রে অবশ্যই বলেছেন, 'তাক্বওয়া এখানে।' কিন্তু তা এ কথার দলীল নয় যে, বাহ্যিক আমল জরুরী নয়। তাছাড়া হৃদয়ে তাক্বওয়া থাকলে বাহ্যিক দেহে ও আমলে তার বহিঃপ্রকাশ অবশ্যই ঘটবে। যেহেতু রসূল ﷺ বলেছেন, "....দেহের মধ্যে একটি মাংসপিন্ড রয়েছে; যখন তা সুস্থ থাকে, তখন গোটা দেহটাই সুস্থ হয়ে থাকে। আর যখন তা খারাপ হয়ে যায়, তখন গোটা দেহটাই খারাপ হয়ে যায়। শোন! তা হল হৃৎপিন্ড (অন্তর)।" (বুখারী ও মুসলিম)

প্রশ্ন ঃ বন্ধু-বান্ধবদের সাথে মজাক-ঠাট্টা বা রসিকতা করা বৈধ কি?

উত্তর ঃ রসিকতা যদি বাস্তব ও সত্য কথার মাধ্যমে হয় এবং তাতে অশ্লীলতা না থাকে, তাহলে দূষণীয় নয়। যেহেতু মহানবী ﷺ এমন রসিকতা করেছেন। যেমন, আবু উমাইর নামক এক শিশুর খেলনা পাখী (নুগাইর) মারা গেলে সে দুঃখিত হয়। তা দেখে তিনি তাকে খোশ করার জন্য মস্করা করে বললেন, 'এই যে উমাইর! কী করেছে নুগাইর?" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৪৮৮৪নং)*

একদা এক ব্যক্তি তাঁর নিকট সওয়ারী উঁট চাইলে তিনি বললেন, "তোমাকে একটি উঁটনীর বাচ্চা দেব।" লোকটি বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! বাচ্চা নিয়ে কী করব?' তিনি বললেন, "উঁটনী ছাড়া কি উঁট আর কেউ জন্ম দেয়?" (অর্থাৎ সব উঁটই তো তার মায়ের বাচ্চা।) *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত ৪৮৮৬নং)*

একদা এক বৃদ্ধা এসে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি দুআ ক'রে দিন যাতে আল্লাহ আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান।' তিনি মস্করা ক'রে বললেন, 'বৃদ্ধারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" তা শুনে বৃদ্ধা কাঁদতে কাঁদতে প্রস্থান করল। তিনি সাহাবাদেরকে বললেন, "ওকে বলে দাও যে, বৃদ্ধাবস্থায় ও জান্নাতে যাবে না।" (বরং সে যুবতী হয়ে যাবে।) *(শামায়েলুত তিরমিযী, রাযীন, গায়াতুল মারাম, মিশকাত ৪৮৮৮নং)*

পক্ষান্তরে মিথ্যা কথা বানিয়ে বলে হাস্য-রসিকতা করা হারাম। রসূল ﷺ বলেছেন,

"সর্বনাশ সেই ব্যক্তির, যে লোককে হাসাবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা বলে। তার জন্য সর্বনাশ, তার জন্য সর্বনাশ।" *(সহীহুল জামে' ৭০১৩নং)*

প্রশ্ন ঃ উপহাসছলে মিথ্যা বলা কি বৈধ?

উত্তর ঃ মিথ্যা বলা বৈধ নয়। মিথ্যা বললে কাবীরা গোনাহ হয়। রসূল ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় সত্যবাদিতা পুণ্যের পথ দেখায়। আর পুণ্য জান্নাতের দিকে পথ নির্দেশনা করে। আর মানুষ সত্য কথা বলতে থাকে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহর নিকট তাকে 'মহাসত্যবাদী' রূপে লিপিবদ্ধ করা হয়। আর নিঃসন্দেহে মিথ্যাবাদিতা নির্লজ্জতা ও পাপাচারের দিকে নিয়ে যায়। আর পাপাচার জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। আর মানুষ মিথ্যা বলতে থাকে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহর নিকট তাকে 'মহামিথ্যাবাদী' রূপে লিপিবদ্ধ করা হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

উপহাসছলেও মিথ্যা বলা বৈধ নয়। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আমি সেই ব্যক্তির জন্য একটি জান্নাতের পার্শ্বদেশে, একটি জান্নাতের মধ্যভাগে এবং অপর আর একটি জান্নাতের উপরিভাগে গৃহের জামিন হচ্ছি; যে ব্যক্তি সত্যাশ্রয়ী হওয়া সত্ত্বেও তর্ক পরিহার করে, উপহাসছলে হলেও মিথ্যা কথা বর্জন করে, আর নিজ চরিত্রকে সুন্দর করে।" (বায্যার, ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ১৩৪নং)

কাউকে হাসাবার উদ্দেশ্যেও কৌতুক ক'রে মিথ্যা বলা বৈধ নয়। মহানবী ﷺ বলেছেন, "সর্বনাশ সেই ব্যক্তির, যে লোককে হাসাবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা বলে। তার জন্য সর্বনাশ, তার জন্য সর্বনাশ।" *(সহীহুল জামে' ৭০১৩নং)*

শিশুদেরকে ভোলাবার জন্যও মিথ্যা বলা বৈধ নয়।

আব্দুল্লাহ বিন আমের ؓ বলেন, 'রসূলুল্লাহ ﷺ একদা আমাদের বাড়িতে এলেন। আমি তখন শিশু ছিলাম। এমতাবস্থায় আমি খেলার জন্য বাড়ির বাইরে বের হতে যাচ্ছিলাম। তা দেখে আমার মা আমার উদ্দেশ্যে বললেন, 'আব্দুল্লাহ! (বাইরে যেয়ো না, আমার নিকট) এস, তোমাকে একটি মজা দেব। এ কথা শুনে নবী ﷺ বললেন, "তুমি ওকে কী দেবে ইচ্ছা করেছ?' মা বললেন, 'খেজুর।' তখন রসূল ﷺ বললেন, "জেনে রাখ, যদি তুমি ওকে কিছু না দাও, তাহলে তোমার উপর একটি মিথ্যা লেখা হবে।" *(আবূ দাউদ ৪৯৯১, সিলসিলাহ সহীহাহ ৭৪৮-নং)*

তবে তিন ক্ষেত্রে প্রয়োজনে মিথ্যা বলা বৈধ। উম্মে কুলসুম বিন্তে উক্ববাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "ঐ ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয়, যে মানুষের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করার জন্য (বানিয়ে) ভাল কথা পৌঁছে দেয় অথবা ভাল কথা বলে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

মুসলিমের এক বর্ণনায় বর্ধিত আকারে আছে, উম্মে কুলসুম (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'আমি নবী ﷺ-কে কেবলমাত্র তিন অবস্থায় মিথ্যা বলার অনুমতি দিতে শুনেছি ঃ যুদ্ধের ব্যাপারে, লোকের মধ্যে আপোস-মীমাংসা করার সময় এবং স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের (প্রেম) আলাপ-আলোচনায়।'

প্রশ্ন ঃ অনেকে বলে, 'যার পীর নেই, তার পীর শয়তান।' এ কথা কি ঠিক?

উত্তর ঃ কথাটি ঠিক। কারণ নিজে নিজে সঠিক পথ পাওয়ার চেষ্টা করলে ভ্রষ্টতাই স্বাভাবিক। তবে পীর মানে ওস্তাদ। পীর মানে বিদআতী মুর্শিদ নয়, প্রচলিত তরীকার কোন সূফীপন্থী নয়। যেমন ওস্তাদ কেবল একটা ধরাই বাঞ্ছনীয় নয়। শিক্ষার্থী মুসলিমের উচিত, যাঁকে হকপন্থী অভিজ্ঞ আলেম দেখবে, তাঁকেই ওস্তাদ বলে গণ্য করবে। যেহেতু মুসলিম কোন ব্যক্তি দেখে হক চেনে না, বরং হক দেখে ব্যক্তি চেনে। সুতরাং যে পীর বা ওস্তাদ পীরানে-পীর ও উস্তাযুল আসাতিযাহ নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর অনুসারী নয়, তাঁকে নিজের পীর বা ওস্তাদ বানানো বৈধ নয়। পক্ষান্তরে যিনিই কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর অনুসারী, তিনিই মুসলিমের ওস্তাদ হওয়ার যোগ্য। অতএব প্রত্যেক হকপন্থী আলেমই মুসলিমের ওস্তাদ। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} (٤٣) سورة النحل، الأنبياء ٧

অর্থাৎ, তোমরা যদি না জান, তাহলে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা কর। (নাহ্ল ঃ ৪৩, আম্বিয়া ঃ ৭)

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} (٥٩)

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস কর, তাহলে তোমরা আল্লাহর অনুগত হও, রসূল ও তোমাদের নেতৃবর্গ (ও উলামা)দের অনুগত হও। আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে, তাহলে সে বিষয়কে আল্লাহ ও রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। এটিই হল উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর। (নিসা ঃ ৫৯)

লক্ষণীয় যে, মহান আল্লাহ আমাদেরকে কোন নির্দিষ্ট পীর বা ওস্তাদ ধরতে নির্দেশ দেননি। বলা বাহুল্য, বিদআতীদের উক্ত কথা বলে তথাকথিত 'পীর ধরা'র কাজে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা বিভ্রান্তি ছাড়া কিছু নয়। (ইবা)

প্রশ্ন ঃ যে বলে, 'ইসলাম নারীর প্রতি অন্যায় করেছে, তার যথার্থ হক প্রদান করেনি' তার বিধান কী?

উত্তর ঃ যে এ কথা বলে সেই অবিবেচক যালেম। যেহেতু ইসলাম সর্বক্ষেত্রে নারীকে পুরুষের সমানাধিকার দান না করলেও তাকে তার যথার্থ অধিকার প্রদান করেছে। সুতরাং প্রত্যেকের নিজ নিজ অধিকার নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا} (٣٢) سورة النساء

অর্থাৎ, যা দিয়ে আল্লাহ তোমাদের কাউকেও কারোর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তোমরা তার লালসা করো না। পুরুষগণ যা অর্জন করে, তা তাদের প্রাপ্য অংশ এবং

নারীগণ যা অর্জন করে, তা তাদের প্রাপ্য অংশ। তোমরা আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। (নিসা ঃ ৩২)

{إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ} (٤٤) سورة يونس

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি কোন যুলুম করেন না, পরন্তু মানুষ নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করে থাকে। (ইউনুস ঃ ৪৪)

সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টির প্রতি কোন অন্যায় করেন না। ইসলাম কারো প্রতি অবিচার করে না। অবশ্য কোন কোন বেআমল মুসলিম সে অন্যায় করতে পারে। আর কোন মুসলিমের অন্যায় ইসলামের অন্যায় নয়। বলা বহুল্য, উক্ত কথা কোন মুসলিম বললে সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ঃ যারা বলে 'ব্যভিচারীকে পাথর ছুড়ে মারলে, চোরের হাত কাটলে মানবাধিকার লংঘন হয়', তাদের এমন বক্তব্য কি ঠিক?

উত্তর ঃ অবশ্যই ঠিক নয়। এমন অপরাধী মানবকে কে অধিকার দিয়ে রেখেছে? যারা এ কথা বলে, তারা কি মানুষ খুন করে না? তারা কি কারো ফাঁসি দেয় না? আসলে তাদের কাছে ঐ শ্রেণীর অপরাধ বড় নয়, বরং তাদের কাছে ব্যভিচার কোন অপরাধই নয়। আর আল্লাহর বিধান তো তারা মানেই না।

মানবের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ। কিছু অপরাধের ফলে তিনিই তাদের মানবাধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার বিধান দিয়েছেন। যেহেতু তারাই অপরাধ ক'রে প্রথমে মানবিধকার লংঘন করেছে। নিশ্চয় মহান আল্লাহ যালেম নন।

{وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ} (٧٦) سورة الزخرف

অর্থাৎ, আমি ওদের প্রতি অন্যায় করিনি, কিন্তু ওরা নিজেরাই নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছে। (যুখরুফ ঃ ৭৬)

{مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ} (٤٦) سورة فصلت

অর্থাৎ, যে সৎকাজ করে, সে নিজের কল্যাণের জন্যই তা করে এবং কেউ মন্দ কাজ করলে তার প্রতিফল সে নিজেই ভোগ করবে। আর তোমার প্রতিপালক তাঁর দাসদের প্রতি কোন যুলুম করেন না। (হা-মীম সাজদাহ ঃ ৪৬)

উক্ত কথা কোন মুসলিম বললে সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ঃ কাউকে 'আল্লাহর খলীফা' বলা জায়েয কি?

উত্তর ঃ কাউকে 'আল্লাহর খলীফা' বলা জায়েয নয়। মানুষ আল্লাহর খলীফা হতে পারে না। বরং আল্লাহই মানুষের 'খলীফা' হতে পারেন; যেমন সফরের দুআতে আমরা বলে থাকি, 'আন্তাস স্বাহিবু ফিসসাফার অলখালীফাতু ফিল আহ্ল।' একদা আবূ বাক্র সিদ্দীক ﷺ-কে 'আল্লাহর খলীফা বলা হলে, তিনি বলেছিলেন, 'আমি আল্লাহর খলীফা নই। বরং আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর খলীফা। (বানী সিঃ যয়ীফাহ ৮৫নং)

প্রশ্ন ঃ অনেকে বলে, 'নামায পড়ে কী হবে? নামায পড়ে কে বড়লোক হয়েছে?' এ

কথা কি ঠিক?

উত্তর ঃ এ কথা দুনিয়াদারী দৃষ্টিভঙ্গির ফলশ্রুতি। যেহেতু নামায পড়ে ইহলোকে বড়লোক হওয়া যায় না। বরং নামায পড়ে পরলোকে বড়লোক হওয়া যায়। নামায ইহকালে মানুষকে অশ্লীলতা ও নোংরামি থেকে দূরে রেখে মানুষকে মানুষ ক'রে রাখে, সঠিক মুসলিম বানায়। আর পরকালে তাকে ইচ্ছাসুখের বাসস্থান দান করে। পরন্তু নামায পড়লে ইহকালের সুখ নয়, বরং পরকালের সুখ লাভের জন্যই পড়া উচিত।

প্রশ্ন ঃ 'দেশ-প্রেম ঈমানের অংশ' কথাটি কি ঠিক?

উত্তর ঃ এ কথাটি ঠিক নয়। তাছাড়া এ কথা অর্থহীনও বটে। কারণ, দেশ-প্রেম মানুষের প্রকৃতিগত ব্যাপার, ঈমানের ব্যাপার নয়। যেহেতু ঐ প্রেম কাফেরেরও থাকে। *(বানী, সিয়ঃ ৩৬)*

প্রশ্ন ঃ কোন সম্মানিত ব্যক্তিকে বা শ্বশুরকে 'আব্বা' বলে সম্বোধন করা বৈধ কি?

উত্তর ঃ কোন সম্মানিত ব্যক্তিকে বা শ্বশুরকে 'আব্বা' বলে সম্বোধন করায় কোন দোষ নেই। যেমন দোষ নেই নিজের ছেলে ছাড়া অন্য কোন স্নেহভাজনকে 'বেটা' বলে সম্বোধন করা। এ সম্বোধনে উদ্দেশ্য থাকে পিতার মতো শ্রদ্ধা এবং পুত্রের মতো স্নেহ প্রকাশ। পিতৃতুল্যকে 'পিতা' বলা এবং পুত্রতুল্যকে 'বেটা' বলা, তদনুরূপ মাতৃতুল্যকে 'মাতা' বা 'মা' বলা এবং কন্যাতুল্যকে 'বেটি' বলায় কোন বংশীয় সম্বন্ধ উদ্দিষ্ট থাকে না।

আলকুরআনে জন্মদাত্রী মা ছাড়া অন্য মহিলাকে 'মা' বলার কথা এসেছে। মহানবী ﷺ-এর স্ত্রীদেরকে মু'মিনদের মা বলা হয়েছে।

{النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} (٦) سورة الأحزاب

অর্থাৎ, নবী, বিশ্বাসীদের নিকট তাদের প্রাণ অপেক্ষাও অধিক প্রিয় এবং তার স্ত্রীগণ তাদের মা। (আহ্যাব ঃ ৬)

{فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاء اللّهُ آمِنِينَ} (٩٩)

অর্থাৎ, অতঃপর তারা যখন ইউসুফের নিকট উপস্থিত হল, তখন সে তার পিতা-মাতাকে নিজের কাছে স্থান দান করল এবং বলল, 'আপনারা আল্লাহর ইচ্ছায় নিরাপদে মিসরে প্রবেশ করুন।' (ইউসুফ ঃ ৯৯)

{وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ} (١٠٠) سورة يوسف

অর্থাৎ, ইউসুফ তার পিতা-মাতাকে সিংহাসনে বসাল। (ইউসুফ ঃ ১০০)

উক্ত আয়াতে ইউসুফ ﷺ-এর 'পিতামাতা' বলে তাঁর পিতা ও খালাকে বুঝানো হয়েছে। কারণ তাঁর মায়ের ইন্তিকাল পূর্বেই হয়ে গিয়েছিল।

নিজ জন্মদাতা পিতা ছাড়া অন্যকে পিতা বলার কথাও এসেছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ

مُسْلِمُونَ} (١٣٣) البقرة

অর্থাৎ, ইয়াকুবের নিকট যখন মৃত্যু এসেছিল তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে? সে যখন নিজ পুত্রগণকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আমার (মৃত্যুর) পরে তোমরা কিসের উপাসনা করবে?' তারা তখন বলেছিল, 'আমরা আপনার উপাস্য ও আপনার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের উপাস্য, সেই অদ্বিতীয় উপাস্যের উপাসনা করব। আর আমরা তাঁর কাছে আত্মসমর্পণকারী।'(বাক্বারাহ ঃ ১৩৩)

এখানে পিতৃব্য, পিতামহ-প্রপিতামহকেও 'পিতা' বলেই আখ্যায়ন করা হয়েছে। আর বিদিত যে, ইসমাঈল ﷺ ইয়াকূব ﷺ-এর চাচা ছিলেন।

{وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ}

অর্থাৎ, সংগ্রাম কর আল্লাহর পথে যেভাবে সংগ্রাম করা উচিত; তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠিনতা আরোপ করেননি; এটা তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের মিল্লাত (ধর্মাদর্শ); তিনি পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন 'মুসলিম' এবং এই গ্রন্থেও; যাতে রসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী স্বরূপ হয় এবং তোমরা সাক্ষী স্বরূপ হও মানব জাতির জন্য। সুতরাং তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহকে অবলম্বন কর; তিনিই তোমাদের অভিভাবক, কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী তিনি! (হাজ্জ ঃ ৭৮)

এখানে ইব্রাহীম ﷺ-কে মুসলিমদের 'পিতা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু তিনি উম্মাহর নিকট পিতৃতুল্য। যেমন আমাদের নবী ﷺ ও বলেছেন,

(إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ ، أُعَلِّمُكُمْ، ..)

অর্থাৎ, আমি তো তোমাদের পিতৃতুল্য, তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়ে থাকি....। *(আবূ দাঊদ)*

সুতরাং তিনি আমাদের পিতৃতুল্য। তবে তিনি কারো 'পিতা' নন, অর্থাৎ জনক নন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ} (٤٠) الأحزاب

অর্থাৎ, মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নয়, বরং সে আল্লাহর রসূল ও শেষ নবী। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। (আহ্যাব ঃ ৪০)

যেমন তাঁর স্ত্রীগণ আমাদের জননী না হয়েও 'আমাদের মাতা'। অনুরূপ তিনি আমাদের জনক না হয়েও সম্মানে 'পিতা'। কোন কোন ক্বিরাআতে এসেছে,

{النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَهُوَ أَبٌ لَّهُمْ} (٦) سورة

الأحزاب

অর্থাৎ, নবী, বিশ্বাসীদের নিকট তাদের প্রাণ অপেক্ষাও অধিক প্রিয় এবং তার স্ত্রীগণ তাদের মাতা-স্বরূপ। আর সে তাদের পিতা-স্বরূপ। (আহযাব ঃ ৬, ইবনে কাষীর ৬/৩৮১, ফাতহুল ক্বাদীর ৪/৩৭২)

আনাস ﷺ কতৃক বর্ণিত, তাঁকে মহানবী ﷺ 'বেটা' বলে সম্বোধন করতেন। (মুসলিম ২১৫১নং) বরং ইমাম নাওয়াবী স্নেহাস্পদদেরকে 'বেটা' বলে সম্বোধন করা মুস্তাহাব বলেছেন।

মোট কথা, পরস্পর সম্বোধনে এই শ্রেণীর শ্রদ্ধা ও স্নেহসূচক শব্দ ব্যবহার করায় কোন দোষ নেই।

পক্ষান্তরে হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সবচেয়ে বড় মিথ্যারোপ হল সেই ব্যক্তির কাজ, যে পরের বাপকে নিজ বাপ বলে দাবি করে অথবা তার চক্ষুকে তা দেখায়, যা সে (বাস্তবে) দেখেনি। (অর্থাৎ, স্বপ্ন দেখার মিথ্যা দাবি করে।) অথবা আল্লাহর রসূল ﷺ যা বলেননি, তা তাঁর প্রতি মিথ্যাভাবে আরোপ করে।" (বুখারী)

"যে ব্যক্তি পরের বাপকে নিজের বাপ বলে, অথচ সে জানে যে, সে তার বাপ নয়, সে ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম।" (বুখারী ৬৭৬৬, ৬৭৬৭, মুসলিম ৬৩নং, আবূ দাঊদ, ইবনে মাজাহ)

"যে ব্যক্তি পরের বাপকে নিজের বাপ বলে দাবী করে, সে ব্যক্তি জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। অথচ তার সুগন্ধি ৫০০ বছরের দূরবর্তী স্থান থেকেও পাওয়া যাবে।" (আহমাদ ২/১৭১, ইবনে মাজাহ ২৬১১, সহীহুল জামে' ৫৯৮৮নং)

"যে ব্যক্তি পরের বাপকে নিজের বাপ বলে দাবী করে অথবা তার (স্বাধীনকারী) প্রভু ছাড়া অন্য প্রভুর প্রতি সম্বন্ধ জুড়ে, সে ব্যক্তির উপর কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর অবিরাম অভিশাপ।" (আবূ দাউদ, সহীহুল জামে' ৫৯৮৭নং)

এ সবের অর্থ সম্বোধনে 'বাপ' বলা নয়। এ সবের অর্থ হল, নিজের বাপকে অস্বীকার করা এবং কোন স্বার্থে অন্য কোন পুরুষকে নিজের 'বাপ' বলে দাবী করা। নিজের বংশকে অস্বীকার ক'রে অন্য বংশের সূত্র জুড়ে নেওয়া। এই জন্য হাদীসে এসেছে, নবী ﷺ বলেছেন, "অজ্ঞাত বংশের সম্বন্ধ দাবী করা অথবা ছোট বা নীচু হলে তা অস্বীকার করা মানুষের জন্য কুফরী।" *(আহমাদ প্রমুখ, সহীহুল জামে' ৪৪৮৬নং)*

প্রশ্ন ঃ অনেক লোককে কোন কাজে নিষেধ করতে গেলে বলে, 'সবাই তো এটা করে!' কেউ বলে, 'লোকে তো করছে!' কেউ বলে, 'এত লোকে করছে, তারা কি ভুল পথে আছে নাকি?' ইত্যাদি। তাদের এমন বলা বৈধ কি?

উত্তর ঃ লোকের দোহাই দিয়ে কোন কাজ করা বা বর্জন করা কোন মুসলিমের উচিত নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক বর্তমানের সরকার গঠন করতে পারে, সত্য গঠন করতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ

هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ} (١١٦) سورة الأنعام

অর্থাৎ, আর যদি তুমি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথামত চল, তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত ক'রে দেবে। তারা তো শুধু অনুমানের অনুসরণ করে এবং তারা কেবল অনুমানভিত্তিক কথাবার্তাই বলে থাকে। (আন্‌আম ঃ ১১৬)

{وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ} (١٠٣) سورة يوسف

অর্থাৎ, তুমি যতই আগ্রহী হও না কেন, অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করবার নয়। (ইউসুফ ঃ ১০৩)

{وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ} (١٠٦) سورة يوسف

অর্থাৎ, তাদের অধিকাংশই আল্লাহকে বিশ্বাস করে; কিন্তু তাঁর অংশী স্থাপন করে। (ইউসুফ ঃ ১০৬)

সুতরাং দ্বীনের কাজে মুসলিমের দলীল হল আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসূল ﷺ-এর হাদীস এবং সলফদের আমল। মান্যকারী লোকের সংখ্যা কম হলেও সত্যই সর্বদা বরণীয়। লোকের দোহাই দিয়ে সত্যকে এড়িয়ে যাওয়া মুসলিমের জন্য শোভনীয় নয়। (ইউ)

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (٥١) سورة النور

অর্থাৎ, যখন বিশ্বাসীদেরকে তাদের মধ্যে মীমাংসা ক'রে দেওয়ার জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের দিকে আহবান করা হয়, তখন তারা তো কেবল এ কথাই বলে, 'আমরা শ্রবণ করলাম ও মান্য করলাম।' আর ওরাই হল সফলকাম। (নূর ঃ ৫১)

প্রশ্ন ঃ অনেক মানুষকে সত্যের দিশা দিতে গেলে বাপ-দাদার দোহাই দেয়। অনেকে কোন বড় আলেম বা নেতার দোহাই দেয়। এমন দোহাই দিয়ে সত্য প্রত্যাখ্যান করা কি উচিত?

উত্তর ঃ অবশ্যই না। প্রত্যেকের বাপ-দাদা নিজের কাছে শ্রদ্ধেয়। কিন্তু প্রত্যেকের বাপ-দাদা যে হকপন্থী, তার নিশ্চয়তা কোথায়? হকের মাপকাঠি কোন ব্যক্তিত্ব নয়, হকের মাপকাঠি হল কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ। বাপ-দাদার দোহাই দিয়ে হক প্রত্যাখ্যান করার রোগ বহু পুরাতন। কুরআন মাজীদের বহু জায়গায় সে কথা উল্লিখিত হয়েছে। মহান আল্লাহ দাদুপন্থীদের ব্যাপারে বলেছেন,

{وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ} (١٧٠) سورة البقرة

অর্থাৎ, আর যখন তাদের বলা হয়, 'আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তার তোমরা অনুসরণ কর।' তারা বলে, '(না-না) বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যাতে

(মতামত ও ধর্মাদর্শে) পেয়েছি, তার অনুসরণ করব।' যদিও তাদের পিতৃপুরুষগণ কিছুই বুঝত না এবং তারা সৎ পথেও ছিল না। (বাক্বারাহ ঃ ১৭০)

{وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلاَ يَهْتَدُونَ} (١٠٤) سورة المائدة

অর্থাৎ, আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে ও রসূলের দিকে এসো', তখন তারা বলে, 'আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যাতে পেয়েছি, তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট।' যদিও তাদের পূর্বপুরুষগণ কিছুই জানত না এবং সৎপথপ্রাপ্তও ছিল না, তবুও? (মায়িদাহ ঃ ১০৪)

{وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ} (٢١) سورة لقمان

অর্থাৎ, যখন তাদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তোমরা তার অনুসরণ কর', তখন তারা বলে, 'আমাদের বাপ-দাদাকে যাতে পেয়েছি, আমরা তো তাই মেনে চলব।' যদিও শয়তান তাদেরকে দোযখ-যন্ত্রণার দিকে আহবান করে (তবুও কি তারা বাপ-দাদারই অনুসরণ করবে)? (লুক্বমান ঃ ২১)

{بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ (٢٢) وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ} (٢٣) قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ (٢٤) فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (٢٥) سورة الزخرف

অর্থাৎ, বরং ওরা বলে, আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এক মতাদর্শের অনুসারী পেয়েছি এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে পথপ্রাপ্ত। এভাবে, তোমার পূর্বে কোন জনপদে যখনই কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেছি, তখনই ওদের মধ্যে যারা বিত্তশালী ছিল তারা বলত, 'আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এক মতাদর্শের অনুসারী পেয়েছি এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি।' (প্রত্যেক সতর্ককারী) বলত, 'তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষগণকে যার অনুসারী পেয়েছ, আমি যদি তোমাদের জন্য তা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পথনির্দেশ আনয়ন করি, তবুও কি তোমরা তাদের পদাংক অনুসরণ করবে?' (প্রত্যুত্তরে) তারা বলত, 'তোমরা যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছ, আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি।' সুতরাং আমি ওদের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করলাম। অতএব দেখ, মিথ্যাচারীদের পরিণাম কি হয়েছে? (যুখরুফ ঃ ২২-২৫)

প্রশ্ন ঃ অনেকে কা'বাগৃহের তওয়াফ ও হাজারে আসওয়াদের চুম্বনকে পৌত্তলিকতার সাথে তুলনা করে, তা কি ঠিক?

উত্তর ঃ আদৌ ঠিক নয়। কারণ তওয়াফে কা'বাগৃহের পূজা উদ্দেশ্য হয় না, যেমন

মূর্তিপূজা বা কবরপূজা হয়। আল্লাহর ঘরের তওয়াফ ক'রে তাঁর আদেশ পালন করা হয় এবং তাতে তাঁরই সন্তুষ্টি কামনা করা হয়। অনুরূপ হাজারে আসওয়াদের চুম্বনও দেওয়া হয়, যেহেতু তা একটি ইবাদত। তাতে মহানবী ﷺ-এর অনুসরণ করা হয় এবং তাতে সওয়াব হয়। আমরা জান্নাতকে ভালবাসি বলে, জান্নাতের পাথরে চুমা দিই। পাথর থেকে কোন বর্কতের আশায় নয়। পাথর চুম্বকের মতো চুম্বনকারীর পাপ শোষণ করে না। বরং আল্লাহর নবী ﷺ-এর অনুসরণে তাকে চুম্বন দিলে পাপ ক্ষয় হয়। উমার ﷺ পাথর চুম্বন দেওয়ার সময় বলেছিলেন, '(হে পাথর!) আমি জানি তুমি একটি পাথর। তুমি কোন উপকার করতে পার না, অপকারও না। যদি আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে তোমাকে চুম্বন দিতে না দেখতাম, তাহলে আমি তোমাকে চুম্বন দিতাম না।' (বুখারী, মুসলিম, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ)

কসম ও নযর

প্রশ্ন ঃ নযর মানলে কি মহান আল্লাহ আশা পূরণ করেন?

উত্তর ঃ আসলে আল্লাহর সাথে শর্তভিত্তিক চুক্তির নযর মকরূহ অথবা হারাম। যেমন, 'আল্লাহ! যদি আমার ছেলে পাশ করে, তাহলে তোমার রাহে হাজার টাকা দেব। আমার রোগী সেরে উঠলে এত টাকা দান করব' ইত্যাদি। এতে কোন লাভ হয় না। যা হয়, তা আল্লাহর ইচ্ছা ও তকদীরে হয়। নযর না মানলেও তাই হয়। মহানবী ﷺ বলেছেন, "নযর কোন মঙ্গল আনয়ন করে না। তার মাধ্যমে কেবল বখীলের মাল বের ক'রে নেওয়া হয়।" (বুখারী ৬৬০৮-৬৬০৯, মুসলিম ১৬৩৯- ১৬৪০নং)

তবে ইবাদতের নযর মানলে তা পূরা করা জরুরী। রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করার নযর মানে, সে যেন (তা পুরা ক'রে) তার আনুগত্য করে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্যতা করার নযর মানে, সে যেন (তা পুরণ না করে এবং) তাঁর অবাধ্যতা না করে।" (বুখারী, সহীহুল জামে' ৬৪৪১)

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, 'এক মহিলা সমুদ্র-সফরে বের হলে সে নযর মানল যে, যদি আল্লাহ তাবারাকা অতাআলা তাকে সমুদ্র থেকে পরিত্রাণ দান করেন, তাহলে সে একমাস রোযা রাখবে। অতঃপর সে সমুদ্র থেকে পরিত্রাণ পেয়ে ফিরে এল। কিন্তু রোযা না রেখেই সে মারা গেল। তার এক কন্যা নবী ﷺ এর নিকট এসে সে ঘটনার উল্লেখ করলে তিনি বললেন, "মনে কর, তার যদি কোন ঋণ বাকী থাকত, তাহলে তা তুমি পরিশোধ করতে কি না?" বলল, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "তাহলে আল্লাহর ঋণ অধিকরূপে পরিশোধ-যোগ্য। সুতরাং তুমি তোমার মায়ের তরফ থেকে রোযা কাযা করে দাও।" *(আবূ দাঊদ ৩৩০৮-নং, আহমাদ ২/২১৬ প্রমুখ)*

প্রশ্ন ঃ কেউ যদি অবৈধ বা শির্কী নযর মেনে থাকে, তাহলে জানার পরে নযর পালন করার আগে সে কী করতে পারে?

উত্তর ঃ অবৈধ বা শির্কী নযর পালন করা অবৈধ। তাকে তওবা করতে হবে এবং

কসমের কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। দশটি মিসকীনকে খাদ্য অথবা বস্ত্র দান করতে হবে অথবা একটি গোলাম আযাদ করতে হবে। এ সবে অক্ষম হলে তিনটি রোযা রাখতে হবে। (ইজি)

প্রশ্ন ঃ মসজিদের নামে নযর মেনে মাদ্রাসায় দেওয়া যাবে কি?

উত্তর ঃ যে নামে নযর মানা হয়, সেই নামেই নযর পালন করতে হবে। অবশ্য যে নামে নযর মেনেছে, সেখানে পালন করা যদি দুঃসাধ্য হয়, অথবা অপর জায়গায় পালন করলে সওয়াব বেশি হয়, তাহলে নযরের স্থান পরিবর্তন করা যায়। যেমন এক ব্যক্তি নযর মেনেছিল, মক্কা বিজয় হলে বায়তুল মাক্বদিসে গিয়ে নামায পড়বে। নবী ﷺ তাকে বললেন, "তুমি এখানে (কা'বার মসজিদে) নামায পড়।" (আবূ দাউদ ৩৩০৫নং)

প্রশ্ন ঃ কসম ভঙ্গের কাফ্ফারায় খাদ্য বা বস্ত্রের বিনিময়ে টাকা দিলে আদায় হবে কি না?

উত্তর ঃ না। খাদ্য বা বস্ত্রই দিতে হবে। না থাকলে কিনে দিতে হবে। মূল্য আদায় করলে কাফ্ফারা আদায় হবে না। কারণ তা কুরআনের স্পষ্ট উক্তির বিরোধিতা হবে। (ইজি)

প্রশ্ন ঃ কাফ্ফারা কীভাবে আদায় করা যাবে?

উত্তর ঃ দশজন মিসকীনের মধ্যম ধরনের খাবার তৈরি ক'রে দুপুরে অথবা রাত্রে তাদেরকে ডেকে খাইয়ে দিন। অথবা তাদের বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে দিন। অথবা মাথাপিছু সওয়া এক কিলো ক'রে (সর্বমোট সাড়ে বারো কিলো) চাল তাদের মাঝে বন্টন ক'রে দিন। দশজন মিসকীন না পাওয়া গেলে পাঁচজন হলে দু'বেলা খাওয়ান অথবা আড়াই কিলো ক'রে চাল দিয়ে দিন। কাপড় দিলে মহিলাকে মধ্যম দামের শাড়ি দিন, পুরুষকে মধ্যম দামের লুঙ্গি-গেঞ্জি দিন। খাদ্য ও বস্ত্রদানে অক্ষম হলে তবেই তিনদিন রোযা রাখুন। খাদ্য দেওয়ার ক্ষমতা ও উপায় থাকতে রোযা রাখলে কাফ্ফারা আদায় হবে না।

প্রশ্ন ঃ বিভিন্ন সময়ে একাধিকবার করা কসম ভঙ্গ করলে একবার কাফ্ফারা দিলে হবে কি?

উত্তর ঃ একই কাজের জন্য একাধিকবার কসম খেয়ে তা ভঙ্গ করলে একবার কাফ্ফারা দিলেই হবে। কিন্তু পৃথক পৃথক কাজের জন্য কসম খেয়ে ভঙ্গ করলে পৃথক পৃথক কাফ্ফারা দিতে হবে। (ইবা)

যেমন ঃ কেউ রবিবার বলল, 'আল্লাহর কসম আমি মামার বাড়ি যাব না।' সোমবার বলল, 'আল্লাহর কসম আমি মামার বাড়ি যাব না।' মঙ্গলবারেও বলল, 'আল্লাহর কসম আমি মামার বাড়ি যাব না।' অতঃপর বুধবারে কসম ভঙ্গ ক'রে সে মামার বাড়ি গেল। তাকে একটি কাফ্ফারা দিতে হবে।

কিন্তু কেউ রবিবার বলল, 'আল্লাহর কসম আমি মামার বাড়ি যাব না।' সোমবার বলল, 'আল্লাহর কসম আমি চাচার বাড়ি যাব না।' মঙ্গলবার বলল, 'আল্লাহর কসম আমি খালার বাড়ি যাব না।' অতঃপর বুধবারে কসম ভঙ্গ ক'রে সে সকলের বাড়ি গেল। তাকে প্রত্যেক কসমের বিনিময়ে পৃথক পৃথক কাফ্ফারা আদায় করতে হবে।

অনুরূপ কেউ রবিবার বলল, 'আল্লাহর কসম আমি মামার বাড়ি যাব না।' সোমবার বলল, 'আল্লাহর কসম আমি চাচার বাড়িতে খাব না।' মঙ্গলবার বলল, 'আল্লাহর কসম আমি খালার বাড়িতে শোব না।' অতঃপর বুধবারে কসম ভঙ্গ ক'রে সে সব কাজ করল।

তাকে প্রত্যেক কসমের বিনিময়ে পৃথক পৃথক কাফ্ফারা আদায় করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ গায়রুল্লাহর নামে কসম খাওয়ার বিধান কী?

উত্তর ঃ গায়রুল্লাহর নামে কসম খাওয়া, বাপ, মা, ছেলে, পীর, কা'বা, নবী, মসজিদ, ক্বিবলা, বই, মাটি, দেশমাতা ইত্যাদির নামে কসম খাওয়া শির্ক। কসম হবে কেবল আল্লাহর নামে অথবা তাঁর কোন গুণের নাম নিয়ে অথবা কুরআন স্পর্শ ক'রে। ইবনে উমার ﷺ একটি লোককে বলতে শুনলেন 'না, কা'বার কসম!' তিনি তাকে বললেন, 'আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কসম খেয়ো না। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহর নামে কসম করে, সে কুফরী অথবা শির্ক করে।" (আবূ দাউদ ৩২৫১, তিরমিযী ১৫৩৫নং)

নবী ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে তোমাদের বাপ-দাদার নামে শপথ করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং যে শপথ করতে চায়, সে যেন আল্লাহর নামে শপথ করে; নচেৎ চুপ থাকে।" (বুখারী ৩৮৩৬, মুসলিম ১৬৪৬নং)

প্রশ্ন ঃ আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর কসম খাওয়া জায়েয নয়। কুরআনের কসম খাওয়া জায়েয কি?

উত্তর ঃ কুরআন হল আল্লাহর কালাম। আর আল্লাহর কালাম হল তাঁর সিফাত (গুণ)। আর তাঁর সিফাতের শপথ করা যায়। যেমন তাঁর ইয্যত, আযমত, ক্বুদরত, কিবরিয়া, জালাল ইত্যাদির কসম খাওয়া যায় এবং তার অসীলায় দুআ ও আশ্রয় প্রার্থনা করা যায়।

নবী ﷺ বলেছেন, "একদা আইয়ূব ﷺ উলঙ্গ হয়ে গোসল করছিলেন। অতঃপর তাঁর উপর সোনার পঙ্গপাল পড়তে লাগল। আইয়ূব ﷺ তা আঁজলা ভরে ভরে বস্ত্রে রাখতে আরম্ভ করলেন। সুতরাং তাঁর প্রতিপালক আযযা অজাল্ল তাঁকে ডাক দিলেন, 'হে আইয়ূব! তুমি যা দেখছ, তা হতে কি আমি তোমাকে অমুখাপেক্ষী ক'রে দিইনি?' তিনি বললেন, 'অবশ্যই, তোমার ইজ্জতের কসম! কিন্তু আমি তোমার বর্কত হতে অমুখাপেক্ষী নই।" *(বুখারী)*

মহানবী ﷺ বলেন, "জাহান্নাম 'আরো আছে কি' বলতেই থাকবে। পরিশেষে রব্বুল ইয্যত তাবারাকা অতাআলা তাতে নিজ পায়ের পাতা (পা) রেখে দেবেন। তখন সে বলবে, 'যথেষ্ট, যথেষ্ট, তোমার ইজ্জতের কসম!' আর তার পরস্পর অংশগুলি সংকীর্ণ হয়ে যাবে।" (বুখারী ৭৩৮৪, মুসলিম ২৮৪৮নং, আবূ আওয়ানাহ)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কিয়ামতের দিন জাহান্নামীদের মধ্য হতে এমন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে, যে দুনিয়ার সবচেয়ে সুখী ও বিলাসী ছিল। অতঃপর তাকে জাহান্নামে একবার (মাত্র) চুবানো হবে, তারপর তাকে বলা হবে, 'হে আদম সন্তান! তুমি কি কখনো ভাল জিনিস দেখেছ? তোমার নিকটে কি কখনো সুখ-সামগ্রী এসেছে?' সে বলবে, 'না। তোমার ইজ্জতের কসম! হে প্রভু!' আর জান্নাতীদের মধ্য হতে এমন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে, যে দুনিয়ার সবচেয়ে দুঃখী ও অভাবী ছিল। তাকে জান্নাতে (মাত্র একবার) চুবানোর পর বলা হবে, 'হে আদম সন্তান! তুমি কি (দুনিয়াতে) কখনো দুঃখ-কষ্ট দেখেছ? তোমার উপরে কি কখনো বিপদ গেছে?' সে বলবে, 'না। তোমার ইজ্জতের কসম!

আমার উপর কোনদিন কষ্ট আসেনি এবং আমি কখনো কোন বিপদও দেখিনি।” *(আহমাদ ১৩৬৬০নং, বাইহাক্বী ১০/৪১)*

মহানবী ﷺ এই বলে দুআ করতে নির্দেশ দিয়েছেন,

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.

অর্থঃ- আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীর অসীলায় তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার মন্দ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

أَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ.

অর্থ- আমি আল্লাহর মর্যাদা ও কুদরতের অসীলায় সেই জিনিসের অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাচ্ছি, যা আমি পাচ্ছি ও ভয় করছি। *(মুসলিম ২২০২ নং, আবু দাউদ ৪/১১)*

প্রশ্ন ঃ আল্লাহর সঙ্গে চুক্তি ক’রে নযর মানা কী?

উত্তর ঃ চুক্তিগত নযর মকরূহ বা হারাম। কিন্তু যে নযরে চুক্তিহীন ইবাদত থাকে, তা মকরূহ বা হারাম নয়। তার কথাই কুরআনে বলা হয়েছে,

{إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا (٥) عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا (٦) يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} (٧) سورة الإنسان

অর্থাৎ, নিশ্চয় সৎকর্মশীলরা পান করবে এমন পানীয় যার মিশ্রণ হবে কর্পূর। এমন একটি ঝরনা; যা হতে আল্লাহর দাসরা পান করবে, তারা এ (ঝরনা ইচ্ছামত) প্রবাহিত করবে। তারা মানত পূর্ণ করে এবং সেদিনের ভয় করে, যেদিনের বিপত্তি হবে ব্যাপক। (দাহর ঃ ৫-৭)

এ নযর বা মানত যারা পালন করে, তারা ওয়াজেব পালনের সওয়াব পায় এবং মহান আল্লাহ তাদেরকে ‘সৎকর্মশীল ও আল্লাহর দাস’ বলে অভিহিত করেছেন। (বানী)

প্রশ্ন ঃ সঊদিয়া আসার আগে আমি মানত করেছি, দেশে ফিরে গিয়ে অমুক মাযারে একটি খাসি দেব। এখন জানতে পেরেছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে মানত মানা শির্ক। এখন আমি কী করতে পারি?

উত্তর ঃ কোন অবৈধ মানত পূরণ করা বৈধ নয়। তার বদলে কসমের কাফ্ফারা দেওয়া জরুরী। অর্থাৎ, একটি দাসমুক্ত করা অথবা দশ মিসকীনকে খাদ্য বা বস্ত্র দান করা। যদি এ সবের শক্তি না থাকে, তাহলে তিনটি রোযা রাখা। রসূল ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করার নযর মানে, সে যেন (তা পূরণ করে) তার আনুগত্য করে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্যতা করার নযর মানে, সে যেন (তা পূরণ না করে এবং) তাঁর অবাধ্যতা না করে।” (বুখারী, সহীহুল জামে’ ৬৪৪১) তিনি বলেছেন, “নযরের কাফ্ফারা কসমের কাফ্ফারার মতো।” (মুসলিম)

প্রশ্ন ঃ আমি কসম ক’রে তা ভেঙ্গে ফেলেছি। এখন তার কাফ্ফরায় তিনটি রোযা রাখলে আমার জন্য যথেষ্ট হবে কি?

উত্তর ঃ দশজন মিসকীনকে বস্ত্রদান অথবা খাদ্যদান করার ক্ষমতা থাকলে রোযা রাখা যথেষ্ট নয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (٨٩) سورة المائدة

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্য, কিন্তু যে সব শপথ তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে কর, সেই সকলের জন্য তিনি তোমাদেরকে দায়ী করবেন। অতঃপর এর কাফ্ফারা (প্রায়শ্চিত্ত) হল, দশজন দরিদ্রকে মধ্যম ধরনের খাদ্য দান করা; যা তোমরা তোমাদের পরিজনদেরকে খেতে দাও, অথবা তাদেরকে বস্ত্র দান করা, কিংবা একটি দাস মুক্ত করা। কিন্তু যার (এ সবে) সামর্থ্য নেই, তার জন্য তিন দিন রোযা পালন করা। তোমরা শপথ করলে এটিই হল তোমাদের শপথের প্রায়শ্চিত্ত। তোমরা তোমাদের শপথ রক্ষা কর। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। (মায়িদাহ ঃ ৮৯)

খাদ্যদানে দশজনকে এক বেলা পেট ভরে খাইয়ে দিলেই যথেষ্ট। নচেৎ প্রত্যেককে সওয়া এক কিলো ক’রে চাল দিলেও চলবে। সাড়ে বারো কিলো চাল দশজন থেকে কম মিসকীনকে দিলেও চলবে।

পানাহার

প্রশ্ন ঃ বিড়ি-সিগারেট হারাম হওয়ার স্পষ্ট দলীল শরীয়তে আছে কি? না থাকলে তা হারাম হয় কীভাবে?

উত্তর ঃ শরীয়তের বিধানের সকল কিছুর স্পষ্ট দলীল নেই। আর না থাকলে কোন জিনিস যে হালাল, তা নয়। শরীয়তের স্পষ্ট উক্তিসমূহ থেকে ফক্বীহগণ এমন কিছু নীতি নির্ণয় করেন, যার দ্বারা বলা যায় কোন্টা হালাল, আর কোন্টা হারাম। যে সকল নীতির মাধ্যমে বিড়ি-সিগারেটকে হারাম বলা হয়, তার কিছু নিম্নরূপ ঃ-

(ক) এতে রয়েছে অনর্থক অর্থ-অপচয়। আর ইসলামে অপচয় হারাম।

(খ) এতে রয়েছে স্বাস্থ্যগত ক্ষতি। আর যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, ইসলামে তা হারাম।

(গ) বেশি পরিমাণ পান করলে, তাতে জ্ঞানশূন্যতা আসতে পারে। আর যাতে নেশা, মাদকতা ও জ্ঞানশূন্যতা আসে, ইসলামে তা হারাম।

(ঘ) এতে দুর্গন্ধ আছে। এর দুর্গন্ধে অধূমপায়ীরা কষ্ট পায়। সুতরাং তা পবিত্র জিনিস নয়। আর ইসলাম পবিত্র জিনিস খাওয়াকে হালাল এবং অপবিত্র জিনিস খাওয়াকে হারাম ঘোষণা করেছে।

প্রশ্ন ঃ অমুসলিমদের যবেহকৃত পশুর মাংস খাওয়া বৈধ কি?

উত্তর ঃ অমুসলিমদের যবেহকৃত পশুর মাংস খাওয়া বৈধ নয়। তবে তাদের মধ্যে আহলে কিতাব (ইয়াহুদী-খ্রিস্টান)দের যবেহকৃত পশুর মাংস খাওয়া হালাল; যদি জানা যায় যে, তারা আল্লাহর নাম নিয়ে ছুরি দ্বারা যথানিয়মে যবেহ করে। পক্ষান্তরে যদি জানা যায় যে, তারা যবেহর সময় আল্লাহর নাম নেয় না, অথবা কারেন্টের শক দিয়ে হত্যা করে, অথবা গুলি মেরে হত্যা করে, অথবা গরম পানিতে ডুবিয়ে হত্যা করে, যাতে মাংসের ভিতরে রক্ত জমা থেকে তার ওজন বেশি হয় এবং দেখতেও লোভনীয় ভাল মাংস হয়, তাহলে ঐ মাংস খাওয়া হালাল নয়। (ইজি)

প্রকাশ থাকে যে, 'মুসলিম' নামধারী কোন নাস্তিক, কাফের বা মুশরিকের যবেহ করা পশু হালাল নয়। মাযারী, কবূরী এবং মতান্তরে কোন বেনামাযীর হাতে যবেহ করা পশুর গোশ্ত হালাল নয়। বৈধ নয় কোন ছোট শিশু, নেশাগ্রস্ত বা পাগল ব্যক্তির যবেহ।

প্রশ্ন ঃ কোন গোশ্তের ব্যাপারে 'ঠিকমতো যবেহ করা হয়েছে কি না'---এই সন্দেহ হলে বাড়ি-ওয়ালা অথবা হোটেল-মালিককে জিজ্ঞাসা করা কি জরুরী? নাকি জিজ্ঞাসা না করেও খাওয়া যায়?

উত্তর ঃ যদি প্রবল ধারণায় জানা যায় যে, যবেহকারী ঠিকভাবেই যবেহ করেছে, তাহলে জিজ্ঞাসা করা বিধেয় নয়। যেহেতু মহানবী ﷺ ইয়াহুদীদের যবেহ করা ছাগলের গোশ্ত খেয়েছেন এবং জিজ্ঞাসাও করেননি যে, তা ঠিকভাবে যবেহ করা হয়েছে কি না? (বুখারী ২৬১৭, ২০৬৯, ২৫০৮, মুসলিম ২১৯০নং)

একদা একদল লোক নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল, 'এক নও-মুসলিম সম্প্রদায় আমাদের নিকট গোশ্ত নিয়ে আসে। আমরা জানি না যে, তার যবেহকালে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়েছে কি না। তিনি বললেন, "তোমরা আল্লাহর নাম নিয়ে তা ভক্ষণ করো।" (বুখারী ২০৫৭, ৫৫০৭নং)

উক্ত হাদীসে নবী ﷺ তাদেরকে জিজ্ঞাসা ক'রে সন্দেহ দূরীভূত করতে নির্দেশ দেননি। এমন নির্দেশ হলে নিশ্চয় মানুষ বড় সমস্যায় পতিত হতো। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ দাঁড়িয়ে পানাহার করা কি হারাম?

উত্তর ঃ দাঁড়িয়ে পানাহার করা হারাম। যেহেতু আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যেন দাঁড়িয়ে পান না করে। কেউ ভুলে গিয়ে পান করে থাকলে সে যেন তা বমি ক'রে ফেলে।" *(মুসলিম ২০২৬নং)*

আনাস رضي الله عنه বলেন, নবী ﷺ নিষেধ করেছেন যে, কোন লোক যেন দাঁড়িয়ে পান না করে। আনাস رضي الله عنه-কে দাঁড়িয়ে খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে তিনি বললেন, 'এটা তো আরো খারাপ ও আরো নোংরা।" *(মুসলিম ২০২৪নং)*

হাদীসে দাঁড়িয়ে পান করার ব্যাপারে নবী ﷺ ধমক দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন, "(তুমি দাঁড়িয়ে পান করলে) তোমার সাথে শয়তান পান করেছে।"

অবশ্য দাঁড়িয়ে পান বৈধ হওয়ার ব্যাপারেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে। *(বুখারী ১৬৩৭, ৫৬১৫, মুসলিম ২০২৭, ইবনে মাজাহ ৩৩০১নং প্রমুখ)* সুতরাং বসার জায়গা না

থাকলে অথবা অন্য কোন অসুবিধায় বা প্রয়োজনে দাঁড়িয়ে পানাহার করা হারাম নয়। (বানী, সিঃ সহীহাহ ১৭৫নং)

প্রশ্ন ঃ চামচ দিয়ে খাওয়া কি সুন্নত-বিরোধী?

উত্তর ঃ মহানবী ﷺ তিনটি আঙ্গুল যোগে খেতেন। কিন্তু চামচ লাগিয়ে খাওয়া অবৈধ নয়। যেহেতু তা শরয়ী ব্যাপার নয়, বরং তা পার্থিব ব্যবহারিক ব্যাপার। যেমন আধুনিক মাধ্যম বাস-ট্রেন, সাইকেল-গাড়ি ইত্যাদি ব্যবহার করা অবৈধ নয়। (বানী)

প্রশ্ন ঃ মাছ মারা গিয়ে পানির উপরে ভেসে থাকলে তা খাওয়া বৈধ কি না?

উত্তর ঃ মহানবী ﷺ বলেছেন, "সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং তার মৃত হালাল।" *(আহমাদ, সুনান আরবাআহ প্রমুখ, সিলসিলাহ সহীহাহ ৪৮০নং)* এই হাদীস থেকে এ কথা বুঝা যায় যে, মাছ মারা গিয়ে পানির উপরে ভেসে উঠলেও তা হালাল। পক্ষান্তরে মাছ মারা গিয়ে পানির উপর ভেসে উঠলে তা খাওয়া নিষেধ হওয়ার ব্যাপারে হাদীস সহীহ নয়। *(সিলসিলাহ সহীহাহ ১/৮৬৪)* বরং পানিতে ভাসা আম্বর মাছ সাহাবাদের খাওয়ার ব্যাপারে ঘটনা হাদীসে প্রসিদ্ধ। আর তাঁরা নিরুপায় ছিলেন বলেই নয়; যেহেতু মহানবী ﷺও সেই মাছের কিছু অংশ খেয়েছিলেন।

প্রশ্ন ঃ খাবার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ'র উপর 'রাহমানির রাহীম' যোগ করা বিধেয় কি?

উত্তর ঃ অনেকে বলেছেন, যোগ ক'রে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বলা উত্তম। কিন্তু মহানবী ﷺ-এর সুন্নতই সবচেয়ে উত্তম। তিনি কেবল 'বিসমিল্লাহ' বলারই নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "তোমাদের কেউ যখন আহার করবে, সে যেন শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলে। যদি শুরুতে তা বলতে ভুলে যায়, তাহলে সে যেন বলে 'বিসমিল্লাহি আওয়ালাহু অ আখেরাহ।" *(তিরমিযী ১৮৫৭নং)* (বানী)

প্রশ্ন ঃ ঘোড়ার গোশ্ত খাওয়া বৈধ কি?

উত্তর ঃ সহীহ হাদীস মতে ঘোড়ার গোশ্ত হালাল। হানাফী মযহাবের বড় ইমামগণও হালাল বলেছেন। আবূ জা'ফর ত্বাহাবী হালাল হওয়ার কথাই প্রাধান্য দিয়েছেন। যেহেতু হারাম হওয়ার দলীলে হাদীস সহীহ নয়। (বানী)

প্রশ্ন ঃ পরিবেশন করার সময় বুযুর্গকে আগে দিতে হবে, নাকি ডান দিক থেকে শুরু করতে হবে?

উত্তর ঃ ডান দিক থেকেই শুরু করতে হবে। অবশ্য বুযুর্গ বা যে চেয়ে খেতে চাইবে, তাকে আগে দিতে হবে। (বানী, সিসঃ ১৭৭১নং)

প্রশ্ন ঃ কোন কাফের দাওয়াত দিলে খাওয়া বৈধ কি?

উত্তর ঃ কোন কাফেরের দাওয়াতে হালাল খাদ্য খাওয়া অবৈধ নয়। আল্লাহর ওয়াস্তে তার মনকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য খাওয়া যায়। আমাদের আদর্শ নবী কাফেরদের দাওয়াতে তাদের তৈরী হালাল খাদ্য খেয়েছেন। অবশ্য তাদের পূজা (তদনুরূপ মাযারীদের উরস) উপলক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত খাদ্য, মূর্তি বা মাযারে উৎসর্গীকৃত খাদ্য, ঠাকুরের প্রসাদ, মাযারের তবরুক ইত্যাদি খাওয়া বৈধ নয়। যেহেতু তাতে শির্কে

মৌন-সম্মতি ও সমর্থন প্রকাশ পায়। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ২৬/১০৯, ২৮/৮২, ৮৪)*

প্রশ্ন ঃ কাফেরদের প্রস্তুতকৃত খাদ্য খাওয়া বৈধ কি?

উত্তর ঃ কাফেরদের প্রস্তুতকৃত খাদ্য ও পানীয় পানাহার অবৈধ নয়। যেমন তাদের প্রস্তুত, সিলাই ও ধৌত করা কাপড় ব্যবহার করা বৈধ। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ১/২০০)*

প্রশ্ন ঃ কোন কাফেরকে ইসলামে নিষিদ্ধ খাবার খেতে দেওয়া বৈধ কি?

উত্তর ঃ সহকর্মী বা কার্যক্ষেত্রে কোন অমুসলিমকে এমন জিনিস উপহার বা পানাহার করতে দেওয়া বৈধ নয়, যা তাদের ধর্মে বৈধ হলেও ইসলামে অবৈধ। যেমন কোন কাজ করাবার সময় লেবারকে, মদ বা বিড়ি-সিগারেট পেশ করাও অবৈধ। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ১/১১০)*

লেনদেন ও ব্যবসা-বাণিজ্য

প্রশ্ন ঃ টেলিফোন-কেবিনের তরফ থেকে পুরস্কার দেওয়া হয়। সে পুরস্কার গ্রহণ করা বৈধ কি?

উত্তর ঃ টেলিফোন-কেবিন বা এই শ্রেণীর কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে পুরস্কার প্রদানের উদ্দেশ্য হল নিজের দিকে বেশি বেশি গ্রাহক আকর্ষণ করা। যাতে তার ব্যবসা বেশি চলে এবং লাভও প্রচুর হয়। আসলে এটা জুয়ার পর্যায়ভুক্ত। এতে সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেওয়া হয়, লোভ দেখিয়ে বাতিল উপায়ে মানুষের অর্থ ভক্ষণ করা হয় এবং অন্য ব্যবসায়ী তথা গ্রাহকদের মনে হিংসা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলা হয়। (ইবা)

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ (٩١) سورة المائدة

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্যনির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও নামাযে বাধা দিতে চায়! অতএব তোমরা কি নিবৃত্ত হবে না? (মায়িদাহ ঃ ৯০-৯১)

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً

عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} (٢٩) سورة النساء

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা একে অন্যের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। তবে তোমাদের পরস্পর সম্মতিক্রমে ব্যবসার মাধ্যমে (গ্রহণ করলে তা বৈধ)। (নিসা ঃ ২৯)

প্রশ্ন ঃ কোন কোন ভাউচারে লেখা থাকে, 'বিক্রীত পণ্য পরিবর্তনযোগ্য ও ফেরৎযোগ্য নয়।' শরীয়তের বিধানে এটা কি ঠিক?

উত্তর ঃ উক্ত শর্ত লাগিয়ে বিক্রেতার পণ্য বিক্রয় করা অথবা বিক্রয়ের সময় ক্রেতার উপর উক্ত শর্ত আরোপ করা সঠিক নয়। যেহেতু এতে ক্রেতা ধোঁকা খেতে পারে। এর ফলে ত্রুটিপূর্ণ পণ্য গ্রহণ করতে সে বাধ্য হয়, ফলে সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্রেতা পূর্ণ মূল্য দিয়ে একটি ত্রুটিমুক্ত পণ্য পেতে চায়। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যায় তা ত্রুটিপূর্ণ। সুতরাং তার অধিকার আছে, সে তার পরিবর্তে অন্য পণ্য গ্রহণ করবে অথবা মূল্য ফিরিয়ে নেবে। (লাদা)

প্রশ্ন ঃ সুদী ব্যাংকে টাকা রাখা বৈধ কি?

উত্তর ঃ কোন সুদী ব্যাংকে টাকা রাখা বৈধ নয়। বরং সুদী ব্যাংকের মাধ্যমে কোন কারবারই বৈধ নয়। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন,

{وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (٢) سورة المائدة

অর্থাৎ, সৎ কাজ ও আত্মসংযমে তোমরা পরস্পর সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে একে অন্যের সাহায্য করো না। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তিদানে অতি কঠোর। (মায়িদাহ ঃ ২)

কিন্তু ইসলামী ব্যাংক না থাকলে মানুষ টাকার হিফাযতের জন্য রাখতে বাধ্য হলে সে কথা ভিন্ন।

প্রশ্ন ঃ ব্যাংকের সুদ হারাম। কিন্তু তা কি ব্যাংকেই ছেড়ে দেব, নাকি তুলে নিয়ে কোন কাজে লাগাব? অন্যান্য হারাম মাল থেকে হালাল মালকে পবিত্র করার উপায় কী?

উত্তর ঃ ব্যাংকের সূদ ব্যাংকে ছেড়ে দিলে তা অবৈধ পথে অথবা মুসলিমদের বিরুদ্ধে ব্যয় হতে পারে। সুতরাং তা তুলে নিয়ে নিঃস্ব মানুষদের মাঝে সওয়াবের নিয়ত না রেখে বিতরণ ক'রে দেওয়া অথবা কোন জনকল্যাণমূলক কর্মে ব্যয় করা যায়। হারাম উপায়ে উপার্জিত মালও তওবার পরে উক্তরূপে ব্যয় করা যায়। (ইজি)

প্রশ্ন ঃ ব্যাংকের শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় বৈধ কি?

উত্তর ঃ সুদী কারবারের শেয়ার হলে বৈধ নয়। যেহেতু ইসলামে সুদ বৈধ নয়। (ইজি)

প্রশ্ন ঃ- সূদী ব্যাঙ্কে চাকুরী করা এবং এর সাথে আদান-প্রদান করা বৈধ কি?

উত্তর ঃ- এতে যে কোন চাকুরী করা হারাম। যেহেতু এতে চাকুরী করার অর্থই হল- সূদের উপর সহায়তা করা। অতএব যদি সূদী কারবারের উপর সহায়তা হয়, তাহলে সে (চাকুরে) সহায়ক হিসাবে অভিশাপে শামিল হবে। নবী ﷺ সূদখোর, সূদদাতা, তার সাক্ষিদাতা ও তার লেখককে অভিসম্পাত করেছেন এবং বলেছেন, "ওরা সবাই

সমান।” (মুসলিম ১৫৯৮নং)

পক্ষান্তরে এ কাজ যদি সূদী কারবারের উপর সহায়ক না হয়, তাহলেও উক্ত কারবারে তার সম্মতি ও মৌন সমর্থন প্রকাশ পায়। তাই সূদী ব্যাঙ্কে কোন প্রকার চাকুরী নেওয়া বৈধ নয়।

অবশ্য প্রয়োজনে ঐ ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখায় ক্ষতি নেই---যদি ঐ সমস্ত ব্যাঙ্ক ছাড়া টাকা জমা রাখার জন্য আমরা অন্য কোন ভিন্ন নিরাপদ স্থান না পাই। তবে এই শর্তে যে, তা থেকে যেন কেউ সুদ গ্রহণ না করে। যেহেতু সুদ গ্রহণ অবশ্যই হারাম। *(ইউ)*

প্রশ্ন ঃ নেট-হাউস বা কফি-হাউস খুলে নেট ভাড়া দিয়ে ব্যবসা বৈধ কি?

উত্তর ঃ নেট অস্ত্রের মতো ভাল-মন্দ উভয়ভাবে ব্যবহার করা যায়। বাজারে হাউসে আসা অধিকাংশ যুবক তা নোংরা কাজে ব্যবহার করে। তা হলে তা তাদেরকে ভাড়া দিয়ে ব্যবসা বৈধ নয়। যারা ভাল কাজে ব্যবহার করবে, তাদেরকে ভাড়া দেওয়া যায়। (ইজি)

মোট কথা নোংরা ও মন্দ কাজে সহযোগিতা ক'রে কোন ব্যবসাই ইসলামে বৈধ নয়। লজ বা হোটেলে বহু যুবক-যুবতী এসে রুম ভাড়া নেয়। কিন্তু যদি বুঝা যায় যে, তারা প্রেমিক-প্রেমিকা, তাহলে তাদেরকে রুম ভাড়া দেওয়া বৈধ নয়। দোকানে গুড় বিক্রি হয়। কিন্তু যদি জানা যায় যে, এ গুড় দিয়ে ক্রেতা মদ তৈরি করবে, তাহলে তাকে গুড় বিক্রি করা বৈধ নয়। ইত্যাদি। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (٢) سورة المائدة

অর্থাৎ, সৎ কাজ ও আত্মসংযমে তোমরা পরস্পর সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে একে অন্যের সাহায্য করো না। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তিদানে অতি কঠোর। (মায়িদাহ ঃ ২)

অনেকে বলবেন, 'তাহলে তো ব্যবসাই চলবে না।' কিন্তু আপনার ব্যবসায় যদি হারাম প্রবিষ্ট হয়, তাহলে আপনার দ্বীন চলবে কীভাবে? মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ}

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! আমি তোমাদেরকে যে রুযী দিয়েছি, তা থেকে পবিত্র বস্তু আহার কর এবং আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর; যদি তোমরা শুধু তাঁরই উপাসনা ক'রে থাক। (বাক্বারাহ ঃ ১৭২)

প্রশ্ন ঃ সস্তা দামে ডলার কিনে রেখে দাম বাড়লে তা বিক্রি করা বৈধ কি?

উত্তর ঃ সস্তা দামে ডলার কিনে রেখে দাম বাড়লে তা বিক্রি করা বৈধ। তবে ডলার কেনার সময় টাকা নগদ-নগদ দিতে হবে। ধারে কেনা-বেচা চলবে না। (ইবা)

প্রশ্ন ঃ মুদ্রা-ব্যবসায় শরয়ী কোন বাধা আছে কি?

উত্তর ঃ মুদ্রা ব্যবসা, ডলারের বিনিময়ে টাকা, টাকার বিনিময়ে রিয়াল ইত্যাদি বিভিন্ন দেশের মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ে কোন শরয়ী বাধা নেই; যদি তা নগদ-নগদ হাতে-হাতে হয়।

(ইজি) তবে একই দেশীয় মুদ্রার বিনিময়ে কম-বেশি দেওয়া-নেওয়া চলবে না। যেহেতু তা সুদী কারবারে পরিণত হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ঃ কাগজের টাকার বিনিময়ে ধাতুর মুদ্রা (কয়েন) কম-বেশি বেচা-কেনা বৈধ কি? যেমন ১০ টাকার নোটের বিনিময়ে ৯ টাকার কয়েন নেওয়া বৈধ কি?

উত্তর ঃ এ বিনিময়ে সমস্যা নেই। যেহেতু এক দেশীয় মুদ্রা হলেও উভয়ের মূল উপাদান ভিন্ন। (ইজি, ইউ) আর নবী ﷺ বলেছেন,

(الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد ، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيدٍ).

অর্থাৎ, “সোনার বিনিময়ে সোনা, রূপার বিনিময়ে রূপা, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, লবণের বিনিময়ে লবণ ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উভয় বস্তুকে যেমনকার তেমন, সমান সমান এবং হাতে হাতে হতে হবে। অবশ্য যখন উভয় বস্তুর শ্রেণী বা জাত বিভিন্ন হবে, তখন তোমরা তা যেভাবে (কমবেশী করে) ইচ্ছা বিক্রয় কর; তবে শর্ত হল, তা যেন হাতে হাতে নগদে হয়।” *(মুসলিম, মিশকাত ২৮০৮ নং)*

প্রশ্ন ঃ দ্বীনী পত্রিকায় প্রতিযোগিতা ছাড়া হয়, তাতে পুরস্কার থাকে। সেই পত্রিকার বিক্রয় বাড়ে। যে অতিরিক্ত লাভ হয়, তা থেকে পুরস্কার দেওয়া হয়। লটারির মাধ্যমে কেউ কেউ সেই পুরস্কার পায় এবং অনেকেই পায় না। অবশ্য তাতে দ্বীনী জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। পুরস্কার পাওয়ার লোভে ঐ পত্রিকা ক্রয় ক'রে ঐ প্রতিযোগিতায় শামিল হওয়া বৈধ কি?

উত্তর ঃ বাহ্যতঃ তা বৈধ। বিশেষতঃ তাতে দ্বীনী জ্ঞান বৃদ্ধির লাভ আছে। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ পত্রিকায় অনেক সময় অনেক রকম প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। আসলে তাতে উদ্দেশ্য থাকে প্রতিযোগিতার পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে অধিক অধিক পত্রিকা কাটানো। অনেকে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্যেই তা ক্রয় ক'রে থাকে। অতঃপর কয়েকজন পুরস্কার পায় এবং বাকী অবশ্যই তাদের টাকা নষ্ট ক'রে বসে। পুরস্কারের লোভে এমন পত্রিকা কিনে তার প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করা বৈধ কি?

উত্তর ঃ এই শ্রেণীর প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা বৈধ নয়। যেহেতু তা এক প্রকার জুয়ার মতই। (ইজি)

প্রশ্ন ঃ অনেক সময় অনেক ব্যবসায়ী তার পণ্য বেশী পরিমাণে কাটাবার জন্য প্রতিযোগিতা ও পুরস্কারের ব্যবস্থা ক'রে থাকে এবং তাতে শর্ত থাকে যে, এত টাকার মাল কিনলে তবেই সেই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে। ফলে সে দোকানে খদ্দের ও লাভ প্রচুর হয়। পক্ষান্তরে অন্য দোকানে মাল কম বিক্রি হয় এবং সে দোকানদার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় ক্রেতাও; যেহেতু অনেক সময় প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও কেবল পুরস্কারের লোভে সেই দোকান হতে মাল ক্রয় করে থাকে। এমন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা ব্যবসায়ীর জন্য এবং তাতে অংশগ্রহণ করা ক্রেতার জন্য

বৈধ কি?

উত্তর ঃ এটিও একটি জুয়ার মতই কারবার। সুতরাং তা বৈধ নয়। হ্যাঁ, যদি প্রয়োজনে মাল কিনতে গিয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোন পুরস্কার পাওয়া যায়, তাহলে তা গ্রহণ করায় দোষ নেই।

প্রশ্ন ঃ বিমা করা বৈধ কি? কোন্ শ্রেণীর বিমা অবৈধ?

উত্তর ঃ বিমা সাধারণতঃ তিন প্রকারের। (১) গ্রুপ ইনশ্যুরেন্স (GROUP INSURANCE) সরকার এমন এক পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন করে যাতে জনসাধারণের কোন একটি দল নিজেদের কোন ক্ষতিপূরণ অথবা কোন মুনাফালাভের ক্ষেত্রে সুবিধাভোগ করতে পারে। যেমন, সরকারী চাকরিজীবীদের বেতনের সামান্য একটা অংশ প্রত্যেক মাসে কেটে রেখে কোন বিশেষ এক ফান্ডে জমা করা হয়। অতঃপর কোন চাকরিজীবীর মৃত্যু হলে অথবা সে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হলে মোটা টাকা আকারে সাহায্য তার ওয়ারেসীনকে অথবা খোদ তাকে সমর্পণ করা হয়। এটি একটি সামাজিক (সমাজকল্যাণমূলক) কর্ম। যা সরকার তার দেশবাসীর সম্ভাব্য দুর্ঘটনার সময় অনুদান স্বরূপ দুর্গতদেরকে সাহায্য ক'রে থাকে। সুতরাং এটি সরকারের তরফ থেকে একপ্রকার অনুদান। কোন বিনিময়চুক্তির ফলে বিনিময় অর্থ নয়। এ কারণে এই প্রকার অনুদান গ্রহণে কোন প্রকার দ্বিমত নেই। *(দিরাসাতুন শারইয়্যাহ ৪৭৭-৪৭৮ পৃঃ)*

(২) সমবায় বিমা (MUTUAL INSURANCE) এর নিয়ম এই যে, যাদের সম্ভাব্য দুর্ঘটনা একই ধরনের হয়ে থাকে এমন কতকগুলি লোক আপোসে মিলে-মিশে একটি ফান্ড্ তৈরী করে নেয়। অতঃপর তারা এই চুক্তিবদ্ধ হয় যে, আমাদের মধ্যে কেউ দুর্ঘটনাগ্রস্ত হলে ঐ ফান্ড্ থেকে তার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। ঐ ফান্ডে কেবল তার সদস্যদের টাকা জমা থাকে এবং ক্ষতিপূরণ কেবল ঐ সকল সদস্যদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। বৎসরান্তে হিসাব নেওয়া হয়। ক্ষতিপূরণ প্রদত্ত টাকার অংক যদি ফান্ডের টাকার চাইতে বেশী হয়ে যায়, তাহলে সে হিসাবে সদস্যদের নিকট থেকে আরো বেশী টাকা আদায় করা হয়। আর ফান্ডের টাকা উদ্বৃত্ত হলে সদস্যদেরকে ফেরৎ দেওয়া হয় অথবা তাদের তরফ থেকে আগামী বছরের জন্য ফান্ডের দেয় অংশ স্বরূপ রেখে নেওয়া হয়।

প্রারম্ভিকভাবে বিমার এই ধরনই প্রচলিত ছিল। যার বৈধ-অবৈধতার ব্যাপারে কোন দ্বৈধ নেই। যে সমস্ত উলামাগণ বিমা নিয়ে আলোচনা করেছেন, তাঁরা সকলেই এর বৈধতার ব্যাপারে একমত।

(৩) বাণিজ্যিক বিমা (COMMERCIAL INSURANCE)ঃ- এই বিমার নিয়ম-পদ্ধতি এই যে, বিমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করা হয়। কোম্পানীর উদ্দেশ্য থাকে, বিমাকে বাণিজ্যরূপে পরিচালিত করা; যার মূল উদ্দেশ্য থাকে বিমার অসীলায় মুনাফা উপার্জন। এই কোম্পানী বিভিন্ন ধরনের বিমার স্কীম জারী করে। যে ব্যক্তি বিমা করতে চায়, তার সাথে বিমা কোম্পানীর এই চুক্তি থাকে যে, এত টাকা এত কিস্তিতে আপনি আদায় করবেন। নোকসানের ক্ষেত্রে কোম্পানী আপনার ক্ষতিপূরণ দেবে। কোম্পানী কিস্তীর পরিমাণ নির্ধারণ করার জন্য হিসাব করে নেয় যে, যে সম্ভাব্য দুর্ঘটনার উপর বিমা করা হয়েছে, তা কতবার

হতে পারে? যাতে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পরও কোম্পানীর মুনাফা অবশিষ্ট থাকে। আর এই পরিসংখ্যান করার জন্য বিশেষ কৌশল আছে; যার সুদক্ষ কৌশলীকে (ACTUARY বা বিমাগাণনিক) বলা হয়।

বর্তমানে এই ধরনের বিমার প্রচলন অধিক। আর এরই বৈধতা ও অবৈধতার ব্যাপারটি সাম্প্রতিককালীন উলামাগণের অধিকতর বিতর্কের বিষয় হয়ে পড়েছে। বর্তমানের মুসলিম-বিশ্বের প্রায় সকল প্রসিদ্ধ ও খ্যাতিসম্পন্ন উলামাগণের মতে তা অবৈধ। অধিকাংশ উলামাগণের ঐ জামাআত বলেন যে, এই বিমাতে জুয়ার গন্ধ আছে এবং সূদও। জুয়া এই জন্য বলা হচ্ছে যে, টাকা আদায়ের ব্যাপারটা এক পক্ষের (বিমাকারীর) তরফ থেকে নির্দিষ্ট ও নিশ্চিত। কিন্তু অপর পক্ষের (কোম্পানীর) তরফ থেকে তা সন্দিগ্ধ। বিমাকারী কিস্তীতে যে টাকা আদায় করে, তার সবটাই ডুবে যেতে পারে। আবার তার চাইতে বেশীও পেতে পারে। আর একেই জুয়া বলা হয়। সূদ আছে এই জন্য বলা হচ্ছে যে, এখানে টাকা দিয়ে বিনিময়ে টাকাই দেওয়া-নেওয়া হয়; যাতে কম বেশীও হয়ে থাকে। বিমাকারী কম টাকা জমা করলেও পাওয়ার সময় তার চেয়ে অনেক বেশীও পেয়ে থাকে। সুতরাং মুসলিমের জন্য এই বিমা বৈধ নয়। ('ব্যাংকের সূদ কি হালাল' বই থেকে)

প্রশ্ন ঃ গাড়ি বা বাড়ির উপর বিমা বৈধ কি?

উত্তর ঃ না। কারণ তাতে সূদ আছে এবং জুয়াও। আর নবী ﷺ ধোঁকামূলক ব্যবসা করতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম ১৫২৩নং, ইউ)

প্রশ্ন ঃ কোন কোন সরকারী চাকরিজীবি সরকারী মাল (তেল, ওষুধ, খনিজপদার্থ ইত্যাদি) লুকিয়ে বিক্রি করে। সরকারী মাল বিক্রি করা কি বৈধ? সেই মাল কিনে নেওয়া কি বৈধ?

উত্তর ঃ অবশ্য তাদের এমন আমানতে খেয়ানত বৈধ নয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ } (٢٧)

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! জেনে-শুনে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করো না এবং তোমাদের পরস্পরের আমানত (গচ্ছিত দ্রব্য) সম্পর্কেও নয়। (আন্ফাল ঃ ২৭)

দ্বিতীয়তঃ এ কাজ অসদুপায়ে অপরের মাল ভক্ষণের শামিল। আর আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} (٢٩) سورة النساء

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা একে অন্যের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। তবে তোমাদের পরস্পর সম্মতিক্রমে ব্যবসার মাধ্যমে (গ্রহণ করলে তা বৈধ)। (নিসা ঃ ২৯)

আর এমন মাল চুরির জেনেশুনে ক্রয় করা বৈধ নয়, বিনামূল্যে নেওয়াও বৈধ নয়। যেহেতু তা চুরির মাল।

প্রশ্ন ঃ এক ব্যক্তির অর্থের প্রয়োজন হল। ঋণ কোথাও না পেয়ে এক গাড়ির ডিলারের

নিকট গেল। ডিলারের নিকট থেকে ধারে এক লক্ষ টাকায় একটি গাড়ি কিনল। অতঃপর সেই গাড়িকেই ঐ ডিলারের নিকট নগদ ৯০ হাজার টাকা নিয়ে বিক্রি করল। পরবর্তীকালে কিস্তীতে সেই টাকা পরিশোধ করল। ফলে ১০ হাজার টাকা ডিলারের পকেটে অনায়াসে এসে গেল। এমন কারবার বৈধ কি?

উত্তর ঃ কাউকে ধারে কোন মাল বিক্রি ক'রে সেই মাল কম দামে তারই নিকট থেকে ক্রয় করা হারাম। এই ব্যবসাকে শরীয়তে 'ঈনাহ' ব্যবসা বলা হয়। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যখন তোমরা 'ঈনাহ' ব্যবসা করবে এবং গরুর লেজ ধরে কেবল চাষ-বাস নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে, আর জিহাদ ত্যাগ ক'রে বসবে, তখন আল্লাহ তোমাদের উপর এমন হীনতা চাপিয়ে দেবেন; যা তোমাদের হৃদয় থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত দূর করবেন না; যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের দ্বীনের প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছ।" *(মুসনাদে আহমদ ২/২৮, ৪২, ৮৪, আবু দাউদ ৩৪৬২, বাইহাকী ৫/৩১৬)*

প্রশ্ন ঃ একই জিনিস নগদে ৫০ টাকায় এবং ধারে ৬০ টাকায় বিক্রি করা বৈধ কি?

উত্তর ঃ এক কিস্তিতেই হোক বা একাধিক নির্দিষ্ট কিস্তিতেই হোক চুক্তি করে বেশী নেওয়া দোষাবহ নয়। যেমন যদি কোন দোকানদার ১ কেজি সরিষার তেল নগদ দরে ৫০ টাকা এবং ধারে ৬০ টাকা হিসাবে বিক্রয় করে, আর ক্রেতাও এ চুক্তিতে রাজি হয়ে ক্রয় করে থাকে, তাহলে উভয়ের জন্য তা বৈধ। এরূপ লেনদেন ব্যবসা-চুক্তি সূদের পর্যায়ভুক্ত নয়।

প্রশ্ন ঃ ব্যবসায়ীদের অধিকাংশ লোকে বলে, 'মিথ্যা না বললে ব্যবসা চলে না।' এ কথা কি ঠিক? ব্যবসায় মিথ্যা বলা ও মিথ্যা কসম খাওয়ার পাপ কী?

উত্তর ঃ তাদের কথা ঠিক নয়। ব্যবসা চলা-না চলা আল্লাহর হাতে। রুযী ও বর্কতের চাবি তাঁর হাতে। সুতরাং সদা সত্য কথা বলাই মুসলিমের গুণ। আর মিথ্যা বলা মুনাফিকের গুণ।

রসূল ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় সত্যবাদিতা পুণ্যের পথ দেখায়। আর পুণ্য জান্নাতের দিকে পথ নির্দেশনা করে। আর মানুষ সত্য কথা বলতে থাকে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহর নিকট তাকে 'মহাসত্যবাদী' রূপে লিপিবদ্ধ করা হয়। আর নিঃসন্দেহে মিথ্যাবাদিতা নির্লজ্জতা ও পাপাচারের দিকে নিয়ে যায়। আর পাপাচার জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। আর মানুষ মিথ্যা বলতে থাকে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহর নিকট তাকে 'মহামিথ্যাবাদী' রূপে লিপিবদ্ধ করা হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

মিথ্যা কসম খেয়ে মাল বিক্রয় করাও মহাপাপ। মহানবী ﷺ বলেছেন, "তিন ব্যক্তির সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদের দিকে (দয়ার দৃষ্টিতে) তাকাবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য থাকবে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।" বর্ণনাকারী বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত বাক্যগুলি তিনবার বললেন।' আবূ যার্র বললেন, 'তারা ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হোক! তারা কারা? হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "(লুঙ্গি-কাপড়) পায়ের গাঁটের নীচে যে ঝুলিয়ে পরে, দান ক'রে যে লোকের কাছে দানের কথা বলে বেড়ায় এবং মিথ্যা কসম খেয়ে যে পণ্য বিক্রি করে।" *(মুসলিম)*

তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ব্যক্তির মাল নাহক আত্মসাৎ করার জন্য মিথ্যা কসম খাবে, সে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে, যখন তিনি তার উপর ক্রোধান্বিত থাকবেন। অতঃপর এর সমর্থনে আল্লাহ আয্যা অজাল্লার কিতাব থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এই আয়াত পড়ে শুনালেন,

{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (٧٧)

سورة آل عمران

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ও নিজেদের শপথ স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করে, পরকালে তাদের কোন অংশ নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না, তাদের দিকে (দয়ার দৃষ্টিতে) চেয়ে দেখবেন না, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। *(আলে ইমরান ৭৭ আয়াত, বুখারী ও মুসলিম)*

তিনি আরো বলেন, "ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে পৃথক না হওয়া পর্যন্ত (ক্রয়-বিক্রয়ে তাদের) এখতিয়ার থাকে। সুতরাং তারা যদি (ক্রয়-বিক্রয়ে) সত্য বলে এবং (পণ্যদ্রব্যের দোষ-গুণ) খুলে বলে, তাহলে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বর্কত দেওয়া হয়। অন্যথা যদি (পণ্যদ্রব্যের দোষ-ত্রুটি) গোপন করে এবং মিথ্যা বলে, তাহলে বাহ্যতঃ তারা লাভ করলেও তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বর্কত বিনাশ ক'রে দেওয়া হয়। আর মিথ্যা কসম পণ্যদ্রব্য চালু করে ঠিকই, কিন্তু তা উপার্জনের (বর্কত) বিনষ্ট ক'রে দেয়।" *(বুখারী ২১১৪, মুসলিম ১৫৩২, আবূদাউদ ৩৪৫৯, তিরমিযী ১২৪৬নং, নাসাঈ)*

পরন্তু মিথ্যা বলে বা মিথ্যা কসম খেয়ে ধোঁকা দিয়ে পণ্য বিক্রয় করা অসদুপায়ে অপরের মাল হরণ করার শামিল। আর আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} (٢٩) سورة النساء

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা একে অন্যের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। তবে তোমাদের পরস্পর সম্মতিক্রমে ব্যবসার মাধ্যমে (গ্রহণ করলে তা বৈধ)। (নিসা ঃ ২৯)

প্রশ্ন ঃ এমন ব্যবসায়ীকে কি দোকান ভাড়া দেওয়া বৈধ, যে তাতে হারাম জিনিস বিক্রি করবে?

এমন লোককে কি গাড়ি ভাড়া দেওয়া বৈধ, যে গান-বাজনার অনুষ্ঠানে যাবে অথবা মাযার যাবে?

এমন লোককে কি বাড়ি ভাড়া দেওয়া বৈধ, যে তাতে ভিডিও হল করবে অথবা মদ তৈরির কারখানা করবে অথবা সেলুন খুলে দাড়ি চাঁছবে?

এমন লোককে কি বাড়ি ভাড়া দেওয়া বৈধ, যে তাতে সুদী ব্যাংক চালাবে?

ঐ সকল ভাড়ার অর্থ কি হালাল?

উত্তর ঃ কোন প্রকার অবৈধ কাজের জন্য নিজের গাড়ি-বাড়ি বা অন্য কিছু ভাড়া দেওয়া

হারাম। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (٢) سورة المائدة

অর্থাৎ, সৎ কাজ ও আত্মসংযমে তোমরা পরস্পর সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে একে অন্যের সাহায্য করো না। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তিদানে অতি কঠোর। (মায়িদাহ ঃ ২)

আর হারাম কাজে ভাড়া দিয়ে যে অর্থ আসে, তা হালাল নয়। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেছেন,

إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَىٰ إِذَا حَرَّمَ شَيْئاً حَرَّمَ ثَمَنَه.

অর্থাৎ, মহান আল্লাহ যখন কোন জিনিসকে হারাম করেন, তখন তার মূল্যকেও হারাম করেন। (আহমাদ, আবূ দাঊদ, দারাক্বুত্বনী, ত্বাবারানী, বাইহাক্বী প্রমুখ)

প্রশ্ন ঃ ফিল্মী ভিডিও-সিডির ব্যবসা করা বৈধ কি?

উত্তর ঃ ইসলামে যা হারাম, তার ব্যবসা করাও হারাম। সুতরাং ফিল্ম্ অবৈধ হলে তার ভিডিও-সিডি বিক্রয় ক'রে অথবা ভাড়া দিয়ে অর্থ উপার্জন হালাল নয়। (ইবা)

প্রশ্ন ঃ এক ব্যক্তি গাড়ি কিনবে। সে এক গাড়ির ডিলারের কাছে গেল। কিন্তু তার কাছে সেই গাড়ি নেই, যা সে কিনবে। যোগাযোগের মাধ্যমে অন্য ডিলারের কাছ থেকে তাকে গাড়ি নিয়ে দিল নগদ ১ লক্ষ টাকা দামে। তারপর সে তার নিকট থেকে কিস্তী চুক্তিতে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি নিল। কিস্তী দিয়ে অতিরিক্ত ঐ ২০ হাজার টাকা খাওয়া কি ঐ ডিলারের জন্য হালাল?

উত্তর ঃ ঐ ২০ হাজার টাকা হালাল নয়। কারণ তা সুদ। যেহেতু তা ১ লক্ষ ধার দিয়ে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা নেওয়ার মতোই। পক্ষান্তরে ঐ ডিলার যদি ঐ গাড়ি কিনে নিজের শো-রুমে রেখে ঐ ক্রেতাকে কিস্তীতে ঐ দামেই বিক্রি করত, তাহলে সুদ হতো না। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ সরকারী সুবিধা ভোগ করতে অফিসারদেরকে ঘুস দেওয়া বৈধ কি?

উত্তর ঃ ঘুস দেওয়া-নেওয়া একটি সামাজিক ব্যাধি। এর অর্থ হালাল নয়। মহান আল্লাহ এ কাজে নিষেধ ক'রে বলেছেন,

{وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} (١٨٨) سورة البقرة

অর্থাৎ, তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের ধন অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং মানুষের ধন-সম্পদের কিয়দংশ জেনেশুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারকগণকে ঘুষ দিও না। (বাক্বারাহ ঃ ১৮৮)

ঘুস দাতা যদি ঘুস দিতে বাধ্য না হয়, তাহলে সেও সমান পাপী। মাঝের যোগাযোগকারীও পাপী। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ} (٢) سورة المائدة

অর্থাৎ, সৎ কাজ ও আত্মসংযমে তোমরা পরস্পর সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে একে অন্যের সাহায্য করো না। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তিদানে অতি কঠোর। (মায়িদাহ ঃ ২)

ঘুসের নানা রকম অপকারিতা আছে। ('হারাম রুযী ও রোযগার' দ্রঃ)

প্রশ্ন ঃ নিজের হক ও সুবিধা আদায় করতে যদি ঘুস দিতে হয়, তাহলে কি ঘুসদাতারও পাপ হবে?

উত্তর ঃ স্বেচ্ছায় কোন কাজে ঘুস দেওয়া হারাম। 'আল্লাহর রসূল ﷺ ঘুসখোর, ঘুসদাতা (উভয়কেই) অভিশাপ করেছেন।' *(আবূ দাউদ ৩৫৮০, তিরমিযী ১৩৩৭, ইবনে মাজাহ ২৩১৩, ইবনে হিব্বান, হাকেম ৪/১০২-১০৩, সহী আবূ দাউদ ৩০৫৫নং)* অবশ্য নিজের অধিকার আদায় করতে গিয়ে যদি কেউ ঘুস দিতে বাধ্য হয়, তাহলে ঘুসদাতা পাপী হবে না, পাপী হবে ঘুসগ্রহীতা। পক্ষান্তরে যাতে তার অধিকার নেই, তা আদায় করার জন্য অথবা হককে বাতিল বা বাতিলকে হক করার জন্য ঘুস দেওয়া হারাম। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ ব্যাকিং-সোর্স প্রয়োগ করা কি ঘুসের মতো?

উত্তর ঃ ব্যাকিং-সোর্স প্রয়োগ করার ফলে যদি অন্যের হক নষ্ট ক'রে নিজের জন্য আদায় করা হয়, যেমন কোন যোগ্যতর লোককে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়, তাহলে তা হারাম। কিন্তু যদি তাতে কারো হক নষ্ট না হয়, তাহলে তা বৈধ সুপারিশের পর্যায়ভুক্ত। (লাদা)

আবূ মূসা আশআরী ﷺ বলেন, যখন নবী ﷺ-এর নিকট কোন প্রয়োজন প্রার্থী আসত, তখন তিনি তাঁর সঙ্গীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতেন, "(এর জন্য) তোমরা সুপারিশ কর, তোমাদেরকে প্রতিদান দেওয়া হবে। আর আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীর যবানে যা পছন্দ করেন, তা ফায়সালা ক'রে দেন।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

প্রশ্ন ঃ আমি উঁচু পোস্টে এক সরকারী চাকরি করি। তাতে মোটা টাকা বেতন পাই। কিন্তু কখনও কখনও উপহার-উপঢৌকন আসে। তা কি ঘুসের পর্যায়ভুক্ত?

উত্তর ঃ কোনও প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীর কাছে যে উপঢৌকন আসে, তা ঐ প্রতিষ্ঠানের হবে। নিজে গ্রহণ করলে ঘুস খাওয়া হবে। আর তাতে খিয়ানতের আশঙ্কাও আছে। (ইবা)

আবূ হুমাইদ আব্দুর রহমান ইবনে সা'দ সায়েদী ﷺ বলেন, নবী ﷺ আযদ গোত্রের ইবনে লুত্‌বিয়্যাহ নামক এক ব্যক্তিকে যাকাত আদায় করার কাজে কর্মচারী নিয়োগ করলেন। সে ব্যক্তি (আদায়কৃত মালসহ) ফিরে এসে বলল, 'এটা আপনাদের (বায়তুল মালের), আর এটা আমাকে উপহার স্বরূপ দেওয়া হয়েছে।' এ কথা শুনে আল্লাহর রসূল ﷺ মিম্বরে উঠে দন্ডায়মান হয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা ক'রে বললেন, "অতঃপর বলি যে, আল্লাহ আমাকে যে সকল কর্মের অধিকারী করেছেন, তার মধ্য হতে কোনও কর্মের তোমাদের কাউকে কর্মচারী নিয়োগ করলে সে ফিরে এসে বলে কি না, 'এটা আপনাদের, আর এটা উপহার স্বরূপ আমাকে দেওয়া হয়েছে!' যদি সে সত্যবাদী

হয়, তবে তার বাপ-মায়ের ঘরে বসে থেকে দেখে না কেন, তাকে কোন উপহার দেওয়া হচ্ছে কি না? আল্লাহর কসম; তোমাদের মধ্যে যে কেউ কোন জিনিস অনধিকার গ্রহণ করবে, সে কিয়ামতের দিন তা নিজ ঘাড়ে বহন করা অবস্থায় আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাৎ করবে। অতএব আমি যেন অবশ্যই চিনতে না পারি যে, তোমাদের মধ্য হতে কেউ নিজ ঘাড়ে চিঁহি-রববিশিষ্ট উট, অথবা হাম্বা-রববিশিষ্ট গাই, অথবা মেঁ-মেঁ-রববিশিষ্ট ছাগল বহন করা অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করেছ।" আবূ হুমাইদ ﵁ বলেন, অতঃপর নবী ﷺ তাঁর উভয় হাতকে উপর দিকে এতটা তুললেন যে, তাঁর উভয় বগলের শুভ্রতা দেখা গেল। অতঃপর তিনবার বললেন, "হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছে দিলাম?" *(বুখারী-মুসলিম)*

প্রশ্ন ঃ আমি একজন টেকনিশিয়ান। ওয়ার্কশপে কাজ করি, বেতন নিই। কিন্তু অনেক কাজের জন্য অনেকের বাড়িতে যেতে হয়। আর তখন বাড়ি-ওয়ালা আমাকে ২০/৫০ টাকা অতিরিক্ত বখশিশ দেয়। সেটা কি আমার জন্য হালাল?

উত্তর ঃ কাজের খাতিরে পাওয়া যে কোন টাকা মালিকের হক। কর্মচারীর বেতন ছাড়া অন্য কিছু নেওয়ার অধিকার নেই। অবশ্য মালিকের অনুমতি থাকলে আলাদা কথা। অনুমতি না থাকলে তা না নেওয়াই পরহেযগারির কাজ। কারণ, নবী ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ আমাকে যে সকল কর্মের অধিকারী করেছেন, তার মধ্য হতে কোনও কর্মের তোমাদের কাউকে কর্মচারী নিয়োগ করলে সে ফিরে এসে বলে কি না, 'এটা আপনাদের, আর এটা উপহার স্বরূপ আমাকে দেওয়া হয়েছে!' যদি সে সত্যবাদী হয়, তবে তার বাপ-মায়ের ঘরে বসে থেকে দেখে না কেন, তাকে কোন উপহার দেওয়া হচ্ছে কি না?" *(বুখারী-মুসলিম)*

প্রশ্ন ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে ক্রেতা বা বিক্রেতা ভাঙ্গানো কী? 'আমার কাছে ওর থেকে ভাল জিনিস আছে, আমার কাছে নাও' অথবা 'আমি ওর চাইতে বেশি দাম দেব, আমাকে বিক্রি কর' বলে নিজের স্বার্থ রক্ষা করা বৈধ কি?

উত্তর ঃ এমন কাজ বৈধ নয়। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেছেন, "তোমাদের কেউ যেন অপরের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় না করে এবং তার মুসলিম ভাইয়ের বিবাহ প্রস্তাবের উপর নিজের বিবাহ-প্রস্তাব না দেয়। কিন্তু যদি সে তাকে সম্মতি জানায় (তবে তা বৈধ)।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

তিনি আরো বলেছেন, "এক মু'মিন অপর মু'মিনের ভাই। কোন মু'মিনের জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে তার ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর নিজের ক্রয়-বিক্রয়ের কথা বলবে। আর এটাও বৈধ নয় যে, সে ভাইয়ের বিবাহ-প্রস্তাবের উপর নিজের বিবাহ-প্রস্তাব দেবে; যতক্ষণ না সে বর্জন করে।" *(মুসলিম)*

প্রশ্ন ঃ বিড়ি-সিগারেট বাঁধার কাজ ক'রে অথবা তার ব্যবসা ক'রে অর্থ উপার্জন হালাল কি না?

উত্তর ঃ বিড়ি-সিগারেট পান করা হারাম। আর যে জিনিস পানাহার করা হারাম, তার মূল্য, উপার্জন ও ভাড়া খাওয়াও হারাম। মহানবী ﷺ বলেছেন,

إِنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ شَيْئاً حَرَّمَ ثَمَنَه.

অর্থাৎ, মহান আল্লাহ যখন কোন জিনিসকে হারাম করেন, তখন তার মূল্যকেও হারাম করেন। (আহমাদ, আবূ দাউদ, দারাক্বুত্বনী, ত্বাবারানী, বাইহাক্বী প্রমুখ)

প্রশ্ন ঃ হাদীসে এসেছে, "যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষাদানের উপর একটি ধনুকও গ্রহণ করবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার পরিবর্তে জাহান্নামের আগুনের ধনুক তার গলায় লটকাবেন।" (সহীহুল জামে' ৫৯৮২নং) তাহলে যারা টিউশনি ক'রে ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে কুরআন শিখিয়ে বেতন নেয় অথবা মক্তব-মাদ্রাসায় কুরআন পড়িয়ে বেতন নেয়, তাদের অবস্থা কী হবে?

উত্তর ঃ মহানবী ﷺ বলেছেন, "তোমরা কুরআন শিক্ষা কর এবং তার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট বেহেশ্ত প্রার্থনা কর তাদের পূর্বে, যারা কুরআন শিক্ষা ক'রে তার মাধ্যমে দুনিয়া যাচনা করবে। যেহেতু কুরআন তিন ব্যক্তি শিক্ষা করে; প্রথমতঃ সেই ব্যক্তি, যে তার দ্বারা বড়াই করবে। দ্বিতীয়তঃ সেই ব্যক্তি, যে তার দ্বারা উদরপূর্তি করবে এবং তৃতীয়তঃ সেই ব্যক্তি, যে কেবল আল্লাহর উদ্দেশ্যে তেলাঅত করবে।' *(আবু উবাইদ, হাকেম, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৫৮-নং)*

তিনি বলেন, "তোমরা কুরআন পাঠ কর এবং তার নির্দেশ পালন কর, তার ব্যাপারে অবজ্ঞা প্রদর্শন ও অতিরঞ্জন করো না এবং তার মাধ্যমে উদরপূর্তি ও ধনবৃদ্ধি করো না।" *(সহীহুল জামে' ১১৬৮-নং)*

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি আখেরাতের কর্ম দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে করবে, তার জন্য আখেরাতের কোন ভাগ থাকবে না।" *(আহমাদ)*

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি কোন এমন ইল্ম অন্বেষণ করে যার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশা করা হয়, যদি সে তা কেবলমাত্র পার্থিব সম্পদলাভের উদ্দেশ্যেই অন্বেষণ করে তবে সে কিয়ামতের দিন জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না।" *(আবু দাউদ, আহমদ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান)*

আসলেই দ্বীনের কোন কাজকেই দুনিয়ার স্বার্থে ব্যবহার করা বৈধ নয়। অর্থ, গদি, সম্মান, খ্যাতি ইত্যাদি লাভের জন্য দ্বীনকে ব্যবহার করা বৈধ নয়। তবে যে ব্যক্তি উদ্দেশ্য ঠিক রেখে বেতন গ্রহণ করবে, তার জন্য তা দূষণীয় হবে না। মূল উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর দ্বীনের উপকার হতে হবে।

হাদীসে এসেছে, আবূ সাঈদ খুদরী ﵁ বলেন, নবী ﷺ-এর কিছু সাহাবা আরবের কোন এক বসতিতে এলেন। কিন্তু সেখানকার বাসিন্দারা তাঁদেরকে মেহমানরূপে বরণ করল না (এবং কোন খাদ্যও পেশ করল না)। অতঃপর তাঁরা সেখানে থাকা অবস্থায় তাদের সর্দারকে (বিছুতে) দংশন করল। তারা বলল, 'তোমাদের কাছে কি কোন ওষুধ অথবা ঝাড়ফুঁককারী (ওঝা) আছে?' তাঁরা বললেন, 'তোমরা আমাদেরকে মেহমানরূপে বরণ করলে না। সুতরাং আমরাও পারিশ্রমিক ছাড়া (ঝাড়ফুঁক) করব না।' ফলে তারা এক পাল ছাগল পারিশ্রমিক নির্ধারিত করল। একজন সাহাবী উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) পড়তে লাগলেন এবং থুথু জমা ক'রে (দংশনের জায়গায়) দিতে লাগলেন। সর্দার সুস্থ

হয়ে উঠল। তারা ছাগলের পাল হাজির করল। তাঁরা বললেন, 'আমরা নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা না ক'রে গ্রহণ করব না।' সুতরাং তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি হেসে বললেন, "তোমাকে কিসে জানাল যে, ওটি ঝাড়ফুঁকের মন্ত্র?! ছাগলগুলি গ্রহণ কর এবং আমার জন্য একটি ভাগ রেখো।" *(বুখারী ৫৭৩৬নং)*

এই বর্ণনায় আছে, নবী ﷺ তাঁদেরকে বললেন, "তোমরা ঠিক করেছ।" (বুখারী ২২৭৬নং) এক বর্ণনায় আছে, "তোমরা যে সব জিনিসের উপর পারিশ্রমিক গ্রহণ কর, তার মধ্যে আল্লাহর কিতাব সবচেয়ে বেশি হকদার।" (বুখারী ৫৭৩৭নং)

এ হাদীস থেকেও বুঝা যায় যে, কুরআন দিয়ে ঝাড়ফুঁক ক'রে পারিশ্রমিক নেওয়া হালাল। অনুরূপ তা শিক্ষা দিয়েও পারিশ্রমিক নেওয়া হালাল। (ইবা)

প্রশ্ন ঃ চাকরিস্থলে অনেক সময় আমার এক সাথী আসতে পারে না। আমাকে অনুরোধ করলে আমি তার হয়ে হাজরি-খাতায় সই ক'রে দিই। এটা মানবিক খিদমত মানা যাবে, নাকি কোন প্রকার ধোঁকাবাজি ও খেয়ানত?

উত্তর ঃ এটা মানবিক খিদমত নয়, এটা শয়তানী খিদমত। এই কাজে আপনার তিন প্রকার অন্যায় হয়। এক ঃ মিথ্যা জালিয়াতি। দুই ঃ কর্তৃপক্ষের খেয়ানত ও তার সাথে ধোঁকাবাজি। তিন ঃ অপরকে বাতিল উপায়ে মাল ভক্ষণে সহযোগিতা করা। আর প্রত্যেকটির পাপই হল বিশাল। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ নিজে থেকে যেচে অথবা দরখাস্ত লিখে দ্বীনী পদ প্রার্থনা করা বৈধ কি?

উত্তর ঃ দ্বীনী পদসমূহ থেকে উপযুক্ত উলামাগণ দূরে সরতে চাইলে সে স্থলে জাহেলগণ বহাল হয়ে যাবে। আর তখন তারা নিজেরা ভ্রষ্ট হবে এবং অপরকেও ভ্রষ্ট করবে। সুতরাং নিজেকে সত্যই সে পদের যোগ্য অধিকারী মনে করলে নিজে থেকে সে পদ চেয়ে নেওয়া দূষণীয় নয়। যেমন ইউসুফ ﷺ চেয়ে নিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন,

{اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ} (٥٥) سورة يوسف

অর্থাৎ, সে বলল, 'আমাকে দেশের কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করুন। নিশ্চয়ই আমি সুসংরক্ষণকারী, সুবিজ্ঞ।' (ইউসুফ ঃ ৫৫)

যখন তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে জানতে পেরেছিলেন যে, তাঁর তুলনায় সংকট মুহূর্তে কৃষি ও খাদ্য মন্ত্রণা বেশি ভাল অন্য কেউ চালাতে পারবে না। অনুরূপ যদি কোন যোগ্য আলেম নিজেকে কোন জামাআত বা জমঈয়তের যোগ্য আমীর মনে করেন, তাহলে তা চেয়ে নিতে দোষ নেই। তবে তা যেন কেবল দ্বীনী স্বার্থে লিল্লাহীভাবে হয়। তাতে উদ্দেশ্য যেন খ্যাতি বা অর্থলাভ না হয়। বিশেষ ক'রে তিনি যদি নিশ্চিত হন যে, এ পদে তিনি অধিষ্ঠিত না হলে অন্য কোন জাহেল তা দখল ক'রে মানুষকে ভ্রষ্ট ক'রে ছাড়বে।

অনুরূপ উষমান বিন আবিল আস ইমামতি প্রার্থনা ক'রে বলেছিলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে আমার কওমের ইমাম বানিয়ে দিন।' মহানবী ﷺ বললেন, "তুমি তাদের ইমাম। তুমি জামাআতের সবচেয়ে দুর্বল ব্যক্তির খেয়াল ক'রে নামায পড়াবে। আর এমন

মুআয্যিন রাখবে, যে আযানের জন্য পারিশ্রমিক নেয় না।" *(আবূ দাউদ ৫৩১, তিরমিযী ২০৯, নাসাঈ ২/২৩, ইবনে মাজাহ ৯৮৭নং, ত্বাবারানী, সহীহুল জামে' ৩৭৭৩নং)*

সুতরাং তিনি শরয়ী স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে ইমামতি চেয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু যেখানে মানুষ দুর্বল, যেখানে উদ্দেশ্য থাকে দুনিয়া, যেখানে থাকে পার্থিব লোভ, সেখানে পদ চেয়ে নেওয়া বৈধ নয়। (ইবা)

আবূ যার্র ﷺ বলেন, একদা আমি বললাম, 'হে আল্লাহ রসূল! আপনি আমাকে (কোন স্থানের সরকারী) কর্মচারী কেন নিযুক্ত করছেন না?' তিনি নিজ হাত আমার কাঁধের উপর মেরে বললেন, "হে আবূ যার্র! তুমি দুর্বল এবং (এ পদ) আমানত। এটা কিয়ামতের দিন অপমান ও অনুতাপের কারণ হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি তা হকের সাথে (যোগ্যতার ভিত্তিতে) গ্রহণ করল এবং নিজ দায়িত্ব (যথাযথভাবে) পালন করল (তার জন্য এ পদ লজ্জা ও অনুতাপের কারণ নয়)।" *(মুসলিম)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "তোমরা অতি সত্বর নেতৃত্বের লোভ করবে। (কিন্তু স্মরণ রাখো) এটি কিয়ামতের দিন অনুতাপের কারণ হবে।" *(বুখারী)*

আবূ মূসা আশআরী ﷺ বলেন, আমি এবং আমার চাচাতো দু'ভাই নবী ﷺ-এর নিকট গেলাম। সে দু'জনের মধ্যে একজন বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! মহান আল্লাহ আপনাকে যে সব শাসন-ক্ষমতা দান করেছেন, তার মধ্যে কিছু (এলাকার) শাসনভার আমাকে প্রদান করুন।' দ্বিতীয়জনও একই কথা বলল। উত্তরে তিনি বললেন, "আল্লাহর কসম! যে সরকারী পদ চেয়ে নেয় অথবা তার প্রতি লোভ রাখে, তাকে অবশ্যই আমরা এ কাজ দিই না।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

প্রশ্ন ঃ পরীক্ষায় চিট ক'রে পাশ করা বৈধ কি?

উত্তর ঃ ধোঁকা দেওয়া হারাম। পরীক্ষা দ্বীনী বিষয়ে হোক অথবা দুনিয়াবী বিষয়ে, সর্ববিষয়ের পরীক্ষায় ধোঁকা দেওয়া এবং চিট, চুরি বা টুকলি ক'রে লেখা হারাম। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আমাদেরকে ধোঁকা দেয়, সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়। *(ত্বাবারানীর কাবীর ও সাগীর, ইবনে হিব্বান ৫৫৩৩, সহীহুল জামে' ৬৪০৮ নং)* এতে সব রকমের ধোঁকা শামিল।

প্রশ্ন ঃ আমার চাকরি করার যোগ্যতা আছে, কিন্তু সার্টিফিকেট নেই। নকল সার্টিফিকেট বানিয়ে চাকরি নিতে পারি কি?

উত্তর ঃ নকল সার্টিফিকেট শো ক'রে চাকরি নেওয়া বৈধ নয়। কারণ তাতে রয়েছে মিথ্যা জালিয়াতি, ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা। যার সবটাই হারাম। (ইবা)

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আমাদেরকে ধোঁকা দেয়, সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়। ধোঁকা ও চালবাজি জাহান্নামে যাবে।" *(ত্বাবারানীর কাবীর ও সাগীর, ইবনে হিব্বান ৫৫৩৩, সহীহুল জামে' ৬৪০৮ নং)*

প্রশ্ন ঃ একজনের তরফ থেকে চাকরির ইন্টারভিউ বা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে তাকে চাকরি পাইয়ে দেওয়া কি বৈধ?

উত্তর ঃ এমন কাজ বৈধ নয়। কারণ তাতে রয়েছে ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা। এর ফলে অযোগ্য লোককে চাকরির উপযুক্ত বানিয়ে দেওয়া হয়। যার পরিণাম নিশ্চয় শুভ নয়। (ইবা)

প্রশ্ন ঃ আমি এক প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার বা সুপারভাইজার। আমার আন্ডারে অনেক লোক চাকরি করে। কিছু লোক ডিউটিতে ফাঁকি দেওয়ার জন্য মিথ্যা ওজর পেশ ক'রে ছুটি নেয়। তাদেরকে ছুটি দেওয়া কি আমার জন্য বৈধ?

উত্তর ঃ আপনি একজন দায়িত্বশীল অফিসার। যখন আপনি জানবেন যে, বাস্তবেই তাদের ওজর মিথ্যা, তখন তাদেরকে ছুটি দেওয়া এবং প্রতিষ্ঠানের কাজের ক্ষতি করা আপনার জন্য বৈধ নয়। কারণ তা এক প্রকার খেয়ানত এবং খেয়ানতের সহযোগিতা। আর মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ } (٢٧)

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! জেনে-শুনে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করো না এবং তোমাদের পরস্পরের আমানত (গচ্ছিত দ্রব্য) সম্পর্কেও নয়। (আন্‌ফাল ঃ ২৭)

{إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (٥٨) سورة النساء

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আমানত তার মালিককে প্রত্যর্পণ করবে। (নিসা ঃ ৫৮)

আর আল্লাহর নবী ﷺ "প্রতিটি মানুষই দায়িত্বশীল। সুতরাং প্রত্যেকেই অবশ্যই তার অধীনস্থদের দায়িত্বশীলতার বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। দেশের শাসক জনগণের দায়িত্বশীল। সে তার দায়িত্বশীলতার ব্যাপারে জবাবদিহী করবে। একজন পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল। অতএব সে তার দায়িত্বশীলতার বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী তার স্বামী ও সন্তানের দায়িত্বশীল। কাজেই সে তার দায়িত্বশীলতার বিষয়ে জিজ্ঞাসিতা হবে। তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। অতএব প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধীনস্থের দায়িত্বশীলতার ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

প্রশ্ন ঃ আমার অনেক রিক্সা আছে। এক একটি চালককে দিয়ে প্রত্যহ ১০০ টাকা আদায় করি। এতে শরয়ী কোন সমস্যা আছে কি?

উত্তর ঃ এইভাবে টাকা ফিক্সড ক'রে নেওয়া বৈধ নয়। যেহেতু এতে চালকের ক্ষতি আছে। কোন কোনদিন তার ১০০ টাকা নাও হতে পারে। অথচ সে তা দিতে বাধ্য। অন্যদিন টাকা বেশি উপার্জন হলে তা মালিককে না দিলেও ক্ষতির সময় চালকই একা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই জন্য বৈধ উপায় হল পারসেন্টেজ চুক্তি করা। অর্থাৎ, সারা দিনে যে উপার্জন হবে, তার অর্ধেক বা এক তৃতীয়াংশ মালিকের, বাকী চালকের। তাতে চালক মিথ্যা বলে মেরে খেলে খেতে পারে। সে তার হিসাব দেবে। মালিক তো হারাম থেকে বেঁচে যাবে। (ইজি)

প্রশ্ন ঃ বহু মালিক আছে, যারা তাদের কর্মচারীদের (চাকর, ড্রাইভারদের) বেতন দিতে

গয়ংগচ্ছ ও দেরি করে। এতে কি তারা গোনাহগার হবে না?

উত্তর ঃ অবশ্যই তারা গোনাহগার ও যালেম। প্রথমতঃ সে মহানবী ﷺ-এর আদেশের খেলাপ করে। তিনি বলেছেন, "মজুরকে তার ঘাম শুকাবার পূর্বে তোমরা তার মজুরী দিয়ে দাও।" (সহীহুল জামে' ১০৫৫নং)

দ্বিতীয়তঃ সে সেই ব্যক্তির খাদ্য আটকে রাখে, যার খাবারের দায়িত্ব তার ঘাড়ে আছে এবং সেই বেতনে আরো অনেক মানুষের খোরপোশ আছে। আর আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "মানুষের পাপী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যার আহারের দায়িত্বশীল, তাকে তা (না দিয়ে) আটকে রাখে।" (মুসলিম ৯৯৬নং)

তৃতীয়তঃ বেতন না পেয়ে মনের কষ্টে কর্মচারী বদ্দুআ করতে পারে। আর সে যদি অত্যাচারিত হয়, তাহলে সে বদ্দুআ সাথে সাথে মালিককে লাগে। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তিনটি দুআ এমন আছে, যার কবুল হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ নেই; অত্যাচারিতের দুআ, মুসাফির ব্যক্তির দুআ এবং ছেলের জন্য তার মা-বাপের দুআ বা বদ্দুআ।" *(তিরমিযী ৩৪৪৮, ইবনে মাজাহ ৩৮৬২, সিলসিলাহ সহীহাহ ৫৯৬নং)*

তিনি মুআয ﷺ-কে ইয়ামান প্রেরণকালে বলেছিলেন, "তুমি মযলুম (অত্যাচারিতের) (বদ) দুআ থেকে সাবধান থেকো। কারণ, অত্যাচারিতের দুআ ও আল্লাহর মাঝে কোন অন্তরাল থাকে না।" (অর্থাৎ, সত্বর কবুল হয়ে যায়।) *(বুখারী ১৪৯৬, মুসলিম ১৯নং, আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী)*

সুতরাং মালিকের উচিত, সে বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা রাখা। সে যদি সরকারী চাকুরিজীবী হয়, তাহলে ভেবে দেখা উচিত, তার বেতন তিন-চার মাস আটকে রাখলে তার কী অবস্থা হবে? তেমনি তার কর্মচারীরও। (ইজি)

প্রশ্ন ঃ অমুসলিম মালিকের কাজ ক'রে উপার্জিত অর্থ হালাল কি?

উত্তর ঃ কাজ যদি হালাল হয়, তাহলে তার বিনিময়ে পাওয়া অর্থও হালাল। মালিক অমুসলিম হলে কোন ক্ষতি হবে না।

প্রশ্ন ঃ কাজের জন্য মুসলিম লেবার লাগানো উচিত, নাকি অমুসলিম? বিশেষ ক'রে অমুসলিম লেবার বেশি দক্ষ হলে কী করা যাবে?

উত্তর ঃ মুসলিম লেবার লাগানোই উত্তম; যদিও দক্ষতায় তারা কম। যেহেতু মুসলিম বলে তাদের আমানতদারী ও ইখলাসের ফলে কাজে বর্কত হবে। আর মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ} (٢٢١) سورة البقرة

অর্থাৎ, অংশীবাদী পুরুষ তোমাদেরকে চমৎকৃত করলেও (ইসলাম ধর্মে) বিশ্বাসী ক্রীতদাস তার থেকেও উত্তম। (বাক্বারাহ ঃ ২২১)

অবশ্য মুসলিমরাই যদি নামসর্বস্ব হয়, তাহলে সে কথা ভিন্ন। (ইজি)

প্রশ্ন ঃ শুনেছি, স্বামী নিজ স্ত্রীকে ছেড়ে ছয় মাসের বেশি বাইরে থাকলে স্ত্রী তালাক হয়ে যায়। তাহলে যারা স্ত্রী ছেড়ে দুই-তিন বছর ক'রে বিদেশে থাকছে, তাদের কী হবে?

উত্তর ঃ উক্ত শোনা কথা ঠিক নয়। স্ত্রী রাজি থাকলে উপার্জনের উদ্দেশ্যে দুই-তিন বছর থাকা কোন দোষের নয়। যে এতদিন থাকে, সে তো বাধ্য হয়েই থাকে। বিশেষ কারণে দ্বিতীয় খলীফা উমার ﷺ স্বামী-স্ত্রীর সাক্ষাতের জন্য ছয় মাস সময় বেঁধে দিয়েছিলেন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তার বেশি পৃথক থাকলে স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন আপনা-আপনিই ছিন্ন হয়ে যাবে। (ইজি)

প্রশ্ন ঃ দোকানের মালিক দোকানে কারবেরে রেখে দোকান চালায়। তাকে বলা হয়েছে অমুক মাল এত টাকায় বিক্রি করবে। কিন্তু সে তার থেকে দশ-বিশ টাকা দাম বেশি বলে বেশি টাকাটা নিজের পকেটে রাখে। আর মালিকের বলা দাম মালিক পেয়ে যায়। কারবেরের ঐ টাকা হালাল কি?

উত্তর ঃ বেতনভোগী কর্মচারী বা কারবেরের ঐ বেশি টাকা নেওয়ার অধিকার নেই। যেহেতু সে মাল তার নয়, তার মালিকের। তার ডিউটির জন্য সে বেতন পায়। সে আমানতদার প্রতিনিধি। বেশি লাভ হলে তার মালিকের হবে, তার নয়। অবশ্য যদি মালিকের সে ব্যাপারে অনুমতি থাকে, তাহলে সে কথা ভিন্ন। (ইজি)

প্রশ্ন ঃ আমি এখনও উপার্জনশীল হয়ে উঠিনি। মা-সহ আমরা সবাই আব্বার কামাই-নির্ভর। কিন্তু আমরা জানি, আব্বার কামাই হালাল নয়। এখন আমরা কী করি?

উত্তর ঃ প্রথমতঃ তোমাদের উচিত, আব্বাকে নসীহত করা এবং হারাম উপার্জন বর্জন করতে চাপ দেওয়া। তোমাদের কথা গ্রাহ্য না করলে এমন কাউকে লাগাও, যার কথা কাজে লাগবে। ততদিন পর্যন্ত তোমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী ভরণ-পোষণ নিয়ে যাওয়ায় গোনাহ হবে না। তবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু নেওয়া বৈধ হবে না। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ আমরা পাঁচজন চাকুরিজীবী প্রত্যেক মাসে বেতন থেকে পাঁচ হাজার টাকা জমা ক'রে পঁচিশ হাজার টাকা লটারির মাধ্যমে একজনকে দিই। পরের মাসেও একই নিয়মে ক'রে পরপর পাঁচ মাসে পালা ফিরে। এতে এক সাথে পঁচিশ হাজার টাকা কোন কাজে লাগানো সহজ হয়। এতে শরয়ী-বিধানে কোন সমস্যা আছে কি?

উত্তর ঃ এতে শরয়ী-বিধানে কোন সমস্যা নেই। যেহেতু তাতে কম-বেশি কেউ পায় না। দেরিতে হলেও ভাগ সমান পায়। সুতরাং পারস্পরিক সহযোগিতাপূর্ণ এমন সমিতি করা বৈধ। (ইবা)

প্রশ্ন ঃ আমরা তিনজন একই প্রতিষ্ঠানে একই চাকরি করি। প্রত্যহ যা কাজ থাকে, তা দু'জনের জন্যও কম। সে ক্ষেত্রে যদি আমাদের মধ্যে একজন ক'রে পালা বদলে অনুপস্থিত হয়, তাহলে তা বৈধ হবে কি?

উত্তর ঃ কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে নিজের ইচ্ছামতো অনুপস্থিত থাকা বৈধ নয়। কাজ না থাকলেও চাকুরিস্থলে উপস্থিত থাকা জরুরী। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ চাকুরির ডিউটিতে যে কাজ, তাতে হাতে অনেক সময় থাকে। সেই সময়ে অনেকে পেপার পড়ে, অনেকে নাটক-নোবেল। আমি কুরআন পড়ি। তাতে কি কোন ক্ষতি আছে?

উত্তর ঃ ডিউটি পালন করা ওয়াজেব। আর কুরআন পড়া নফল ইবাদত। ওয়াজেব ছেড়ে নফল করা যুক্তিযুক্ত নয়। বরং বেতন-নেওয়া কাজের ক্ষতি ক'রে কুরআন পড়া হারাম। ডিউটির কোন ক্ষতি না হলে কুরআন বা অন্য কোন উপকারী বই-পত্র পড়ায় সমস্যা নেই। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ আমি এক হোটেলে চাকরি করি। সেখানে মদও দিতে হয়। এমন হোটেলে কাজ করা কি আমার জন্য বৈধ?

উত্তর ঃ সে হোটেল ছেড়ে অন্য কাজ দেখে নেওয়া জরুরী। নচেৎ নিরুপায় হয়ে সেখানে চাকরি করতে হলে মদ পরিবেশনার কাজ করবেন না। অন্য কোন কাজ করুন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার কাজ অথবা (হালাল) খাবার পাকাবার কাজ ইত্যাদি। (ইজি) নচেৎ মদ্য-পরিবেশকও অভিশপ্ত। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "মদ পানকারীকে, মদ পরিবেশনকারীকে, তার ক্রেতা ও বিক্রেতাকে, তার প্রস্তুতকারককে, যার জন্য প্রস্তুত করা হয় তাকে, তার বাহককে ও যার জন্য বহন করা হয়, তাকে আল্লাহ অভিশাপ করেছেন।" (আবূ দাউদ ৩৬৭৪, ইবনে মাজাহ ৩৩৮০নং)

প্রশ্ন ঃ আমার এক ডাক্তার বন্ধু আছেন, তিনি হাসপাতালে চাকরি করেন। অনেক সময় প্রয়োজনীয় ওষুধ-পথ্য বিনামূল্যে আমাকে দিয়ে থাকেন। এক বন্ধু আছেন, তিনি মুদিখানায় বেতন নিয়ে চাকরি করেন। আমি সেখানে গেলে বিস্কুট ইত্যাদি খেতে দেন। কখনো কখনো বাড়িতেও দোকানের নানা জিনিস উপহার নিয়ে আসেন। মাল নিলে সস্তায় দেন। এক বন্ধু বাগানে চাকরি করেন। সেখানে গেলে বাগানের ফল খেতে দেন। কখনো কখনো বাড়িতেও পাঠিয়ে দেন। এক বন্ধু কসাইখানায় ডিউটি করেন। তিনিও মাঝে-মধ্যে গোশ্ত উপহার দেন। এখন এই সব বন্ধুদের নিকট থেকে তাদের উপহার গ্রহণ করা কি বৈধ?

উত্তর ঃ আপনি বেছে বেছে প্রয়োজনীয় বন্ধু যোগাড় করেছেন বেশ। সে যাই হোক, যদি আপনি মনে করেন, তাঁরা কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে চুরি ক'রে দিচ্ছেন, তাহলে সে সব উপহার গ্রহণ করা হারাম। আর মালিকের মাল নিয়ে বন্ধুত্ব বহাল রাখা তাঁদের জন্য খেয়ানত। তাঁদের উচিত, মালিকের অনুমতি নিয়ে কোন জিনিস বাড়িতে নিয়ে যাওয়া অথবা বন্ধুকে দেওয়া। নচেৎ সকলের হারাম খাওয়া হবে।

প্রশ্ন ঃ আমি বাসের কন্ডাক্টরের চাকরি করি। সেই বাসে বাড়ির কোন লোক বা বন্ধু চড়লে তাদের নিকট থেকে ভাড়া চাইতে লজ্জাবোধ করি। তারা ভাড়া দিতে চাইলেও সৌজন্যের খাতিরে না নিয়ে বিনা ভাড়াতে তাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দিই। এটা কি আমার মালিকের কাজে খেয়ানত গণ্য হবে?

উত্তর ঃ অবশ্যই আপনার খেয়ানত হবে। তবে আপনি দু'টির একটি করতে পারেন। নিজের পকেট থেকে সেই ভাড়া দিয়ে পুজিয়ে দিতে পারেন অথবা বাস-মালিকের নিকট অনুমতি নিতে পারেন।

প্রশ্ন ঃ আমি টেলিফোন সেন্ট্রালে কাজ করি। অনেক সময় আমার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে সেই ফোন ব্যবহার করি। কখনো কখনো আত্মীয়-বন্ধুকে কল-ট্রান্সফার করি। কোম্পানী আদৌ টের পায় না। এটা কি খেয়ানত হবে?

উত্তর ঃ কোম্পানীর অনুমতি না থাকলে অবশ্যই খেয়ানত হবে। (ইবা)

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, আপনি যে অফিসেই চাকরি করুন, সেই অফিসের জিনিস ব্যবহারের আম অনুমতি মালিক বা ম্যানেজারের নিকট থেকে নিয়ে রাখুন। নচেৎ অফিসের কাগজ, কলম, ফোন, ফ্যাক্স, জেরক্স-মেশিন, নেট, কম্পিউটার, গাড়ি ইত্যাদি ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা খেয়ানত হবে।

প্রশ্ন ঃ আমি গরীব মানুষ। নাপিতের কাজ ক'রে পেট চালাই। কিন্তু কেউ কেউ বলছে, 'দাড়ি চেঁছে পয়সা কামানো হালাল নয়।' এ কথা কি ঠিক?

উত্তর ঃ জী হ্যাঁ, এ কথা ঠিক। কারণ, দাড়ি চাঁছা হারাম। আর তা চেঁছে দিয়ে নেওয়া পয়সাও হারাম। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (٢) سورة المائدة

অর্থাৎ, সৎ কাজ ও আত্মসংযমে তোমরা পরস্পর সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে একে অন্যের সাহায্য করো না। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তিদানে অতি কঠোর। (মায়িদাহ ঃ ২)

প্রশ্ন ঃ অসুস্থ হলে আমি অফিস থেকে দশ দিনের ছুটি নিয়েছিলাম। কিন্তু পাঁচ দিনের মাথায় আমার অসুখ সেরে যায়। বাকী ছুটি ভোগ করার অধিকার কি আমার ছিল?

উত্তর ঃ আপনার উচিত ছিল, অসুখ সেরে যাওয়ার পর অফিসে হাজির হওয়া এবং ম্যানেজারের কাছে সে কথা জানানো। সে অনুমতি দিলে আপনি বাকী ছুটিটা ভোগ করতেন। না দিলে কাজে যোগ দিতেন। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ আমি এক কোম্পানীতে চাকরি করি। আমার ব্যক্তিগত কাজে এক জায়গায় গেলে সেখানে আমার গাড়ি এক্সিডেন্ট্ হয়। চিকিৎসা ও গাড়ির খরচ অনেক বেশি হবে বুঝে কোম্পানীর কাজে গিয়ে এক্সিডেন্ট্ হয়েছে বলে চালিয়ে দিই। কোম্পানী আমার সমস্ত খরচ বহন করে। কিন্তু বর্তমানে আমার বিবেক আমাকে কামড় দিচ্ছে। সে কাজ কি আমার ঠিক ছিল? এখন আমি কী করতে পারি?

উত্তর ঃ যা করেছেন, তা প্রতারণা ও ধোঁকাবাজি। এখন আপনার উচিত, কোম্পানীকে আসল কথা খুলে বলা এবং যে অর্থ ব্যয় করেছে, তা আপনার বেতন থেকে কেটে নেওয়ার আর্জি পেশ করা। অতঃপর যদি কোম্পানী আপনাকে ক্ষমা ক'রে দেয়, তাহলে উত্তম। আর আপনি এই প্রতারণার জন্য আল্লাহর কাছে তওবা করুন। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ ডিউটির ফিক্সড টাইম আট ঘন্টা। শুরুতে ১০/১৫ মিনিট দেরি ক'রে এলে এবং শেষে ১০/১৫ মিনিট আগে বেরিয়ে গেলে কোন ক্ষতি হবে কি?

উত্তর ঃ এ ক্ষতির কথা ম্যানেজারের কাছে। সে চাইলে দেরিতে আসা ও আগে বেরিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিতে পারে। অনুমতি না দিলে ডিউটির বাঁধা সময় চুরি করা বৈধ নয়। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ যে কর্মচারী কাজে ফাঁকি দেয়, ঠিকমতো ডিউটি পালন করে না, তার বেতন কি

হালাল?

উত্তর ঃ যে কর্মচারী কাজে ফাঁকি দেয়, ঠিকমতো ডিউটি পালন করে না, তার বেতন পুরো হালাল নয়। ফাঁকি অনুযায়ী হারামের পরিমাণ কম-বেশি হবে। (ইবা)

প্রশ্ন ঃ আমি এক সরকারী প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার। আমার নেতৃত্বে বহু কর্মচারী কাজ করে। আমার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে তাদের কাউকে কি কোন কাজে লাগাতে পারি?

উত্তর ঃ ডিউটির সময়ে অবশ্যই না। ছুটির সময়ে নিজের পয়সা খরচ ক'রে কাজে লাগাতে পারেন। (সাফা)

প্রশ্ন ঃ ঘুস দিয়ে চাকরি নেওয়া বৈধ কি?

উত্তর ঃ ঘুস দিয়ে চাকরি দেওয়া-নেওয়া বৈধ নয়। চাকরি দিতে হবে পরীক্ষা-বিবেচনার মাধ্যমে যোগ্যতম ব্যক্তিকে। যোগ্যতায় সমান হলে লটারির মাধ্যমে নিতে হবে। ঘুস খেয়ে কাউকে চাকরি দেওয়া বা নেওয়া এবং যোগ্য লোকের অধিকার নষ্ট করা বৈধ নয়। 'আল্লাহর রসূল ﷺ ঘুসখোর, ঘুসদাতা (উভয়কেই) অভিশাপ করেছেন।' *(আবূ দাউদ ৩৫৮০, তিরমিযী ১৩৩৭, ইবনে মাজাহ ২৩১৩, ইবনে হিব্বান, হাকেম ৪/১০২-১০৩, সহীহ আবূ দাউদ ৩০৫৫নং)*

প্রশ্ন ঃ "তুমি ও তোমার মাল তোমার পিতার জন্য"---এর মানে কি পিতা নিজ ইচ্ছামতো ছেলের মাল খরচ করতে পারে?

উত্তর ঃ পিতা তার ছেলের মাল নিজের প্রয়োজনমতো খরচ করতে পারে, ইচ্ছামতো নয়। (বানী, সিসঃ ২৫৬৪নং)

সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধাদান

প্রশ্ন ঃ হাদীসে এসেছে, "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন গর্হিত কাজ দেখবে, সে যেন তা নিজ হাত দ্বারা পরিবর্তন ক'রে দেয়। যদি (তাতে) ক্ষমতা না রাখে, তাহলে নিজ জিভ দ্বারা। যদি (তাতেও) সামর্থ্য না রাখে, তাহলে অন্তর দ্বারা।" কিন্তু মুসলিম অন্তর দ্বারা গর্হিত কাজ কীভাবে পরিবর্তন করবে?

উত্তর ঃ অন্তর দ্বারা খারাপ কাজকে খারাপ জানবে এবং তার কাজীদের সাথে বসবে না। যেহেতু বিন আপত্তিতে তাদের সাথে বসা সেই অভিশপ্ত বানী ইস্রাঈলের মতো কাজ হবে, যাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ (٧٨) كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ} (٧٩) المائدة

অর্থাৎ, বনী ইস্রাঈলের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করেছিল, তারা দাউদ ও মারয়্যাম-তনয় কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল। কেননা, তারা ছিল অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী। তারা যেসব গর্হিত কাজ করত, তা থেকে তারা একে অন্যকে বারণ করত না। তারা যা করত, নিশ্চয়

তা নিকৃষ্ট। (মায়িদাহ ঃ ৭৮-৭৯)

প্রশ্ন ঃ হাত দ্বারা মন্দকাজে বাধা বা তার পরিবর্তন কীভাবে হবে?

উত্তর ঃ যার ক্ষমতা আছে, সে তার হাত বা ক্ষমতা দ্বারা মন্দকাজে বাধা দেবে। যেমন সরকার ও প্রশাসন এ কাজ করবে। জামাআতের আমীর এ কাজ পারবে। ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে বাপ-মা এ কাজ পারবে। স্ত্রীর ক্ষেত্রে স্বামী এ কাজ পারবে। অবশ্য শর্ত হল, ক্ষমতা প্রয়োগ ক'রে নোংরা কাজ বন্ধ করতে গিয়ে তার থেকে বড় নোংরা বা খারাপ কাজ না হয়ে বসে। তাহলে সে ক্ষেত্রে ক্ষমতা প্রয়োগ করা বৈধ নয়। (ইবা)

প্রশ্ন ঃ বহু মানুষ আছে, যারা চোখের সামনে খারাপ কাজ হতে দেখেও বাধা দেয় না। পরন্তু যারা সে কাজ করে, তাদের সাথে ভাল সম্পর্কও রাখে, ওঠা-বসা করে, সহাবস্থান করে। মন চটে যাওয়ার ভয়ে তাদের কাজে কোন প্রকার আপত্তি জানায় না। জানি না, তাদের মনে ঘৃণা আছে কি না। আর ঘৃণা থাকলেও কি কোন কাজে দেবে? এই শ্রেণীর লোকেদের ব্যাপারে শরয়ী বিধান কী?

উত্তর ঃ এই শ্রেণীর লোকেরা আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ-এর অবাধ্য। তাদের ঈমান সবচেয়ে দুর্বল। তাদের হৃদয়ে আছে বিপজ্জনক ব্যাধি। তারা বিলম্বে অথবা অবিলম্বে আল্লাহর শাস্তি বা আযাবের উপযুক্ত। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا} (١٤٠) سورة النساء

অর্থাৎ, আর তিনি কিতাবে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহর কোন আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে এবং তা নিয়ে বিদ্রূপ করা হচ্ছে, তখন যে পর্যন্ত তারা অন্য প্রসঙ্গে আলোচনায় লিপ্ত না হয় তোমরা তাদের সাথে বসো না; নচেৎ তোমরাও তাদের মত হয়ে যাবে। নিশ্চয় আল্লাহ কপট ও অবিশ্বাসী সকলকেই জাহান্নামে একত্র করবেন। (নিসা ঃ ১৪০)

{وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} (٦٨) سورة الأنعام

অর্থাৎ, তুমি যখন দেখ, তারা আমার নিদর্শন সম্বন্ধে ব্যঙ্গ আলোচনায় মগ্ন হয়, তখন তুমি দূরে সরে পড়; যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয় এবং শয়তান যদি তোমাকে ভ্রমে ফেলে, তাহলে স্মরণ হওয়ার পরে তুমি অত্যাচারী সম্প্রদায়ের সাথে বসবে না। (আন্‌আম ঃ ৬৮)

{لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ (٧٨) كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا

كَانُواْ يَفْعَلُونَ} (٧٩) المائدة

অর্থাৎ, বনী ইস্রাঈলের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করেছিল, তারা দাউদ ও মারয়্যাম-তনয় কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল। কেননা, তারা ছিল অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী। তারা যেসব গর্হিত কাজ করত, তা থেকে তারা একে অন্যকে বারণ করত না। তারা যা করত, নিশ্চয় তা নিকৃষ্ট। (মায়িদাহ ঃ ৭৮-৭৯)

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন,

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন গর্হিত কাজ দেখবে, সে যেন তা নিজ হাত দ্বারা পরিবর্তন ক'রে দেয়। যদি (তাতে) ক্ষমতা না রাখে, তাহলে নিজ জিভ দ্বারা (উপদেশ দিয়ে পরিবর্তন করে)। যদি (তাতেও) সামর্থ্য না রাখে, তাহলে অন্তর দ্বারা (ঘৃণা করে)। আর এ হল সবচেয়ে দুর্বল ঈমান।" (মুসলিম)

"আমার পূর্বে যে উম্মতের মাঝেই আল্লাহ নবী প্রেরণ করেছেন সেই নবীরই তাঁর উম্মতের মধ্য হতে খাস ভক্ত ও সহচর ছিল; যারা তাঁর তরীকার অনুগামী ও প্রত্যেক কর্মের অনুসারী ছিল। অতঃপর তাদের পর এমন অসৎ উত্তরসুরিদের আবির্ভাব হয়; যারা তা বলে যা নিজে করে না এবং তা করে যা করতে তারা আদিষ্ট নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ হস্ত দ্বারা জিহাদ (সংগ্রাম) করে, সে মুমিন, যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ জিহ্বা দ্বারা জিহাদ করে, সে মুমিন এবং যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ হৃদয় দ্বারা সংগ্রাম করে (ঘৃণা করে), সে মুমিন। আর এর পশ্চাতে (অর্থাৎ ঘৃণা না করলে কারো হৃদয়ে) সরিষা দানা পরিমাণও ঈমান থাকতে পারে না।" *(মুসলিম ৫০নং)*

"লোকেরা যখন কোন গর্হিত (শরীয়ত-পরিপন্থী) কাজ দেখেও তার পরিবর্তন সাধনে যত্নবান হয় না, তখন অনতিবিলম্বে আল্লাহ তাদের জন্য তাঁর কোন শাস্তিকে ব্যাপক ক'রে দেন।" (আহমাদ, আবূ দাউদ ৪৩৩৮, তিরমিযী ৩০৫৭, ইবনে হিব্বান, সহীহ ইবনে মাজাহ ৩২৩৬নং)

প্রশ্ন ঃ রোযাদার ব্যক্তি ভুল ক'রে পানাহার করলে আল্লাহই তাকে খাওয়ান এবং তার রোযাও শুদ্ধ। কিন্তু যে ব্যক্তি তাকে পানাহার করতে দেখবে, সে কি তাকে রোযার কথা স্মরণ করিয়ে পানাহারে বাধা দেবে? নাকি আল্লাহ খাওয়াচ্ছেন বলে তাকে খাওয়ার সুযোগ দেবে?

উত্তর ঃ যে ব্যক্তি রোযাদার ব্যক্তিকে পানাহার করতে দেখবে, তার জন্য ওয়াজেব তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া। যেহেতু সে ভুলে পানাহার করছে। আর রোযা অবস্থায় পানাহার হারাম। অনুরূপ রোযাদারের উচিত, স্মরণ হওয়া মাত্র সাথে সাথে মুখ থেকে খাবার ফেলে দেওয়া। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ বড়দেরকে গীবত ইত্যাদি আপত্তিকর কর্মে লিপ্ত দেখে বাধা দিলে তাঁরা রেগে ওঠেন। বিশেষ ক'রে পিতামাতা হলে তাঁদের রাগ কি আমার জন্য ক্ষতিকর হবে?

উত্তর ঃ অবশ্যই না। তবে বড়দের সঙ্গে আদব বজায় রেখে হিকমতের সাথে অসৎকর্মে বাধা দিতে হবে। আর কেউ রাগলে তার রাগের উপর ধৈর্য ধারণ করতে হবে। লুক্বমান হাকীম তাঁর ছেলেকে বলেছিলেন,

{يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ} (١٧) سورة لقمان

অর্থাৎ, হে বৎস ! যথারীতি নামায পড়, সৎকাজের নির্দেশ দাও, অসৎকাজে বাধা দান কর এবং আপদে-বিপদে ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয়ই এটিই দৃঢ় সংকল্পের কাজ। *(লুক্বমানঃ ১৭)*

প্রশ্নঃ আমি একজন ধার্মিক মহিলা। আমার বাড়ি বা প্রতিবেশীতে যে সকল আপত্তিকর কর্ম ঘটে, তাতে বাধা দিলে লোকে আমাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করে। গান-বাজনা শুনতে, গীবত-চর্চা করতে নিষেধ করলে আমাকে অনেকে 'সেকেলে' মেয়ে বলে। এ ক্ষেত্রে আমার করণীয় কী?

উত্তর ঃ আপনার জন্য ওয়াজেব এই যে, আপনি উত্তম কথা ও ভঙ্গিমার মাধ্যমে নম্রতা ও ভদ্রতার সাথে গোনাহর কাজে আপত্তি জানাবেন। পারলে দলীল উল্লেখ ক'রে উপদেশ দেবেন। তারা গ্রহণ করুক চাই না-ই করুক, আপনি তাদের গোনাহে শরীক হবেন না। তাদের গীবত ও গান-বাজনার মজলিসে বসবেন না। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} (٦٨) سورة الأنعام

অর্থাৎ, তুমি যখন দেখ, তারা আমার নিদর্শন সম্বন্ধে ব্যঙ্গ আলোচনায় মগ্ন হয়, তখন তুমি দূরে সরে পড়; যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয় এবং শয়তান যদি তোমাকে ভ্রমে ফেলে, তাহলে স্মরণ হওয়ার পরে তুমি অত্যাচারী সম্প্রদায়ের সাথে বসবে না। (আন্আম ঃ ৬৮)

যখন আপনি আপনার সাধ্যমতো পাপকাজে মুখ দ্বারা আপত্তি জানাবেন এবং তাদের ঐ কাজ থেকে দূরে থাকবেন, তখন আপনি ক্ষতির হাত থেকে বেঁচে যাবেন। আপনার দায়িত্ব পালন হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} (١٠٥) سورة المائدة

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের আত্মরক্ষা করাই কর্তব্য। তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও, তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে, সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহরই দিকেই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তোমরা যা করতে, তিনি সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে অবহিত করবেন। (মায়িদাহ ঃ ১০৫)

আপনি হকপথে অবিচল থাকুন, আল্লাহর পথে মানুষকে আহবান করতে থাকুন, ইন শাআল্লাহ আপনার জন্য পথ সহজ হয়ে যাবে। ধৈর্যের সাথে সওয়াবের আশা রাখলে আপনি মহা কল্যাণের আশা করতে পারেন। যেহেতু শুভ পরিণাম মুত্তাক্বীনদের জন্য। মহান আল্লাহ বলেন,

{فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ} (٤٩) سورة هود

অর্থাৎ, সুতরাং তুমি ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয় শুভ পরিণাম সংযমশীলদের জন্যই। (হূদ ঃ ৪৯)

{وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ} (٦٩) سورة العنكبوت

অর্থাৎ, যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথসমূহে পরিচালিত করব। আর আল্লাহ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গেই থাকেন। *(আনকাবূত ঃ ৬৯)*

প্রশ্ন ঃ আমি যে কাজ নিজে করতে পারি না, তা অপরকে করতে কি আদেশ করতে পারি? যে কাজ নিজে বর্জন করতে পারি না, তা অপরকে বর্জন করতে কি আদেশ করতে পারি?

উত্তর ঃ মহান আল্লাহ বলেন,

{أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ} (٤٤) البقرة

অর্থাৎ, কি আশ্চর্য! তোমরা নিজেদের বিস্মৃত হয়ে মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দাও, অথচ তোমরা কিতাব (গ্রন্থ) অধ্যয়ন কর, তবে কি তোমরা বুঝ না? (বাক্বারাহ ঃ ৪৪)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। সেখানে তার নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে যাবে এবং সে তার চারিপাশে এমনভাবে ঘুরতে থাকবে, যেমন গাধা তার চাকির চারিপাশে ঘুরতে থাকে। তখন জাহান্নামীরা তার কাছে একত্রিত হয়ে তাকে বলবে, 'ওহে অমুক! তোমার এ অবস্থা কেন? তুমি না (আমাদেরকে) সৎ কাজের আদেশ, আর অসৎ কাজে বাধাদান করতে?' সে বলবে, 'অবশ্যই। আমি (তোমাদেরকে) সৎকাজের আদেশ দিতাম; কিন্তু আমি তা নিজে করতাম না এবং অসৎ কাজে বাধা দান করতাম; অথচ আমি নিজেই তা করতাম!" (বুখারী ও মুসলিম)

কিন্তু আপনি যদি কোন বাধার কারণে কোন ভাল কাজ করতে এবং খারাপ কাজ ছাড়তে না পারেন, তাহলে তার আদেশ করতে কোন দোষ নেই। আপনার উপর দু'টি কাজ ওয়াজেব। এক ঃ মন্দ কাজ বর্জন করা। দুই ঃ কাউকে মন্দ কাজ করতে দেখলে তাতে বাধা দেওয়া। এখন যদি প্রথম ওয়াজেবটি কোন বাধা থাকার কারণে পালন করতে না পারেন এবং দ্বিতীয় ওয়াজেবটি পালন করতে কোন বাধা না থাকে, তাহলে তা পালন করা জরুরী।

জাহান্নামে নাড়িভুঁড়ি বের হওয়া এবং তার চারিপাশে ঘুরতে থাকার আযাব ঐ ব্যক্তির হবে, যার ভাল কাজ করতে ও খারাপ কাজ ছাড়তে কোন বাধা নেই। কেবল সে নিজের খেয়াল-খুশীর বশীভূত হয়ে নিজেকে ভুলে অপরকে আদেশ করে।

কিন্তু এমনও হতে পারে যে, যে ব্যক্তি নিজে ভাল কাজ করে না এবং অপরকে তা করতে আদেশও দেয় না আর মন্দ কাজ বর্জন করে না এবং তা বর্জন করতেও অপরকে আদেশ দেয় না, তার আযাব হয়তো আরো কঠিন। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ "যে ব্যক্তি কোন গর্হিত কাজ দেখবে, সে যেন তা নিজ হাত দ্বারা পরিবর্তন ক'রে দেয়। যদি (তাতে) ক্ষমতা না রাখে, তাহলে নিজ জিভ দ্বারা। যদি (তাতেও) সামর্থ্য না রাখে, তাহলে অন্তর দ্বারা।" অন্তর দ্বারা আপত্তি ও পরিবর্তন কীভাবে সম্ভব?

উত্তর ঃ সে ব্যক্তি অন্তর দ্বারা সেই কাজকে ঘৃণা করবে এবং সেই সাথে তার কাজীর সংস্রব বর্জন করবে। যেহেতু আপত্তি না জানিয়ে তার সাথে স্বাভাবিকভাবে ওঠা-বসা করা বানী ইস্রাঈলদের কর্মের শামিল হয়ে যাবে। যাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ (٧٨) كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ} (٧٩) المائدة

অর্থাৎ, বনী ইস্রাঈলের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করেছিল, তারা দাউদ ও মারয়্যাম-তনয় কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল। কেননা, তারা ছিল অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী। তারা যেসব গর্হিত কাজ করত, তা থেকে তারা একে অন্যকে বারণ করত না। তারা যা করত, নিশ্চয় তা নিকৃষ্ট। (মায়িদাহ ঃ ৭৮-৭৯, ইবা)

প্রশ্ন ঃ হাত দ্বারা আপত্তি করার অধিকার ও কর্তব্য কার আছে?

উত্তর ঃ যার ক্ষমতা আছে তার। যেমন শাসনকর্তৃপক্ষ, বাড়ির মুরব্বী, স্বামী, বাপ প্রভৃতি।

সুতরাং যার ক্ষমতা নেই অথবা ক্ষমতা আছে, কিন্তু তা প্রয়োগ করলে ফিতনা বা মারামারি হওয়ার আশঙ্কা আছে অথবা অপেক্ষাকৃত বড় নোংরা সংঘটিত হওয়ার ভয় আছে, তাহলে তা প্রয়োগ করা যাবে না। (ইবা)

প্রশ্ন ঃ কোন আপত্তিকর কাজ যদি বিতর্কিত হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে আপত্তি কীভাবে সম্ভব?

উত্তর ঃ যে কাজে বিতর্ক ও উলামাদের মতভেদ আছে, সে কাজে বাধা দেওয়া বা আপত্তি করার ক্ষেত্রে দেখতে হবে যে, তা ইজতিহাদী কি না? অর্থাৎ তাতে মতভেদ স্বাভাবিক কি না? উভয় পক্ষের দলীল সমপর্যায়ের কি না? তা হলে আপত্তি করা যাবে না। যেমন ঃ যদি কেউ ডবল শব্দে ইকামত দেয়, রুকূ থেকে দাঁড়িয়ে বুকে হাত না বাঁধে, সিজদায় হাঁটু আগে বাড়ায়, রুকূ পেলে রাকআত গণ্য না করে, তাহলে তাতে আপত্তি করা ঠিক নয়। অবশ্য এই শ্রেণীর আপত্তির ক্ষেত্রে 'এটা করা উত্তম' বলা যায়। চাপ দেওয়া যায় না।

পক্ষান্তরে যেখানে সহীহ ও স্পষ্ট দলীলের বিরোধিতা হয়, সেখানে আপত্তি করতে হলে দলীলের সাথে করা কর্তব্য। যেমন ঃ ইমামের পশ্চাতে সূরা ফাতিহা না পড়া, সশব্দে 'আমীন' না বলা, রুকূর আগে-পরে রফয়ে য়্যাদাইন ত্যাগ করা ইত্যাদি।

কিন্তু মতভেদ আকীদাগত বিষয়ে হলে আপত্তি জরুরী। যেহেতু তাতে বিদআতী ছাড়া আহলে সুন্নাহ ভিন্নমত পোষণ করে না। যেমন ঃ মহান আল্লাহর আরশে থাকার কথা অস্বীকার করা, কুরআন আল্লাহর সৃষ্টি মনে করা, বান্দার কর্ম আল্লাহর সৃষ্টি নয় মনে করা, কাবীরা গোনাহ করলে মুসলিম কাফের হয়ে যায় ধারণা করা, রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ইত্যাদি বিষয়। (ইজি)

দ্বীনের দাওয়াত

প্রশ্ন ঃ দাওয়াতের কাজে ইন্টারনেট ব্যবহার বৈধ কি?

উত্তর ঃ যে কোন বৈধ অসীলার মাধ্যমে ইসলামী দাওয়াত পৌঁছানো সম্ভব হয়, সেই অসীলাই ব্যবহার করা বৈধ। রেডিও, টিভি, ইন্টারনেটে শরীয়তবিরোধী কর্মকান্ড থাকলেও তা সম্পূর্ণ বেধর্মী ও পাপাচারীদের হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। যে অস্ত্র দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা হচ্ছে, সেই অস্ত্র দিয়েই মোকাবিলা করা আমাদের উচিত। (ইজি)

প্রশ্ন ঃ দাওয়াতী ময়দানের ঘোড়-সওয়ারদের ভুল সংশোধনের সঠিক পদ্ধতি কী?

উত্তর ঃ ভুল সংশোধনে ইখলাস থাকা উচিত। উচিত গঠনমূলক সমালোচনা করা। সমালোচনায় কোন ব্যক্তি বা জামাআতের নাম না নেওয়া। এর ফলে শয়তান মুসলিমদের মাঝে বিদ্বেষ ও ঘৃণা সৃষ্টি করার সুযোগ পাবে না এবং সমালোচিত ব্যক্তি ভুল শুধরে নেওয়ার প্রয়াস পাবে।

ভ্রম সংশোধনে মহানবী ﷺ এই পদ্ধতি ব্যবহার করতেন। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, নবী ﷺ-এর নিকট কোন ব্যক্তির ব্যাপারে কোন অভিযোগ এলে তিনি (নাম নিয়ে) বলতেন না যে, "অমুকের কী হয়েছে?" বরং তিনি বলতেন, "লোকেদের কী হয়েছে যে, তারা এই এই বলে।" *(আবু দাউদ)*

আনাস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "লোকদের কী হয়েছে যে, তারা নামাযের মধ্যে আকাশের দিকে দৃষ্টি তুলছে? এ ব্যাপারে তিনি কঠোর বক্তব্য রাখলেন; এমনকি তিনি বললেন, তারা যেন অবশ্যই এ কাজ হতে বিরত থাকে; নচেৎ অবশ্যই তাদের দৃষ্টি-শক্তি ছিনিয়ে নেওয়া হবে। *(বুখারী)*

"লোকেদের কী হয়েছে যে, তারা এই এই বলে। শোনো! আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের চেয়ে বেশী আল্লাহকে ভয় করি, তার ভয় অন্তরে তোমাদের চেয়ে বেশী রাখি। কিন্তু আমি (নফল) রোযা রাখি এবং রোযা ছেড়েও দিই, নামায পড়ি এবং নিদ্রাও যাই। আর নারীদের বিয়েও করি। সুতরাং যে আমার সুন্নত হতে মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে আমার দলভুক্ত নয়।" *(বুখারী-মুসলিম, প্রমুখ)*

প্রশ্ন ঃ মহিলা কি দাওয়াতের কাজ করতে পারে?

উত্তর ঃ অবশ্যই। বরং অনেক ক্ষেত্রে দাওয়াতের কাজ ওয়াজেব। সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ যথাস্থানে জরুরী। ক্ষমতায় না পারলে মুখে উপদেশ দেওয়া নারী-

পুরুষ সকলের কর্তব্য। তবে মহিলা মহলে মহিলা দাঈ দাওয়াতের কাজে বেশি উপযুক্ত। বিশেষ ক'রে মহিলা-বিষয়ক সমস্যাবলীতে মহিলা বিশেষজ্ঞই বেশি উপকারী। তবে সর্বপ্রথম তার ইল্ম ও আমল সঠিক হতে হবে এবং দাওয়াতের কাজ করতে গিয়ে শরয়ী কোন ওয়াজেব ত্যাগ অথবা কোন হারাম কাজ ক'রে বসলে হবে না। দাওয়াতের জন্য স্বামী-সন্তানের প্রতি কর্তব্যে অবহেলা বাঞ্ছনীয় নয়। যেমন দাওয়াতের জন্য তার মাহরাম ছাড়া সফর এবং পর-পুরুষের সাথে মেলামিশা বৈধ নয়।

প্রশ্ন ঃ দাওয়াতের কাজ কখন শুরু করা যাবে?

উত্তর ঃ মুসলিম যখন প্রয়োজনীয় ইল্ম সঞ্চয় ক'রে নেবে, যে বিষয়ের দাওয়াত দেবে, সে বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ ক'রে নেবে, তখন সে মানুষকে দাওয়াত দিতে পারবে। তার জন্য সর্ববিষয়ে আলেম হওয়া জরুরী নয়। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেছেন,

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَة.

অর্থাৎ, একটি আয়াত হলেও তা আমার নিকট থেকে (মানুষের কাছে) পৌঁছে দাও। (বুখারী ৩৪৬১নং)

বলা বাহুল্য, দাঈ হওয়ার জন্য বড় আলেম হওয়া জরুরী নয়। বরং যে বিষয়ের দাওয়াত দেবে, সে বিষয়ে পরিপক্কতা থাকা জরুরী। পক্ষান্তরে যথেষ্ট ইল্ম সঞ্চয় না ক'রে আবেগের বশে অথবা বক্তৃতার ঢঙ আছে বলে অর্থ সঞ্চয়ের খাতিরে দাওয়াতের কাজ করতে লাগা অবশ্যই বৈধ নয়। নচেৎ এমন হতে পারে যে, সেই দাঈর দাওয়াতে লাভের চাইতে ক্ষতিই বেশি হবে। যেহেতু 'নিম হাকীমে খতরায়ে জান, নিম-মোল্লা খতরায়ে ঈমান।' আবেগের বশে বিনা ইলমে হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করবে এবং সম্মান বাঁচাতে গিয়ে ভুল ফতোয়া দিয়ে সমাজে ফিতনার সৃষ্টি করবে। অথচ মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ} (١١٦) سورة النحل

অর্থাৎ, তোমাদের জিহ্বা মিথ্যা আরোপ করে বলে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করবার জন্য তোমরা বলো না, 'এটা হালাল এবং এটা হারাম।' যারা আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করবে তারা সফলকাম হবে না। (নাহ্ল ঃ ১১৬)

তাতে হয়তো ঐ শ্রেণীর বক্তার লাভ আছে। কিন্তু সে লাভ অতি নগণ্য, অতি তুচ্ছ। উক্ত আয়াতের পরপরই মহান আল্লাহ বলেছেন,

{مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (١١٧) سورة النحل

অর্থাৎ, (ইহকালে) তাদের সামান্য সুখ-সম্ভোগ রয়েছে এবং (পরকালে) তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। (নাহ্ল ঃ ১১৭)

প্রশ্ন ঃ কিসের দাওয়াত আগে দিতে হবে?

উত্তর ঃ যাকে দাওয়াত দেওয়া হবে, তার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় বিষয়ের দাওয়াত দিতে হবে। যেমন কাফের বা মুশরিক মুসলিমকে সর্বপ্রথম তাওহীদের দাওয়াত

দিতে হবে। দাওয়াতের এ মূলনীতি বর্ণনা ক'রে গেছেন মহানবী ﷺ। মুআয ؓ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে (ইয়ামানের শাসকরূপে) পাঠাবার সময় বলেছিলেন, "তুমি আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছ। সুতরাং তুমি তাদেরকে সর্বপ্রথম 'আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রসূল' এ কথার সাক্ষ্যদানের প্রতি দাওয়াত দেবে। যদি তারা এ কথা মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দেবে, আল্লাহ তাদের উপর প্রতি দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। তারা যদি এ কথা মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তাদের সম্পদের ওপর সাদকাহ (যাকাত) ফরয করেছেন। তাদের মধ্যে যারা সম্পদশালী তাদের থেকে যাকাত উসূল ক'রে যারা দরিদ্র তাদের মাঝে বিতরণ করা হবে। যদি তারা এ কথা মেনে নেয়, তাহলে তুমি (যাকাত নেওয়ার সময়) তাদের উৎকৃষ্ট মাল নেওয়া থেকে দূরে থাকবে। আর অত্যাচারিতের বদ্দুআ থেকে বাঁচবে। কারণ তার বদ্দুআ এবং আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা নেই (অর্থাৎ, শীঘ্র কবুল হয়ে যায়)।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

শির্ক ও বিদআতকে দৃষ্টিচ্যুত ক'রে অন্য কিছু দাওয়াত দেওয়া নববী নীতি নয়। জাল-যয়ীফ হাদীসের তমীয না ক'রে দাওয়াত দেওয়া সালাফী নীতি নয়। দাওয়াতের দলীল হবে হক, আদর্শ হবে সলফে সালেহীন, সর্বপ্রথম যত্নযোগ্য হবে সহীহ আক্বীদাহ, অতঃপর নির্ভেজাল আমল। সর্বপ্রথম নামায বা আখলাকের দাওয়াত যথার্থ দাওয়াত নয়। সর্বপ্রথম ইসলামী রাষ্ট্র-রচনার দাওয়াতও সফল দাওয়াত নয়।

প্রশ্ন ঃ অনেকে সৎকাজের আদেশ ও মন্দকাজে বাধা দান না ক'রে বলে, 'এ সব আল্লাহর ইচ্ছা। আল্লাহই দ্বীনের হিফাযত করবেন। আর আল্লাহই তো বলেছেন, " হে মু'মিনগণ! তোমাদের আত্মরক্ষা করাই কর্তব্য। তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও, তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে, সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।" (মায়িদাহ ঃ ১০৫) সুতরাং তাদের কথা কি ঠিক?

উত্তর ঃ না, তাদের এ কথা ঠিক নয়। কারণ আল্লাহর শরয়ী ইচ্ছা, দ্বীনের দাওয়াত দিতে হবে। তিনি দ্বীনের দাওয়াতের মাধ্যমেই দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত রাখবেন। আর আয়াতের অর্থ এই নয় যে, 'আপন বাঁচলে বাপের নাম।' অর্থাৎ সৎকাজের আদেশ ও মন্দকাজে বাধাদানের কাজ করতে হবে না। আবূ বাক্র সিদ্দীক ؓ বলেন, 'হে লোক সকল! তোমরা এই আয়াত পড়ছ, "হে মু'মিনগণ! তোমাদের আত্মরক্ষা করাই কর্তব্য। তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও, তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে, সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।" (সূরা মায়েদাহ ১০৫ আয়াত) কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "যখন লোকেরা অত্যাচারীকে (অত্যাচার করতে) দেখবে এবং তার হাত ধরে না নেবে, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের সকলকে (আমভাবে) তার শাস্তির কবলে নিয়ে নেবেন।" (আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ)

তাছাড়া সৎপথে পরিচালিত হওয়ার একটা দাবীই হল, সৎকাজের আদেশ ও মন্দকাজে বাধা দান করা। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ নিজের লোক উপদেশ গ্রহণ না ক'রে যদি পাপে অবিচল থাকে, তাহলে কি তার সাথে পথ চলা যাবে?

উত্তর ঃ মন্দকাজে বাধাদানের তিনটি ধাপ পার হলে তার সাথে পথ চল বর্জন করতে হবে; যদি মনে হয় যে, তাকে বর্জন করলে সে শিক্ষা ও উপদেশ নেবে। পক্ষান্তরে যদি মনে হয় যে, তাকে বর্জন করলে সে আরো খারাপ হয়ে যাবে, তাহলে বর্জন না ক'রে যথাসাধ্য সংশোধনের চেষ্টা ক'রে যেতে হবে এবং তাকে উপদেশ দেওয়ার জন্য এমন দাঈ নির্বাচন করতে হবে, যিনি সম্ভবতঃ কৌশলে তার মনের পরিবর্তন আনতে পারবেন। আর হিদায়াত তো আল্লাহর হাতে। অবশ্য সে সময় তার সাথে বন্ধুত্ব বা আত্মীয়তা বজায় রাখা চলবে না। (ইবা)

প্রশ্ন ঃ কিছু অল্প শিক্ষিত আলেম অথবা বাংলা পড়ুয়া আধুনিক শিক্ষিত ফতোয়াবাজি করেন। তাঁদের এ কাজ কি যথাযথ?

উত্তর ঃ অবশ্যই না। ফতোয়া দেওয়ার কাজ সকলের নয়। একমাত্র সঠিকার্থের মুফতী ছাড়া অন্য কেউ ফতোয়া দিতে পারেন না। অবশ্য ফতোয়া নকল করতে পারেন। তাছাড়া যে বিষয়ে পূর্বেকার কোন ইমাম বা মুফতীর ফতোয়া নেই, সে বিষয়ে নিজের বুঝ অনুযায়ী হালাল-হারাম বলার জন্য মুখ না খোলাই কর্তব্য। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ} (١١٦) سورة النحل

অর্থাৎ, তোমাদের জিহ্বা মিথ্যা আরোপ করে বলে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করবার জন্য তোমরা বলো না, 'এটা হালাল এবং এটা হারাম।' যারা আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করবে তারা সফলকাম হবে না। (নাহ্ল ঃ ১১৬)

মহানবী ﷺ বলেছেন,

مَنْ أُفْتِىَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ.

অর্থাৎ, যাকে বিনা ইল্‌মে ফতোয়া দেওয়া হয়, তার গোনাহ বর্তায় মুফতীর উপর। (আবূ দাউদ ৩৬৫৭, হাকেম, সঃ জামে' ৬০৬৮-নং)

প্রশ্ন ঃ দাওয়াতের কাজে আলেম ও বক্তার অর্থ গ্রহণ করা কি বৈধ?

উত্তর ঃ দ্বীনী ইল্‌ম ও আমলের কোন কাজ দুনিয়া লাভের জন্য করা বৈধ নয়। যেহেতু আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি এমন কোন ইল্‌ম অনুসন্ধান করে যার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়, ঐ ইল্‌ম যদি কোন পার্থিব বিষয় লাভের উদ্দেশ্যেই শিক্ষা করে থাকে, তবে সে কিয়ামতের দিন বেহেশ্তের সুগন্ধটুকুও পাবে না।" (আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সহীহ তারগীব ৯৯নং)

তবুও পেটের জন্য অর্থের প্রয়োজন আছে। সুতরাং আসল নিয়ত দাওয়াতের রেখে প্রয়োজন মতো অর্থ নেওয়া দূষণীয় নয়। সত্য কথা এই যে, আল্লাহর তওফীকের পর যদি অর্থ না হত, তাহলে দাওয়াতের কাজে অগ্রগতি সহজ ছিল না। সুতরাং দ্বীনের দাঈ অর্থের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে পারলে দাওয়াতের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে পারবে।

দাওয়াতের পথে অর্থ ব্যয় করতে পারলে দাওয়াত বড় ফলপ্রসূ হবে। তবে নিজে থেকে রেট বাঁধা ঠিক নয়।

উমার ؓ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ আমাকে দান দিতেন। কিন্তু আমি বলতাম, 'আমার থেকে বেশী অভাবী মানুষকে দিন।' তিনি বলতেন, "তুমি তা নিয়ে নাও। যখন তোমার কাছে এই মাল আসে, আর তোমার মনে লোভ না থাকে এবং তুমি তা যাচনাও না করে থাক, তাহলে তা গ্রহণ কর এবং তা নিজের মালের সাথে মিলিয়ে নাও। অতঃপর তোমার ইচ্ছা হলে তা খাও, নতুবা দান করে দাও। এ ছাড়া তোমার মনকে তাতে ফেলে রেখো না।"

সালেম বিন আব্দুল্লাহ বিন উমার বলেন, 'এ কারণেই (আমার আব্বা) আব্দুল্লাহ কারো কাছে কিছু চাইতেন না এবং তাঁকে কেউ কিছু দিতে চাইলে তা প্রত্যাখ্যান করতেন না। (বরং গ্রহণ করে নিতেন।) *(বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, সহীহ তারগীব ৫১০পৃঃ)*

প্রশ্ন ঃ কোন মুফতী ফতোয়া দেওয়ার পর সেটা 'ভুল ফতোয়া' বলে জানতে পারলে তাঁর কী করা উচিত?

উত্তর ঃ তাঁর রুজু করা উচিত এবং তাতে তাঁর প্রেস্টিজ যাওয়ার ভয় করা অনুচিত। যেহেতু হক প্রকাশ পেলে হকের দিকে রুজু করা মহান মানুষদের কাজ। সাধারণের কাছে ওজন হাল্কা হয়ে যাওয়ার ভয়ে ভুলের উপর অটল থাকা উদার মানুষের কাজ নয়। মহানবী ﷺ হক বুঝতে পেরে হকের দিকে রুজু করেছেন। একদা তিনি সাহাবাদেরকে দেখলেন, তাঁরা খেজুর মোছার পরাগ-মিলন সাধন করছেন; অর্থাৎ, মাদা গাছের মোছা নিয়ে মাদী গাছের মোছার সাথে বেঁধে দিচ্ছেন। তিনি বললেন, "আমার মনে হয় ঐরূপ করাতে কোন লাভ নেই। ঐরূপ না করলেও খেজুর ফলবে।" তাঁর এ মন্তব্য শুনে সাহাবাগণ তা ত্যাগ করলেন। কিন্তু খেজুর ফলার সময় দেখা গেল, খেজুর পরিপুষ্ট হয়নি; ফলে তার ফলনও ভালো হয়নি। তিনি তা দেখে বললেন, "কী ব্যাপার, তোমাদের খেজুরের ফলন নেই কেন?" তাঁরা বললেন, যেহেতু আপনি পরাগ-মিলন ঘটাতে নিষেধ করেছিলেন, সেহেতু তা না করার ফলে ফলন কম হয়েছে। তিনি বললেন, "আমি ওটা ধারণা করে বলেছিলাম। তোমরা তোমাদের পার্থিব বিষয় সম্পর্কে অধিক জ্ঞান রাখ। অতএব তা ভালো হলে, তোমরা তা করতে পার।" (মুসলিম ২৩৬১-২৩৬৩নং)

সাহাবা, তাবেঈন ও ইমামগণ হকের দিকে রুজু করেছেন। দলীল বলিষ্ঠ দেখে নিজের রায় বদলে দিয়েছেন। তাতে তাঁদের কোন মানহানি হয়নি। কোন আলেমের হওয়ারও কথা নয়। (ইবা)

প্রশ্ন ঃ দ্বীনের বিষয়ে কোন নির্দিষ্ট ইমাম বা আলেমের 'তাক্বলীদ' অন্ধানুকরণ করা বৈধ কি?

উত্তর ঃ দ্বীনের বিষয়ে কোন নির্দিষ্ট ইমাম বা আলেমের 'তাক্বলীদ' অন্ধানুকরণ করা বৈধ নয়। যাঁরা বলেন, চার মযহাবের মধ্যে কোন এক মযহাবের তাক্বলীদ করা ফরয, তাঁদের নিকট 'ইজমা' ছাড়া কোন দলীল নেই। অথচ এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর 'ইজমা' (ঐকমত্য) হয়নি। পরন্তু আয়েম্মায়ে আরবাআহ তাঁদের তাক্বলীদ করতে

নিষেধ ক'রে গেছেন এবং প্রত্যেকেই বলেছেন, 'হাদীস সহীহ হলে, সেটাই আমার মযহাব।' তাঁরা নিজেরাও কারও তাক্বলীদ করেননি। ইমাম শাফেয়ী ইমাম মালেকের ছাত্র, তিনি নিজ ওস্তাদের তাক্বলীদ করেননি। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল ইমাম শাফেয়ীর ছাত্র, তিনিও নিজ ওস্তাদের তাক্বলীদ করেননি। যেহেতু সঠিকার্থে তাক্বলীদ করতে হলে একমাত্র মহানবী ﷺ-এরই করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} (٥٩)

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস কর, তাহলে তোমরা আল্লাহর অনুগত হও, রসূল ও তোমাদের নেতৃবর্গ (ও উলামা)দের অনুগত হও। আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে, তাহলে সে বিষয়কে আল্লাহ ও রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। এটিই হল উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর। (নিসা ঃ ৫৯)

{وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} (١٠) سورة الشورى

অর্থাৎ, তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর না কেন -- ওর মীমাংসা তো আল্লাহরই নিকট। (শূরা ঃ ১০)

তবে তাক্বলীদ বৈধ নয় বলেই যে সকলেই মুজতাহিদ হয়ে যাবে, তা নয়। যে মুজতাহিদ হতে পারবে না, সে মুজতাহিদ উলামাগণের ইত্তিবা' করবে। যাঁর মত কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর কাছাকাছি হবে, তাঁর মতকে মেনে নেবে। কোন নির্দিষ্ট আলেম বা ইমামের ইত্তিবা' করবে না। প্রত্যেক ইমামের ফিক্হ থেকে উপকৃত হবে তালেবে ইল্ম। যাঁর ফিক্হ সহীহ হাদীসের অনুসারী তাঁরই ফিক্হকে গ্রহণ ক'রে নেবে। যাঁদের ফিক্হ সহীহ হাদীস বিরোধী হবে, তাঁদের কোন অজুহাত অবশ্যই আছে। সুতরাং তাঁদের এবং সকল আহলে সুন্নাহর ইমামের নাম উল্লেখের সময় 'রাহিমাহুল্লাহ' বলবে। তাঁদের প্রতি কোন কুমন্তব্য করবে না। এরাই তো তারা, যাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ (١٧) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ} (١٨)

অর্থাৎ, যারা তাগূতের পূজা হতে দূরে থাকে এবং আল্লাহর অনুরাগী হয়, তাদের জন্য আছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দাও আমার দাসদেরকে -- যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে এবং যা উত্তম তার অনুসরণ করে। ওরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং ওরাই বুদ্ধিমান। (যুমার ঃ ১৭-১৮)

জামাআত ও মযহাব

প্রশ্ন ঃ শতধাবিচ্ছিন্ন দলেদলে বিভক্ত মুসলিম সমাজে নব আলোকপ্রাপ্ত মুসলিম বা নও-মুসলিমরা কোন দলে শামিল হবে?

উত্তর ঃ মহানবী ﷺ বলেছেন, "ইয়াহুদী একাত্তর দলে এবং খ্রিস্টান বাহাত্তর দলে দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে। আর এই উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। যার মধ্যে একটি ছাড়া বাকী সব ক'টি জাহান্নামে যাবে।" অতঃপর ঐ একটি দল প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বললেন, "তারা হল জামাআত। যে জামাআত আমি ও আমার সাহাবা যে মতাদর্শের উপর আছি তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।" *(সুনান আরবাআহ, মিশকাত ১৭১-১৭২, সিলসিলাহ সহীহাহ ২০৩, ১৪৯২নং)*

সুতরাং নব আলোকপ্রাপ্ত মুসলিম বা নও-মুসলিমরা সেই দল বা জামাআতে শামিল হবে, যে দল নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবা ﷺ-এর মতাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে। সব দলের দাবী একই হলে, জ্ঞান ও বিবেককে কাজে লাগিয়ে সঠিক দল অনুসন্ধান করা ওয়াজেব। যে দল সবার কথার উপরে নবী ﷺ-এর কথাকে প্রাধান্য দেয়, যে দল কোন মযহাবী তক্বলীদে ফাঁসে না, কোন বুযুর্গের তা'যীম ও তক্বলীদে বাড়াবাড়ি করে না, যে দল কোন বিদআত ও বিদআতীকে প্রশ্রয় দেয় না, যে দল কোন শির্কের মৌন-সমর্থনও করে না, যে দল গদির লোভে পাশ্চাত্য রাজনীতির গড্ডলস্রোতে গা ভাঁসিয়ে দেয় না, যে দল কিতাব ও সহীহ সুন্নাহর উপর আমল করে, কোন জাল-যয়ীফ হাদীসকে ভিত্তি ক'রে আমল করে না ইত্যাদি। আরও নিদর্শন আছে সেই হকপন্থী দলের, জ্ঞানী ও উদার মানুষের তা চিনতে ভুল হয় না। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ (١٧) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ}

অর্থাৎ, যারা তাগূতের পূজা হতে দূরে থাকে এবং আল্লাহর অনুরাগী হয়, তাদের জন্য আছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দাও আমার দাসদেরকে---যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে এবং যা উত্তম তার অনুসরণ করে। ওরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং ওরাই বুদ্ধিমান। *(সূরা যুমার ১৭-১৮ আয়াত)*

প্রশ্ন ঃ ধর্মনিরপেক্ষবাদী কি মুসলিম থাকতে পারে?

উত্তর ঃ উক্ত প্রশ্নটি 'নির্দল কি কমিউনিস্ট্ পার্টির লোক'-এর মতো। যে নির্দল, সে কোন দলের হতে পারে না। অবশ্য নির্দল কোন নির্দিষ্ট দল হলে হতে পারে। অনুরূপ ধর্মনিরপেক্ষ বা ধর্মহীন যে, সে মুসলিম থাকতে পারে না। বরং কোন ধর্মেরই হতে পারে না। তবে ধর্মহীন মানবতাবাদী হতে পারে। এ হল আসল অর্থে। অবশ্য যদি কেউ

ইসলামে বিশ্বাস রেখে 'রাজনীতিতে ধর্মের স্থান নেই' বলে, তাহলে তার বিধান ভিন্ন। কিন্তু সে যদি 'সব ধর্ম সমান' বলে, তাহলে সে মুসলিম থাকতে পারে না। কারণ মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ} (١٩) سورة آل عمران

অর্থাৎ, নিশ্চয় ইসলাম আল্লাহর নিকট (একমাত্র মনোনীত) ধর্ম। *(আলে ইমরান ঃ ১৯)*

{وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (٨٥)

অর্থাৎ, যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম অন্বেষণ করবে, তার পক্ষ হতে তা কখনও গ্রহণ করা হবে না। আর সে হবে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত। *(আলে ইমরান ঃ ৮৫)*

প্রশ্ন ঃ সূফীপন্থী মুসলিম কি হকপন্থী? 'সূফী' কেন বলা হয়?

উত্তর ঃ সূফীপন্থীরা হকপন্থী নয়। কারণ তাদের আকীদাহ সহীহ নয়। তাদের আকীদা ও আমল, দুআ ও দরূদ শির্ক ও বিদআতে ভর্তি। তাদের অনেকের দাবী যে, মসজিদে নববীতে মহানবী ﷺ-এর খিদমতে যে সকল সাহাবা ﷺ আসহাবে সুফ্ফাহ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন, তাঁদের প্রতি সম্পর্ক জুড়েই 'সূফী' বলা হয়। কিন্তু এ কথা ঠিক নয়। কারণ তা হলে তাদেরকে 'সূফী' না বলে 'সুফ্ফী' বলা হতো। কেউ বলেছে, 'সাফওয়াহ'র দিকে সম্বদ্ধ ক'রে 'সূফী' বলা হয়। এ কথাও ঠিক নয়। কারণ তা হলে তাদেরকে 'সূফী' না বলে 'সাফাবী' বলা হতো। তাছাড়া তাদের হৃদয়-মন 'সাফ' নয়। বরং শির্ক ও বিদআতে পরিপূর্ণ। সঠিক কথা এই যে, তারা যে লেবাস পরত, সাধারণতঃ তা 'সূফ' দ্বারা তৈরি হতো। এই জন্য সেই দিকে সম্বদ্ধ ক'রে তাদেরকে 'সূফী' বলা হয়। ভাষাগতভাবে এটাই সঠিক। (লাদা)

জিহাদ ও সন্ত্রাস

প্রশ্ন ঃ মুসলিম দেশে মানব-রচিত আইন দ্বারা পরিচালিত মুসলিম শাসককে সরিয়ে ইসলামী রাষ্ট্র কীভাবে কায়েম হবে?

উত্তর ঃ ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হবে মুসলিম জনজাগরণে মাধ্যমে। মুসলিমরা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে, আক্বীদাহ পরিশুদ্ধ করবে, নিজের পরিবার-পরিবর্গকে সঠিক ইসলামী তরবিয়ত দেবে, তবেই ইসলাম কায়েম হবে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ} (١١) سورة الرعد

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না; যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে। (রা'দ ঃ ১১)

উলামাগণ বলেন, 'তোমরা তোমাদের হৃদয়ে-হৃদয়ে ইসলাম কায়েম কর, তোমাদের রাষ্ট্রে ইসলাম কায়েম হয়ে যাবে।'

অন্যথা সন্ত্রাস, পশ্চিমী গণতন্ত্র ইত্যাদি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করার শরয়ী পদ্ধতি নয়।

প্রশ্ন ঃ আল্লাহর বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র-পরিচালনা না করলে কি কোন মুসলিম শাসককে 'কাফের' বলা যাবে?

উত্তর ঃ আল্লাহর বিধানকে যারা নিজেদের জীবন-সংবিধান বলে মেনে নেয় না, তাদের মনে-মগজে বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। সেই কারণ অনুসারে নির্ণীত হবে তাদের মান।

যে ধারণা করে যে, ইসলামী বিধান এ যুগে অচল এবং মানব-রচিত বিধানই বর্তমান মানব-সভ্যতার জন্য অধিক উপযোগী ও উত্তম, এর ফলে সে ইসলামী বিধান উপেক্ষা ক'রে ইসলাম-পরিপন্থী আইন প্রণয়ন করে, সে কাফের।

যে ধারণা করে যে, ইসলামী বিধানই সর্বযুগের জন্য উত্তম ও উপযোগী। কিন্তু স্বেচ্ছাচারিতাবশে স্বরচিত আইন প্রয়োগ ক'রে রাষ্ট্র-পরিচালনা করে, সে যালেম।

আর যে শাসক ধারণা করে যে, ইসলামী বিধানই সর্বযুগের জন্য উত্তম ও উপযোগী। কিন্তু কোন চাপে সে তা প্রয়োগ করতে পারে না অথবা গদি টিকিয়ে রাখার জন্য সে তা প্রয়োগ করতে চায় না, সে ফাসেক।

মহান আল্লাহ বলেন,

{فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} (٤٤) سورة المائدة

অর্থাৎ, সুতরাং তোমরা মানুষকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় কর এবং আমার আয়াত নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করো না। আর আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই কাফের। *(মায়িদাহ ঃ ৪৪)*

{وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (٤٥) سورة المائدة

অর্থাৎ, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই অত্যাচারী। (মায়িদাহ ঃ ৪৫)

{وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (٤٧) سورة المائدة

অর্থাৎ, ইঞ্জীল-ওয়ালাদের উচিত, আল্লাহ ওতে (ইঞ্জীলে) যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুসারে বিধান দেওয়া। আর যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুসারে বিধান দেয় না, তারাই পাপাচারী। (মায়িদাহ ঃ ৪৭)□

সতর্কতার বিষয় যে, নিয়ত বিচার না ক'রে কাউকে কোন অপবাদ দেওয়া এবং সেই অনুসারে কারো বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো সাধারণ মানুষের কাজ নয়।

প্রশ্ন ঃ মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কীভাবে করা যাবে?

উত্তর ঃ কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ হবে অস্ত্রশস্ত্রের মাধ্যমে। কিন্তু মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ হবে ইল্ম ও বয়ানের মাধ্যমে। মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} (٧٣)

অর্থাৎ, হে নবী! তুমি কাফের ও মুনাফিক্বদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের প্রতি কঠোর হও। তাদের বাসস্থান হবে জাহান্নাম এবং তা কত নিকৃষ্ট ঠিকানা। (তাওবাহ ঃ ৭৩, তাহরীম ঃ ৯)

মহানবী ﷺ মুনাফিকদেরকে জানা-চেনা সত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র প্রয়োগ করেননি। কারণ তা করা হলে কাফেররা বলতো যে, মুহাম্মাদ নিজের সঙ্গী-সাথীদের হত্যা করছে।

প্রশ্ন ঃ মহান আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, "অতঃপর নিষিদ্ধ মাসগুলি অতিবাহিত হলে অংশীবাদীদেরকে যেখানে পাও হত্যা কর, তাদেরকে বন্দী কর, অবরোধ কর এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওঁৎ পেতে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, যথাযথ নামায পড়ে ও যাকাত প্রদান করে, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (তাওবাহ ঃ ৫) "আর যেখানে পাও, তাদেরকে হত্যা কর এবং যেখান থেকে তোমাদেরকে বহিষ্কার করেছে, তোমরাও সেখান থেকে তাদেরকে বহিষ্কার কর।" (বাক্বারাহ ঃ ১৯১) এ সবের মানে কি কুরআন আমাদেরকে অমুসলিমদের হত্যা করতে বলছে?

উত্তর ঃ না, তার মানে এই নয় যে, মুসলিমরা সুযোগ পেলেই অমুসলিমদেরকে যেখানে পাবে, সেখানেই হত্যা করবে। বরং উক্ত নির্দেশগুলি সাময়িকভাবে দেওয়া হয়েছিল। যুদ্ধ চলাকালীন পরিস্থিতিতে বিশেষ আদেশ দেওয়া হয়েছিল। এ আদেশ সকল সময়ের জন্য নয়। মহান আল্লাহর পূর্বাপর উক্তি একটু ভালভাবে লক্ষ্য করলে বুঝা যাবে যে, তা সাময়িক ছিল। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন, "যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, তবে বাড়াবাড়ি (সীমালংঘন) করো না, নিশ্চয় আল্লাহ বাড়াবাড়িকারীদেরকে পছন্দ করেন না।" (বাক্বারাহ ঃ ১৯০) "যদি তারা তোমাদের নিকট হতে পৃথক না হয় (যুদ্ধ না করে), তোমাদের নিকট সন্ধি প্রার্থনা না করে এবং তাদের হস্ত সংবরণ না করে, তাহলে তাদেরকে যেখানে পাও, সেখানেই গ্রেফতার ক'রে হত্যা কর। আর এই সকল লোকের বিরুদ্ধেই আমি তোমাদেরকে স্পষ্ট আধিপত্য দান করেছি।" (নিসা ঃ ৯১)

তা যদি না হত, তাহলে পৃথিবীতে অমুসলিম নিধন করা হত এবং যে দেশে মুসলিম আধিপত্য পরিপূর্ণ ছিল, সে দেশে কোন অমুসলিমকে জীবিত রাখা হত না।

তাছাড়া জানতে হবে যে, মহান সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্য কাফের নিধন নয়, উদ্দেশ্য হল তাদের হিদায়াত। এ জন্যই অংশীবাদীদের ব্যাপারেই পরবর্তী নির্দেশে বলা হয়েছে,

{وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ} (٦) سورة التوبة

অর্থাৎ, আর অংশীবাদীদের মধ্যে কেউ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে তুমি তাকে আশ্রয় দাও, যাতে সে আল্লাহর বাণী শুনতে পায়। অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দাও। তা এ জন্য যে, তারা অজ্ঞ লোক। (তাওবাহ ঃ ৬)

বলা বাহুল্য, মুসলিম-বিদ্বেষীরা যেভাবে কুরআন বুঝে, সেভাবে মুসলিমরা বুঝে না। আর তার জন্যই মুসলিম জাতি ও তাদের কুরআনের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে প্রয়াস পায় এবং সেই সাথে নিজেদের বেওকুফির বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।

প্রশ্ন ঃ দ্বীনের কোন কোন দাঈ দ্বীন মানতে ও মানাতে আবেগের সাথে কঠোরতা ও অতিরঞ্জন প্রদর্শন করে। এ ব্যাপারে দ্বীনের নির্দেশ কী?

উত্তর ঃ দ্বীনের ব্যাপারে অতিরঞ্জন করা বৈধ নয়। আবেগ থাকা ভাল, তবে শরীয়তের লাগাম থাকা জরুরী। নচেৎ তার গতিবেগ তুফান তুলে সর্বনাশ ও সন্ত্রাস আনয়ন করতে পারে। এই জন্যই মহান আল্লাহ দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন।

{يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقِّ} (١٧١) سورة النساء

অর্থাৎ, হে গ্রন্থধারিগণ! তোমরা ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহ সম্বন্ধে সত্য ছাড়া (মিথ্যা) বলো না। *(সূরা নিসা ১৭১ আয়াত)*

{ قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ } [المائدة : ٧٧]

অর্থাৎ, বল, 'হে ঐশীগ্রন্থধারিগণ! তোমরা তোমাদের ধর্ম সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করো না এবং যে সম্প্রদায় ইতিপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে ও অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে, তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না।' *(সূরা মাইদাহ ৭৭ আয়াত)*

অনুরূপ তিনি দ্বীন-দুনিয়ার ব্যাপারে সীমা লংঘন করতেও নিষেধ করেছেন। তিনি তাঁর নবী ﷺ ও মু'মিন বান্দাগণকে আদেশ দিয়ে বলেছেন,

{فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْاْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} (١١٢) هود

অর্থাৎ, অতএব তুমি যেভাবে আদিষ্ট হয়েছ, সেইভাবে সুদৃঢ় থাক এবং সেই লোকেরাও যারা (কুফরী হতে) তওবা ক'রে তোমার সাথে রয়েছে; আর সীমালংঘন করো না। নিশ্চয় তিনি তোমাদের কার্যকলাপ সম্যকভাবে প্রত্যক্ষ করেন। *(সূরা হূদ ১১২ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেছেন, "তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে অতিরঞ্জন করা থেকে দূরে থাকো। কারণ দ্বীনের ব্যাপারে অতিরঞ্জনই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে ধ্বংস করেছে।" *(আহমাদ ১৮৫৪, ইবনে মাজাহ ৩০২৯নং, হাকেম প্রমুখ)*

মহানবী ﷺ দ্বীনের দাঈদেরকে বলেছেন, "তোমরা সহজ কর, কঠিন করো না। সুসংবাদ দাও, বীতশ্রদ্ধ করো না। পরস্পর মেনে-মানিয়ে চলো, মতবিরোধ করো না।" *(বুখারী ৩০৩৮, মুসলিম ৪৫২৬নং)*

"নিশ্চয় দ্বীন সহজ। যে ব্যক্তি অহেতুক দ্বীনকে কঠিন বানাবে, তার উপর দ্বীন জয়ী হয়ে যাবে। (অর্থাৎ মানুষ পরাজিত হয়ে আমল ছেড়ে দিবে।) সুতরাং তোমরা সোজা পথে

থাক এবং (ইবাদতে) মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর। তোমরা সুসংবাদ নাও। আর সকাল-সন্ধ্যা ও রাতের কিছু অংশে ইবাদত করার মাধ্যমে সাহায্য নাও।” *(বুখারী)*

স্বপ্ন ও তার বৃত্তান্ত

প্রশ্ন ঃ ঘুমের ঘোরে যে সব স্বপ্ন দেখা যায়, তা কি সত্য হতে পারে?

উত্তর ঃ ঘুমের ঘোরে যে সব স্বপ্ন দেখা যায়, তা তিন প্রকার হতে পারে। (ক) আল্লাহর পক্ষ থেকে দেখানো স্বপ্ন। যার অর্থ সত্য হয়। (খ) শয়তানের পক্ষ থেকে দেখানো স্বপ্ন, যা দেখে মানুষ মানসিক কষ্ট পেয়ে থাকে। (গ) মানুষ যা বেশি ভালবাসে অথবা ভয় করে অথবা কল্পনা করে তারই প্রতিচ্ছায়া মানসপটে ঘুমের সময় অঙ্কিত হয়। শেষোক্ত দুই প্রকার স্বপ্ন অর্থহীন।

খারাপ স্বপ্ন দেখলে পাশ ফিরে শয়ন করতে হয়। শয়তানের অনিষ্ট থেকে পানাহ চাইতে হয়। বাম দিকে তিনবার থুথু মারতে হয়। আর (জ্ঞানী) প্রিয়জন ছাড়া সে স্বপ্নের কথা কাউকে বলতে হয় না। (বুখারী ৭০৪৪, মুসলিম ২২৬১নং)

প্রশ্ন ঃ কেউ স্বপ্নাদিষ্ট হলে কী করবে?

উত্তর ঃ আদেশ ভাল কাজের হলে পালন করবে এবং খারাপ কাজের হলে উপেক্ষা করবে। অবশ্য ভাল-মন্দকে শরীয়তের মানদন্ডে বিচার করতে হবে।

চিকিৎসা, তাবীয ও ঝাড়ফুঁক

প্রশ্ন ঃ কোন ব্যথা-বেদনা বা জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার মানসে ঝাড়ফুঁক করা বা করানো কি বৈধ?

উত্তর ঃ ঝাড়ফুঁক করা ও করানো বৈধ। তবে তা কুরআনের আয়াত অথবা সহীহ হাদীসের দুআ দ্বারা হতে হবে। সেই সাথে এ বিশ্বাস দৃঢ় রাখতে হবে যে, আরোগ্যদাতা কেবল মহান আল্লাহ।

নবী ﷺ আপন পরিবারের কোন রোগী-দর্শন করার সময় নিজের ডান হাত তার ব্যথার স্থানে ফিরাতেন এবং এ দুআটি পড়তেন, “আযহিবিল বা'স, রাব্বান্না-স, ইশফি আন্তাশ শা-ফী, লা শিফা-আ ইল্লা শিফা-উক, শিফা-আল লা য়্যুগা-দিরু সাক্বামা।” অর্থাৎ, হে আল্লাহ! মানুষের প্রতিপালক! তুমি কষ্ট দূর কর এবং আরোগ্য দান কর। (যেহেতু) তুমি রোগ আরোগ্যকারী। তোমারই আরোগ্য দান হচ্ছে প্রকৃত আরোগ্য দান। তুমি এমনভাবে রোগ নিরাময় কর, যেন তা রোগকে নির্মূল ক'রে দেয়। *(বুখারী ও মুসলিম)*

উসমান ইবনে আবুল আ'স ؓ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ঐ ব্যথার অভিযোগ করলেন, যা তিনি তার দেহে অনুভব করছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, “তুমি তোমার দেহের ব্যথিত স্থানে হাত রেখে তিনবার 'বিসমিল্লাহ' এবং সাতবার 'আউযু বিইয্যাতিল্লাহি অক্বুদরাতিহী মিন শার্রি মা আজিদু অউহাযিরু' বল।” অর্থাৎ, আল্লাহর ইজ্জত এবং কুদরতের আশ্রয় গ্রহণ করছি, সেই মন্দ থেকে যা আমি পাচ্ছি এবং

যা থেকে আমি ভয় করছি। *(মুসলিম)*

উক্ত হাদীসদ্বয় থেকে বুঝা যায় যে, ব্যথার স্থানে হাত রেখে ঝাড়ফুঁক করা বিধেয়। তবে সতর্কতার বিষয় যে, যে মহিলাকে স্পর্শ করা বৈধ নয়, সে মহিলার ব্যথার জায়গায় হাত রাখাও বৈধ নয়।

প্রশ্ন ঃ কোন মুশরিক বা অমুসলিমের কাছে ঝাড়ফুঁক করানো বৈধ কি?

উত্তর ঃ না। কারণ মহানবী ﷺ সাহাবাগণকে বলেছিলেন,

((اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لاَ بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ)).

“তোমরা তোমাদের ঝাড়-ফুঁকের মন্ত্রগুলি আমার নিকট পেশ কর। ঝাড়-ফুঁক করায় দোষ নেই; যতক্ষণ তাতে শির্ক না থাকে।” *(মুসলিম)*

আর মুশরিক ও অমুসলিমরা তো শির্কী মন্ত্র পড়েই ঝাড়ফুঁক করে।

প্রশ্ন ঃ পানি পড়া বৈধ কি না? পানপাত্রে ফুঁক দিতে হাদীসে নিষেধ আছে, তাহলে পানি পড়াতে ফুঁক দেওয়া কীভাবে বৈধ হতে পারে?

উত্তর ঃ পানি পড়া বৈধ। যেহেতু কুরআন পড়ার বরকত-মিশ্রিত ফুঁক ও থুথু, সেহেতু তাতে আরোগ্য লাভের আশা করা যায় এবং তা আপত্তিকর নয়।

প্রশ্ন ঃ ঝাড়ফুঁক ক'রে কি পয়সা নেওয়া বৈধ?

উত্তর ঃ বৈধ। আবূ সাঈদ খুদরী ؓ বলেন, নবী ﷺ-এর কিছু সাহাবা আরবের কোন এক বসতিতে এলেন। কিন্তু সেখানকার বাসিন্দারা তাঁদেরকে মেহমানরূপে বরণ করল না (এবং কোন খাদ্যও পেশ করল না)। অতঃপর তাঁরা সেখানে থাকা অবস্থায় তাদের সর্দারকে (বিছুতে) দংশন করল। তারা বলল, 'তোমাদের কাছে কি কোন ওষুধ অথবা ঝাড়ফুঁককারী (ওঝা) আছে?' তাঁরা বললেন, 'তোমরা আমাদেরকে মেহমানরূপে বরণ করলে না। সুতরাং আমরাও পারিশ্রমিক ছাড়া (ঝাড়ফুঁক) করব না।' ফলে তারা এক পাল ছাগল পারিশ্রমিক নির্ধারিত করল। একজন সাহাবী উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) পড়তে লাগলেন এবং থুথু জমা ক'রে (দংশনের জায়গায়) দিতে লাগলেন। সর্দার সুস্থ হয়ে উঠল। তারা ছাগলের পাল হাজির করল। তাঁরা বললেন, 'আমরা নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা না ক'রে গ্রহণ করব না।' সুতরাং তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি হেসে বললেন, “তোমাকে কিসে জানাল যে, ওটি ঝাড়ফুঁকের মন্ত্র?! ছাগলগুলি গ্রহণ কর এবং আমার জন্য একটি ভাগ রেখো।” *(বুখারী ৫৭৩৬নং)*

প্রশ্ন ঃ কোন বালা-মুসীবত বা জ্বিনভূতের কবল থেকে বাঁচার জন্য তাবীয ব্যবহার করা বৈধ কি?

উত্তর ঃ তাবীয-কবচ তিন প্রকার ঃ (১) গায়রুল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ে লেখা তাবীয, ফিরিশ্তা, জ্বিন, নবী, অলী প্রভৃতির নাম লিখে তৈরি তাবীয, বিভিন্ন সংখ্যা বা হিজিবিজি লিখে তৈরি তাবীয। (২) কোন ধাতু, মাটি, গাছের ছাল বা শিকড়, পশুর লোম বা পাখীর পালক, হাড়, কড়ি, কাপড় বা সুতো ইত্যাদি মাদুলিতে ভরে তৈরি তাবীয। এই দুই শ্রেণীর তাবীয ব্যবহার শির্ক।

কারণ ইবনে মসউদ ﷺ-এর পত্নী যয়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, "এক বুড়ি আমাদের বাড়ি আসা-যাওয়া করত এবং সে বাতবিসর্প-রোগে ঝাড়-ফুঁক করত। আমাদের ছিল লম্বা খুরো-বিশিষ্ট খাট। (স্বামী) আব্দুল্লাহ বিন মসউদ যখন বাড়িতে প্রবেশ করতেন, তখন গলা-সাড়া বা কোন আওয়াজ দিতেন। একদিন তিনি বাড়িতে এলেন। (এবং অভ্যাসমত বাড়ি প্রবেশের সময় গলা-সাড়া দিলেন।) বুড়ি তাঁর আওয়াজ শোনামাত্র লুকিয়ে গেল। এরপর তিনি আমার পাশে এসে বসলেন। তিনি আমার দেহ স্পর্শ করলে (গলায় ঝুলানো মন্ত্র-পড়া) সুতো তাঁর হাতে পড়ল। তিনি বলে উঠলেন, 'এটা কী?' আমি বললাম, 'সুতো-পড়া; বাতবিসর্পরোগের জন্য ওতে মন্ত্র পড়া হয়েছে।' একথা শুনে তিনি তা টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন এবং বললেন, 'ইবনে মসউদের বংশধর তো শির্ক থেকে মুক্ত। আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "নিশ্চয়ই মন্ত্র-তন্ত্র, তাবীয-কবচ এবং যোগ-যাদু ব্যবহার করা শির্ক।"

যয়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি বললাম, 'কিন্তু একদা আমি বাইরে বের হলাম। হঠাৎ করে আমাকে অমুক লোক দেখে নিল। অতঃপর আমার যে চোখটা ঐ লোকটির দিকে ছিল সেই চোখটায় পানি ঝরতে লাগল। এরপর যখনই আমি ঐ চোখে মন্ত্র পড়াই, তখনই পানি ঝরা বন্ধ হয়ে যায়। আর যখনই না পড়াই, তখনই পানি ঝরতে শুরু করে। (অতএব বুঝা গেল যে, মন্ত্রের প্রভাব আছে।)'

ইবনে মসউদ ﷺ বললেন, "ওটা তো শয়তানের কারসাজি। যখন তুমি (মন্ত্র পড়িয়ে) ওর আনুগত্য কর, তখন সে ছেড়ে দেয় (এবং তোমার চোখে পানি আসে না)। আর যখনই তুমি তার আনুগত্য কর না, তখনই সে নিজ আঙ্গুল দ্বারা তোমার চোখে খোঁচা মারে (এবং তার ফলে তাতে পানি আসে; যাতে তুমি মন্ত্রকে বিশ্বাস কর এবং শির্কে লিপ্ত হয়ে পড়)। তবে যদি তুমি সেই কাজ করতে, যা আল্লাহর রসূল ﷺ করেছেন, তাহলে তা তোমার জন্য উত্তম ও মঙ্গল হত এবং অধিকরূপে আরোগ্য লাভ করতে। আর তা এই যে, চোখে পানি ছিটাতে এবং বলতে,

أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ، اِشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ، لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سُقْمًا.

(ইবনে মাজাহ ৩৫৩০ নং, সিলসিলাহ সহীহাহ ৩৩১নং)

আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট (বাইআত করার উদ্দেশ্যে) ১০ জন লোক উপস্থিত হল। তিনি ন'জনের নিকট থেকে বাইয়াত নিলেন। আর মাত্র একজন লোকের নিকট হতে বাইআত নিলেন না। সকলে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি ন'জনের বাইআত গ্রহণ করলেন, কিন্তু এর করলেন না কেন?' উত্তরে তিনি বললেন, "ওর দেহে কবচ রয়েছে তাই।" অতঃপর সে নিজ হাতে তা ছিঁড়ে ফেলল। সুতরাং তার নিকট থেকেও বাইআত নিলেন এবং বললেন, "যে ব্যক্তি কবচ লটকায়, সে ব্যক্তি শির্ক করে।" (আহমাদ, হাকেম, সিলসিলাহ সহীহাহ ৪৯২নং)

(৩) কুরআনের আয়াত বা হাদীসের দুআ লিখে বানানো তাবীয। এই শ্রেণীর তাবীয

শির্ক না হলেও ব্যবহার বৈধ নয়। কারণ (ক) মহানবী ﷺ ব্যাপকার্থবোধক ভাষায় বলেছেন, 'তা'বীয শির্ক।' (খ) এর বৈধতা ও ব্যবহার প্রচলিত হলে শির্কী তাবীযের চোরা পথ খোলা যাবে। (গ) এই তাবীযের মাধ্যমে কুরআন ও আল্লাহর নামের অসম্মান হবে। যেহেতু ব্যবহারকারী তা দেহে রেখেই প্রস্রাব-পায়খানা ও সঙ্গম করবে এবং মহিলারা মাসিক অবস্থায় তা বেঁধেই রাখবে। (লাদা)

প্রশ্ন ঃ তাবীয দিয়ে পয়সা খাওয়া কি হালাল?

উত্তর ঃ ইসলামে যা হারাম, তার ব্যবসা করা এবং তার বিনিময়ে পয়সা খাওয়া হারাম। ইসলামে মদ হারাম, তা বিক্রি করাও হারাম। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "মদ পানকারীকে, মদ পরিবেশনকারীকে, তার ক্রেতা ও বিক্রেতাকে, তার প্রস্তুতকারককে, যার জন্য প্রস্তুত করা হয় তাকে, তার বাহককে ও যার জন্য বহন করা হয় তাকে আল্লাহ অভিশাপ করেছেন।" *(আবূ দাউদ ৩৬৭৪, ইবনে মাজাহ ৩৩৮০নং)*

ইবনে মাজার বর্ণনায় আছে, "তার মূল্য ভক্ষণকারীও (অভিশপ্ত)।" *(সহীহুল জামে' ৫০৯১নং)*

প্রশ্ন ঃ কুরআনের আয়াত পাত্রে জাফরান দিয়ে লিখে তা পান করার মাধ্যমে আরোগ্যের আশা করা বৈধ কি?

উত্তর ঃ উলামাগণ এই শ্রেণীর অনুমতি দিয়েছেন। দ্রষ্টব্য ঃ যাদুল মাআদ। (লাদা)
অনুরূপ কাগজে লিখে পানিতে চুবিয়ে তা পান করার অনুমতিও। (সাফা)

প্রশ্ন ঃ জ্বিন ছাড়াতে কি আগুন ব্যবহার করা যায়?

উত্তর ঃ না। আগুন দিয়ে চেহারা ইত্যাদি পুড়িয়ে চিকিৎসা বৈধ নয়। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেছেন, "আগুন দিয়ে জ্বালানোর শাস্তি কেবল আল্লাহই দেন।" (বুখারী)

প্রশ্ন ঃ যিনি ঝাড়ফুঁক করবেন, তাঁর কি আলেম, ইমাম বা হুযুর হওয়া জরুরী?

উত্তর ঃ না, আলেম হওয়া জরুরী নয়। যিনি কুরআন ও দুআ জানেন তিনিই ঝাড়ফুঁক করতে পারেন। পরহেযগার মানুষের ঝাড়ফুঁকের তাসীর আছে।

প্রশ্ন ঃ থুথু দিয়ে মাটি ঘুলে ফোঁড়া বা ব্যথা ইত্যাদিতে লাগিয়ে চিকিৎসা বৈধ কি?

উত্তর ঃ এই চিকিৎসা মহানবী ﷺ করেছেন। অনেকে বলেছেন, তা তাঁর থুথু ও মদীনার মাটির সাথে সম্পৃক্ত। অনেকে বলেছেন, সবারই থুথু ও সব জায়গার মাটি দ্বারা ঐ চিকিৎসা হতে পারে। তবে তা ওষুধস্বরূপ, তাবার্রকস্বরূপ নয়। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ বদনজরের শরয়ী চিকিৎসা কী?

উত্তর ঃ শরয়ী ঝাড়ফুঁক অথবা গোসল। যার চোখ দ্বারা বদনজর লেগেছে বলে মনে হয়, তাকে অনুরোধ ক'রে তার উযূ বা গোসল করা পানি দিয়ে রোগীকে গোসল করানো। তাতে বদ-নজর ভাল হয়ে যায়। (ইবনে মাজাহ ৩৫০৯, মিশকাত ৪৫৬২নং)

প্রশ্ন ঃ কেউ খাওয়া দেখলে বদনজরের ভয়ে কিছু খাবার মাটিতে ফেললে কি উপকার হয়?

উত্তর ঃ কক্ষনই নয়। এ বিশ্বাস যথার্থ নয় এবং খাবার ফেলা হারাম। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ যে ইমাম সাহেব তাবীয লিখেন এবং তার বিনিময়ও গ্রহণ করেন, তাঁর পিছনে

নামায শুদ্ধ কি?

উত্তর ঃ যে ইমাম শির্কী তাবীয লিখেন (অথবা মহিলাদের ঋতুস্রাবের ন্যাকড়া ইত্যাদি দ্বারা চিকিৎসা করেন), তাঁর পিছনে নামায শুদ্ধ নয়। অবশ্য যিনি কুরআনী তাবীয লিখেন, তাঁর পিছনে নামায শুদ্ধ। যেহেতু সে কাজ শির্ক নয়। তবুও তাঁর জন্য তা লেখা এবং কুরআনের আয়াতকে অসম্মানের সম্মুখীন করা বৈধ নয়। (লাদা)

প্রশ্ন ঃ তামা বা লোহার বালা ব্যবহার ক'রে আরোগ্য লাভের আশা করা বৈধ কি?

উত্তর ঃ না। এতে ইসলামিক বা বৈজ্ঞানিক কোন এমন হেতু নেই, যার ফলে আরোগ্য লাভ হতে পারে। সুতরাং তা শির্ক। (ইবা)

প্রশ্ন ঃ জাদু কাটানোর জন্য জাদু ব্যবহার বৈধ কি?

উত্তর ঃ কোনভাবেই জাদু ব্যবহার বৈধ নয়। যেহেতু তা শয়তানের কর্ম। *(আবূ দাউদ ৩৮৬৮নং)*

প্রশ্ন ঃ জিন ছাড়ানোর জন্য পশু-পাখী যবেহ করা কি শরীয়তসম্মত?

উত্তর ঃ যবেহর মাধ্যমে জিনকে সন্তুষ্ট ক'রে তাকে সরে যেতে বলা শির্ক। যেহেতু আল্লাহ ছাড়া আর কারোর সন্তুষ্টিলাভের জন্য যবেহ বৈধ নয়। মহান আল্লাহ বলেন,

{قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} {الأنعام:١٦٢}

অর্থাৎ, বল, 'নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার উপাসনা (কুরবানী), আমার জীবন ও আমার মরণ, বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য। (আন্আম ঃ ১৬২)

আর নবী ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তাকে অভিশাপ করেন (বা করুন), যে গায়রুল্লাহর জন্য যবেহ করে।" (মুসলিম ১৯৭৮-নং)

অমুসলিমদের সাথে ব্যবহার

প্রশ্ন ঃ ক্রিসমাস ডে' ও নববর্ষের আগমনে কাফেরদেরকে মুবারকবাদ দেওয়া যায় কি? যেহেতু ওরা আমাদের সাথে কাজ করে। ওরা যদি আমাদেরকে সম্ভাষণ জানায়, তাহলে ওদেরকে আমরা কিভাবে উত্তর দেব? এই উপলক্ষ্যে ওদের আয়োজিত কোন অনুষ্ঠানে যোগদান করা বৈধ কি? উক্ত বিষয়সমূহের কোন একটা ক'রে ফেললে মানুষ গোনাহগার হবে কি? যদি সদ্ব্যবহার, চক্ষুলজ্জা বা সঙ্কোচ ইত্যাদির খাতিরে করা হয়? আর এ সবে ওদের অনুরূপ করা চলবে কি?

উত্তর ঃ ক্রিসমাস ডে' অথবা অন্য কোন ওদের ধর্মীয় পর্ব ও খুশিতে কাফেরদেরকে মুবারকবাদ দেওয়া সর্ববাদিসম্মতিক্রমে অবৈধ। যেমন ইবনুল কাইয়েম রাহিমাহুল্লাহ তাঁর গ্রন্থ 'আহকা-মু আহলিয যিম্মাহ' তে নকল করেছেন। তিনি বলেন, 'বিশিষ্ট কুফরের প্রতীক ও নিদর্শনের ক্ষেত্রে মুবারকবাদ পেশ করা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। যেমন ওদের ঈদ অথবা ব্রত উপলক্ষে মুবারকবাদ দিয়ে বলা, 'তোমার জন্য ঈদ মুবারক হোক', অথবা 'এই খুশিতে শুভাশীষ গ্রহণ কর' ইত্যাদি। এ কাজে যদিও সম্ভাষণদাতা কুফর থেকে বেঁচে যায়, তবুও তা হারামের অন্তর্ভুক্ত। আর এটা ওদের ক্রুশকে সিজদা করার

উপলক্ষ্যে মুবারকবাদ দেওয়ার অনুরূপ। বরং এটা আল্লাহর নিকট গোনাহ এবং গযবের দিক থেকে মদ্যপান খুন, ব্যভিচার ইত্যাদির উপর মুবারকবাদ দেওয়ার চেয়ে অধিক বড় ও বেশী। বহু মানুষই যাদের নিকট দ্বীনের কোন কদর নেই, তারা উক্ত পাপে পতিত হয়ে থাকে। কৃতকর্মের কুফলকে জানতে পারে না। উপরন্তু কোন মানুষকে পাপ, বিদআত অথবা কুফরের উপর মুবারকবাদ জানিয়ে থাকে, যখন সে নিশ্চিতভাবে আল্লাহর ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির শিকার হয়ে যায়। *(ইবনুল কাইয়েমের উক্তি সমাপ্ত)*

কাফেরদের ধর্মীয় ঈদ-পর্বে তাদেরকে মুবারকবাদ দেওয়া এই লক্ষ্যেই হারাম, যা ইবনুল কাইয়েম উল্লেখ করেছেন। যেহেতু তাতে কুফরী প্রতীকের উপর কাফেরদের প্রতিষ্ঠিত থাকাকে স্বীকার ও সমর্থন করা হয় এবং তাদের জন্য তাতে সম্মতি প্রকাশ করা হয়। যদিও সে এই কুফরী নিজের জন্য পছন্দ করে না; কিন্তু তবুও মুসলিমের জন্য কুফরীর প্রতীকে সম্মতি প্রকাশ অথবা তার উপর কাউকে মুবারকবাদ জানানো বৈধ নয়। কারণ আল্লাহ তাআলা ওতে সম্মত নন। যেমন তিনি বলেন,

{إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلاَ يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ}

অর্থাৎ, তোমরা কাফের হলে জেনে রাখ, আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন। তিনি তাঁর দাসদের জন্য কুফরী পছন্দ করেন না। যদি তোমরা তার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, তাহলে তিনি তোমাদের জন্য তা পছন্দ করেন। *(সূরা যুমার ৭আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيْناً}

অর্থাৎ, আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীনরূপে মনোনীত করলাম। *(সূরা মাইদাহ ৩ আয়াত)*

সুতরাং কুফরীর উপর ওদেরকে শুভাশীষ ও সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন হারাম -- চাহে তারা ঐ ব্যক্তির কর্মক্ষেত্রে সহকর্মী বা সঙ্গী হোক, চাহে না হোক।

যখন ওরা ওদের ঈদ উপলক্ষ্যে আমাদেরকে মুবারকবাদ জানায়, তখনও আমরা তাদেরকে প্রত্যুত্তরে অভিবাদন জানাতে পারি না। যেহেতু তা আমাদের ঈদ নয়। আল্লাহ তাআলা এমন ঈদকে পছন্দ করেন না। কারণ, তা ওদের ধর্মে অভিনব রচিত কর্ম। অথবা বিধিসম্মত কিন্তু তা দ্বীন ইসলাম দ্বারা রহিত হয়ে গেছে, যে দ্বীন সহ মুহাম্মাদ ﷺ-কে আল্লাহ তাআলা সমগ্র সৃষ্টির প্রতি প্রেরণ করেছেন। যে দ্বীন সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيْناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الخَاسِرِيْنَ}

অর্থাৎ, যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম চাইলে তা কখনও তার নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে না এবং সে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত হবে। *(আ-লে ইমরান ৮৫)*

এই উপলক্ষ্যে মুসলিমদের জন্য তাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করাও হারাম। যেহেতু দাওয়াত গ্রহণ মুবারকবাদ জ্ঞাপন অপেক্ষা নিকৃষ্টতর। কারণ এতে ওদের ঈদে অংশগ্রহণ করা হয়।

তদনুরূপ মুসলমানদের জন্য এই উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানাদির আয়োজন ক'রে, পরস্পরকে উপঢৌকন প্রদান ক'রে, মিষ্টান্ন বিতরণ ক'রে, বিভিন্ন প্রকার খাদ্য বন্টন ক'রে অথবা কর্মক্ষেত্রে ছুটি ঘোষণা ক'রে কাফেরদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা বৈধ নয়। কারণ নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের আনুরূপ্য অবলম্বন করে, সে তাদেরই দলভুক্ত।" (আবূ দাঊদ)

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ তাঁর গ্রন্থ 'ইকতিযা-উস সিরাত্বিল মুস্তাক্বীম, মুখা-লাফাতু আসহা-বিল জাহীম'এ বলেন, 'তাদের কিছু ঈদ-পর্বে তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন, তারা যে বাতিলে অবিচলিত, তাতে তাদের অন্তর খুশীতে ভরে ওঠার কারণ হবে এবং সম্ভবতঃ এই আনুরূপ্য তাদের সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ও দুর্বলদেরকে অধীনস্থ করতে সহায়তা করবে।'

যে ব্যক্তি উপর্যুক্ত কিছু ক'রে ফেলেছে সে গোনাহগার হবে। চাহে সে তা শিষ্টাচারিতা, বন্ধুত্ব, চক্ষুলজ্জা বা অন্য কিছুর খাতিরে করুক না কেন। যেহেতু এমন করা আল্লাহর দ্বীনে তোষামোদ করা, কাফেরদের আত্মা-মনকে সবল ক'রে তোলা এবং তাদের ধর্ম নিয়ে গর্ব করার উপকরণের অন্তর্ভুক্ত। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ- অমুসলিমদেরকে সালাম দেওয়া যায় কি?

উত্তর ঃ- অমুসলিমদেরকে প্রথমে সালাম দেওয়া হারাম, বৈধ নয়। যেহেতু 'সালাম' কেবল ইসলাম-ওয়ালাদের অভিবাদন। মহানবী ﷺ বলেন, "ইয়াহুদ ও নাসাদেরকে প্রথমে সালাম দিয়ো না। ওদের সাথে পথে সাক্ষাৎ হলে সংকীর্ণতার প্রতি বাধ্য কর।" কিন্তু ওরা যদি আমাদেরকে প্রথমে সালাম দেয়, তাহলে তার উত্তর দেওয়া আমাদের জন্য ওয়াজেব হবে। যেহেতু সাধারণভাবেই আল্লাহ বলেন,

[وَإِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَآ]

অর্থাৎ, আর যখন তোমাদেরকে অভিবাদন করা হয়, তখন তোমরাও তা অপেক্ষা উত্তম অভিবাদন করবে অথবা ওরই অনুরূপ উত্তর দেবে। *(সূরা নিসা ৮৬)*

ইয়াহুদীরা মহানবী ﷺ-কে সালাম দিত, বলত, 'আস্সা-মু আলাইকা ইয়া মুহাম্মাদ! (তোমার উপর মৃত্যু বর্ষণ হোক, হে মুহাম্মাদ!)' 'আস্সা-ম' এর অর্থ মৃত্যু। তারা রসূল ﷺ-কে মৃত্যুর বদ্দুআ দিত। তাই নবী ﷺ বললেন, "ইয়াহুদীরা বলে, 'আস্সা-মু আলাইকুম।' সুতরাং ওরা যখন তোমাদেরকে সালাম দেবে, তখন তোমরা তার উত্তরে বল, 'অ আলাইকুম।'"

অতএব কোন অমুসলিম যখন মুসলিমকে সালাম দিয়ে বলে, 'আস্সা-মু আলাইকুম,' তখন আমরা তার উত্তরে বলব, 'অ আলাইকুম।' উপরন্তু তাঁর উক্তি 'অ আলাইকুম' এই কথার দলীল যে, যদি ওরা 'তোমাদের উপর সালাম' বলে, তাহলে তাদের উপরেও সালাম। সুতরাং ওরা যেমন বলবে, আমরাও ওদেরকে তেমনি বলব। এই জন্য কতক উলামা বলেছেন যে, ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান বা অন্য কোন অমুসলিম যখন স্পষ্ট শব্দে 'আস্সালামু আলাইকুম' বলবে, তখন আমাদের জন্য 'অ আলাইকুমুস সালাম' বলে উত্তর দেওয়া বৈধ হবে।

অনুরূপভাবে অমুসলিমদেরকে প্রথমে স্বাগত জানানো, যেমন 'আহলান অসাহলান (স্বাগতম, খোশ আমদেদ, ওয়েল কাম প্রভৃতি) বলাও বৈধ নয়। যেহেতু এতে তাদের সম্মান ও তা'যীম অভিব্যক্ত হয়। কিন্তু ওরা যখন প্রথমে আমাদেরকে ঐ বলে স্বাগত জানাবে, তখন আমরাও তাদেরকে অনুরূপ বলে উত্তর দেব। যেহেতু ইসলাম ন্যায়পরায়ণতা এনেছে এবং প্রত্যেক অধিকারীকে তার অধিকার দিতে উদ্বুদ্ধ করেছে। আর এ কথা বিদিত যে, আল্লাহ আযযা অ জাল্লার নিকটে মুসলিমরাই সম্মান ও মর্যাদার দিক দিয়ে সর্বাপেক্ষা বড়। তাই প্রথমে অমুসলিমদেরকে সালাম দিয়ে নিজেদেরকে অপদস্থ করা উচিত নয়। অতএব উত্তরের সারমর্মে বলি যে, অমুসলিমকে প্রথমে সালাম দেওয়া বৈধ নয়। যেহেতু নবী ﷺ এ থেকে নিষেধ করেছেন এবং যেহেতু এতে মুসলিমের লাঞ্ছনা আছে। কারণ সে এতে অমুসলিমকে প্রথমে তা'যীম ও সম্মান প্রদর্শন করে। অথচ আল্লাহর নিকট মুসলিমই সম্মানের দিক দিয়ে অধিক উচ্চ। তাই এতে নিজেকে অপমানিত করা উচিত নয়। পক্ষান্তরে যখন ওরা আমাদেরকে সালাম দেবে, তখন আমরা তাদের অনুরূপ সালামের উত্তর দেব। তদনুরূপ ওদেরকে প্রথমে স্বাগত জানানোও বৈধ নয়। যেমন, 'আহলান অসাহলান, মারহাবা' ইত্যাদি বলা। কেননা এতেও ওদেরকে তা'যীম প্রদর্শন করা হয়। যা ওদেরকে প্রথমে সালাম দেওয়ারই অনুরূপ। (ইউ)

প্রশ্ন ঃ একত্রে মুসলিম-অমুসলিম উভয়ই থাকলে কোন্ শব্দে সালাম দেওয়া যাবে? এ ক্ষেত্রে কি 'আস্-সালামু আলা মানিত্তাবাআল হুদা' বলে সালাম দিতে হয়?

উত্তর ঃ এ ক্ষেত্রে মুসলিমদের উদ্দেশ্যে 'আস্-সালামু আলাইকুম' বলেই সালাম দিতে হবে। প্রশ্নে উক্ত বাক্য অমুসলিমদেরকে চিঠি লেখার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। (ইউ)

কেউ কেউ বলেছেন, অমুসলিমদেরকে সালাম দিতে 'আস্-সালামু আলা মানিত্তাবাআল হুদা' বা 'আস্সালামু আলাইনা অআলা ইবাদিল্লাহিস স্বালিহীন'ও ব্যবহার করা যায়।

প্রশ্ন ঃ কাফেরদের কোন্ ধরনের আনুরূপ্য বা সাদৃশ্য গ্রহণে দোষ আছে?

উত্তর ঃ কাফেরদের বাহ্যিক বেশভূষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, চাল-চলন ও পানাহারে যে কোন ধরনের সাদৃশ্য গ্রহণে দোষ আছে। যেহেতু শরীয়তের নির্দেশ এ ব্যাপারে ব্যাপক।

নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে ব্যক্তি সেই জাতিরই দলভুক্ত।" *(আবূ দাঊদ, ত্বাবারানীর আউসাত্ব, সহীহুল জামে' ৬১৪৯নং)*

অবশ্য লক্ষণীয় যে, যে জিনিস বিজাতির প্রতীক, যে জিনিস দেখলে তাদেরকে বিজাতি বলে সহজে চিহ্নিত করা যায়, কেবল সেই জিনিসেই সাদৃশ্য অবলম্বন নিষেধ। তাছাড়া যে জিনিস মুসলিম-অমুসলিমের মাঝে কোন পার্থক্য নির্ধারণ করে না, বরং সকলের মাঝে ব্যাপক, তাতে সাদৃশ্য অবলম্বনের প্রশ্নই থাকে না। যদিও সে জিনিস মূলতঃ কাফেরদের নিকট থেকে আগত সভ্যতা, কিন্তু ইসলামে তা হারাম নয় এবং জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সর্বসাধারণের মাঝে প্রচলিত হয়ে গেছে। (ইউ)

বর্তমানে মেয়েদের সিঁদুর ও ছেলেদের টাই ব্যবহারে সাদৃশ্য গ্রহণের দোষ আছে। কিন্তু মেয়েদের শাড়ি ও ছেলেদের প্যান্ট্ ব্যবহারে সেই দোষ নেই। যদিও তা মুসলিমদের পোশাক নয়।

আরো স্পষ্ট ক'রে বলা যায় যে, বিজাতির অনুকরণ ও সাদৃশ্য অবলম্বন ৩ শ্রেণীর কর্মে হতে পারে। প্রথম ঃ ইবাদতে বা দ্বীনী বিষয়ে। দ্বিতীয় ঃ আচার-আচরণে। তৃতীয় ঃ পার্থিব আবিষ্কার ও শিল্প বিষয়ে।

ইবাদতে বিজাতির অনুকরণ করা কোনক্রমেই বৈধ নয়। কারণ তাতে অনেক সময় মুসলিম ইসলাম থেকে খারিজও হয়ে যেতে পারে।

আচার-আচরণ ও লেবাস-পোশাকেও বিজাতির অনুকরণ বৈধ নয়। কারণ তাতে তাদের প্রতি মুগ্ধতা ও আন্তরিক আকর্ষণ প্রকাশ পায়।

আবিষ্কার ও শিল্প ক্ষেত্রে তাদের অনুকরণ ক'রে পার্থিব উন্নয়ন সাধন করা দোষাবহ নয়। এ অনুকরণ নিষিদ্ধ অনুকরণের পর্যায়ভুক্ত নয়।

প্রশ্ন ঃ অমুসলিমের ঘরে পানাহার বৈধ কি?

উত্তর ঃ যদি পানাহারের জিনিস ইসলামে 'হারাম' না হয় এবং তা বৈধ পাত্রে পেশ করা হয়, তাহলে বৈধ। ইসলামের দিকে দাওয়াতের উদ্দেশ্যে অমুসলিমের খাওয়া এবং তাকে খাওয়ানো দোষের নয়। অবশ্য তাদের কোন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে ক্রীত বা প্রস্তুতকৃত কোন খাবার---তা মূলতঃ 'হালাল' হলেও খাওয়া বৈধ নয়।

প্রশ্ন ঃ কোন অমুসলিম ইফতারী পার্টি দিলে তা খাওয়া বৈধ কি?

উত্তর ঃ হালাল খাদ্য দিয়ে ইফতারী করালে এবং সেখানে কোন আপত্তিকর জিনিস (গান-বাজনা, ছবি ইত্যাদি) না থাকলে তা খেয়ে ইফতারী করা বৈধ। তবে যেন তা কেবল বন্ধুত্বের খাতিরে না হয়। বরং তাতে যেন তাকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার নিয়ত থাকে, ইসলামী শিষ্টাচার প্রকাশের মাধ্যমে ইসলামকে উচ্চ করার উদ্দেশ্য থাকে। (লাদা)

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} (٨) سورة الممتحنة

অর্থাৎ, দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ হতে বহিষ্কার করেনি, তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়-পরায়ণদেরকে ভালবাসেন। (মুমতাহিনাহ ঃ ৮)

প্রশ্ন ঃ কোন অমুসলিমকে অনূদিত কুরআন অথবা যাতে কুরআনী আয়াত আছে এমন বই পড়তে দেওয়া বৈধ কি?

উত্তর ঃ আসল আরবী কুরআন অপবিত্র অবস্থায় স্পর্শ করা বৈধ নয়। অনূদিত কুরআন বা কুরআনী আয়াত সম্বলিত কোন বই-পুস্তক অপবিত্র অবস্থায় পড়া অবৈধ নয়। সুতরাং অমুসলিমকে তা দিতে বাধা নেই। (লাদা)

প্রশ্ন ঃ কার্যক্ষেত্রে কোন অমুসলিমের অফিস বা বাড়িতে নামায পড়া শুদ্ধ কি?

উত্তর ঃ স্থান পবিত্র হলে এবং সামনে মূর্তি ইত্যাদি না থাকলে নামায শুদ্ধ। (লাদা)

প্রশ্ন ঃ অমুসলিমদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক কায়েম করা বৈধ কি?

উত্তর ঃ ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের সতী মহিলা হলে তাকে মুসলমান না বানিয়েও যথানিয়মে বিবাহ করা চলবে। অন্য কোন ধর্মের মহিলা হলে তাকে মুসলমান না বানিয়ে বিবাহ করা বৈধ নয়। পক্ষান্তরে মুসলমান না বানিয়ে কোন বিধর্মী পুরুষের সাথে মুসলিম মহিলার বিবাহ বৈধ নয়। বৈধ নয় বিধর্মী স্বামীর সাথে সংসার করা, যদিও সে নিজে মুসলিম হিসাবে জীবন-যাপন করে বলে দাবী করে। কেউ করলে আজীবন ব্যভিচার করা হবে।

সাম্প্রদায়িক-সম্প্রীতি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে মুসলিম-অমুসলিম বৈবাহিক সম্পর্ক কায়েম করা জরুরী নয়। জরুরী নয় একের অন্যের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা করা। যে উদারতায় ঈমানই নষ্ট হয়ে যায়, সে উদারতা কীসের উপকারী? আর ভালবাসার কথা? মহান আল্লাহ বলেন,

{لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (٢٢) سورة المجادلة

অর্থাৎ, তুমি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায় পাবে না, যারা ভালবাসে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচারীদেরকে; হোক না এই বিরুদ্ধাচারীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা তাদের জাতি-গোত্র। তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর পক্ষ হতে রূহ (জ্যোতি ও বিজয়) দ্বারা। তিনি তাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে; যার নিম্নদেশে নদীমালা প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর দল। জেনে রেখো যে, আল্লাহর দলই সফলকাম। (মুজাদালাহ ঃ ২২)

প্রশ্ন ঃ প্রয়োজনে কোন অমুসলিমকে কি মসজিদ-প্রবেশের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে?

উত্তর ঃ পারে, যদি তার পায়ে কোন অপবিত্রতা লেগে না থাকে। অবশ্য মক্কা-মদীনার হারামের মসজিদ প্রবেশ করার অনুমতি কোন অমুসলিমকে দেওয়া যাবে না। কারণ আল-কুরআনের সূরা তাওবার ২৮নং আয়াতে এর নিষেধাজ্ঞা এসেছে। (লাদা)

প্রশ্ন ঃ মূর্তিপূজা উপলক্ষ্যে বসানো মেলা বা বাজার থেকে কোন বৈধ জিনিস ক্রয় করা কি অবৈধ?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। কারণ এতে তাদের শির্কের এক প্রকার সমর্থন হয়। তেমনি কোন মাযারের ধারে-পাশে বসা মেলার দোকান থেকে কোন বৈধ জিনিস কেনাও অবৈধ।

প্রশ্ন ঃ কোন মুসলিম যদি 'সব ধর্ম সমান' কথায় বিশ্বাস রাখে, তাহলে সে কি মুসলিম থাকবে?

উত্তর ঃ না। কারণ সে অবস্থায় সে কুরআনকে অস্বীকার করবে। কুরআন বলছে,

{إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ} (١٩) سورة آل عمران

অর্থাৎ, নিশ্চয় ইসলাম আল্লাহর নিকট (একমাত্র মনোনীত) ধর্ম। (আলে ইমরান ঃ ১৯)

{وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (٨٥)

অর্থাৎ, যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম অন্বেষণ করবে, তার পক্ষ হতে তা কখনও গ্রহণ করা হবে না। আর সে হবে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত। *(আলে ইমরান ঃ ৮৫)*

প্রশ্ন ঃ হিজরত করা ওয়াজেব কখন?

উত্তর ঃ মুসলিম যখন নিজের দ্বীন প্রকাশ করতে, দ্বীনের প্রতীকসমূহ প্রতিষ্ঠা করতে বাধাপ্রাপ্ত হবে, নামায কায়েম করতে, জুমআহ ও জামাআত কায়েম করতে, যাকাত, রোযা ও হজ্জ পালন করতে অক্ষম হবে, তখন হিজরত ওয়াজেব হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيرًا} (٩٧)

অর্থাৎ, যারা নিজেদের উপর অবিচার করে, তাদের প্রাণ-হরণের সময় ফিরিশ্তাগণ বলে, 'তোমরা কি অবস্থায় ছিলে?' তারা বলে, 'দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম।' তারা বলে, 'তোমরা নিজ দেশ ত্যাগ ক'রে অন্য দেশে বসবাস করতে পারতে, আল্লাহর দুনিয়া কি এমন প্রশস্ত ছিল না?' এদেরই আবাসস্থল জাহান্নাম। আর তা কত নিকৃষ্ট আবাস! (নিসা ঃ ৯৭)

সুতরাং যে পরিবেশে মুসলিম তার ইসলাম প্রকাশ করতে বাধাগ্রস্ত হয়, সে পরিবেশে বসবাস করা বৈধ নয়। সে পরিবেশ ছেড়ে এমন পরিবেশে হিজরত ক'রে যাওয়া তার জন্য ওয়াজেব, যেখানে সে নিজের ঈমান-ইসলাম ও তার প্রতীকসমূহ প্রকাশ করতে সক্ষম হবে।

প্রশ্ন ঃ অমুসলিমদের সাথে মুসলিমদের ব্যবহার কেমন হবে?

উত্তর ঃ অমুসলিমরা একই শ্রেণীভুক্ত নয়। এ ব্যাপারে আল-কুরআনের নির্দেশ নিম্নরূপ,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} (٥١) سورة المائدة

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে, সে তাদেরই একজন গণ্য হবে। নিশ্চয় আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। (মায়িদাহ ঃ ৫১)

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءكُم مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاء مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِيلِ} (١) سورة الممتحنة

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তাদের কাছে বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তারা তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে, তা প্রত্যাখ্যান করেছে, রসূলকে এবং তোমাদেরকে বহিষ্কৃত করেছে এই কারণে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে বিশ্বাস কর। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টিলাভের জন্য আমার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বহির্গত হয়ে থাক (তাহলে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না)। তোমরা গোপনে তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তোমরা যা গোপন কর এবং তোমরা যা প্রকাশ কর, তা আমি সম্যক অবগত। তোমাদের যে কেউ এটা করে, সে তো সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়। (মুমতাহিনাহ ঃ ১)

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ آبَاءكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاء إَنِ اسْتَحَبُّواْ الْكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (٢٣) سورة التوبة

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের পিতা ও ভ্রাতৃগণ যদি ঈমানের মুকাবিলায় কুফরীকে পছন্দ করে, তাহলে তাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না। তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে অভিভাবক করবে, তারাই হবে অত্যাচারী। (তাওবাহ ঃ ২৩)

{لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (٢٢) سورة المجادلة

অর্থাৎ, তুমি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায় পাবে না, যারা ভালবাসে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচারীদেরকে; হোক না এই বিরুদ্ধাচারীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা তাদের জাতি-গোত্র। তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর পক্ষ হতে রূহ (জ্যোতি ও বিজয়) দ্বারা। তিনি তাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে; যার নিম্নদেশে নদীমালা প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর দল। জেনে রেখো যে, আল্লাহর দলই সফলকাম। (মুজাদালাহ্ ঃ ২২)

{لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٨) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (٩) سورة الممتحنة

অর্থাৎ, দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ হতে বহিষ্কার করেনি, তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়-পরায়ণদেরকে ভালবাসেন। আল্লাহ শুধু তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করেছে এবং তোমাদের বহিষ্করণে সহযোগিতা করেছে। তাদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করে, তারাই তো অত্যাচারী। (মুমতাহিনাহ ঃ ৮-৯)

প্রশ্ন ঃ বেনামাযীকে 'কাফের' বলাতে দোষ আছে কি?

উত্তর ঃ মহানবী ﷺ বলেন, "মানুষ এবং কুফর ও শির্কের মাঝে (অন্তরাল) নামায ত্যাগ।" *(মুসলিম ৮২নং)*

তিনি আরো বলেন, "আমাদের মাঝে ও ওদের মাঝে চুক্তিই হল নামায। সুতরাং যে ব্যক্তি তা পরিত্যাগ করে, সে কাফের।" *(তিরমিযী ২৬২১নং, ইবনে মাজাহ ১০৭৯নং, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।)*

আমীরুল মু'মিনীন উমার ﵁ বলেন, "যে ব্যক্তি নামায ত্যাগ করে, তার জন্য ইসলামে কোন অংশ নেই।" (বাইহাক্বী ৬৭৩৪নং, ইবনে আবী শাইবাহ ৩৭০৭৪নং)

ইবনে মাসঊদ ﵁ বলেন, 'যার নামায নেই, তার দ্বীন নেই।' (সঃ তারগীব ৫৭৪নং)

আবু দার্দা ﵁ বলেন, 'যার নামায নেই, তার ঈমান নেই।' (ঐ ৫৭৫নং)

আব্দুল্লাহ বিন শাক্বীক্ব বলেন, 'নবী ﷺ-এর সাহাবাবৃন্দ নামায ছাড়া অন্য কোন আমল ত্যাগ করাকে কুফরী মনে করতেন না।' (তিরমিযী)

কিন্তু আপনি তাকে 'কাফের' বলবেন না। অথবা সম্বোধনের সময় 'এ কাফের!'

বলবেন না। যেহেতু যে নামায পড়ে না, সে কাফের। কিন্তু আপনি যে বেনামাযীকে 'কাফের' বলছেন, সে প্রকৃতপক্ষে কাফের কি না, তা আপনি জানেন না। কারণ 'কাফের' বলার আগে অনেক কিছু দেখবার ও ভাববার আছে। সুতরাং আপনি তাকে সরাসরি 'তুমি কাফের' না বলে বলবেন, 'যে নামায পড়ে না, সে কাফের।' অতঃপর তাকে নসীহত করবেন। তার সামনে দলীল পেশ করবেন। তার সন্দেহ নিরসন করবেন। আর সে সব না পারলে আপনি 'কাফের' বলার কে? (ইবা)

প্রশ্ন ঃ কোন ব্যক্তি তার পরিজনকে নামায পড়তে আদেশ করা সত্ত্বেও যদি তারা তার কথা না শোনে, তাহলে সে ব্যক্তি তাদের সাথে এক সংসারে বসবাস করবে, নাকি পৃথক হয়ে যাবে?

উত্তর ঃ- যদি ঐ ব্যক্তির পরিজনবর্গ আদৌ নামায না পড়ে, তবে তারা কাফের, মুরতাদ্দ এবং ইসলাম থেকে বহির্ভূত। আর ঐ ব্যক্তির সাথে একত্রে বাস করা বৈধ নয়। অবশ্য তার উপর ওয়াজেব যে, তাদেরকে দাওয়াত দেবে, বারবার উপদেশ দেবে এবং নামাযের জন্য পুনঃপুনঃ তাকীদ করবে। সম্ভবতঃ আল্লাহ তাদেরকে হিদায়াত করবেন। যেহেতু নামায ত্যাগকারী কাফের। আল্লাহ আমাদেরকে পানাহ দিন। কিতাব, সুন্নাহ, সাহাবাবর্গের বাণী এবং সুচিন্তিত অভিমত থেকে এই বিধানের সপক্ষে দলীল বর্তমান। (ইউ)

পশু-পক্ষীর সাথে ব্যবহার

প্রশ্ন ঃ বাড়িতে যে সব অবাঞ্চিত ও ক্ষতিকর প্রাণী, যেমন পিঁপড়ে, আরশোলা, ছারপোকা ইত্যাদি থাকে, তা হত্যা করা বৈধ কি?

উত্তর ঃ যে প্রাণী মানুষের জন্য ক্ষতিকর, তা মেরে ফেলা বৈধ। তবে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে নয়। যেহেতু "আগুনের মালিক (আল্লাহ) ছাড়া আগুন দিয়ে শাস্তি দেওয়া আর কারো জন্য সঙ্গত নয়।" *(আবূ দাঊদ)*

প্রশ্ন ঃ পশুর দেহে বা কানে দাগ ক'রে চিহ্ন দেওয়া জায়েয কি না?

উত্তর ঃ প্রয়োজনের ভিত্তিতে দাগ ক'রে চিহ্ন দেওয়া জায়েয। মহানবী ﷺ সদকার উটের দেহে এমন চিহ্ন দিয়েছেন। (বুখারী ১৫০২, মুসলিম ২১১৯নং) তিনি ছাগলের কানেও দাগ দিয়ে চিহ্নিত করেছেন। (বুখারী ৫৫৪২, মুসলিম ২১১৯, আহমাদ ১২৩৩৯, ইবনে মাজাহ ৩৫৬৫নং) তিনি হজ্জের কুরবানীর উটের কুঁজে দাগ দিয়ে চিহ্নিত করেছেন। (বুখারী ১৬৯৪, ১৬৯৫নং) তবে চেহারায় দাগা বা দাগ দেওয়া নিষেধ। (মুসলিম ২১১৭নং)

প্রশ্ন ঃ শিশুদের খেলার জন্য, মনোরঞ্জনের জন্য অথবা সৌন্দর্যের জন্য পিঞ্জারাবদ্ধ ক'রে পাখি পোষা বৈধ কি?

উত্তর ঃ যদি পাখিকে ঠিকমতো পানাহার দেওয়া হয় এবং কোন প্রকার কষ্ট না দেওয়া হয়, তাহলে বৈধ। (ইবা)

প্রশ্ন ঃ শখের বশে কুকুর পোষা বৈধ কি?

উত্তর ঃ পাশ্চাত্য-সভ্যতায় প্রভাবান্বিত হয়ে শখের বশে বাড়িতে কুকুর পোষা বৈধ নয়। যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “সে ঘরে (রহমতের) ফিরিশ্তা প্রবেশ করেন না, যে ঘরে কুকুর থাকে এবং সে ঘরেও নয়, যে ঘরে ছবি বা মূর্তি থাকে।” *(বুখারী ও মুসলিম)*

“যে ব্যক্তি এমন কুকুর পোষে, যা শিকারের জন্য নয়, পশু রক্ষার জন্য নয় এবং ক্ষেত পাহারার জন্যও নয়, সে ব্যক্তির নেকী থেকে প্রত্যেক দিন (এক অথবা) দুই ক্বীরাত্ব পরিমাণ সওয়াব কমে যায়।” *(বুখারী-মুসলিম)*

বলা বাহুল্য, শিকারের জন্য, পাহারার জন্য অথবা অপরাধী ধরার জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে কুকুর পোষা বৈধ। (ইউ)

বিবিধ

প্রশ্ন ঃ কাফেররা উন্নত, আর মুসলিমরা অনুন্নত কেন?

উত্তর ঃ কাফেররা দুনিয়াতে উন্নত, যেহেতু তাদের জন্য দুনিয়া এবং মুসলিমদের জন্য আখেরাত। কাফেররা দুনিয়ার উন্নতি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে। আর মুসলিমরা আখেরাত নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে। মুসলিমদের দুনিয়া উন্নত না হলেও তাদের আখেরাত উন্নত। কাফেরদের অবস্থা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

{يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ} (٧) سورة الروم

অর্থাৎ, ওরা পার্থিব জীবনের বাহ্য দিক সম্বন্ধে অবগত, অথচ পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে ওরা উদাসীন। (রূম ঃ ৭)

একদা দুই জাহানের বাদশাহ নবী ﷺ চাটাই-এর উপর হেলান দিয়ে শুয়ে ছিলেন। তাঁর পার্শ্বদেশে চাটাই-এর স্পষ্ট দাগ পড়ে গিয়েছিল। তাঁর বগলে ছিল খেজুর গাছের চোকার বালিশ! তা দেখে উমার কেঁদে ফেললেন। আল্লাহর রসূল ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, “হঠাৎ কেঁদে উঠলে কেন, হে উমার?” উমার বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! পারস্য ও রোম-সম্রাট কত সুখ-বিলাসে বাস করছে। আর আপনি আল্লাহর রসূল হয়েও এ অবস্থায় কালাতিপাত করছেন? আপনি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করুন, যেন তিনি আপনার উম্মতকে পার্থিব সুখ-সম্পদে সমৃদ্ধ করেন। পারস্য ও রোমবাসীদেরকে আল্লাহ দুনিয়ার সুখ-সামগ্রী দান করেছেন, অথচ তারা তাঁর ইবাদত করে না!’

এ কথা শুনে মহানবী ﷺ হেলান ছেড়ে উঠে বসলেন এবং বললেন, “হে উমার! এ ব্যাপারে তুমি এমন কথা বল? ওরা হল এমন জাতি, যাদের সুখ-সম্পদকে এ জগতেই ত্বরান্বিত করা হয়েছে। তুমি কি চাও না যে, ওদের সুখ ইহকালে আর আমাদের সুখ পরকালে হোক?” *(বুখারী ৫১৯১, মুসলিম, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে’ ১৩২৭ নং)*

প্রশ্ন ঃ মুসলিমের দোষ ঢাকার উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য গোপন করা বৈধ কি?

উত্তর ঃ মুসলিমের দোষ ঢাকার উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য গোপন করা বৈধ; যদি সেই গোপন করাতে সত্যের অপলাপ না হয়, নোংরা কাজ বৃদ্ধি না পায় এবং অপরাধী অপরাধে উদ্বুদ্ধ

না হয়। নচেৎ সাক্ষ্য গোপন করা এবং সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করা বৈধ নয়। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ} (٢٨٢) سورة البقرة

অর্থাৎ, যখন (সাক্ষ্য দিতে) ডাকা হয়, তখন যেন সাক্ষীরা অস্বীকার না করে। (বাক্বারাহ ঃ ২৮২)

{وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} (٢٨٣) سورة البقرة

অর্থাৎ, তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না, বস্তুতঃ যে তা গোপন করে, নিশ্চয় তার অন্তর পাপময়। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত। (বাক্বারাহ ঃ ২৮৩)

পক্ষান্তরে যারা হক ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য এবং বাতিল ও অন্যায় নিপাতনের জন্য সাক্ষ্য দিতে ডাকার আগেই সাক্ষ্য দিতে চায়, তারাই হল সর্বশ্রেষ্ঠ সাক্ষী। মহানবী ﷺ বলেন, “তোমাদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ সাক্ষীর কথা বলে দেব না কি? যে চাওয়ার আগেই নিজের সাক্ষ্য নিয়ে উপস্থিত হয়।” (মুসলিম ১৭২০নং)

প্রশ্ন ঃ কুরআন মাজীদের পাতা ছিঁড়ে গেলে কী করা উচিত?

উত্তর ঃ কুরআন মাজীদের ছেঁড়া পাতা পবিত্র জায়গায় দাফন করা উচিত। অথবা তা পুড়িয়ে তার ছাইও দাফন করা উচিত। যাতে আল্লাহর কালামের কোন প্রকার অমর্যাদা না হয়। কুরআন মাজীদের পাতা পানিতে ফেলা উচিত নয়। কারণ তাতে অমর্যাদার আশঙ্কা আছে। আর নষ্ট হয়ে যাওয়া কুরআন অথবা তার ছেঁড়া পাতা অথবা ভুল ছাপা কুরআন আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলাতে তার অমর্যাদা হয় না। এরূপ আমল সাহাবা ﵃ কর্তৃক প্রমাণিত আছে। (লাদা)

প্রশ্ন ঃ আঙ্গুলে থুথু লাগিয়ে বইয়ের পাতা উল্টানো লোকের অভ্যাস, কুরআন মাজীদের পাতাও কি ঐভাবে উল্টানো যায়?

উত্তর ঃ কুরআন মাজীদ আল্লাহর কালাম, তা মুসলিমদের অত্যন্ত তা’যীমযোগ্য জিনিস। সুতরাং তাতে থুথু লাগানো বৈধ নয়। আমাদের কেউ যদি আঙ্গুলে থুথু লাগিয়ে অন্যের মুখে লাগিয়ে দেয়, তাহলে তাতে ঘৃণা প্রকাশ করতে দেখা যায়। অতএব এমন ঘৃণ্য আচরণ আল্লাহর কালামের সাথে করা আদৌ উচিত নয়।

সমাপ্ত